নথিতে যশোরের জমিদারি

খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দি

মোঃ শরিফুল ইসলাম
মোঃ মোশাররফ হোসেন

নথিতে যশোরের জমিদারি
(খ্রিষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দি)

প্রথম প্রকাশ
আগষ্ট ২০২২, ভাদ্র ১৪২৯

প্রকাশক
ছায়াবীথি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ মোশাররফ হোসেন

মুদ্রণ
এসজিএস এন্টারপ্রাইজ
৫১-৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০
বাংলাদেশ

মূল্য: ১২০০ টাকা, $ ২০

Notheete Jashorer Jamidari
by Md. Shariful Islam & Md. Mosharrof Hossain
Cover designed by Md. Mosharrof Hossain
First published in August 2022
by Chyabithi publications
MRP: Taka 1200 / USD$ 20
ISBN: 978-984-35-2315-0
Printed in Bangladesh

উৎসর্গ

মা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

মুদ্রা নিয়ে কাজ করার সুবাদে বাংলাদেশ ও ভারতের সংগ্রাহকদের সংগ্রহে থাকা কিছু পুরাতন নথি বা স্ট্যাম্প পেপার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কিন্তু সংগ্রাহকগণের প্রায় সবাই এই নথিগুলিকে কেবলমাত্র স্ট্যাম্প পেপারে উল্লিখিত মূল্যমান অথবা ধরণের ভিত্তিতে সংগ্রহ করে থাকেন দেখে অবাক হই। তবে এর মাধ্যমে ইতিহাস সংগ্রহ যে কেউ করেন না সেটা বলা যায়না। ত্রিপুরা বসু তাঁর দু'শো বছরের বাংলা নথিপত্র বইতে এই নথিপত্র থেকে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা আগেই করেছেন। সেই পথ ধরেই কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকে আমি সংগ্রাহকের সংগ্রহে থাকা পুরাতন স্ট্যাম্প পেপারগুলি নিয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নেই। আমি আমার পরিকল্পনার কথা আমার সহযোগী লেখক মোঃ মোশাররফ হোসেনকে জানালে সেও আমার সাথে শুরু থেকেই কাজ করতে সম্মতি জানায়। এর কিছু পরে ডা. ফরহাদুর রহমান সহযোগী হিসেবে এ কাজে যোগ দেন এবং নথি সমূহের ছবি সংগ্রহে অনেক সহযোগিতা করেন।

কাজের প্রথম ধাপে সংগ্রাহকগণের সংগ্রহে থাকা খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দির স্ট্যাম্প পেপার বা নথিগুলি থেকে তৎকালীন বৃহত্তর যশোরের জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে বাছাই করে আলাদা করা হয়। সেগুলির ছবি সংগ্রহ করি এবং একটি ক্যাটালগ তৈরী করি। এ বিষয়ে কোন পূর্ব প্রস্তুতকৃত ক্যাটালগ না থাকায় আমাদের তৈরীকৃত তালিকাটি যে সম্পুর্ণ নয় সেটা বলা যায়। আশা করছি এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কাজ যাঁরা করবেন, তাঁরা এই তালিকাকে সম্পূর্ণ করবেন, যা বাংলাদেশ এবং আরো বৃহৎ পরিসরে বাংলার ইতিহাসের পাঠকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

বই এর পরবর্তী অংশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেছি। এই অংশের সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অপাঠযোগ্য অংশগুলির পাঠোদ্ধার করা। আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রায় দুশো বছর আগের ভাষার অনেক শব্দ যা বর্তমানকালে প্রায় অপ্রচলিত এবং বিস্মৃত, সেগুলির অর্থ জানা এবং এই বইতে লিখে রাখা। এছাড়াও অনেক শব্দই আইন সংক্রান্ত। অনেক শব্দ তৎকালীন প্রচলিত ফার্সি শব্দের অপভ্রংশ। এ অংশে অনেক ভুল থেকে যেতে পারে। এছাড়াও কিছু ছাপার ভুল থেকে যেতে পারে। ভুল গুলির জন্য আমি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থী। বইটির পরবর্তী সংকলনে আমরা ভুলগুলি সংশোধনে সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, বইটির মূল বিষয়বস্তু নথিতে বৃহত্তর যশোরের জমিদারি হলেও পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন যে, এখানে তৎকালীন বৃহৎ বাংলার অন্য জেলা যেমন রাজশাহী/নাটোর, পাবনা, ২৪ পরগনা, নদীয়া, হুগলি ইত্যাদির জমিদার/তালুকদারগণের নাম চলে এসেছে। এটা এ কারণে হয়েছে যে, তাদের নিবাস অন্য জেলায় হলেও যশোরে তাদের জমিদারি ছিল। সে কারণে যশোরের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের আদালতে যেতে হয়েছিল, যা নথিগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই।

আমাদের এই কাজে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ জমিদারের নাম পাই। তাঁদের মধ্যে মহারাণী ভবানী, মহারানী ব্রজসুন্দরী দেবী, মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর, রাসমনি দাশী, রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, মাইকেল মধুসুদন দত্ত ইত্যাদি। গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য জমিদারি যেমন নাটোর, দিঘাপতিয়া, ঝিনাইদহের নলডাঙ্গা, যশোরের চাঁচড়া, কোলকাতার বঙ্গাধিকারী ইত্যাদির উল্লেখ আমরা দেখতে পাই।

জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে যে বিষয়গুলি বেশি দেখতে পাই, তার মধ্যে রয়েছে মূলত খাজনা সংক্রান্ত বিরোধ। এছাড়াও জমিদারদের জমি সংক্রান্ত বিরোধ, ঋণ এর অর্থ আদায় এর মত বিষয়ের সাথে

কিছু অন্য ব্যতিক্রমিক বিষয় আমরা দেখতে পেয়েছি।

আগেই উল্লেখ করেছি, এই বইতে যশোরের জমিদারি সংক্রান্ত বিষয়ে বৃটিশ শাসকদের আদালতভিত্তিক ঘটনাসমূহ রাখা হয়েছে। তবে এমন কিছু বিষয় রাখতে হয়েছে যা শুধুমাত্র আদালত সংক্রান্ত। বইটির বিষয়বস্তু ইতিহাস, ভাষা ও আইন বিষয় সংশ্লিষ্ট। আশা করি বইটির তথ্য উপাত্তসমূহ এ বিষয়গুলির ভবিষ্যত গবেষণায় ভূমিকা রাখতে পারবে। যেহেতু বইটির তথ্যের মূল উৎস নথি এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই নথি সমূহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঐতিহাসিক তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারিনা, আমার আশা এই যে, বইটি বাংলার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য নষ্ট হওয়ার ও হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে লিখে রাখার একটি উপায় হয়ে গেলো। কেননা ইতিহাস খুঁজে তা সংরক্ষণের উদ্যেশ্য থেকেই কাজটা আমি করার চিন্তা করেছিলাম।

একটি বড় সমস্যা হয়তো আমরা দূর করতে পারিনি। সেটি হচ্ছে দুই সময়ের বানান রীতিকে এক জায়গায় করা। প্রায় দু'শো বছর পুরনো নথি সমূহের বানান আর বর্তমান সময়ের বানান রীতি এক নয়। তাই নথি সমূহের পাঠ যেখানে লিখেছি, সেখানে হুবহু লেখার চেষ্টা করেছি। ফলে সে অংশের বানান রীতি পুরাতন। অন্য দিকে যেখানে আমরা তথ্য লিখে রাখার চেষ্টা করেছি, সেখানে বর্তমান সময়ের বানান রীতি মেনে চলার চেষ্টা করেছি।

এই কাজের জন্য আমি প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার সহ-লেখক মোঃ মোশাররফ হোসেনের প্রতি। কাজটি কম্পাইলিং, ছবির মান উন্নয়ন, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ এবং প্রকাশনাতে তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। নথির ছবি সংগ্রহে সবচাইতে বেশি সহযোগিতা করেছেন ডা. ফরহাদুর রহমান। তাঁর স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতা কাজটিকে অনেক এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়েছে। নথির ছবি সংগ্রহে আরো যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডা. মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন, জনাব মোঃ মতিউর রহমান রকি, জনাব খালিদ টুকু, শেখ সাঈদী ইসলাম সাদীসহ অনেকেই রয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বইটির অলংকরণের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার জন্য বৃহত্তর যশোরের জমিদার বাড়িসমূহের এবং আদালত ও কালেক্টরেট ভবনের ছবি সংগ্রহে আমাদের সহযোগিতা করতে আমার ছাত্র মোঃ ফারহান মাশুক ও তার বন্ধু হাসিবুল ইসলাম নিলয়, আমার আরেক ছাত্র মোঃ ইশরাক মোস্তাফী এবং ফাইয়াজ খান অনম-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বরাবরের মত আমার স্ত্রী ডা. রেজওয়ানা হকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁর সার্বিক সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণা আমাকে এই কাজগুলি করতে অনুপ্রাণিত করেছে। সর্বোপরি আমি আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি আমাকে এই কাজগুলি করার তৌফিক দান করেছেন।

মোঃ শরিফুল ইসলাম

"আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক, ক্ষুদ্র কীটযোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১
সূচনা

এই বইটিতে আমরা ইতিহাসকে মূল উপজীব্য করতে চাইনি। তাই সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি। বরং বইটিতে খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দির জমিদারগণ এবং তাঁদের নিযুক্ত কর্মচারীরা জমিদারি বা অন্য কোন বিষয়ে যশোরের আদালতে যেসব আরজি উপস্থাপন করেছিলেন, সেগুলির প্রামান্য দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। হয়তো এই সমস্ত দালিল বা নথি থেকে ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই হারিয়ে যাওয়ার আগেই এগুলিকে অন্য মাধ্যমে সংরক্ষণের তাগিদ থেকে এই বইটির কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। আলোচ্য বিষয়গুলিকে অনুধাবনের স্বার্থে যতটুকু ঐতিহাসিক এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা যুক্তিযুক্ত, ততটুকুই এই অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

জমিদারি প্রথার উৎপত্তি

মুঘল আমলে মুঘল সম্রাটগণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি প্রথা চালু করেন। যদিও অনেক গবেষকের মতে বাঙলায় খাজনা আদায় ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে জমিদারি প্রথার সূচনা করেন মুঘল সম্রাট আকবর[১], অন্য সূত্রে জানা যায়, সুলতানী আমলেও বাংলায় হিন্দু জমিদারগণ সুলতানদের খাজনা দিতেন, এমনকি সুলতানদের রাজনৈতিক সংঘাতে তাঁদের পক্ষাবলম্বনের নজিরও রয়েছে।[২] এটা বলা যায় যে, মুঘল সম্রাটদের স্থানীয় প্রতিনিধি নবাবেরা হয়তো বাঙলায় জমিদারি প্রথার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, যার মূল কারণ ছিল খাজনা আদায়ের মাধ্যম হিসেবে জমিদারদের ব্যবহার করা। এতে যদিও তাঁদের অর্থাৎ নবাবদের এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কিছু অংশ স্থানীয় বাঙালি জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়েছিল, তারপরও এই পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ের সুবিধা এতটাই বেশি ছিলো যে তাঁরা সেটা মেনে নিতে রাজি ছিলেন।

শিরিন আক্তার এর মতে, জমিদার এবং জমিদারির সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত নয়। তবে অন্যান্য গবেষকদের প্রদত্ত সংজ্ঞা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তাঁরা ছিলেন সরকারের খাজনা আদায়ের মাধ্যম। ব্রিটিশ আমলে তাঁরা সরকার এবং তাদের অধস্তন কৃষকদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই অথবা জমিদারি প্রথা চালু থাকা অবস্থায় একটা সময়ে তাঁদের উপরে ন্যস্ত জমিতে তাঁদের মালিকানা ছিল না। তবে সেই জমি থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার তাদের ছিল।[৩] যদিও ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী কিছু আইনের বলে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়।

---

১ Ratnalekha Ray, The Bengal Zamindars: Local Magnates and the state before the Permanent Settlement, The Indian Economic & Social History Review, 1975, Volume: 12 issue: 3, page(s): 263-292, https://doi.org/10.1177/001946467501200303, p.263

২ S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, 2006, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, p. 11-12

৩. Shirin Akhtar, The Role Of The Zamindars In Bengal (1707-1772), PhD Thesis, School of Oriental and African Studies, the University of London, 1973, p. 20

বাংলায় বাণিজ্য প্রসারের কারণে মুঘল আমলের শেষ দিকে কিছু ব্যক্তি, বিশেষ করে হিন্দু কিছু ব্যক্তি বা পরিবারের উত্থান ঘটতে শুরু করে। মুর্শিদকুলি খান এবং তাঁর পরের গভর্নরগণ অবাঙালি অফিসারদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে দিয়ে স্থানীয় বাঙালি জমিদারদের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। মুর্শিদকুলি খান তাঁর সময়ে বাংলার কিছু জমিদারকে ছোট কিছু জমিদারি কিনে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলেও তাঁরা তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই বাংলার উপর থেকে দিল্লির প্রভাব বেশ কমে যেতে শুরু করে। এর পর মুঘলদের পতনের পর ভারতের অন্যান্য অনেক এলাকার মত বাংলাতেও স্থানীয় রাজা বা জমিদারেরা অনেকটা স্বাধীন ভাবে রাজ্য বা তাঁদের এলাকা শাসন করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।[৪]

পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হবার পর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা আদায়ের কৌশল গ্রহণ করে। এর ফলে মুর্শিদকুলি খানের সময়ে যে সমস্ত জমিদার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন, তাঁরা পরবর্তীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়েও শক্ত অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হন। মুঘল আমলে যদিও পৈত্রিক সূত্রে জমির মালিকদেরকে জমিদার বলা হত, যাঁরা সম্রাটকে থোক আকারে অথবা নির্ধারিত পরিমাণে খাজনা প্রদান করতেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতায় আসার পর জমিদারি প্রথায় কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এ সময়ে জমিদারি বন্দোবস্ত দেয়া হতো। এই জমিদারেরা কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে কোম্পানিকে অথবা পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকারকে পরিশোধ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৯৩ এর ফলে জমিদারগণ তাঁদের উপরে ন্যস্ত জমির মালিকানা বা তার উপরে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।[৫] উল্লেখ্য, সূর্যাস্ত আইনের ফলে অনেক পুরাতন জমিদার তাঁদের জমিদারি হারান এবং তৎকালীন ধনী অনেক 'বেনিয়া' অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে জমিদারি কিনে নেন।[৬]

বাংলার জমিদারগণের বৈশিষ্ট্য

বাংলার জমিদারগণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা প্রায় কেউই কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসেননি। ফলে সমাজের কৃষক পরিবারগুলির সাথে তাঁদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য ছিল এবং কৃষকদের সাথে কোন নিবিড় সম্পর্কও তাঁদের তৈরী হয়নি। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলটি যেহেতু মুসলিম অধ্যুষিত ছিল, এখানে হিন্দু জমিদারদের অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত মনে করা হত।[৭] তারপরও যেহেতু জমিদার বা রাজারা বাঙালি ছিলেন, তাঁরা কোম্পানি বা ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ থেকে নিজ এবং আঞ্চলিক বিষয়ের দিকেই বেশি মনোযোগী ছিলেন বলে মনে করা হয়।

---

৪. John R. McLane, Land and Local Kingship in Eighteenth Century Bengal, Cambridge South Asian Studies, Cambridge University Press, 2002, Cambridge.

৫. এটিএম মাসুদ রেজা, Study of the Development of Zamindar House, Dhaka Division, Master's Thesis, BUET, Dhaka, ২০০৮, পৃঃ ১১

৬. Review by Suresh Chandra Ghosh, A Bengal Zamindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times (1808-1888) by Nilmani Mukherjee, Economic and Political Weekly, Vol. 10, No. 39 (Sep. 27, 1975), p. 1537

৭. Iftekhar Iqbal, The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840–1943, Palgrave Macmillan: New York, 2010, p. 8

জমিদারির ধরন

মুঘল আমলে দুই ধরনের জমিদারি প্রথা ছিল।[৮] প্রথম ধরনের জমিদারগণ, যাঁদের পেশকার বলা হত, পূর্ব নির্ধারিত হারে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাজনা জমা দিতেন। তাঁদের প্রদত্ত খাজনার সাথে জমির পরিমাণের কোন সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় জমিদারি পদ্ধতিতে, যাকে মাল ওয়াজিবী বলা হত, রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জমিদারগণকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে খাজনা প্রদান করতে হত। উল্লেখিত জমিদারি প্রথার বাইরে কিছু গবেষক মুঘল আমলে চার শ্রেণীর জমিদারদের চিহ্নিত করেন।[৯] তাঁরা হলেন, স্বায়ত্তশাসিত জমিদার, প্রথম সারির জমিদার, বড় জমিদার এবং ছোট জমিদার। সহজ করে আমরা জমিদারদের দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম সারির জমিদার (Feudatory chief) এবং ছোট জমিদার। প্রথম সারির জমিদারদের অনেকেরই প্রচুর জমির সাথে নিজস্ব সৈন্য-সামন্ত ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ছিল[১০] যা ছোট জমিদারদের ক্ষেত্রে দেখা যেত না। এই বইতে উপস্থাপিত নথি সমূহে আমরা বাংলার জমিদারদের নিম্নোক্ত উপাধি সমূহ পাই-

১। মহারাজা
২। মহারানী
৩। রাজা বাহাদুর
৪। রাজা
৫। রানী
৬। রায় বাহাদুর
৭। বঙ্গাধিকারী
৮। জমিদার
৯। তালুকদার, ইত্যাদি।

বড় জমিদারগণ খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য তাঁদের অধীনে তালুকদার নিযুক্ত করতেন যাঁরা জমিদারদের খাজনা আদায়ে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বড় জমিদারদের থেকে তালুকদারদের পৃথক করে উভয়ের সাথে আলাদাভাবে বন্দোবস্ত করেন। সে সময়ে যশোরে ১২২ জন জমিদার থেকে ৩৪৪৪ জন তালুকদারকে পৃথক করা হয়।[১১] কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তালুকদারেরা জমিদারদের অধীনস্ত ছিলেন না। বরং এ ব্যবস্থায় তাঁদের ছোট জমিদার হিসেবে গণ্য করা যায়।

---

৮. Shirin Akhtar, THE ROLE OF THE. ZAMINDARS IN BENGAL (1707-1772), PhD Thesis, School of Oriental and Afr ican Studies, the University of London, 1973, p. 25)

৯. Ibid., p. 27-41

১০. Bose, Sugata. 1993. Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770. Cambridge: Cambridge University Press, p. 70

১১. S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, 2006, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, p. 124

যশোর[১২]

যশোর ঐতিহাসিকভাবে বাংলার একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। প্রাচীন যশোরকে প্রতাপাদিত্যের জননী রূপে বর্ণনা করে শ্রী যোগীন্দ্র নাথ বসু বলেন, 'প্রাচীন যশোহর ভূমি একদিন বীর প্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।'[১৩] যশোর পঞ্চদশ শতকে রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অংশ ছিল। বর্তমান জেলা যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষিরা এবং কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের অংশ বিশেষ এবং ২৪ পরগনার বনগাঁ মহুকুমা প্রাচীন যশোরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৪] আদি যশোরের আয়তন ছিল ১৪৫৬০ বর্গ কিলোমিটার। ১৭৬৫ সালে যশোরের আর্থিক বিষয়গুলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ১৭৮১ সালে বাংলায় দেওয়ানি আদালতের সংখ্যা বাড়ানো হয়। এ সময়ে যশোরে বৃটিশ এডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট স্থাপন করা হয় এবং যশোরের মুড়লীতে একটি নতুন আদালত স্থাপন করা হয়। নব নিযুক্ত যশোরের দেওয়ানি আদালতের কর্তৃত্বাধীন এলাকা ছিল তৎকালীন যশোর, ফরিদপুর এবং ইছামতি নদীর পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত পরগণা সমূহ যেগুলি চব্বিশ পরগণার অন্তর্ভূক্ত। দেওয়ানি আদালতের পাশাপাশি ১৭৮১ সালে যশোরে ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় যেটি ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল কর্মকান্ড পরিচালনা করত।

আদালতে জমিদারগণ

জমিদার পরিবারগুলি খাজনা আদায় ছাড়াও জমির দখল, প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়, ব্যাক্তিগত কোন্দল এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক কোন্দলে জড়িয়ে যেত। মুঘলদের শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার পর স্থানীর রাজা বা জমিদারগণ তার সুবিধাভোগী ছিলেন।[১৫] তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগণ এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের মাঝে মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁরা কৃষকদের ঋণ দেয়া এবং তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ঔপনিবেশিকদের কোষাগারে সেই খাজনা পৌঁছে দেয়ার কাজ করতেন। মুঘল আমলের প্রশাসনিক নথি থেকে দেখা যায় তৎকালীন জমিদারের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা কম ছিল।[১৬] ফলে হয়ত তাদের মধ্যে কোন্দল বিভিন্ন কারণে আদালত চত্বর পর্যন্ত হাজির হত। জমিদারি পরিচালনা হত তাঁদের কার্যালয় হতে যা কাছারি নামে পরিচিত ছিল। এছাড়াও জমিদারবাড়িগুলিও তাঁদের কার্যালয় হিসেবে ব্যাবহৃত হত। কাছারিগুলিতে সারা বছর ধরে খাজনা আদায়, ঋণ দেয়া ও অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন হত। খাজনা আদায় বা জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি হত দিওয়ানি আদালতে। এই কোন্দলের প্রথা কোম্পানী আমল হয়ে ব্রিটিশ আমলেও জারি ছিল। তার নজির বিদ্যমান।

জমিদার বা তাঁদের ব্যাবস্থাপকদেরকে কৃষকদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হতে হত। খাজনা আদায়ের জন্য আদালতে মামলা করা সে সময়ে জমিদারদের জন্য খুব একটা ফলদায়ক বিষয় ছিলনা। বরং তাতে খরচ বেশি ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আংশিক টাকা আদায় হত যা থেকে অনেক ক্ষেত্রে খরচ তোলা যেত না। ইফতেখার ইকবাল (২০১০) এর ভাষায়,

---

১২. এই অংশটি www.jessore.gov.bd থেকে সংকলিত।

১৩. শ্রী যোগীন্দ্র নাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, সান্যাল এন্ড ওকাম্পানি, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃঃ ১

১৪. www.jessore.info

১৫. Muzaffar Alam, Christopher Bayly, Philip Calkins, and Andre Wink, (cited in John R. McLane, 2002, p. 5

১৬. Tapan Kumar Raychaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir: An Introductory Study in Social History (Calcutta, 1953), p. 22 and 31.

১৭. Iftekhar Iqbal, 2010, প্রগুক্ত p. 34

১৮. কায়েমী স্বত্ব।

'Besides, the zamindars explained, suits for arrears were very expensive, and it was almost impossible to realize the rents by suits because the raiyats united against the zamindar, with the consequence that a very large number of suits had to be instituted. On the whole, the zamindars could manage only 'a very disproportionately small percentage' of law suits in their favour. But, even where a decree was obtained for arrears due, the zamindar very often did not obtain the whole of the actual costs of litigation; and the low rates of interest allowed on decrees were 'by no means calculated to induce the raiyats to satisfy the decrees at once'.[১৭]

এতদসত্বেও এই বইতে উপস্থাপিত নথি সমূহ পর্যালোচনা করলে খাজনা আদায় সংক্রান্ত বহু মামলার নজির আমরা দেখতে পাই। এর পরে আসে জমিদারদের পারিবারিক কোন্দল। জমিদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমা খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল। এরকম একাধিক মামলার নজির আমরা পেয়েছি। John R. McLane, (২০০২, পৃঃ ১৯) তাঁর লেখায় এরকম কিছু জমিদারদের পারিবারিক কোন্দলের চিত্র তুলে ধরেছেন যা উনার ভাষায় নিম্নরূপঃ

'Rajas Chaitanya and Damodar Singh, first cousins, sent both their militia and lawyers against each other in their struggle over the Bishnupur zamindari. Raja Tejchandra fought for many years with his mother, Rani Bishnukumari, for control of the Burdwan zamindari. Rani Saraswati of Dinajpur was so displeased by the management of her nine-year-old adopted son's zamindari by his relative and guardian that she kidnapped her son.'

পারিবারিক কোন্দলের বাইরে জমিদারদের আদালতে যাওয়ার বড় কারণই হয়ে দাঁড়িয়েছিলে জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইন এবং তাঁর জটিলতা। এই জমি বন্দোবস্ত প্রক্রিয়ার দূর্বলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হত। পূর্বে উল্লিখিত ১৭৯৩ সালে শুরু হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা অনেকটা স্থায়ীভাবে বাংলার জমিদারদেরকে তাঁদের অধীনে থাকা জমির[১৮] খাজনা আদায়ে অনেকটা একক কর্তৃত্ব দান করে।

এর পূর্বে লর্ড কর্নোওয়ালিশ ১৭৮৯ সালে জমিদারদের সাথে ১০ বৎসরের চুক্তি করেন। পরবর্তিতে ১৭৯৩ সালে ঘোষণা করা হয় যে, এই চুক্তি শেষে জমিদারগণ কর প্রদান সাপেক্ষে চিরস্থায়ীভাবে তাঁদের অধীনস্থ জমিদারির অধিকারী থাকবেন। তবে কর প্রদানে ব্যর্থ হলে কোম্পানি সেই জমিদারি নিলামে তুলতে পারবেন।[১৯] প্রচুর সমালোচনা এবং বাস্তবিক সমস্যা থাকা সত্বেও এই প্রথা ১৯৫০ সাল পর্যন্ত জারি ছিল যদিও রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ আইনের কারণে ১৮৮০ সালের পর থেকেই জমিদারদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কমে যেতে শুরু করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার সবচাইতে বড় দূর্বলতা ছিল যে, এই আইন স্থানীয় কৃষ্টি, অধিকার ইত্যাদি বিবেচনায় না নিয়ে অনেকটা তড়িঘড়ি করে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যদিও অধিক কর আদায়ের কৌশল হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি পূর্ব ভারত জুড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেছিল, বাংলার বন এবং নদী বিধৌত নিম্নভূমিতে জেগে ওঠা চর সমূহ সহ অনেক এলাকায় সেটার ব্যাতিক্রম ছিল।[২০] এভাবে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকা বন্দোবস্তের বাইরে থেকে যায়।[২১]

অন্যদিকে কোন জমি নদীগর্ভে চলে গেলে[২২] সেই জমি থেকে আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিদারেরা সেই জমির জন্য খাজনা দেয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলে সরকার সেই জমি আবার নিলামে তুলে দিত। কিন্তু সেই জমির জন্য স্বাভাবিক নিয়মে কোন ক্রেতা না পাওয়া গেলে সরকার অতি নগণ্য মূল্যে সে জমি কিনে নিত।[২৩] অনেক ক্ষেত্রে নদী থেকে জেগে ওঠা নতুন চর জমিদারেরা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিতে চাইলে পার্শ্ববর্তি অন্য জমিদার এমনকি সরকারের সাথে তাঁরা মামলায় জড়িয়ে যেতেন।

১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি নতুন আইন পাশ করে যা Tenancy Act X of 1859 নামে পরিচিত, সেটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের সাথে বেশ সাংঘর্ষিক ছিল। দেখা যায় ব্রিটিশ সরকার প্রায় সব ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক লাভকেই প্রাধান্য দিত বিধায় অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের জমি নিলামে তোলাকেই বেশি পছন্দ করত কারণ জমির হাত বদলের দ্বারা তারা সরকারি খাজানায় বেশি অর্থ জমা করতে সক্ষম হত।[২৪] এছাড়াও নদীতে কোন জমি বিলীন হবার পর আবার জেগে উঠলে সেই জমি নিয়ে লীজপ্রাপ্ত জমিদার এবং আবাদকারের মধ্যে দখল নিয়ে কোন্দল তৈরী হত। এর কারণ, নদীতে কোন জমি বিলীন হবার পর আবার জেগে উঠলে সে জমির উপর নতুন আইন অনুযায়ী জমিদারের কোন অধিকার থাকতনা। সে জমি সরকারি মালিকানায় চলে যেত। ফলে একদিকে জমিদার জবরদখলের মাধ্যমে মালিকানা টিকিয়ে রাখতে চাইতেন। অন্যদিকে আবাদকার কোন কোন ক্ষেত্রে জমিতে সরকারি মালিকানা এবং নজরদারিত্বের অভাবের সুবিধা নিতে চাইত। জমিদারদের এভাবে বিভিন্ন বিষয়ে কোন্দলে জড়িয়ে আদালতের স্বরণাপন্ন হতে হয়েছিল বলেই সেই মোকদ্দমাসমূহের নথিসমূহ থেকে তাঁদের কিছু ইতিহাস এখানে তুলে ধরার প্রয়াস আমরা পাচ্ছি। এই বইয়ের পরবর্তি অধ্যায়ে আমরা সেই নথি সমূহ উপস্থাপন করেছি।

---

১৯. Guha, Ranajit. 1963. A Rule for Property in Bengal: An Essay on the Idea of the Permanent Settlement. Paris: Moulton and Co., p. 11. in Anand V. Swamy (2010), Land and Law in Colonial India, Forthcoming in Debin Ma and Jan Luiten Van Zanden eds. Long-term Economic Change in Eurasian Perspective, Stanford University Press, p. 5.

২০. Iftekhar Iqbal, 2010, প্রগুক্ত p. 34

২১. অনেক জমি লাখেরাজ বা নিষ্কর থেকে যায়।

২২. নদী ভাঙ্গনের ফলে নদী গর্ভে বিলীন হওয়া জমিকে সিকস্তি বলা হয়। নদী ভাঙ্গনে বিলুপ্ত হওয়া জমি যখন পুনরায় চর রূপে জেগে উঠে, তখন সে জমিকে পয়স্তি বলা হয়।

২৩. Iftekhar Iqbal, 2010, p. 24 প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

নথি সংশ্লিষ্ট কয়েকজন জমিদার
বৃহত্তর যশোর জেলা
নলডাঙ্গা রাজবংশ

নলডাঙ্গা রাজবংশের রাজা ইন্দ্রভূষণ দেব রায়ের পিতার নাম শশিভূষণ যিনি ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন মারা যান, তখন তাঁর দত্তক পুত্র ইন্দ্রভূষণ দেব রায় নাবালক ছিলেন। ফলে জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস[২৫] এর অধীনে পরিচালিত হয়। ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দ্রভূষণ দেব রায় সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে স্বহস্তে জমিদারি পরিচালনা শুরু করেন।[২৬] এর পর তাঁর পূর্বপুরুষ প্রাপ্ত রাজ সনদের ভিত্তিতে রাজা খেতাব দাবী করেন এবং তার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার হতে রাজা খেতাব প্রাপ্ত হন।[২৭] তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকারকে বেশ কিছু হাতি দিয়ে সহযোগিতা করেন বলে জানা যায়।[২৮] ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

রাজা ইন্দ্রভূষণ দেব রায়ের মৃত্যুর সময় তাঁর দত্তক পুত্র রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়ের বয়স ছিল ১২ বছর।[২৯] পিতার মৃত্যুর ফলে তিনি সম্পত্তির মালিক হলেও জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর অধীনে পরিচালিত হয়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রমথভূষণ দেব রায় সাবালোকত্ব প্রাপ্ত হয়ে জমিদারি স্বহস্তে গ্রহন করেন এবং প্রায় ৪০ বছর জমিদারি পরিচালনা করেন।[৩০] ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক 'রাজাবাহাদুর' খেতাব ও সনদ প্রাপ্ত হন।[৩১] তিনি ছিলেন সুবক্তা, শিল্পকুশল এবং কর্মে দক্ষ নৃপতি। প্রমথভূষণ সারা বছরই যশোরে অবস্থান করে কৃষকদের কল্যাণ বিধানে সচেষ্ট থাকতেন বলে উল্লেখ করেন শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র (পৃঃ ৪৭৪)। তাঁর দুই পুত্র কুমার পন্নগভূষণ এবং কুমার মৃগাঙ্কভূষণ।

---

২৫. ১৮৭৯ সনে কোর্ট অব ওয়ার্ডস (Court of Wards) আইন করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তীকালে কোন জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে অথবা নাবালক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে এ আইন মোতাবেক উক্ত জমিদারি, সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। এই ব্যবস্থাকে কোর্ট অব ওয়ার্ডস বলা হয়।

২৬. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯ (বাংলা সন), পৃঃ ৪৭২

২৭. প্রাগুক্ত : পৃ: ৪৭২

২৮. প্রাগুক্ত : পৃ: ৪৭৩

২৯. প্রাগুক্ত : পৃ: ৪৭৩

৩০. প্রাগুক্ত : পৃ:৪৭৩

৩১. প্রাগুক্ত : ৪৭৩

চাঁচড়ার রাজবংশ

চাঁচড়ার রাজবংশের বারো আনা জমিদারির মালিক রাজা নীলকণ্ঠের বংশধর ছিলেন রাজা বরদাকণ্ঠ।[৩২] আশ্চর্যজনক সত্য হল, অন্যান্য অনেক জমিদারের মতই তাঁর পিতা বানীকণ্ঠ রায় মারা যাওয়ার সময় বরদাকণ্ঠ ছিলেন নাবালক। তিনি ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে জমিদারি নিজের হাতে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বছর শাসন করে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৩৩] জানা যায় ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১ আগস্ট থেকে গঠিত হয় যশোর পৌর সমিতি। যশোর পৌরসভার প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন মিঃ টি. টি. অ্যালেন। এবং সেই সমিতিতে রাজা বরদাকণ্ঠ একজন কমিশনার নির্বাচিত হন।[৩৪]

যশোরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে রাজা বরদাকণ্ঠের অবস্থান ছিল সরকারের পক্ষে যা ছিল নীতিগতভাবে গতানুগতিক। রাজা বরদাকণ্ঠ রায় কোম্পানিকে তাঁর ব্যক্তিগত হাতি এবং পরিবহনের জন্য গাড়ি দিয়ে সাহায্য করার মাধ্যমে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সহযোগিতায় সন্তুষ্ট হয়ে বৃটিশ সরকার ১৮৬৫ সালে তাঁকে ঢাল তরবারি 'খেলাত' ও 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।[৩৫]

১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা বরদাকণ্ঠের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞাণদাকণ্ঠ জমিদারির উত্তরাধিকারী হন। তবে তাঁর অপর দুই ভাই মানদাকণ্ঠ ও হেমদাকণ্ঠকেও সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী হিসেবে এই বইতে উপস্থাপিত মামলার নথিতে দেখা যায়। সেই সাথে রাজা বরদাকণ্ঠের বিপত্নিক স্ত্রী রানী দূর্গাসুন্দরীকেও অন্ততঃ একটি মোকোদ্দমার নথিতে বাদী হিসেবে আমরা দেখতে পাই।

সে যাইই হোক, জ্ঞাণদাকণ্ঠ ছিলেন নিঃসন্তান এবং তিনি তাঁর ভ্রাতা মানদাকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠকে দত্তক নেন।[৩৬] জ্ঞাণদাকণ্ঠের মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকণ্ঠ জমিদারির অর্ধাংশের মালিক হন। এবং মানদাকণ্ঠের অপরাপর তিন পুত্র সতীশকণ্ঠ, যতীশকণ্ঠ ও নৃপতীশকণ্ঠ তাঁদের পিতামহ রাজা বরদাকণ্ঠের বাকি জমিদারির মালিকানা প্রাপ্ত হন।[৩৭]

---

৩২. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত ১৩২৯ (বাংলা সন), পৃঃ ৪৮৫

৩৩. Jessore ১৯৭১ পেজ থেকে সংগৃহীত।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৬

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৬

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৬

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৬

সৈয়দপুর ট্রাস্ট স্টেট

সৈয়দ কেরামত আলী, (মতওয়াল্লি[৩৮]) এর নামে একটি নথির সূত্র ধরে একটি ওয়াকফ[৩৯] সম্পত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশ কিছু চমৎকার তথ্য বেরিয়ে আসে। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় তথ্য বাতায়নের ওয়েবসাইট[৪০] থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, চাঁচড়ার জমিদার মনোহর রায় বাংলা ১১২২ (১৭০৫ খ্রিঃ) সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর বিধবা স্ত্রী ছেলে শ্যামসুন্দরের নামে পুরো স্টেটের ৪ আনা সম্পত্তি লিখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে এ সময় হতে স্টেটটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জমিদারি পরিচালিত হতে থাকে। অপর ১২ আনার জমিদার ছিলেন সুখদেব রায় ও তাঁর পুত্র নীলকন্ঠ[৪১] (১১৫২ শকা; ১৭৪৫ খ্রিঃ)। জানা যায় যে শ্যামসুন্দর ও তাঁর শিশু পুত্র দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে তাদের মালিকানাধীন ৪ আনা সম্পত্তি ১১৬৩-১১৬৪ (১৭৫৬-১৭৫৮ খ্রিঃ) সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্ববিহীন অবস্থায় থেকে যায়।

পলাশির যুদ্ধের পর কলিকাতার সন্নিকটের কিছু ঘটনা এই চার আনা সম্পত্তির ভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঐ সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীর জাফরের প্রতুশ্রুতি মোতাবেক নবাবদের কাছ থেকে কলিকাতার সন্নিকটে কিছু জমি বরাদ্দ পায় যার জমিদারির মালিকানা ছিল সালাউদ্দিন খান নামক একজন জমিদারের নামে।[৪২] পরবর্তীতে সালাউদ্দিন খান জানতে পারেন যে শ্যামসুন্দরের চার আনা সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাই তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ ঐ জমির মালিকানা দাবী করেন। এই প্রেক্ষিতে শ্যামসুন্দরের চার আনা সম্পত্তি সালাউদ্দিন খানকে দেয়া হয়। ঐ চার আনা সম্পত্তি এখন সৈয়দপুর ট্রাস্ট স্টেট নামে পরিচিত। খুলনার মহেশ্বরপাশার কিছু মহাল এই ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত।[৪৩] পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই বইতে উপস্থাপিত একটি মোকদ্দমার নথি মহেশ্বরপাশার অর্ন্তঃগত বিবাদীয় জমি সংক্রান্ত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ঐ চার আনা সম্পত্তি সালাউদ্দিন খানের বিধবা পত্নী মুন্নুজানের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুন্নুজান খানম ৮১ বছর বয়সে মৃত্যুর সময় সম্পত্তিটি তাঁর সৎ ভাই হাজী মোঃ মোহসীনকে দান করে গেলেও হাজী মোঃ মোহসীন এর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় ঐ চার আনা সম্পত্তি সহ মুন্নুজানের দান করে যাওয়া স্টেটটি হুগলীর ইমামবাড়ার উন্নয়নের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে ওয়াকফ করে যান।[৪৪]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ বিধিবদ্ধ সংস্থা 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' কর্তৃক প্রকাশিত 'হাজি মহম্মদ মহসিন-এক মহৎ জীবন' পুস্তিকায় ৯ বৈশাখ ১২১৩ বঙ্গাব্দে প্রস্তুত হাজী মোঃ মোহসীন এর সম্পাদিত ওয়াকফ দলিল এর বাংলা অনুবাদ স্থান পায়।

---

৩৮. যিনি ওয়াকফফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করেন।

৩৯. মুসলিম সম্পত্তি আইন অনুযায়ী কোন মুসলমান তার সম্পত্তি ধর্মীয় বা সমাজ কল্যাণমুলক কাজের জন্য দান করার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি দলিলের মাধ্যমে উৎসর্গ করলে সেই সম্পত্তিকে ওয়াকফ সম্পত্তি বলে।

৪০. http://www.jessore.gov.bd

৪১. সরকারী ওয়েব সাইটে এই নাম নীলকান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ১৩২৯ (বাংলা সন), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৪

৪৩. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ১৩২৯ (বাংলা সন), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১০

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৬-৫০৭

সেখানে দেখা যায় তিনি যশোর জেলার কিসমৎ সৈয়দপুর এবং শোভনাল পরগণার সম্পত্তি একটি স্থায়ী ওয়াকফ হিসেবে দান করে যান (পৃষ্ঠা ৯-১১)। অপরদিকে ইতিপূর্বে উল্লখিত বাংলাদেশ সরকারের তথ্যসূত্র অনুযায়ী যশোরের জমিদারির মধ্যে সৈয়দপুরের চার আনা সম্পত্তিটি ছিল যশোরের অন্য জমিদারিগুলি থেকে ভিন্ন এবং সেটি থেকে অর্জিত অর্থ হুগলির ইমাম বাড়ার উন্নয়নে ব্যয় করা হত। উভয় সূত্রের তথ্য থেকে অনুমেয় যে দিল্লির ইমামবাড়ার মতোওয়াল্লি এবং এই চার আনা ওয়াকফ সম্পত্তির মতোওয়াল্লি হয়তো একই ব্যাক্তি ছিলেন।

এই বইতে যে নথিটি আলোচনা করা হইয়েছে, সেটিতে মতোওয়াল্লি হিসেবে যে নাম উল্লেখ আছে, সেটি হল, সৈয়দ কেরামত আলি। অন্যদিকে অত্র অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দির একজন সমাজ সংস্কারক, হানাফি মাযহাবের অনুসারী ফকিহ ও সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তরিকায়ে মুহাম্মদিয়ার অন্যতম একজন প্রচারক ছিলেন কেরামত বা কারামত আলি জৌনপুরী।[৪৫] কলকাতায় ধর্মপ্রচারের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে তিনি যশোর ও খুলনা হয়ে বরিশাল পৌঁছেন।[৪৬] ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে রংপুরে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় এবং রংপুরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৪৭] অন্য তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, সৈয়দ কেরামত আলি খাঁ নামে একজন হুগলির ইমামবাড়ার মতোওয়াল্লি ছিলেন যাঁর সময়ে এই ইমামবাড়ার বিখ্যাত ঘড়িটি ১৮৪৮ সালে ক্রয় করা হয়।[৪৮] যেহেতু যশোরের এই চার আনা সম্পত্তি ও হুগলির ইমামবাড়া একই ওয়াকফ সম্পত্তির অধীনে ছিল, ধারণা করছি, এই বইটির নথিটিতে উল্লিখিত সৈয়দ কেরামত আলি, হুগলির ইমামবাড়া সৈয়দ কেরামত আলি একই ব্যক্তি ছিলেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দির সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রচার কেরামত আলি জৌনপুরী একই ব্যক্তি কিনা, সেটা নিশ্চিত নই।

---

৪৫. উইকিপিডিয়া

৪৬. বাংলাপিডিয়া

৪৭. Rangpur.gov.bd| শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯ (বাংলা সন), পৃঃ ৫০৮ এ 'হাজি মহম্মদ মহসিন এর ওয়াকফ সম্পত্তির মতোয়াল্লি হিসেবে সৈয়দ কেরামত আলি খাঁ এর সময়কাল ১৮৩৭-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৮. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ১৩২৯ (বাংলা সন), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০৮-৫০৯

সাগরদাঁড়ীর জমিদার বাড়ী

যশোরের অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে বিখ্যাত মেঘনাদবধ সহ আরো অনেক কালজয়ী সাহিত্য কর্মের প্রবাদ পুরুষ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত'র জন্ম ইংরেজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি।[৪৯] তাঁর গ্রাম সম্বন্ধে শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বলেন, 'প্রসন্নসলিলা কপোতাক্ষী ইহার তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।'[৫০] তাঁর প্রপিতামহ রামকিশোর দত্ত খুলনা জেলার তালা গ্রামে বাস করতেন।[৫১] প্রপিতামহের মৃত্যুর পর তাঁর পিতামহ রামনিধি সাগরদাঁড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন। মধুসূদনের পিতা রাজ নারায়ণ দত্ত। মাতা জাহ্নবীদাসী খুলনা জেলার কাটপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা ছিলেন।[৫২] মধুসূদন দত্ত ছিলেন বুদ্ধিমান, সরল, উদারমনা কিন্তু আত্মসংজমহীন অন্যদিকে জ্ঞানপিপাসু।[৫৩] মধুসূদন দত্তের অন্য দুই সহোদর শৈশবেই মৃত্যুবরণ করায় তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের অত্যন্ত আদরের। পূর্ণ বয়সে তিনি সংস্কৃত, পারসিক, ল্যাটিন, ফরাসী, ইটালি, জার্মান, গ্রীক ও ইংরেজী ভাষা থেকে সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন।[৫৪] বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন ধারার প্রচলন করেছিলেন। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়, 'বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় পদ্য সাহিত্যকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব স্বাধীনতা, নব চিন্তা, নব আকাংক্ষা ও নবশক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্য সাহিত্যে সেই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্কিম চন্দ্রের অভ্যুদয় হইল।'[৫৫]

তিনি এক পর্যায়ে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করলেও বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। ইতপূর্বে উল্লিখিত মেঘনাদবধ কাব্য ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হলো দ্য ক্যাপটিভ লেডি, শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী (নাটক), পদ্মাবতী (নাটক), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, হেকটর বধ ইত্যাদি।[৫৬] জীবনের এক পর্যায়ে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে পিতৃগৃহ ত্যাগ করতে বাধ্য হন[৫৭] এবং সে কারণে সে গৃহে ফিরতে পারেননি। শেষ জীবনে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলনা। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু বলেন, 'খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে মধুসূদনের পারিবারীক জীবনে সম্পুর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশ ত্যাগ, মান্দ্রাজ গমন, য়ুরোপিয় মহিলার পানি গ্রহণ, সাংসারিক অভাব, আত্মীয়স্বজনের স্নেহ হইতে বিচ্যুতি এবং অবশেষে অনাথের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু, এ সমস্তই স্বল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার খৃষ্টধর্ম গ্রহনের ফল।--- পিতার সহিত মনোমালিন্য আরম্ভ হইবার সঙ্গেই তাঁহার অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল।--- উপায়ান্তরের অভাবে তিনি অর্থাগমের জন্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন।'[৫৮] সুতরাং মধুসূদন তাঁর পিতার জমিদারি থেকে বঞ্চিত ছিলেন অথবা তিনি তার সুবিধা ভোগ করেন নাই, সে কথা বলা যায়। তথাপী তাঁকে জমিদারি সংক্রান্ত একাধিক মোকদ্দমার বিবাদী হিসেবে দেখা যায় যার কিছু প্রমাণ এই বইয়ের পরবর্তি অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

---

৪৯. শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯০৫, পৃঃ ৭

৫০. প্রাগুক্ত, ১৯০৫, পৃঃ ২

৫১. প্রাগুক্ত, ১৯০৫, পৃঃ ২

৫২. প্রাগুক্ত, ১৯০৫, পৃঃ ৭

৫৩. প্রাগুক্ত, ১৯০৫, পৃঃ ৯-১৭

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭

৫৫. শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন- বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ), এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, কোলকাতা, ১৯০৯, পৃঃ ২৫১

৫৬. উইকিপিডিয়া

৫৭. প্রাগুক্ত, ১৯০৫, পৃঃ ১২৮

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১ ; ১৪০

নড়াইল পরিবার

তৎকালিন যশোরের নতুন জমিদারদের মধ্যে নড়াইল পরিবার উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ সরকারী ওয়েব সাইটে[৫৯] ১৮৬১ সালের ২২ জুলাই হাই কোর্টের মামলার তদন্ত এবং কালেক্টরেট থেকে তাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস সংগ্রহ করে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এবং অন্যান্য তথ্যসূত্রের আলোকে এখানে এই বইতে উল্লিখিত কিছু নথি সংশ্লিষ্ট জমিদারের বর্ণনা পেশ করা হল। জানা যায় যে, নড়াইল পরিবার দত্ত পরিবারের বংশদ্ভুত মদনগোপাল থেকে নড়াইলে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬০] সেই বংশের রূপরাম এর পুত্র কালীশংকরের থেকেই এই পরিবারের জমিদারির ইতিহাস শুরু। জানা যায় তিনি রাজার কর্মচারী ছিলেন এবং রাজার সম্পত্তির কর আদায় করে তা তছরুপ করে একের পর এক স্টেট কিনতে থাকেন যার শাস্তি তিনি পেলেও তাঁর বংশধরেরা জমিদারির মালিক হন। কালীশংকর নওয়াবের কাছ থেকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত হন। এর পর থেকে তার পরিবার 'দত্ত' থেকে 'রায়' পরিবার হিসেবে পরিচিত হতে থাকে। তাঁর দুই ছেলে রামনারায়ণ রায় ও জয়নারায়ণ রায়। ইংরেজী ১৮২২ সালে জয়নারায়ণ, ১৮২৭ সালে রামনারায়ণ এবং ১৮৩৪ সালে কালীশংকর মারা যায়। কালীশংকরের একটি উইল বলে কালীশংকরের সম্পদের বেশীর ভাগই রামনারায়ণের পরিবার পেয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকারের ওয়েব সাইট থেকে আরো জানা যায় যে, কালীশংকরের অপর পুত্র জয়নারায়ণ এর ছেলে গুরুদাস ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪১ লাখের বেশি রুপি দাবী করেন। ছোট পরিবারে গুরুদাসের তেমন সম্পদ ছিল না এবং তার পরিবারের বস্থিতিও ছিল কম। যশোরের খালিয়ায় এবং ফরিদপুরের রুপাহাটায় তাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল।

রামনারায়ণের তিন পুত্র রামরতন রায়, হরনাথ রায় এবং রাধাচরণ রায়। রামনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র রামরতন রায় জমিদারি প্রাপ্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর রামনারায়ণের মেজ ছেলে হরনাথ রায় পরিবারের প্রধান হন।[৬১] ১৮৬৮খৃষ্টাব্দে হারনাথ মারা গেলে রামনারায়ণের অপর পুত্র রাধাচরণ রায় পরিবারের প্রধান হন। হারনাথ রায় যশোর এবং নড়াইলের মধ্যে সংযোগ রাস্তা তৈরি করতে প্রচুর অর্থ খরচ করেছেন। তার এই উন্নয়নমূলক কাজ এবং উদারতার জন্য সরকার তাকে 'রায় বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। হারনাথ রায় বাহাদুরের দুই পুত্র বাবু কালীদাস রায় এবং বাবু উমেশচন্দ্র রায়। রামরতন রায়ের পুত্র বাবু চন্দ্রকুমার রায় ও কালি প্রসন্ন রায়। রাধাচরণ রায়ের দুই পুত্র বাবু যোগেন্দ্র নাথ ও পুলিন বিহারী। বাবু উমেশচন্দ্র রায়ের পুত্র বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র রায় ও বাবু কীরণ চন্দ্র রায়।[৬২] এখানে উল্লিখিত এই জমিদার পরিবারের অনেক সদস্যের নাম এই বইতে উল্লিখিত নথি সমূহে দেখতে পাওয়া যায়।

---

৫৯. http://www.jessore.gov.bd/

৬০. শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ১৩২৯ (বাংলা সন), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১০-৭১১

৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২০

৬২. প্রাগুপ্ত, পৃঃ ৭২০, নড়াইলের জমিদারের বংশতালিকা দ্রষ্টব্য।

রাজশাহী/নাটোর জেলা
রানী ভবানী ও তাঁর উত্তরসূরীগণ

নাটোরের প্রখ্যাত জমিদার রানী ভবানী তাঁর স্বামী রামা কান্ত রায়ের মৃত্যুর (১৭৪৮খ্রিষ্টাব্দ) পর জমিদারির ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী এবং মা জয় দূর্গা। রানী ভবানী ছিলেন সুশীল এবং মেধাবী। যার ফলশ্রুতিতে রামা কান্ত রায় তাঁর জীবদ্দশাতে রানী ভবানীর পরামর্শে জমিদারি কার্য পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়।[৬৩] পলাশীর যুদ্ধে রানী ভবানী সিরাজুদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি সিরাজুদ্দৌলাকে সাহায্য করার জন্য পলাশীতে তাঁর বাহিনী প্রেরণ করলেও তার পূর্বেই সিরাজুদ্দৌলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।[৬৪] তিনি ছিলেন একজন দানশীল নারী। তিনি তাঁর প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছরের শাসন কালে জনকল্যাণ মূলক কাজে সে যুগেই প্রায় ৫০ কোটি টাকার বেশি খরচ করেন।[৬৫] তিনিই প্রথম নারী যিনি হিন্দু বিধবা নারীর পূণঃবিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন যেটি পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাস্তবায়ন করেন। বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি তিনি অনেক মন্দির নির্মাণ করেন।[৬৬] তিনি তাঁর একমাত্র জীবিত কন্যা তারাসুন্দরীর বিবাহ দেন এই আশায় যে তিনি তাঁর মেয়ে জামাই এর হাতে জমিদারি তুলে দিতে পারেন। কিন্তু দূর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর মেয়ে তারা সুন্দরীর স্বামীর অকাল মৃত্যুতে তিনি বিকল্প পথ বেছে নেন, রামকৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে জমিদারি বুঝিয়ে দিয়ে ধর্মিয় কাজে মনোনিবেশ করেন।[৬৭] পরবর্তি খন্ডিত ইতিহাসের আলোচনা বোঝার স্বার্থে এখানে উল্লেখ করে রাখি, রাজা রামকৃষ্ণের দুই পুত্র- বিশ্বনাথ রায় এবং শিবনাথ রায়। রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে জমিদারি দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। বিশ্বনাথ রায় যে অংশের জমিদারি পান তার নাম দেয়া হয় বড় তরফ এবং শিবনাথ রায়ের অংশের নাম দেয়া হয় ছোট তরফ।

বিশ্বনাথ রায়ের তিন স্ত্রী রানী কৃষ্ণমনি, রানী গোবীন্দমনি এবং রানী জয়মনি। রাজা বিশ্বনাথ রায় শক্তি ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলে প্রথমোক্ত দুই স্ত্রী তাঁর সাথে ধর্মান্তরিত হলেও রানী জয়মনি বরং রাজবাড়ী ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের বড়নগরে চলে যান এবং রানী ভবানী তাঁকে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।[৬৮] উল্লেখ্য, রানী ভবানীও শেষ দিনগুলি বড়নগরে কাটিয়েছেন।[৬৯]

রাজা বিশ্বনাথ রায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিলনা এবং রাজার অনুমতিক্রমে তাঁর অপর স্ত্রী রানী কৃষ্ণমনি গোবিন্দ চন্দ্রকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে দত্তক নেন এবং রাজা গোবিন্দ চন্দ্র রাজা বিশ্বনাথ রায়ের মৃত্যুর পর জমিদারি গ্রহণ করেন।[৭০] রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা তাঁর একটি উইলে তাঁর মাতা রানী কৃষ্ণমনিকে জমিদারি দিয়ে যান। এই উইল বলে রানী কৃষ্ণমনি দত্তক পুত্র রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের পরে জমিদারি লাভ করেন। রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের অপর স্ত্রী রানী শিবেশ্বরী।[৭১] রাজার মৃত্যুর পর তিনি কিছুকাল জমিদারি কার্য্য পরিচালনা করেন। মহারানী ভবানী এবং রানী কৃষ্ণমনির মত তিনিও বুদ্ধিমতি এবং জমিদারি কার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দেন।[৭২] তাঁর সময়ে মহম্মদপুরের দেবত্তরমহল ছোট তরফ থেকে তাঁর অধিকারভূক্ত হয়।

---

৬৩. S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, 2006, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, p. 106

৬৪. প্রাগুক্ত, p. 112

৬৫. প্রাগুক্ত, p. 114

৬৬. প্রাগুক্ত, p. 114-120

৬৭. প্রাগুক্ত, p. 121

৬৮. Kalinath Choudhury, Rajshahir Shankshipta Itihas, Calcutta, 1901, p. 197; Moksudur Rahman, Notore Maharani Bhavani, Rajshahi, 1988, p. 147 in S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, 2006, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, p. 127

৬৯. উইকিপিডিয়া

৭০. প্রাগুক্ত

৭১. নথি নং ২ তে উল্লেখ আছে, 'রানী বিস্বেস্বরি ও রাজা গোবিন্দনাথের বিবাদিয় সম্পত্তিতে' এখানে হয়তো দলিল লেখক রানী শিবেশ্বরীর স্থলে রানী বিস্বেস্বরি লিখে থাকতে পারেন। উল্লেখ্য, লেখকের এই মতটি অনুমান নির্ভর।

৭২. শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২৪

রানী শিবেশ্বরী গোবিন্দনাথকে দত্তক নেন এবং গোবিন্দনাথ রায় সাবালোক হলে রানী কৃষ্ণমনির পরে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহন করেন। রাজা গোবিন্দনাথ রায় অত্যন্ত মহৎ, বিনয়ী এবং জনপ্রিয় জমিদার ছিলেন বলে জানা যায়।[৭৩] যদিও পরবর্তিতে জমিদারি নিয়ে তাঁর মাতা রানী শিবেশ্বরীর সাথে তাঁর রাজনৈতিক সংঘাত রাজশাহী জেলা আদালত এবং আরো পরে উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। তাঁর মাতা রানী শিবেশ্বরী দত্তক বাতিলের আবেদন করেন। রাজশাহী জজকোর্টের রায় রানীর পক্ষে গেলেও পরে হাই কোর্টে এবং প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে রাজা গোবিন্দ নাথ রায় জয়লাভ করেন এবং দত্তক বহাল থাকে।[৭৪] রাজা গোবিন্দ নাথ নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রানী ব্রজসুন্দরী। রাজা গোবিন্দ নাথ রায়ের মৃত্যুর পর রানী ব্রজসুন্দরী নাটোরের হরিশপুরের শ্রিনাথ রায় ও প্রশন্নময়ী দেবীর পুত্র ব্রজনাথকে[৭৫] দত্তক নেন এবং নাম রাখেন জগদিন্দ্রনাথ রায়, যিনি জমিদার হিসেবে যতটা না পরিচিত, তার চেয়ে বেশি বিখ্যাত কবি হিসেবে। কবির বেড়ে ওঠা ও প্রতিকুলতার মধ্যে তাঁর লেখা পড়া নিশ্চিত করার পেছনে রানীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়।[৭৬]

নাটোর রাজ পরিবারের ছোট তরফের জমিদার ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র শিবনাথ রায়। তিনিও তাঁর বড় ভাইয়ের ন্যায় নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি আনন্দ নাথ রায়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর জমিদারিভুক্ত সম্পত্তি ছিল মূলতঃ দেবোত্তর শ্রেণীর সম্পত্তি। তাঁর একমাত্র কন্যা জয় দূর্গার সাথে বলিহারির রাজা রাজেন্দ্র নারায়নের বিবাহ হয়।[৭৭] তিনি ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। পিতা শিবনাথ রায়ের মৃত্যুর পর রাজা আনন্দ নাথ রায় ছোট তরফের উত্তরধিকারী হন। তিনি শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং নাটোরে শিক্ষার প্রসার ঘটান।[৭৮] রাজশাহীর ঘোড়ামারাতে অবস্থিত বর্তমান রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগারটি তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৯] তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ রাজ তাঁকে রাজা বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি ১৮৭২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৮০]

---

৭৩. খান শাহাব উদ্দিন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, বিভাগীয় কমিশনারের কার্য্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, পৃঃ ৭৩৮

৭৪. প্রাগুপ্ত

৭৫. S.M.Rabiul Karim, PhD Thesis, প্রাগুক্ত, 2006, p. 129

৭৬. প্রাগুক্ত, p. 129-130

৭৭. খান শাহাব উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪০

৭৮. S.M.Rabiul Karim, PhD Thesis, 2006, প্রাগুক্ত, p. 134

৭৯. খান শাহাব উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪০

৮০. খান শাহাব উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪০; প্রাগুক্ত, p. ১৩৪ অনুযায়ী তিনি ১৮৬৬ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

দিঘাপতিয়া স্টেট

দিঘাপতিয়া স্টেটের রাজা প্রমথ নাথ রায় ছিলেন পূর্ববর্তি রাজা প্রশন্ন নাথ রায়ের দত্তক পুত্র। **১৮৬১** খ্রিষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি জমিদারি প্রাপ্ত হন। সে সময় তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হবার কারণে প্রাথমিকভাবে জমিদারিটি ছিল কোম্পানির তত্ত্বাবধানে। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর জমিদারির দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পন করা হয়। তিনি দিঘাপতিয়া স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায়ের কন্যার বংশীয় ছিলেন।[৮১] তাঁর সময়ে তিনি যশোরের মহাম্মদপুর, মধ্য নড়াইলের জমিদারির অংশ তেলিহাটি, নসরত শাহীর কিছু অংশ সহ আরো অনেক এলাকার জমিদারি ক্রয় করেন। ফলে দিঘাপতিয়ার জমিদারির সীমানা প্রায় দ্বিগুণ হয়।[৮২] ঠিক যে সময়ে নাটোরের জমিদার পরিবার বকেয়া খাজনা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে জমিদারি হারাচ্ছিল, সে সময়ে রাজা প্রমথ নাথ রায়ের যোগ্যতায় দিঘাপতিয়ার জমিদারির সীমা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অত্র অঞ্চলের শিক্ষার বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের লেখা **১৮৭১** খ্রিষ্টাব্দের পত্রের জবাবে রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'রাজাবাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেন।[৮৩] এর পর তিনি **১৮৭৭** খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।[৮৪] তিনি **১৮৮৩** খ্রিষ্টাব্দে মাত্র **৩৪** বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উইল অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর দিঘাপতিয়া স্টেটের সম্পত্তি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। তাঁর চার পুত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর পুত্র প্রমদানাথ পান রাজা প্রমথ নাথ রায়ের পৈত্রিক জমিদারি এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পুত্র বসন্তকুমার, শরৎকুমার এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়কে দেয়া হয় রাজা প্রমথ নাথ রায়ের স্বোপার্জিত সম্পত্তি।

---

৮১. S.M.Rabiul Karim, প্রাগুক্ত, 2006, p. 158

৮২. প্রাগুক্ত, p. 159, ibid

৮৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪২

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪২

পাবনা জেলা
পার্শ্বডাঙ্গার জমিদার বাড়ী

পাবনার চাটমোহরের পার্শ্বডাঙ্গার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন শম্ভূনাথ চৌধুরী। কথিত আছে, তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতের পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ হতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসে পাবনায় স্থায়ী হন। শম্ভূনাথ চৌধুরীর পূর্বপুরুষ হরিনাথের সময় হতে এই পরিবার জমিদার খেতাব অর্জন করেন।[৮৫] হরিনাথের মৃত্যু পর শম্ভূনাথ চৌধুরী পারিবারিক জমিদারির ট্রাস্টি নিযুক্ত হন। দানশীল হিসেবে এলাকায় তাঁর খ্যাতী ছিল। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার চাটমোহরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেটি শম্ভূনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় নামে বর্তমান রয়েছে।[৮৬] বাংলা সন ১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র গোবিন্দনাথ চৌধুরী এজমালী ট্রাস্টের ট্রাস্টী নিযুক্ত হন।

কোলকাতা জেলা
জানবাজারের জমিদার পরিবার

রানী রাষমনি'র জন্ম সাধারণ কৃষক পরিবারে ইংরেজী ১৭৯৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এবং বাংলা সন ১২০০ সালের ১১ আশ্বিন। তাঁর বাবার বসত ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোনা গ্রামে। মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় কোলকাতার জানবাজারের জমিদার পরিবারের বাবু রজচন্দ্র দাসের সাথে। ১৮৩৬ সালে তাঁর স্বামীর তিরোধানের পর জমিদারির ভার এসে পড়ে রানী রাষমনি'র উপর। ব্রিটিশ শাসকদের সাথে রাজনৈতিক কৌশল এবং সংঘাতের কারণে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় ইংরেজরা গঙ্গা নদীতে মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক আদায় করত। রানী ইংরেজ শাসকদের শুল্ক তুলে নেয়ার জন্য চাপ দিলে ব্রিটিশ সরকার প্রথমে তাতে কর্ণপাত করেনি। এ অবস্থায় রানী রাষমনি গঙ্গার পানির লীজ গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করেন জলকর[৮৭] তুলে নিতে। তিনি বাংলাদেশের নীলচাষিদের ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন বলে কথিত আছে।[৮৮] দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৭ সালে তাঁর জমিদারির একটি অংশ যেটি সুন্দরবনের একটি জলাবদ্ধ অংশ ছিল, সেটি রানী রাষমনির কাছে বন্ধক রাখেন।[৮৯] সেই সময় ঐ এলাকার বাসিন্দাদের তিনি মাছ চাষের পদ্ধতি উদ্ভাবন করে তাদের জন্য জীবিকার নতুন দ্বার উন্মোচন করেন। ১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি এবং বাংলা সন ১২৬৭ সালের ৯ ফাল্গুন প্রায় ৬৮ বছর বয়সে বাংলার এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

এই বইতে উল্লিখিত একটি মোকদ্দমা প্রথমে নদীয়া জেলার দেওয়ানি আদালতে ইংরজী ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাই উত্থাপতি হয়। মোকদ্দমাটিতে উল্লিখিতি রাষমণী দাসী প্রকৃত অর্থে এই রানী রাষমনি কিনা সেটা বলা যায়না। তবে যদি মোকদ্দমার রাষমণী এই রানী রাষমনিই হয়ে থাকেন, তাহলে মোকদ্দমাটি রানীর জীবদ্দশায় শেষ দিকের, সেটি বলা যেতে পারে।

---

৮৫. রাধা রমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস (১-৬ খন্ড একত্রে), পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, কমল চৌধুরী (সম্পাদনা),২০০০, পৃঃ ২৫৬

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. কোন জলাভূমি ইজারা দিয়ে যে কর আদায় করা হয়।

৮৮. ajobrahasya.com

মুর্শিদাবাদ জেলা
বঙ্গাধিকারী পরিবার

জানা যায়, সম্রাট আকবরের বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন কর্মকর্তা টোডরমল বাংলার শাসক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলার জমিদারদের সাথে রাজস্বের বন্দবস্তো প্রথা প্রচলন করেন। এসময় তিনি সমগ্র বাংলাকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন।[৯০] রাজস্ব আদায় ও তার সঠিক হিসেব রাখার জন্য টোডরমল একাধিক 'কানুনগো' এবং তাঁদের উপর প্রধান কানুনগো বা বঙ্গাধিকারী[৯১] নিযুক্ত করেন। কাটোয়ার খাজুরডিহি গ্রামের সন্তান ভগবানচন্দ্রকে তিনি বাংলা, বিহার, ওড়িশার প্রধান কানুনগো হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।[৯২] টোডরমলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠার সুবাদে এবং তার সুপারিশের কারণে সম্রাট আকবর ভগবানচন্দ্রকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

পরবর্তি সময়ে ভগবানচন্দ্রের পরের প্রজন্মও বাংলার রাজস্ব আদায়-সহ একাধিক প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরের প্রজন্ম তাদের পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে বঙ্গাধিকারী খেতাব ব্যাবহার করেছেন। তাঁদের বংশ থেকে পাওয়া নথি অনুসারে, ভগবানচন্দ্র রায়ের পুত্র হরিনারায়ণ রায়, তাঁর পুত্র দর্পনারায়ণ রায়, তাঁর পুত্র শিবনারায়ণ, তাঁর পুত্র লক্ষিনারায়ণ।[৯৩] রাজা আলিবর্দির সময়ে লক্ষিনারায়ণ বাংলার কানুনগো নিযুক্ত হন। লক্ষিনারায়ণের পুত্র সূর্যনারায়ণ, তাঁর পুত্র চন্দ্রনারায়ণ, তাঁর পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।[৯৪] এই বইতে উল্লিখিত নথিতে রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী'র সাথে মৃত চন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারীর অপর পুত্র রাজা যোগিন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী'র নামোল্লেখ পাই যা গুরুত্বপূর্ণ। জানা যায় 'ডাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী রাজবাড়ির তিন শতাধিক বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো' সেখানে এখনো পালিত হয়। বঙ্গাধিকারী রাজবাড়ির শেষ রাজা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়। তবে কালের নিয়মে ডাহাপাড়া রাজবাড়ি এখন আর নেই।[৯৫]

---

৯০. ajobrahasya.com

৯১. প্রাগুক্ত

৯২. শ্রী নিখিলনাথ রায়, ১৩১০ (বাংলা সন), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০-১০২

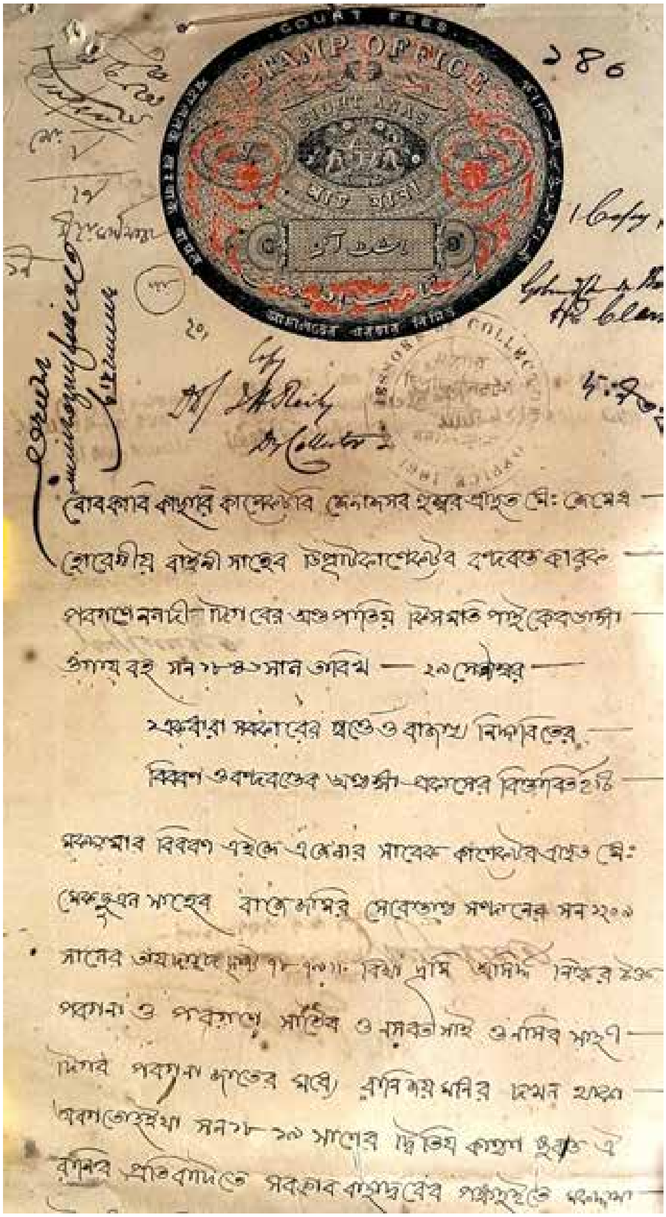
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪

৯৫. 'আজও ঐতিহ্য মেনেই করা হয় লালবাগের বনেদি বাড়ির পুজো', বর্তমান, কোলকাতা, ২০ অক্টোবর ২০২০, ১৭ জুন, ২০২১ https://bartamanpatrika.com থেকে সংগৃহীত।

২
নথির তালিকা

নথি নং ০১

আদালতঃ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর, তারিখঃ ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬ ইং, বাদীঃ সরকার, বিবাদীঃ রানি জয়মনি, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ রাজস্ব নির্ধারণ ও বন্দোবস্ত



রোবকারি কাছারি কালেক্টরি জেলা [illegible] হুজুর শ্রীযুত মি: জেমেছ

হোরেসীয় বাস্‌নী সাহেব ডিপুটী কালেক্টর বন্দবস্ত কারক

[illegible]

[illegible] সন ১৮৪৬ সাল তারিখ — ২৯ সেপ্টেম্বর

[illegible] সরকারের স্বত্ত্বে ও রাজস্ব নির্দ্ধারণের

বিবরণ ও বন্দবস্তের [illegible] বিজ্ঞাপক ইতি

মকদ্দমার বিবরণ এইক্ষে এ জেলার সাবেক কালেক্টর শ্রীযুত মি:

[illegible] সাহেব বাজে জমির সেরেস্তা [illegible] সন ১২০০

সালের [illegible] বিঘা ভূমি [illegible]

পরওয়ানা ও [illegible] ও [illegible] সাহ ও [illegible]

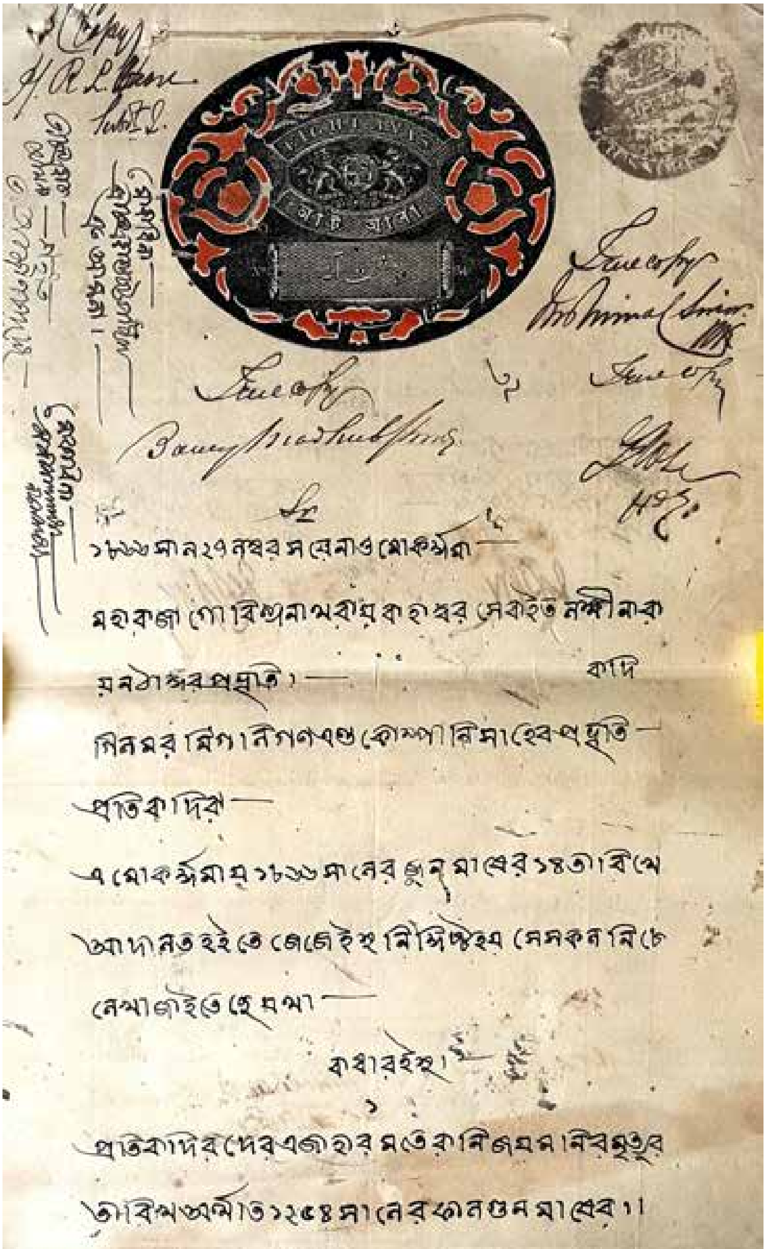
দিগের [illegible] মধ্যে রানি জয়মনির [illegible]

[illegible] সন ১৮ [illegible] সালের দ্বিতিয় কানুন [illegible] এ

রানির প্রতিবাদিতে সরকার বাহাদুরের পক্ষহইতে মকদ্দমা

নথি নং ০২

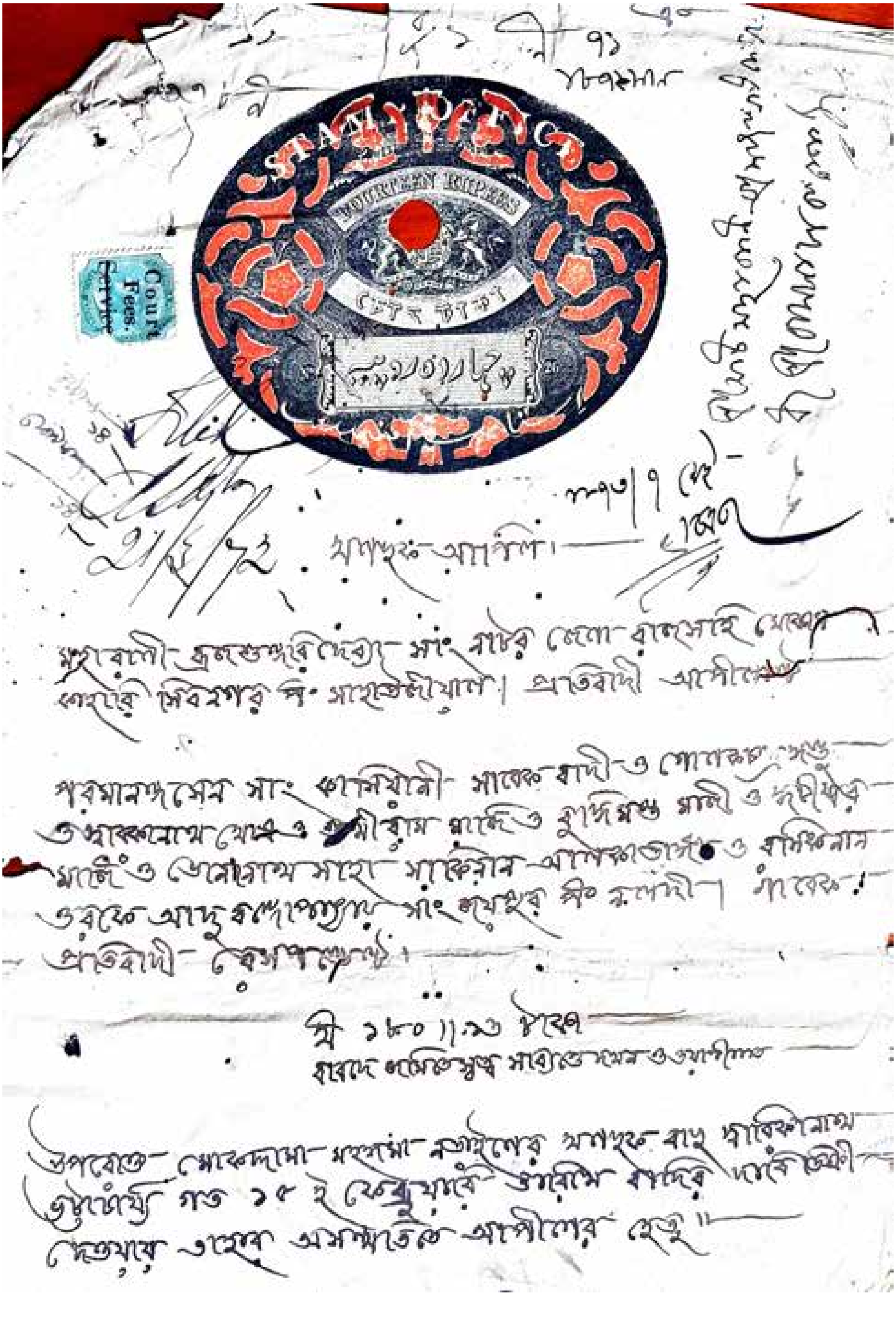
আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ১৪ জুন, ১৮৬৬ ইং, বাদীঃ মহারাজা গোবিন্দ নাথ রায় বাহাদুর সেবাইত[৯৬] লক্ষীনারায়ণ ঠাকুর প্রভৃতি, নাটোর, বিবাদীঃ গিনমরমিগনিগণ এন্ড কোম্পানি সাহেব প্রভৃতি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ


মহারাজা গোবিন্দনাথ রায় বাহাদুর সেবাইত লক্ষীনারা
য়ন ঠাকুর প্রভৃতি — বাদি
গিনমর মিগানিগণ এণ্ড কোম্পানি সাহেব প্রভৃতি —
প্রতিবাদির —
এ মোকদ্দমায় ১৮৬৬ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে

৯৬ যিনি দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করেন। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজন, ব্যবস্থাপনা ও সুসম্পন্ন করার ব্যয়-ভার নির্বাহের জন্য উৎসর্গকৃত ভূমিকে দেবোত্তর সম্পত্তি বলা হয়।

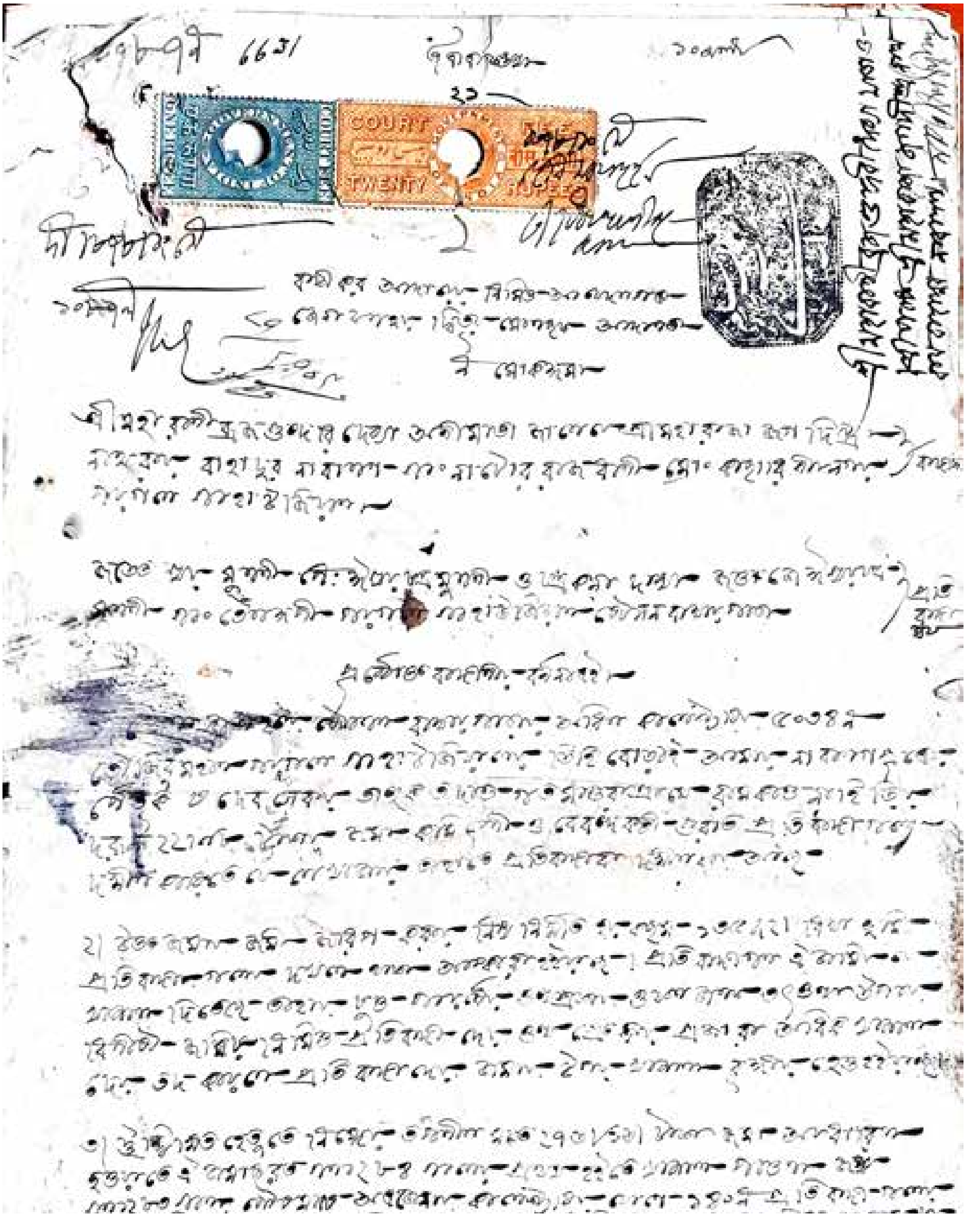
নথি নং ০৩

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, নড়াইল, তারিখঃ ২১ মার্চ (?) ১৮৭২ ইং, বাদীঃ মহারানী ব্রজসুন্দরী দেব্যা, নাটোর, রাজসহি (রাজশাহী), পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ পরমানন্দ সেন ও অন্যান্য, বিষয়ঃ ডিক্রী সংক্রান্ত আপীল



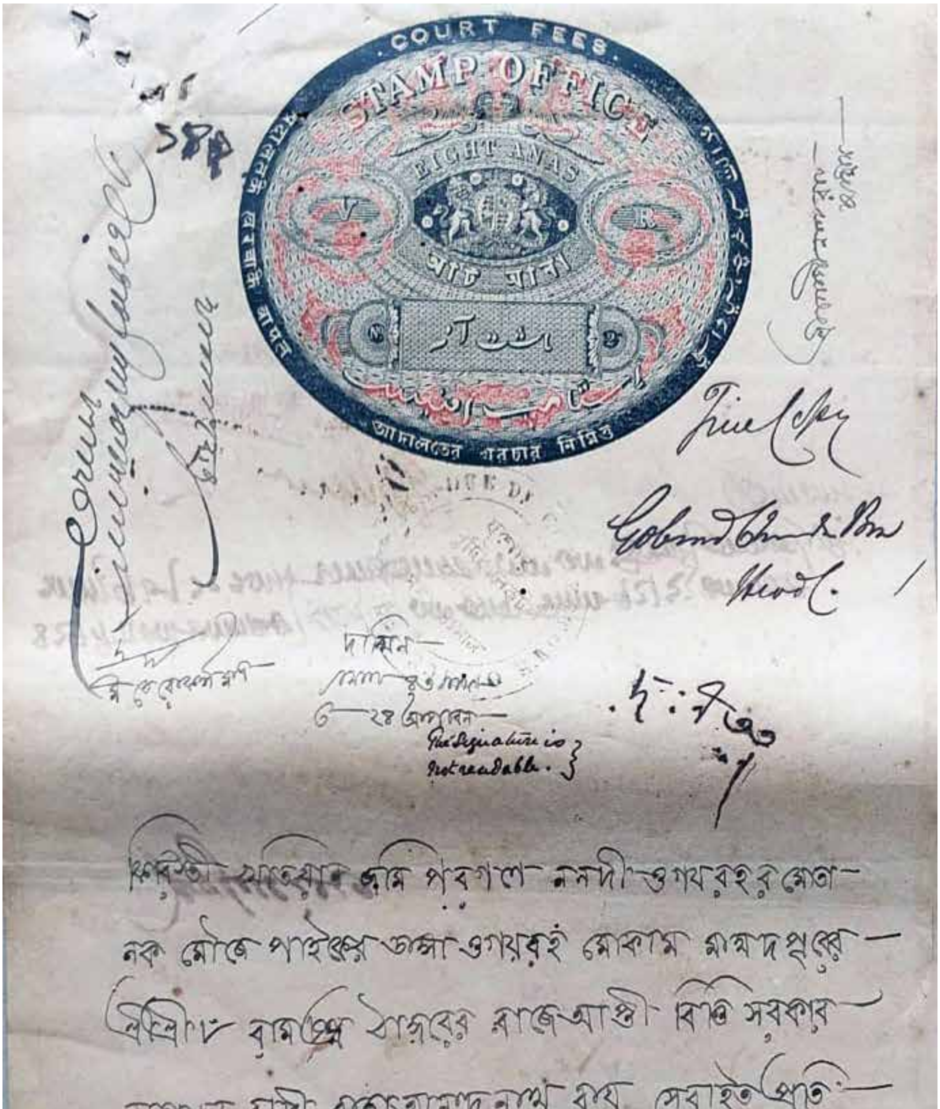
নথি নং ০৪

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৭৮ ইং, বাদীঃ শ্রী মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় বাহাদুর (নাবালক) এর পক্ষে মাতা মহারানী ব্রজসুন্দরী দেব্যা, নাটোর (রাজধানী), পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ জতেতস্যর (?) মুনশী ও চন্দ্রকনা দাস্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ০৫

আদালতঃ যশোর দেওয়ানী আদালত, তারিখঃ ২৪ এপ্রিল ১৮৪৩ ইং, বাদীঃ সরকার বাহাদুর, বিবাদীঃ রাজা আনন্দ নাথ রায় এর সেবাইত, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



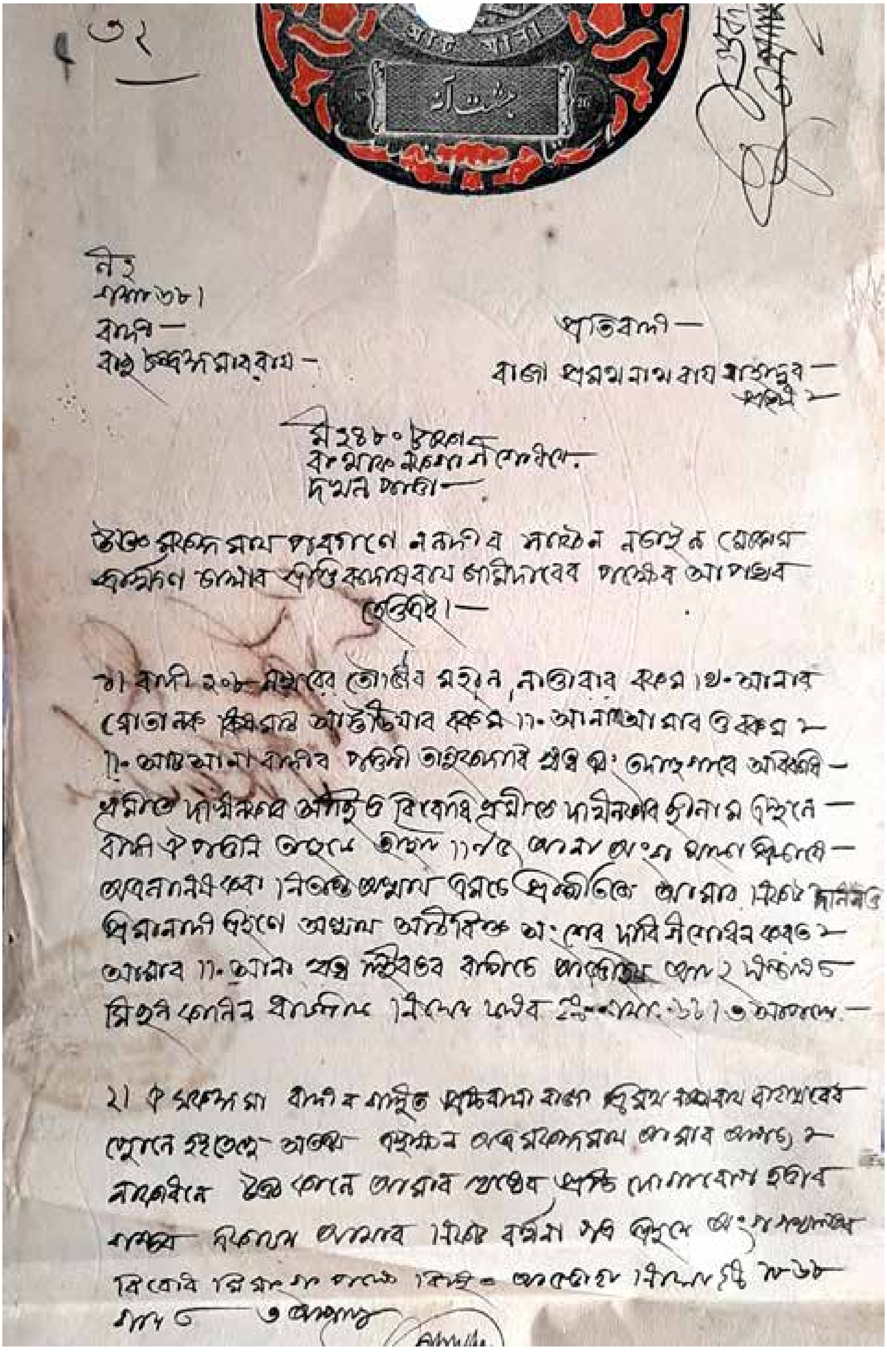
নথি নং ০৬

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, মাগুরা, তারিখঃ ১৮৮৩, বাদীঃ রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুর, দিঘাপতিয়া, নাটোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ জয়নারায়ণ মিত্র ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ০৭

আদালতঃ যশোর, বাদীঃ বাবু চন্দ্র কুমার রায়, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ রাজা প্রমথ নাথ রায় বাহাদুর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমির দখল প্রাপ্তি



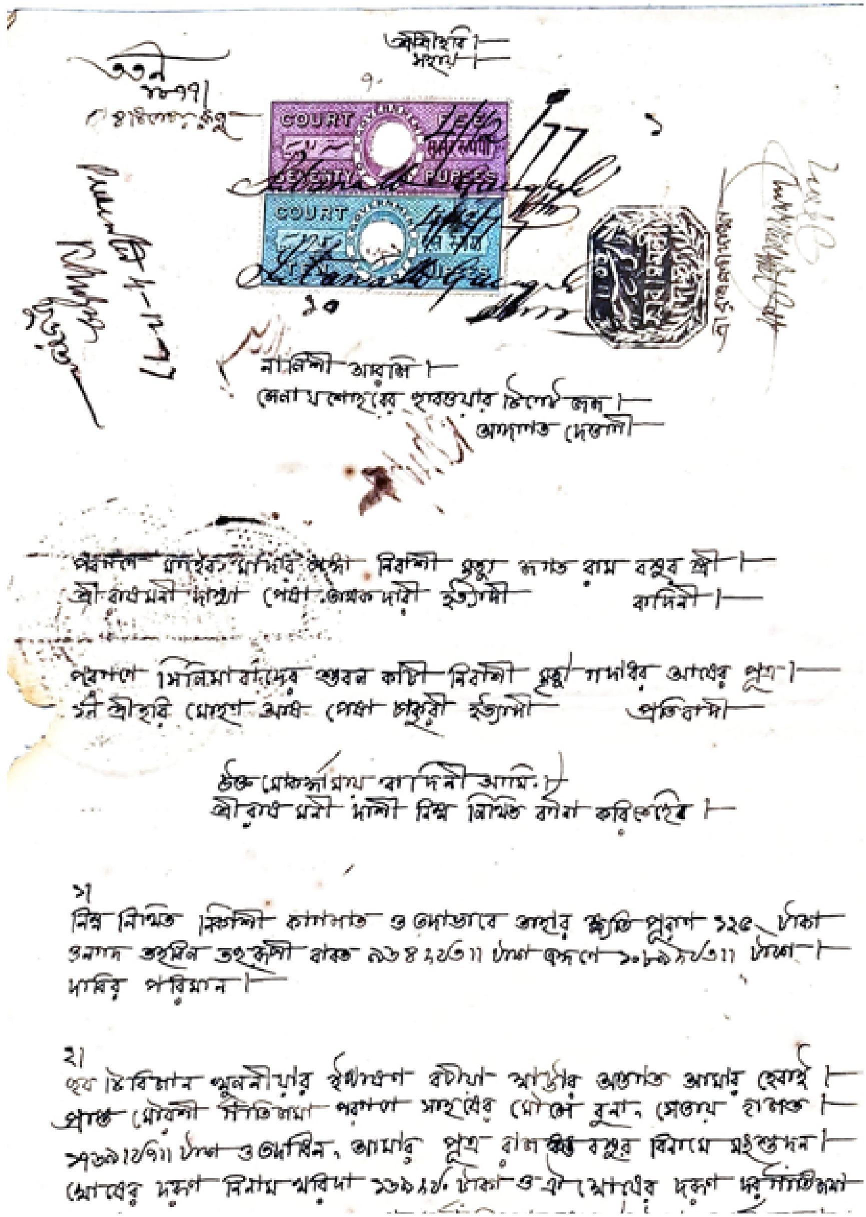
নথি নং ০৮

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত নদীয়া থেকে যশোর আদালতে প্রেরিত, তারিখঃ ১০ জুলাই, ১৮৫৬ ইং
বাদীঃ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য, বিবাদীঃ রাষমণী দাশী দিগর, নদীয়া, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



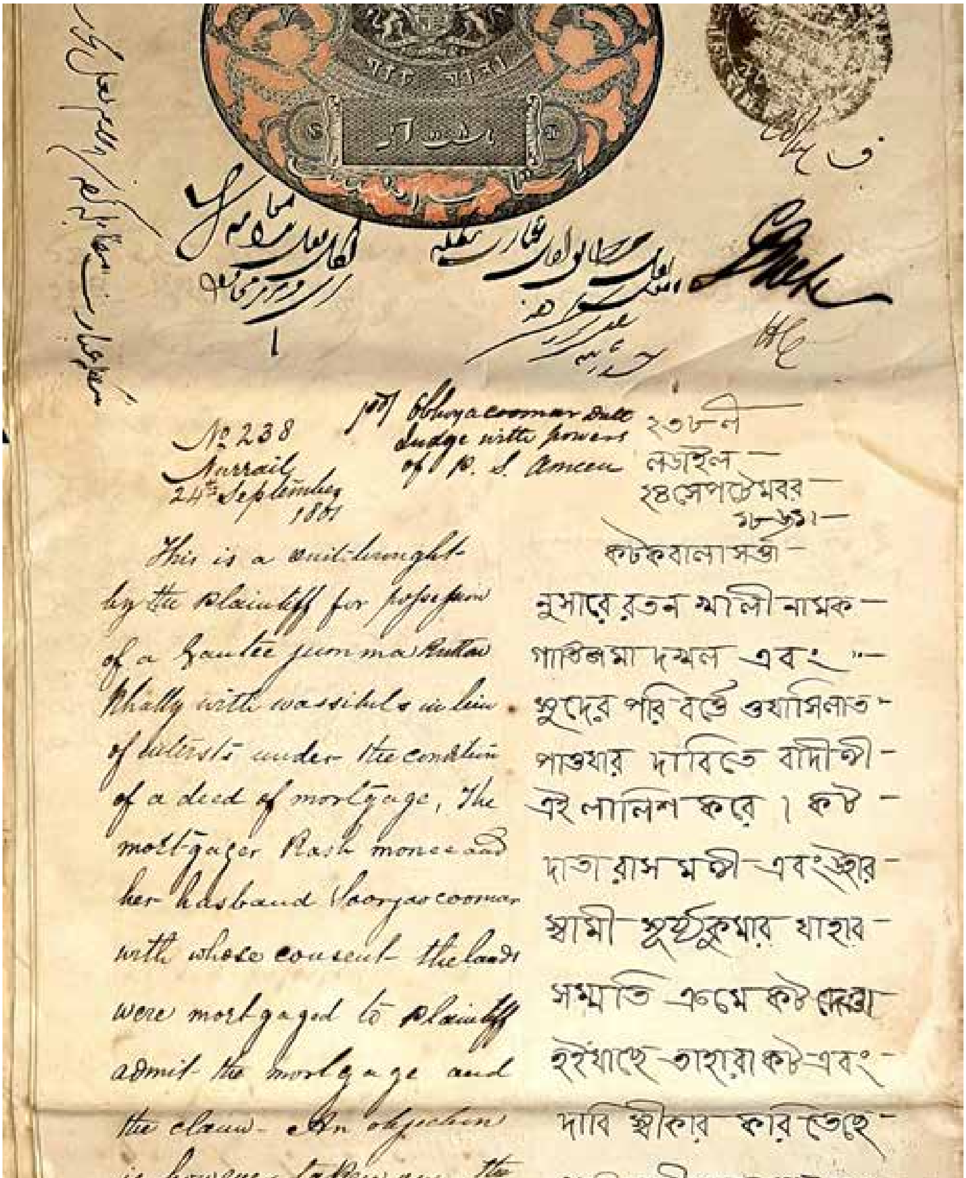
নথি নং ০৯

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৪ ডিসেম্বর ১৮৭৭ ইং, বাদীঃ শ্রী রাষমনী দাসী, মাদারডাঙ্গা, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ শ্রী হরিমোহন ঘোষ, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ১০

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ ইং, বাদীঃ রাসমনী ও সূর্যকুমার, নড়াইল, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ চন্দ্রকুমার ও বিশ্বেশ্বর, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



No 238
Narrail
24th September
1861

Bhuyacoomar Dutt
Judge with powers
of P. S. Ameen

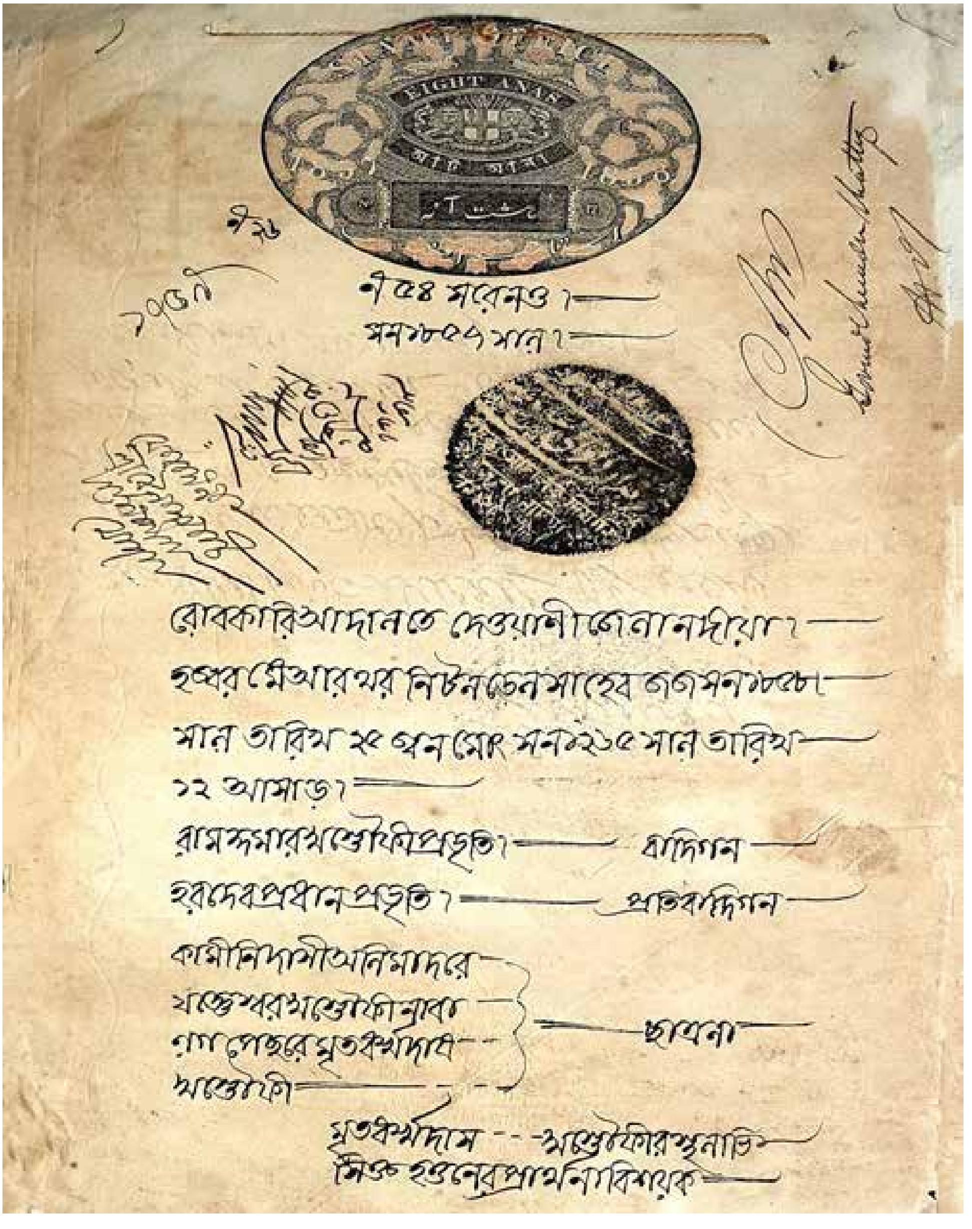
This is a suit brought by the plaintiff for possession of a Ryotee jumma Khallas wholly with wassilats in lieu of interests under the condition of a deed of mortgage. The mortgager Rash monee and her husband Soorjeecoomar with whose consent the lands were mortgaged to plaintiff admit the mortgage and the claim. An objection is however taken on the part of the Defendants Chunder coomar & Bisseshur

২৩৮নং
নড়াইল
২৪সেপ্টেম্বর
১৮৬১।

কটকবালাসত্তানুসারে রতন খালী নামক গাতিজমা দখল এবং সুদের পরিবর্তে ওয়াসিলাত পাওয়ার দাবিতে বাদী এই নালিশ করে। কট দাতা রাসমণী এবং উহার স্বামী সূর্য্যকুমার যাহার সম্মতি ক্রমে কট দেওয়া হইয়াছে তাহারা কট এবং দাবি স্বীকার করিতেছে প্রতিবাদী চন্দ্রকুমার এবং বিশ্বেশ্বর কর্তৃক আপত্তি

নথি নং ১১

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত নদীয়া থেকে যশোর আদালতে প্রেরিত, তারিখঃ ১৮৫৭/২৫ জুন ১৮৫৮ ইং, বাদীঃ রাম কুমার মোস্তৌফী, বিবাদীঃ হরদেব প্রধান ও অন্যান্য, বিষয়ঃ স্থলাভিষিক্ত করার প্রার্থনা


EIGHT ANAS

রোবকারি আদালতে দেওয়ানী জেলা নদীয়া।

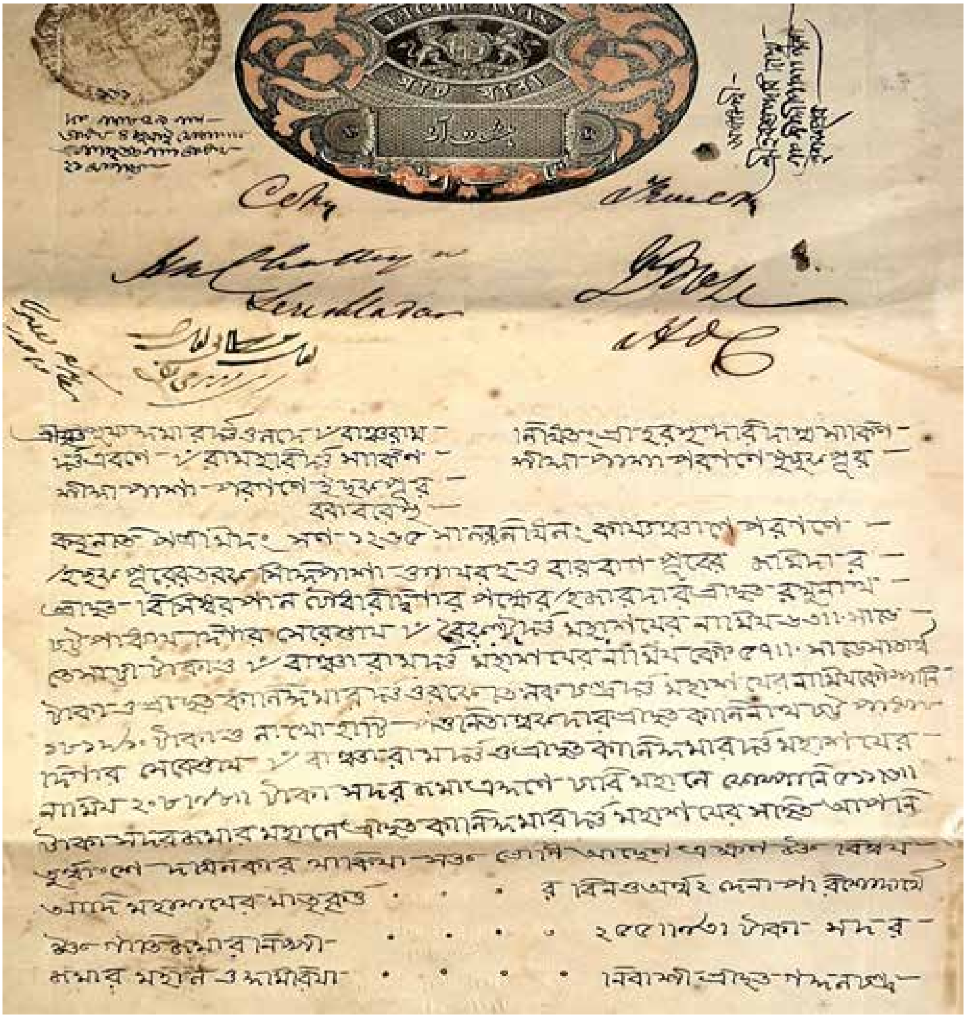
১২ আসাড়।

রামকুমার মস্তৌফি প্রভৃতি — বাদিগন

হরদেব প্রধান প্রভৃতি। — প্রতিবাদ্দিগন

নথি নং **১২**

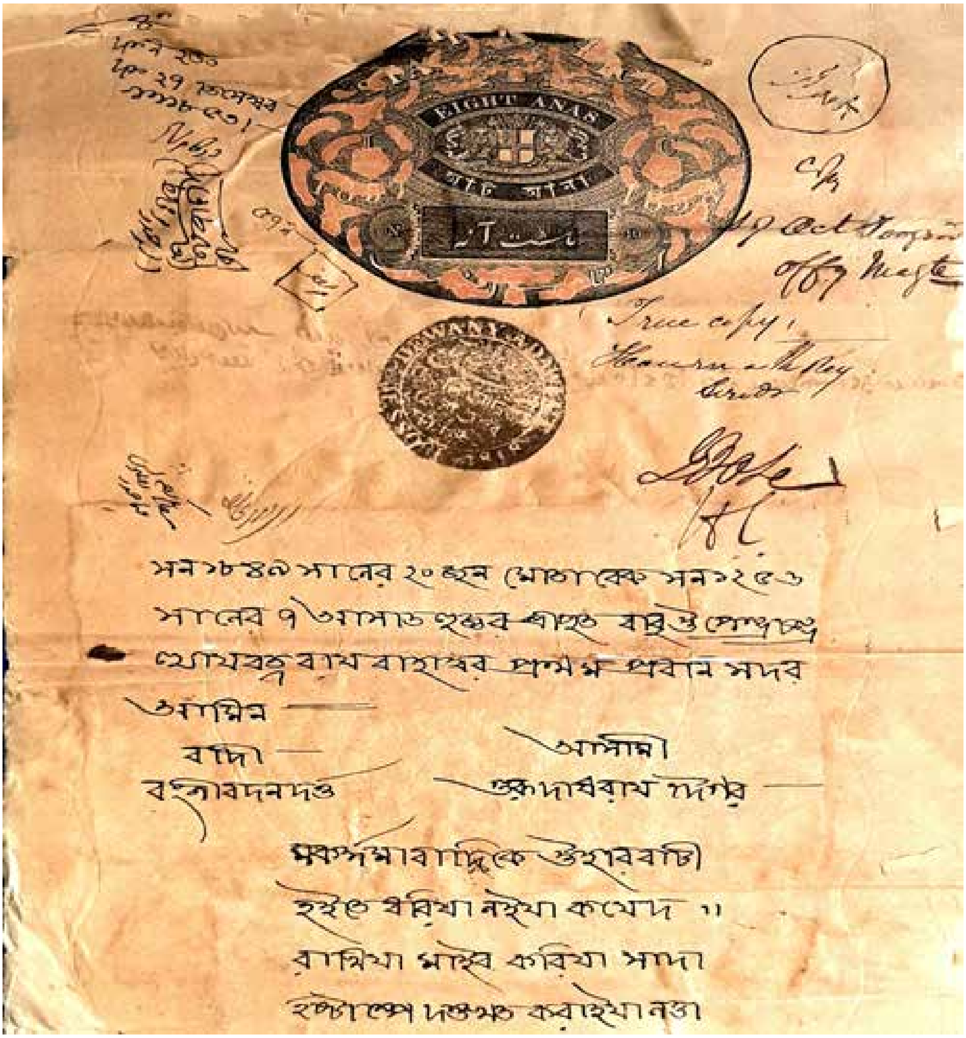
আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ৪ জুলাই ১৮৫৯ ইং, দাতাঃ হরসুন্দরি দাসি, ইসুফপুর, পেশাঃ তালুকদারি, গ্রহীতাঃ সূর্য্য কুমার দত্ত, বিষয়ঃ মৌরসী[৯৭] পাট্টা



[৯৭] পৈত্রিক সম্পত্তি।

নথি নং ১৩

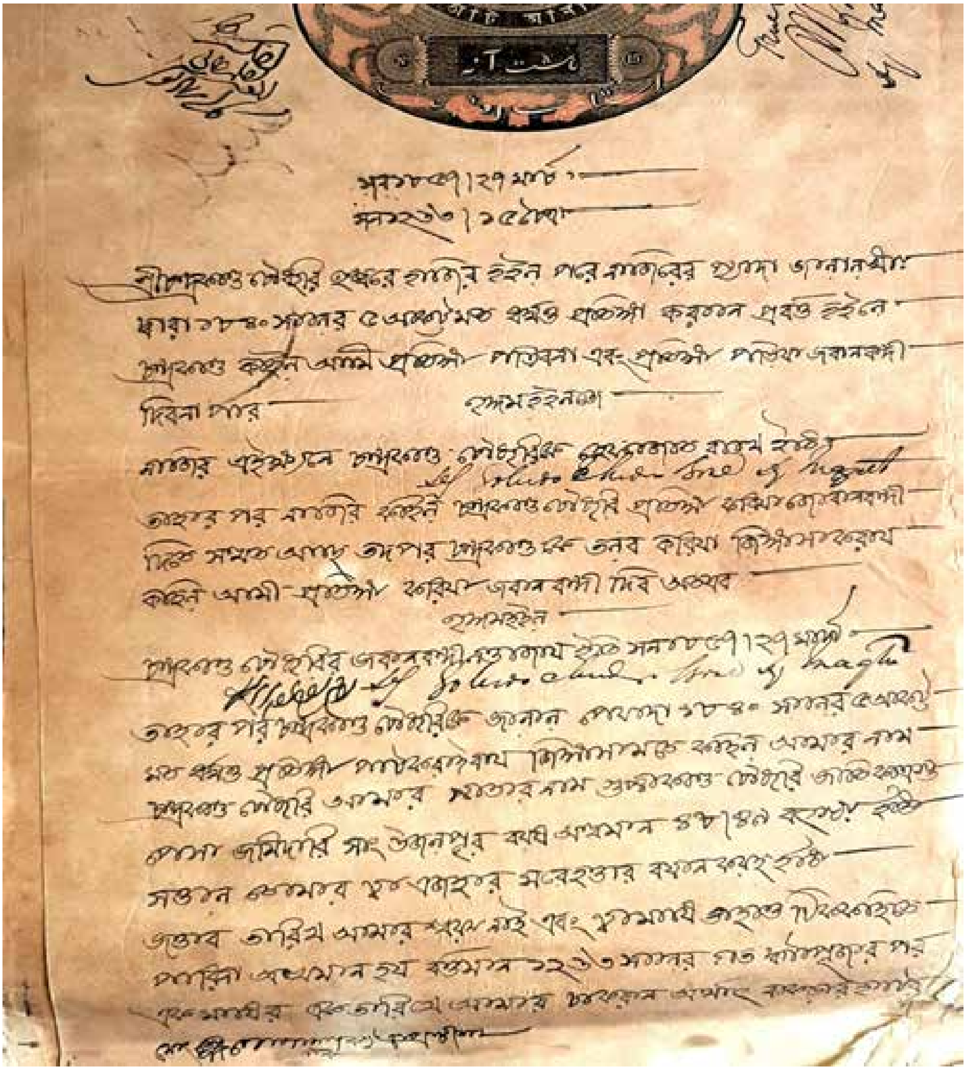
আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ২০ জুন ১৮৪৯ ইং, বাদীঃ বংশীবদন দত্ত, বিবাদীঃ গুরুদাস রায় দিগর, বিষয়ঃ বিবাদী কর্তৃক বাদী হতে জোরপূর্বক স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর আদায়



সন ১৮৪৯ সালের ২০ জুন মোতাবেক সন ১২৫৬
সালের ৭ আসাড় হুজুর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]
ঘোষ [illegible] রায় বাহাদুর [illegible] প্রধান সদর
আমিন
বাদী — আসামী
বংশীবদন দত্ত — গুরুদাস রায় দিগর
মকর্দ্দমা বাদিকে উঁহার বাটী
হইতে ধরিয়া লইয়া কয়েদ ।
রাখিয়া মাইর করিয়া সাদা
ইষ্টাম্পে দস্তখত করাইয়া লওয়া

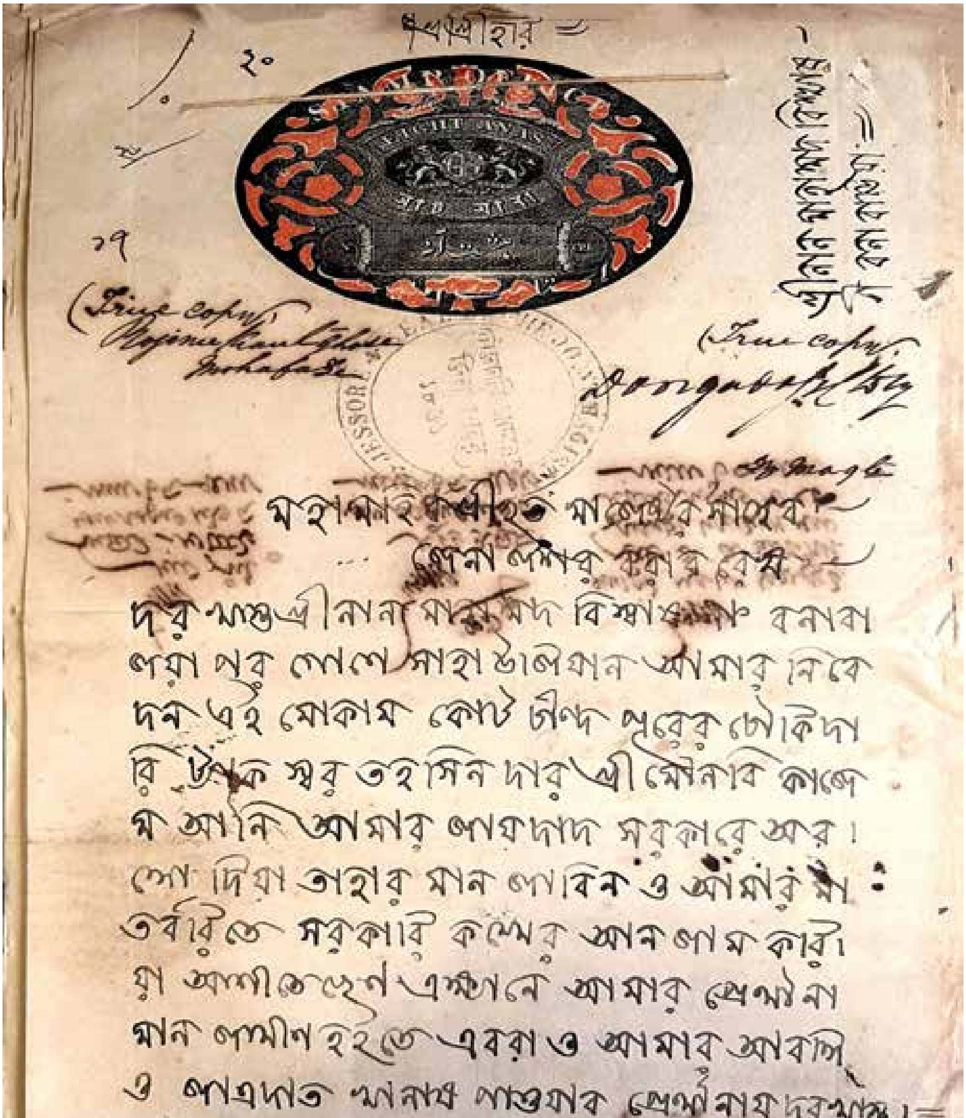
নথি নং ১৪

আদালতঃ ফৌজদারী আদালত, যশোর, তারিখঃ ২৭ মার্চ ১৮৫৭ ইং, জবানবন্দীদাতাঃ চন্দ্রকান্ত চৌধুরি, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধের জবানবন্দী



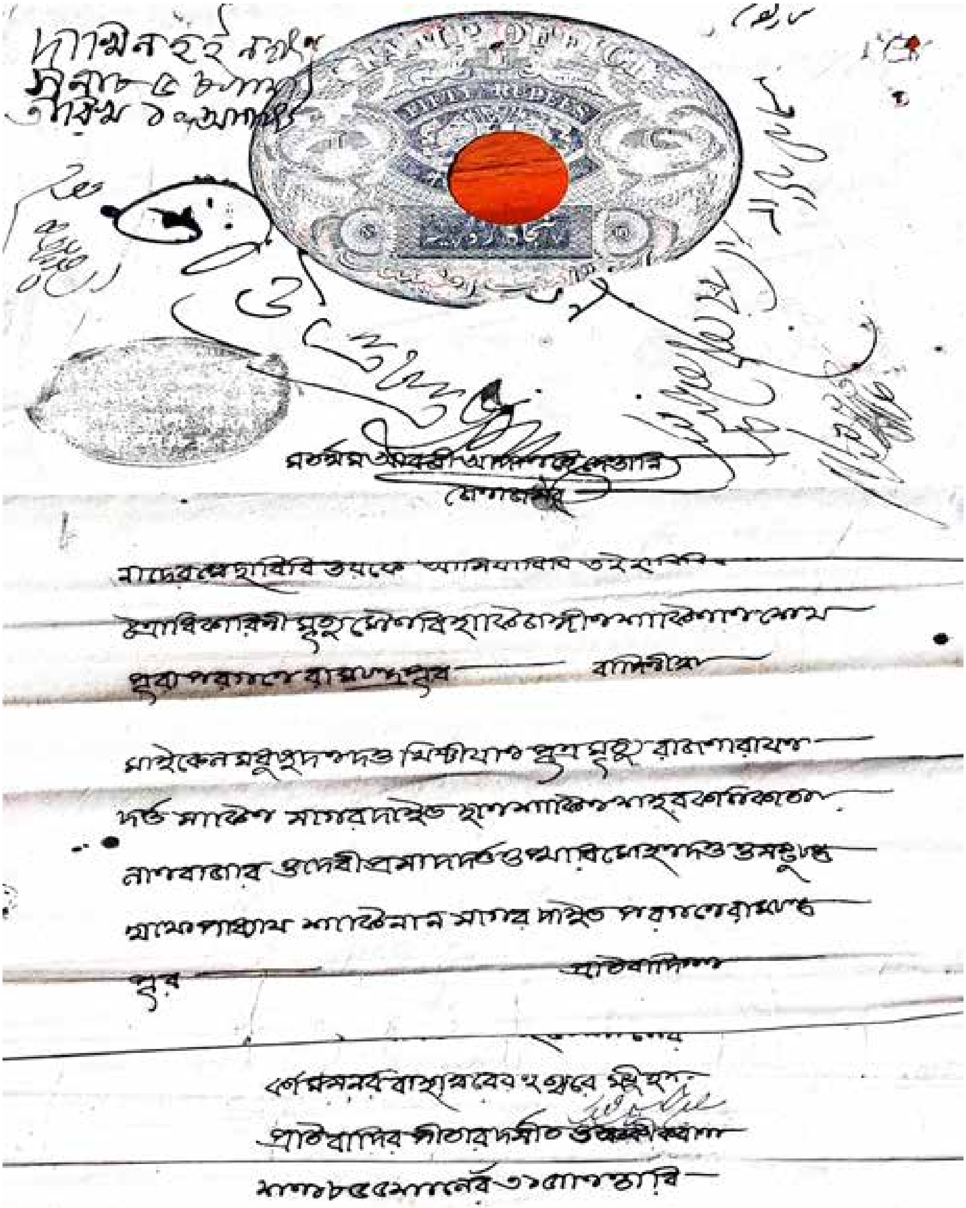
নথি নং ১৫

আদালতঃ ফৌজদারী আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৬৬ ইং, আবেদনকারীঃ শ্রী লাল মাহামদ বিশ্বাষ, কোর্টচাঁদপুর, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ ভূসম্পত্তি খালাসকরণ



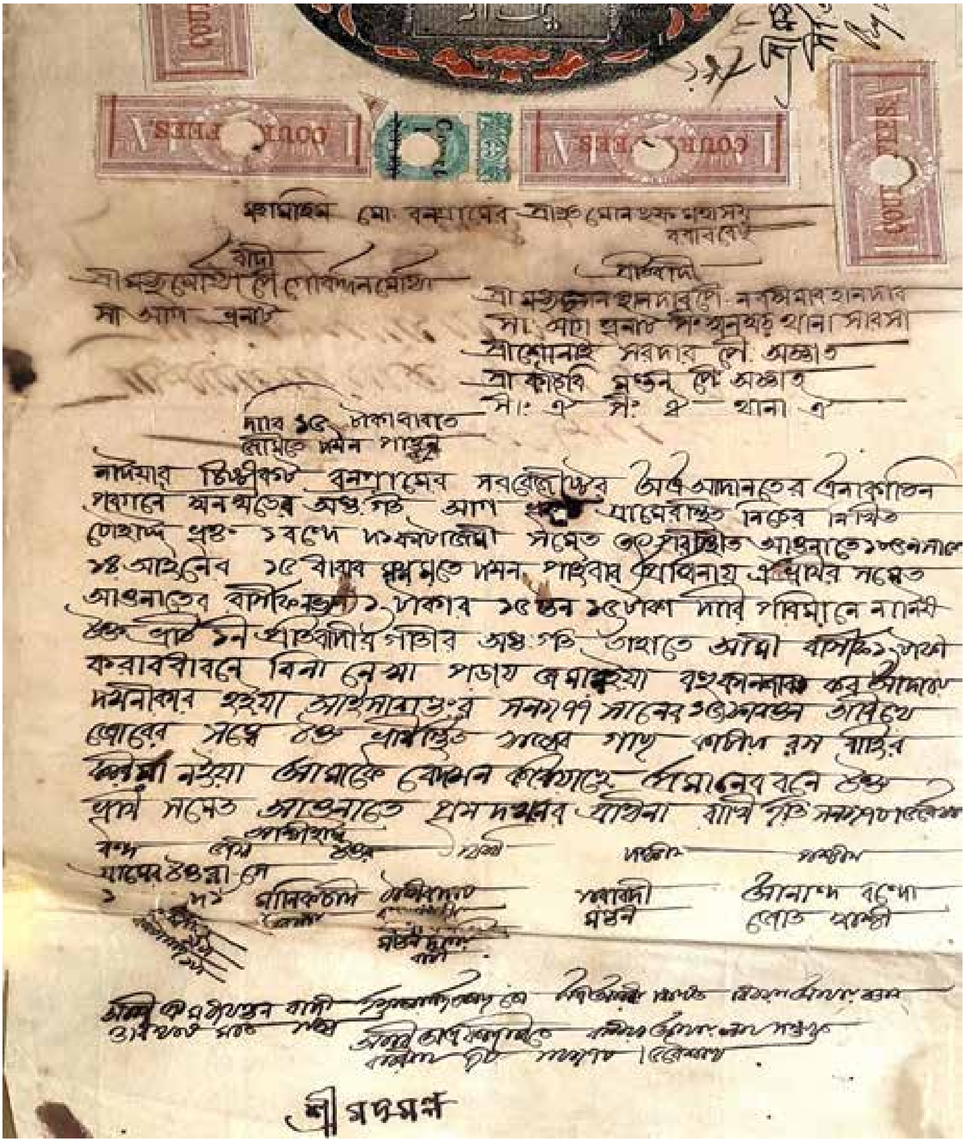
নথি নং ১৬

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ১০ আগষ্ট ১৮৫৮ ইং, বাদীঃ নাদেরন্নেছা বিবি ওরফে আসিয়া বিবি, বিবাদীঃ মাইকেল মধুষুদন দত্ত (খ্রিস্টিয়ান পুত্র), পিতা- রাজনারায়ন দত্ত, সাগরদাইড (সাগরদাঁড়ি) ও অন্যান্য, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



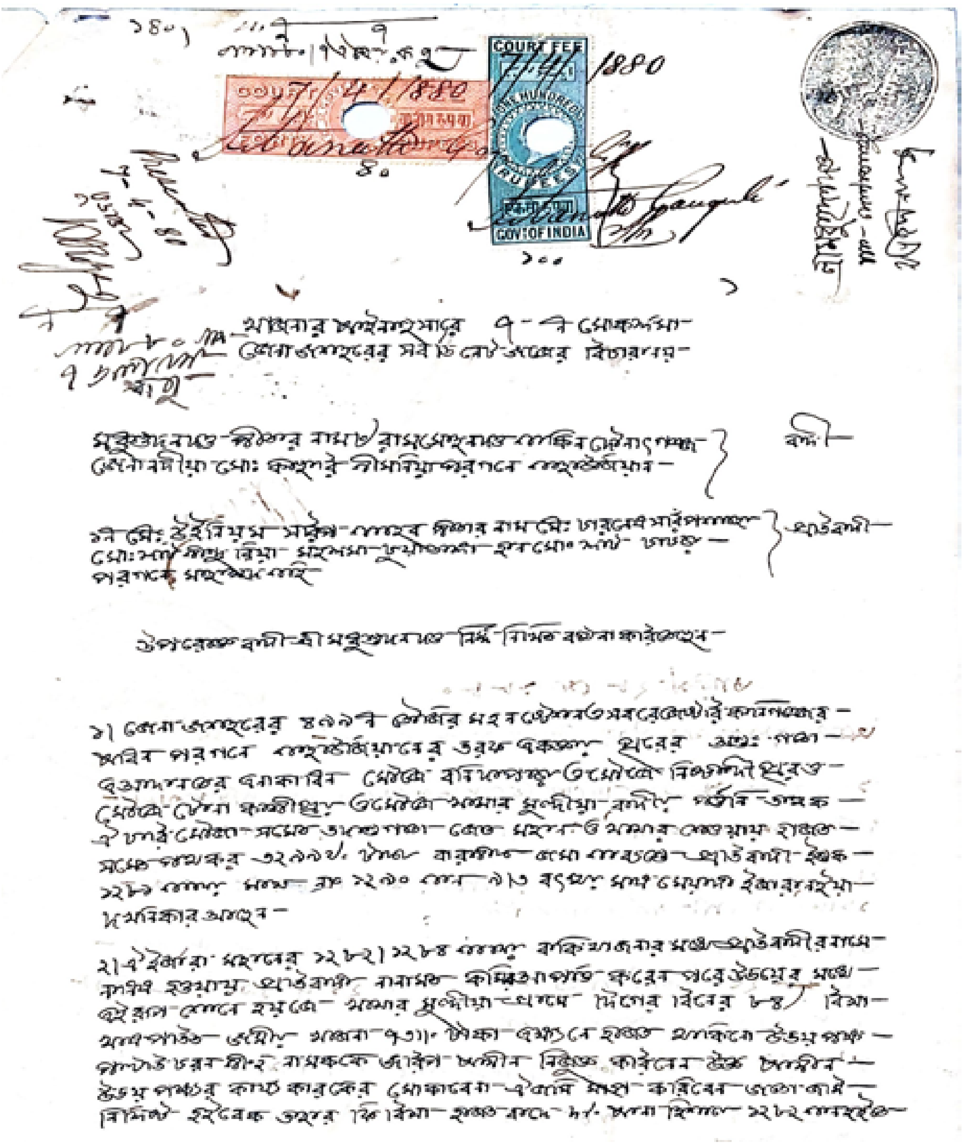
নথি নং ১৭

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত নদীয়া থেকে যশোর আদালতে প্রেরিত, তারিখঃ ১৮৭১ (?) ইং, বাদীঃ শ্রী মধু মোল্যা, আগভুনাট, সারসা, বিবাদীঃ শ্রী মধুষুদন হালদার, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



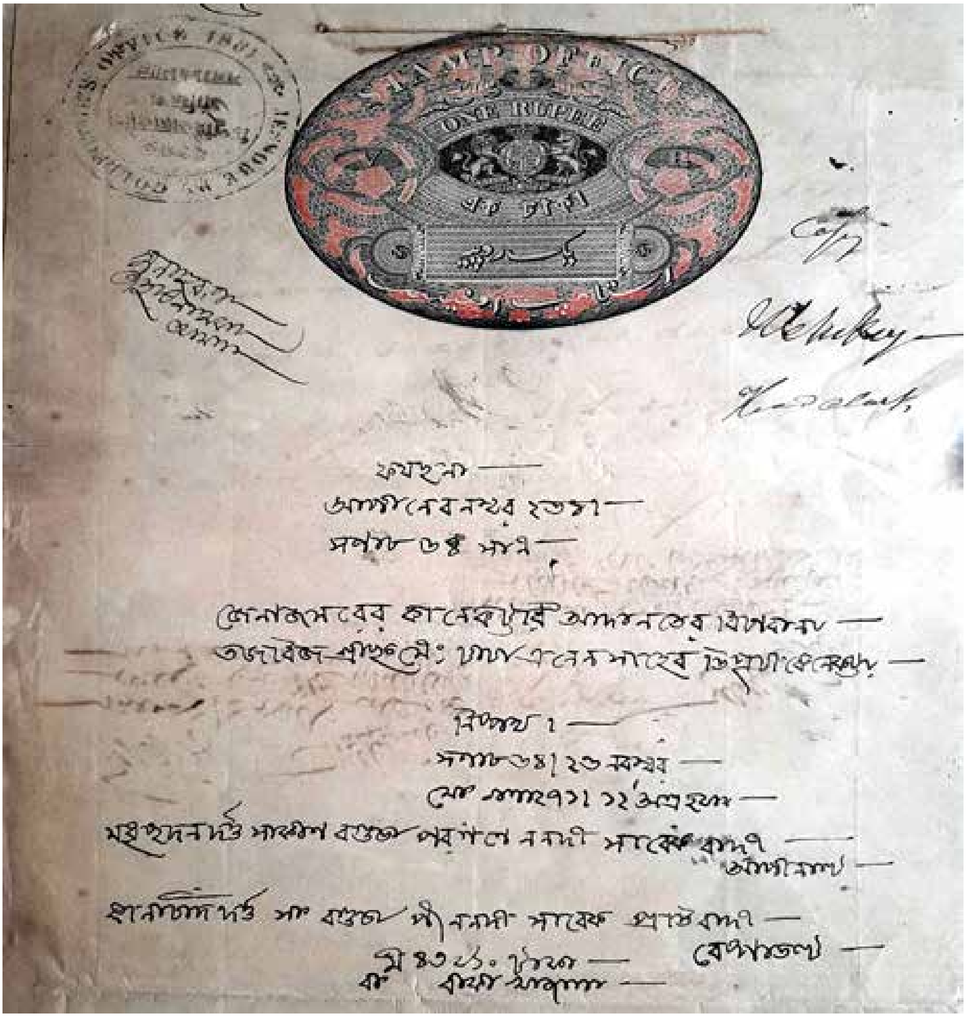
নথি নং ১৮

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৩০ এপ্রিল ১৮৮০ ইং, বাদীঃ শ্রী মধুসুদন দত্ত, নদীয়া, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ মি উইলিয়াম সরিপ, কুঠি, চাঁচড়া, যশোর, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



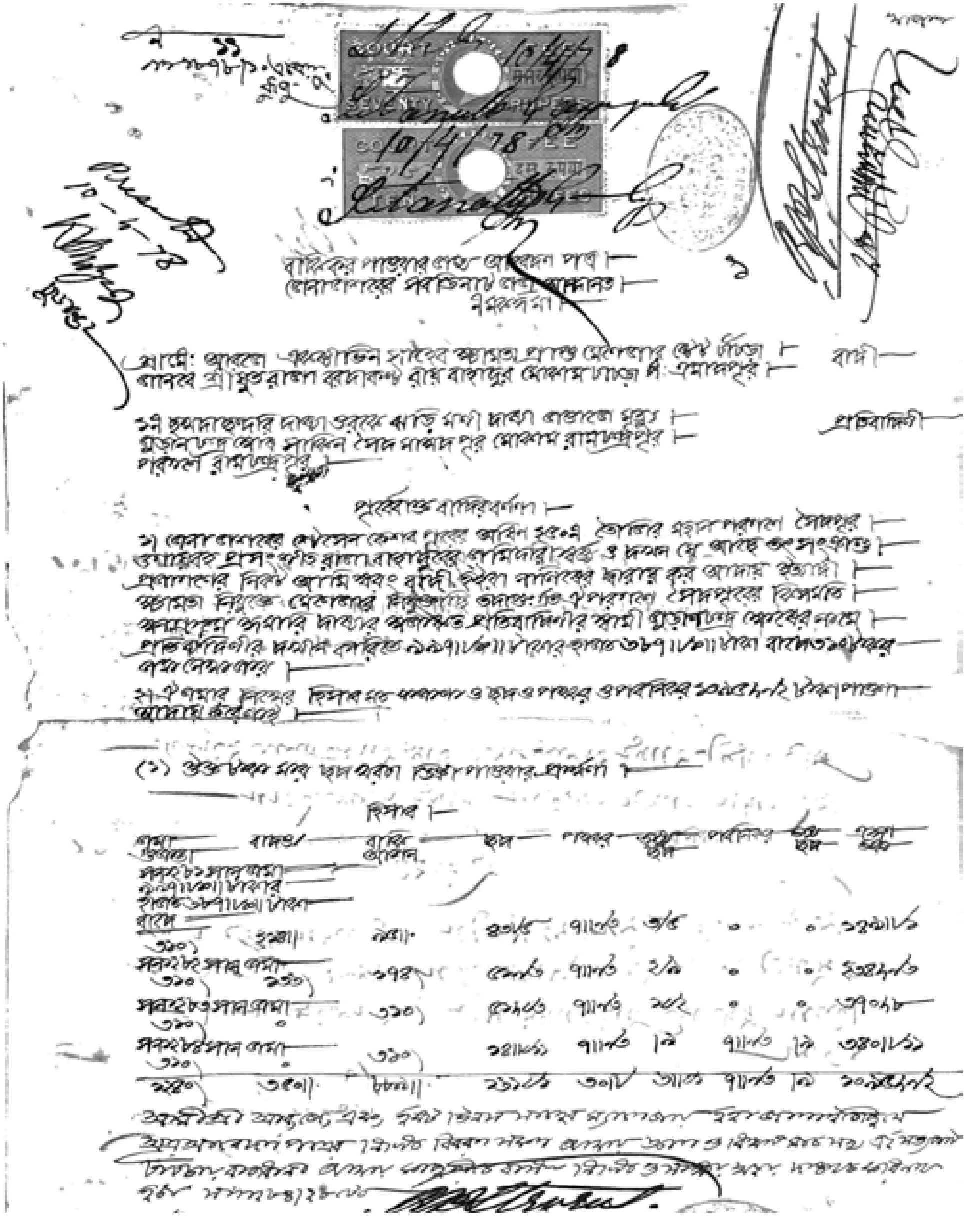
নথি নং ১৯

আদালতঃ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ শ্রী মধুষুদন দত্ত, নলদি, নড়াইল, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ কালীচাঁদ দত্ত, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



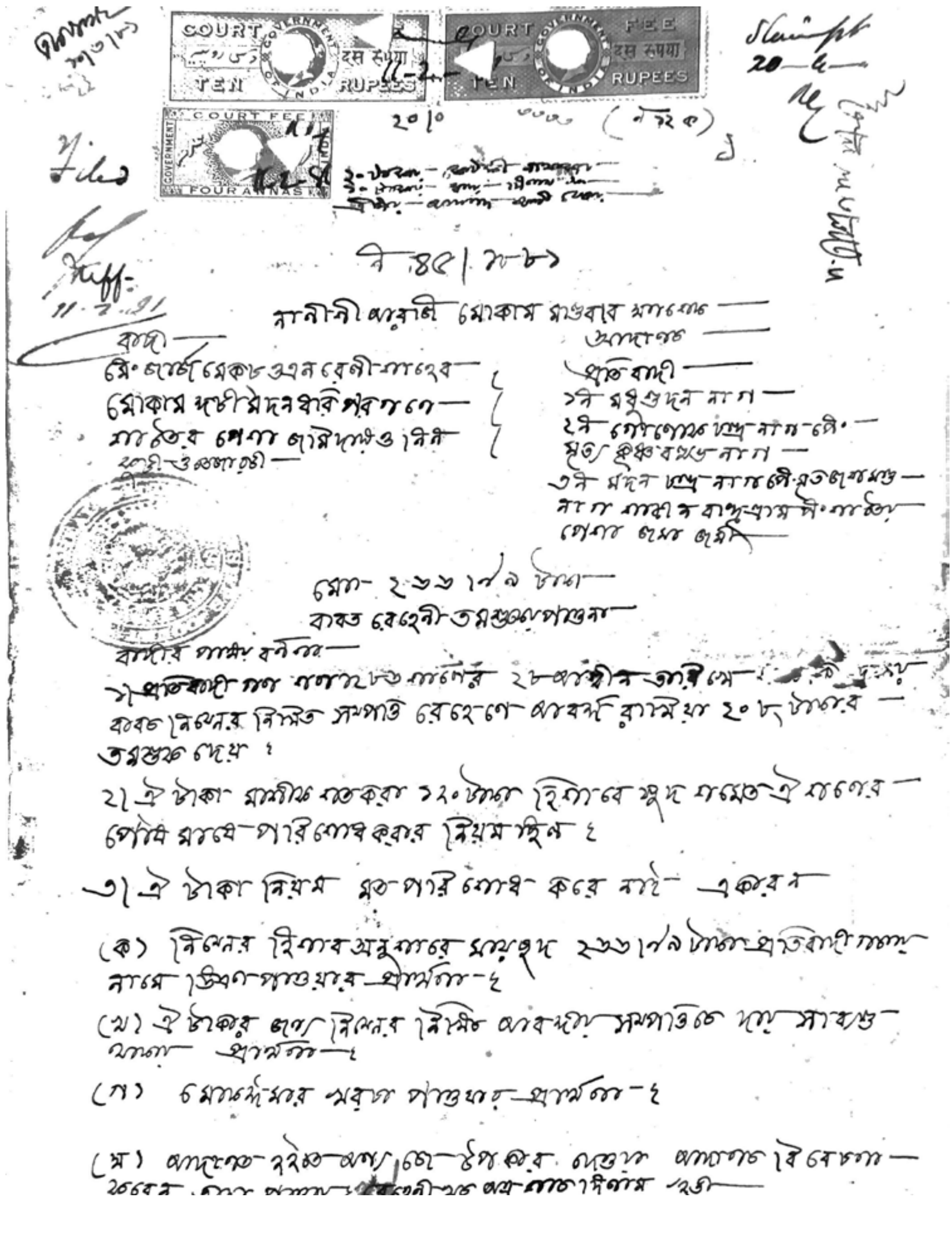
নথি নং ২০

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৭৮ ইং, বাদীঃ মিঃ এফ ষ্টীভেন সাহেব, রাজা বরদাকন্ঠের ম্যানেজার, চাঁচড়া, যশোর, বিবাদীঃ ষুখদা সুন্দরী দাষী, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ২১

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, তারিখঃ ১০ মার্চ ১৮৮১ ইং, বাদীঃ জর্জ মেকট ও এন রেনী সাহেব, সাতৈর, পেশাঃ জমিদারি, নিলকুঠি ও তেজারতি, বিবাদীঃ মধুসুদন নাগ ও অন্যান্য, বিষয়ঃ ঋণের অর্থ আদায়



নথি নং ২২

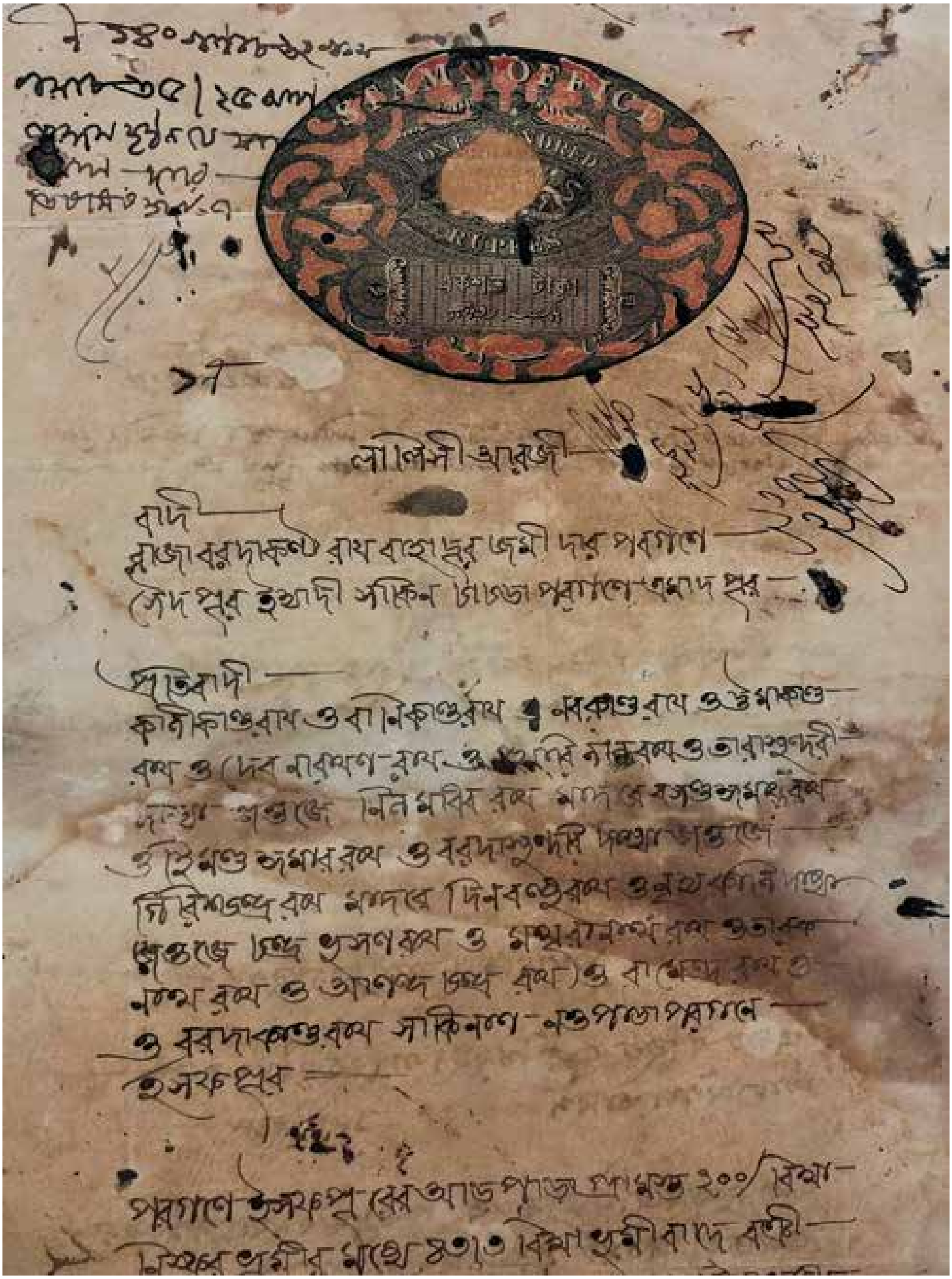
আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৭৮ ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রী মাহামদ-মোল্যা, উদ্যেশ্যঃ শ্রীহত বাবু ভূপেন্দ্র কুমার রায়, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ কবুলিয়ত পত্র[৯৮]



[৯৮]মালিকের বরাবরে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র।

নথি নং ২৩

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৬২ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজা বরদাকন্ঠ রায়বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ কালীকান্ত রায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত নালিশী আরজী


নালিসী আরজী

বাদী

রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর জমীদার পরগণে

সৈদপুর ইত্যাদী সাকিন চাচড়া পরগণে এমাদপুর

প্রতিবাদী

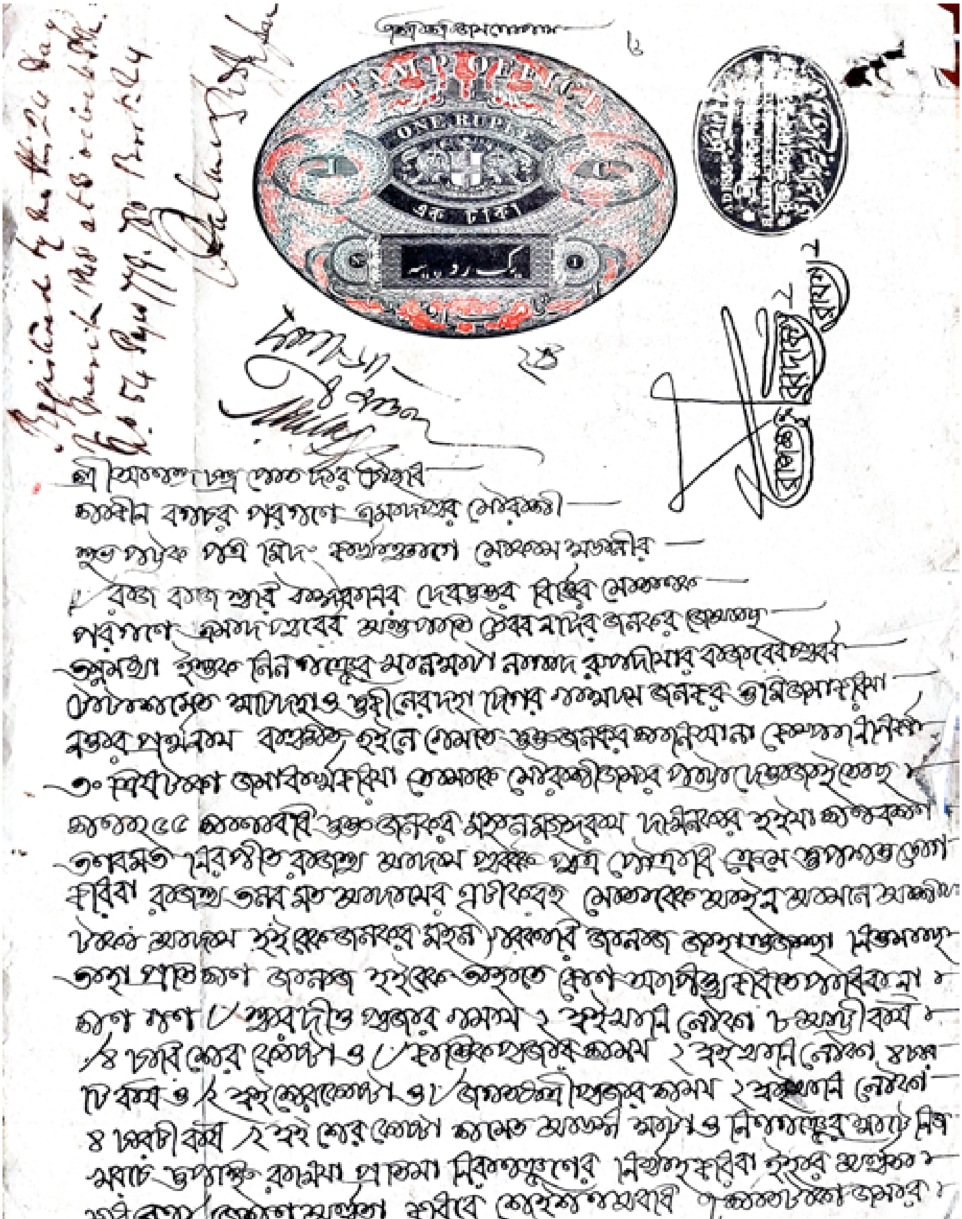
নথি নং ২৪

আদালতঃ ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, যশোর, তারিখঃ ২৭ জানুয়ারি ১৮৮০ ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রী মেহের বিশ্বাশ ও অন্যান্য, উদ্দ্যেশ্যঃ শ্রীযুক্ত রাজা বরদাকন্ঠ রায়বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ কবুলিয়ত পত্র



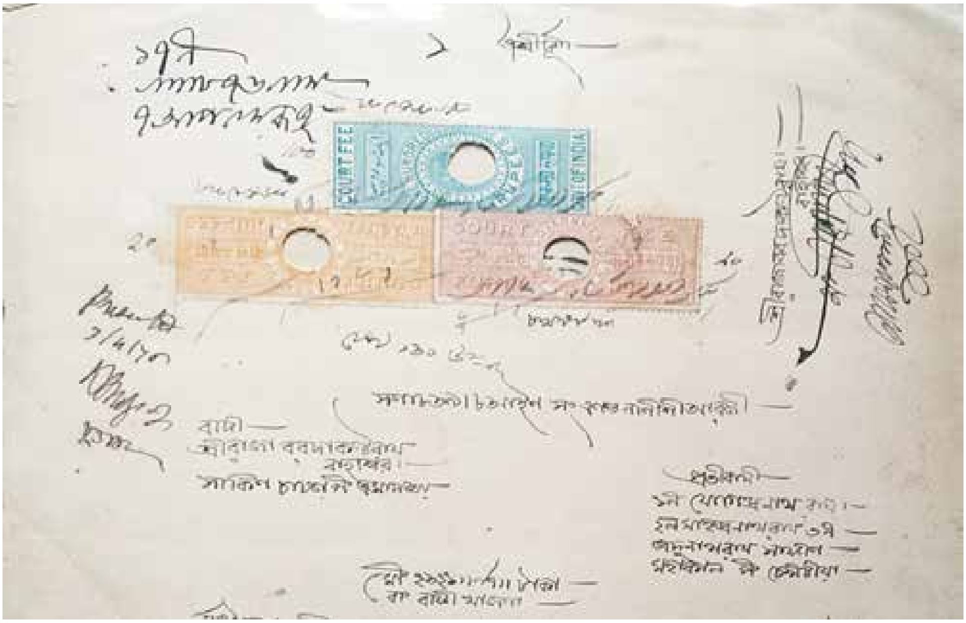
নথি নং ২৫

আদালতঃ ডেপুটি রেজিষ্ট্রার, যশোর, তারিখঃ ১৮৬১ ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রী আনন্দচন্দ্র পোতদার চৌধুরি
উদ্যেশ্যঃ শ্রীযুক্ত রাজা বরদাকন্ঠ রায়বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ পট্টক পত্র



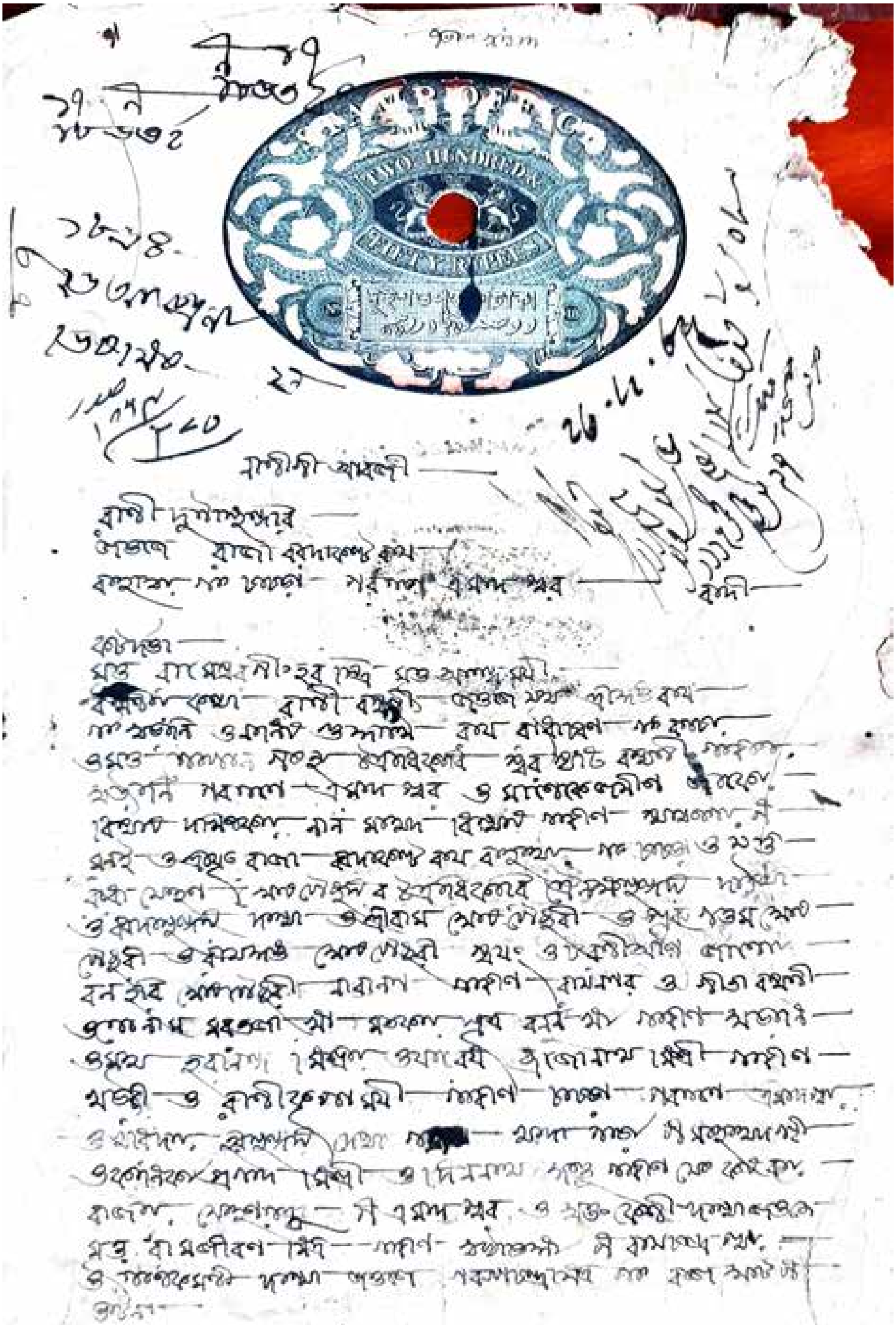
নথি নং ২৬

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৭ এপ্রিল ১৮৭৬ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ যোগেন্দ্র নাথ রায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



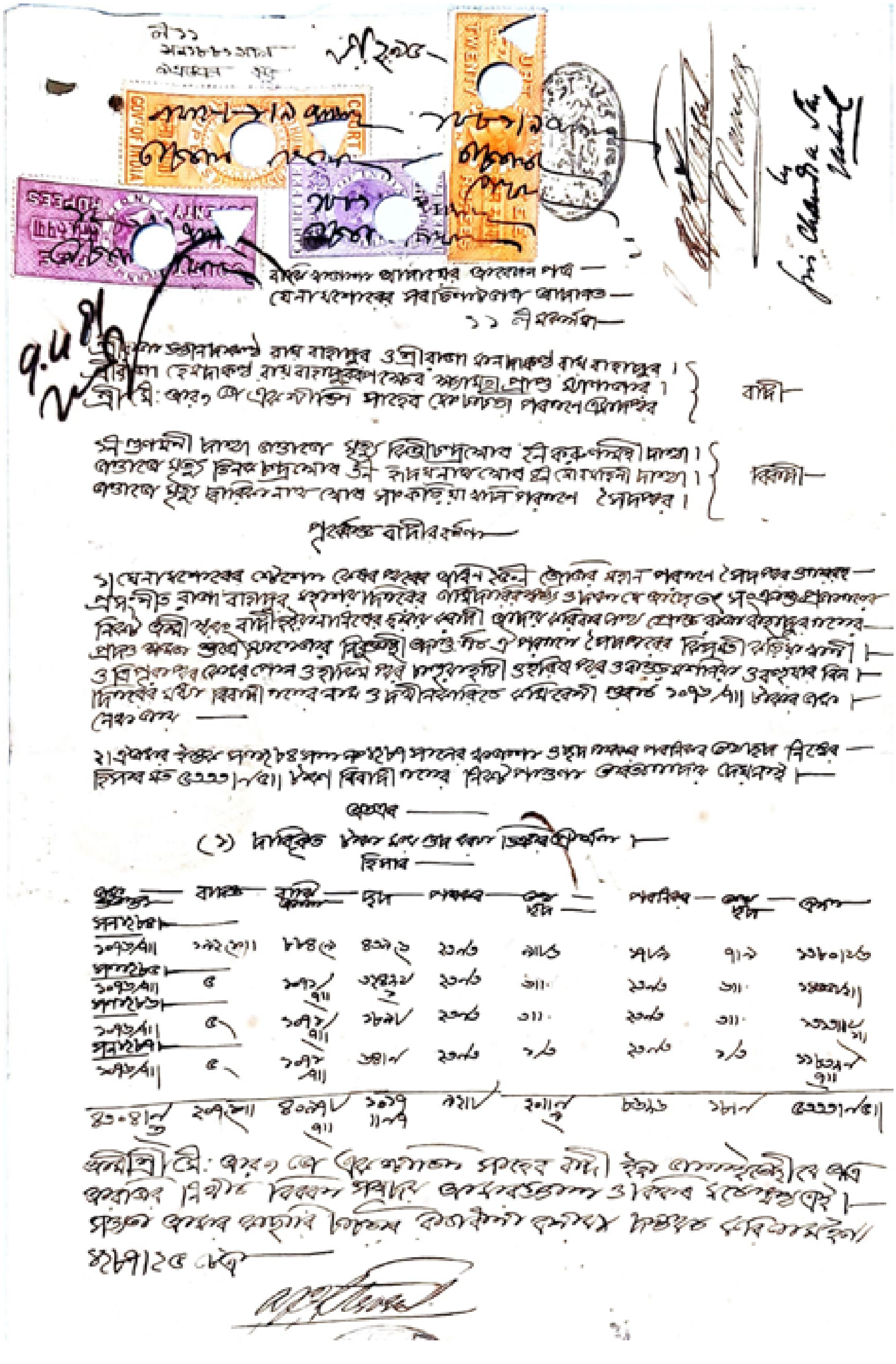
নথি নং ২৭

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ২৬ এপ্রিল ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ রানী দূর্গাসুন্দরি, স্বামী-রাজা বরদাকন্ঠ রায় বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ রামেশ্বর সিংহ এর স্ত্রী আনন্দময়ীর কন্যা ও অন্যান্য, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



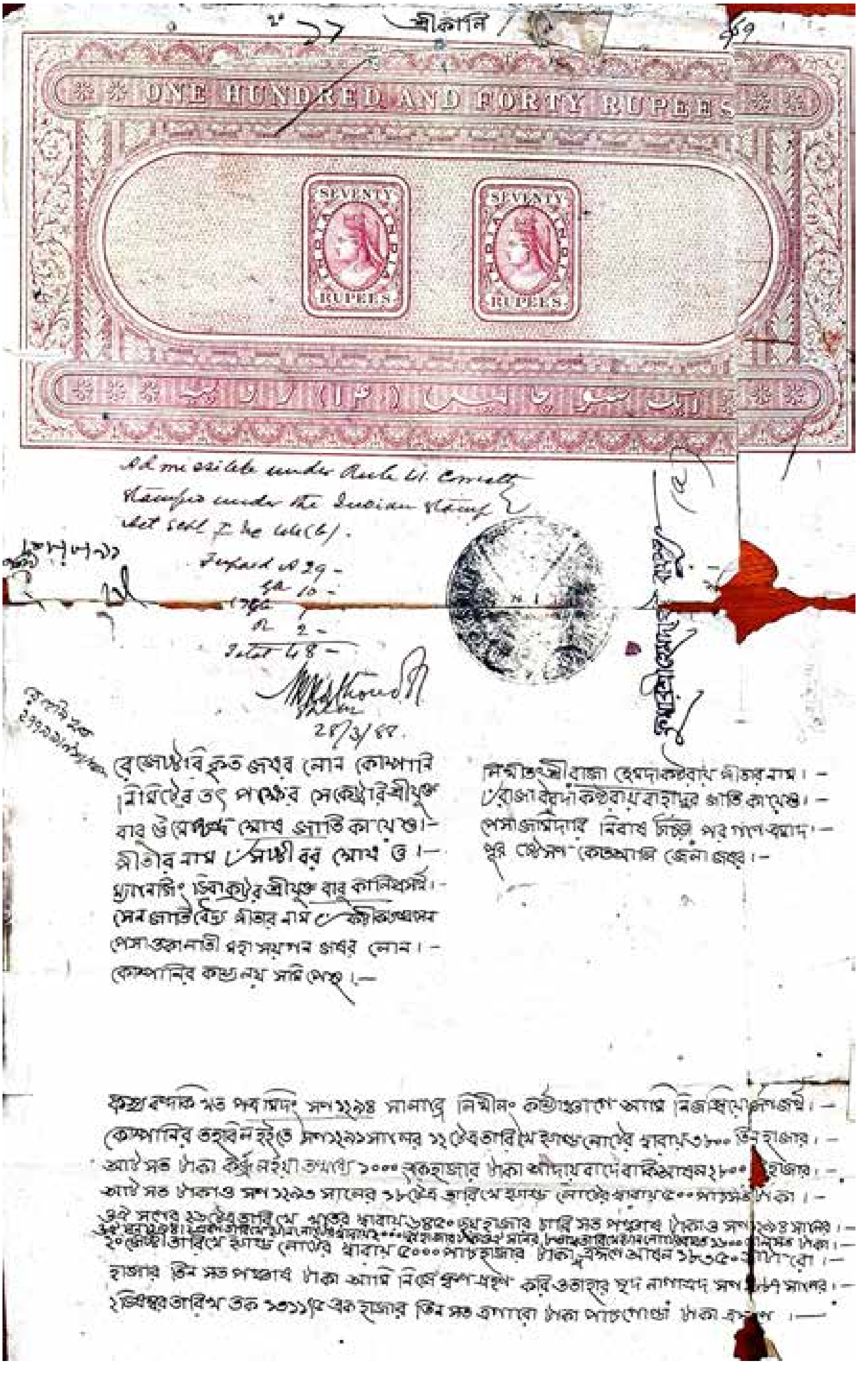
নথি নং ২৮

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৯ এপ্রিল ১৮৮১ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, শ্রী রাজা মানদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, শ্রী রাজা হেমদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গুণমণি দাসী ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



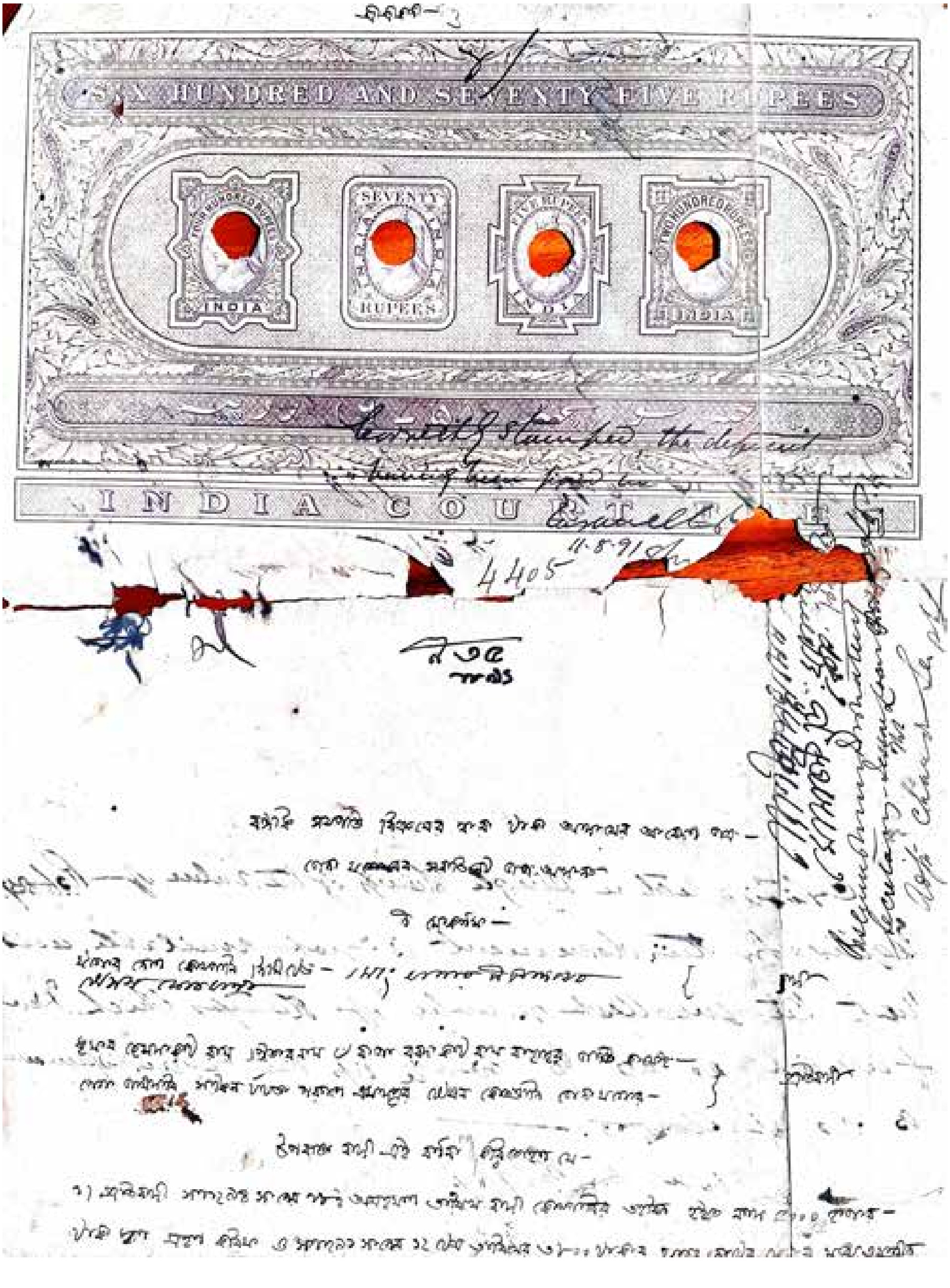
নথি নং ২৯

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৮ মার্চ ১৮৮৮ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজা হেমদাকণ্ঠ রায়, পিতা- রাজা বরদাকণ্ঠ রায়বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড এর পক্ষে কোম্পানীর সেক্রেটারী ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিষয়ঃ বন্দকী খত পত্র


ONE HUNDRED AND FORTY RUPEES
SEVENTY RUPEES
SEVENTY RUPEES

নথি নং ৩০

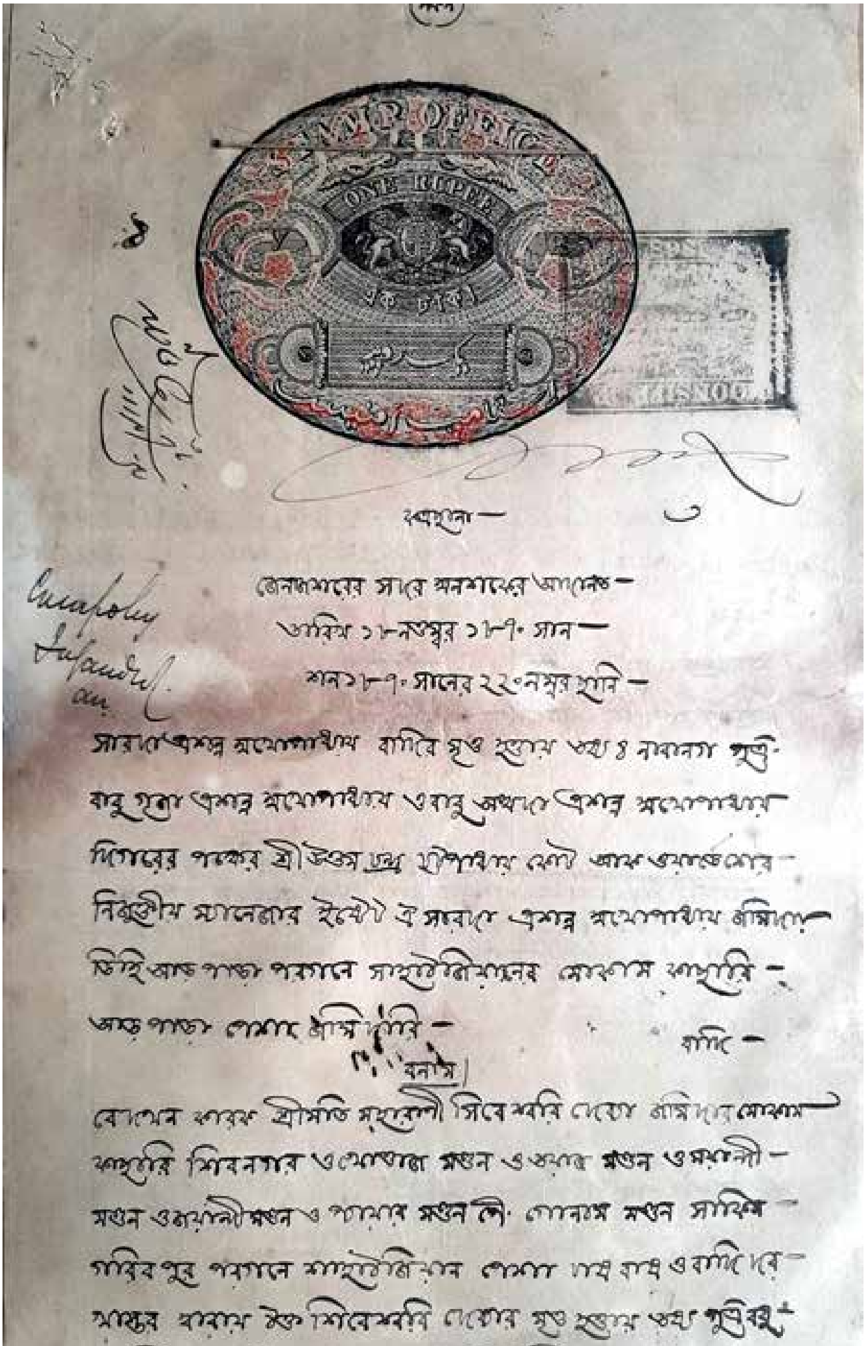
আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১১ আগষ্ট ১৮৯১ ইং, বাদীঃ যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড, বিবাদীঃ কুমার হেমদাকন্ঠ রায়, পিতা- রাজা বরদাকন্ঠ রায়বাহাদুর, চাঁচড়া, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বন্দকী জমি/সম্পত্তি বিক্রয়


SIX HUNDRED AND SEVENTY FIVE RUPEES

INDIA COURT FEE

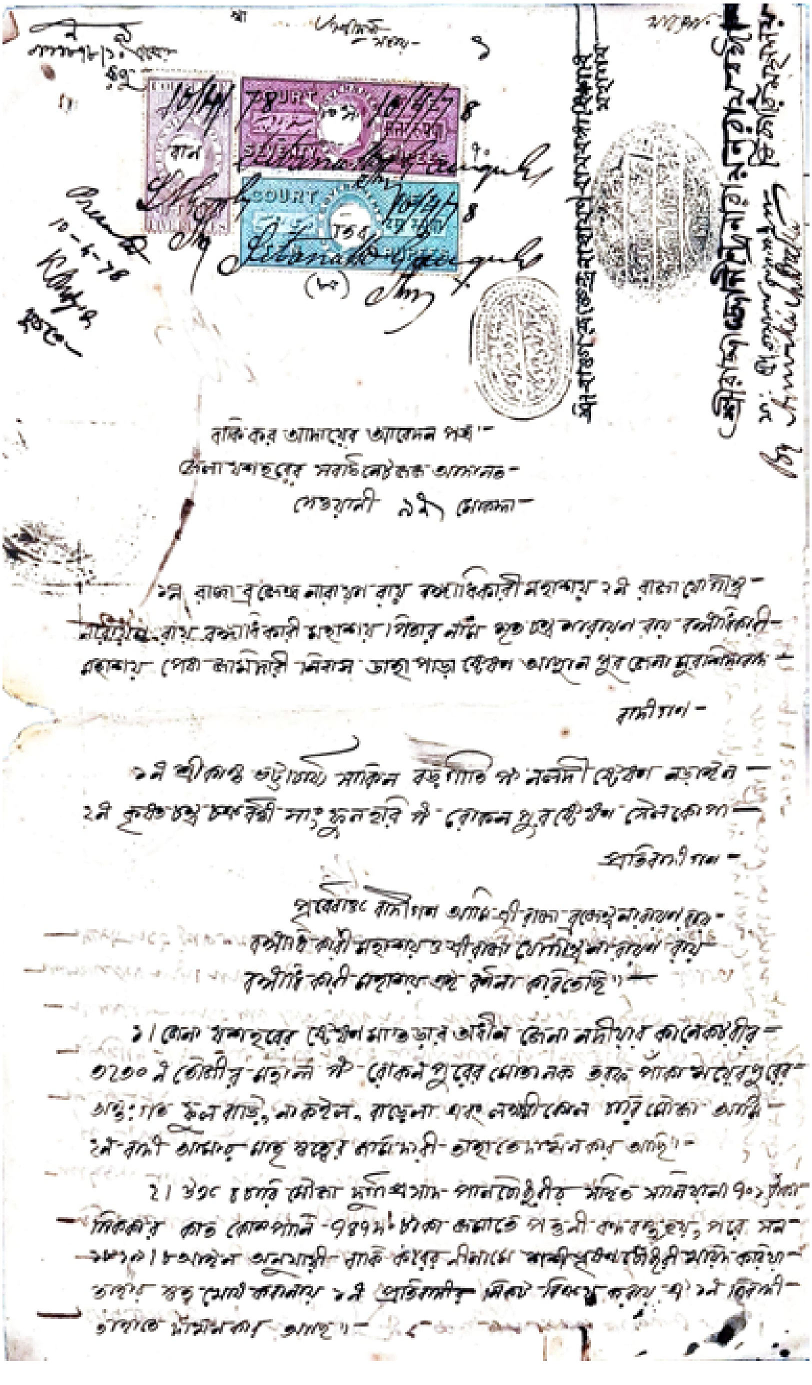
নথি নং ৩১

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮ নভেম্বর ১৮৭০ ইং, বাদীঃ সারদা প্রশন্ন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, আড়পাড়া, সাহউজিয়ান, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রীমতি মহারানী শিবেশ্বরি দেবী, সাহউজিয়ান, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



নথি নং ৩২

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৭৮ ইং, বাদীঃ রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী ও রাজা যোগিন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী, ডাহাপাড়া, মুরশিদাবাদ, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়

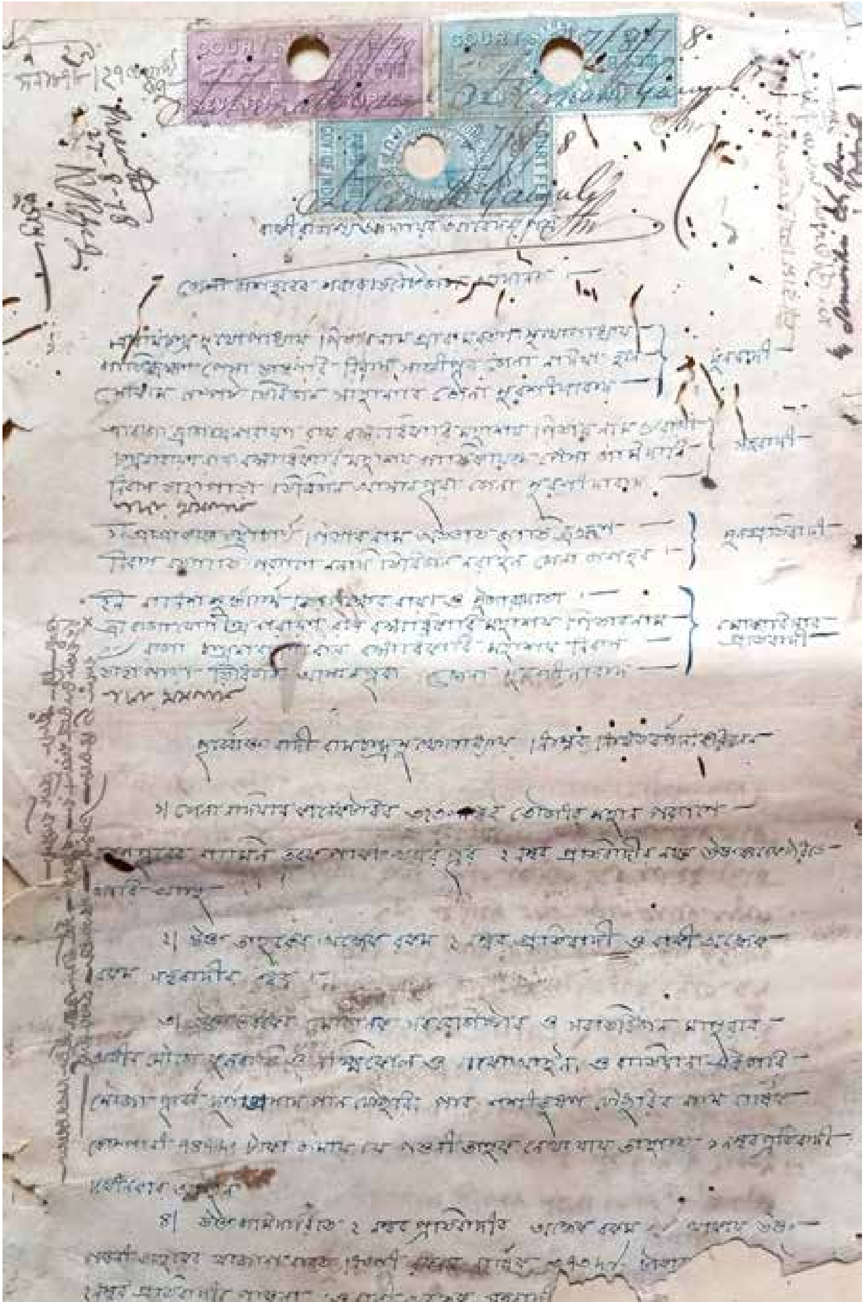

বকি কর আদায়ের আবেদন পত্র

জেলা যশহরের সবর্ডিনেট জজ আদালত

দেওয়ানী ৯১ মোকদ্দমা

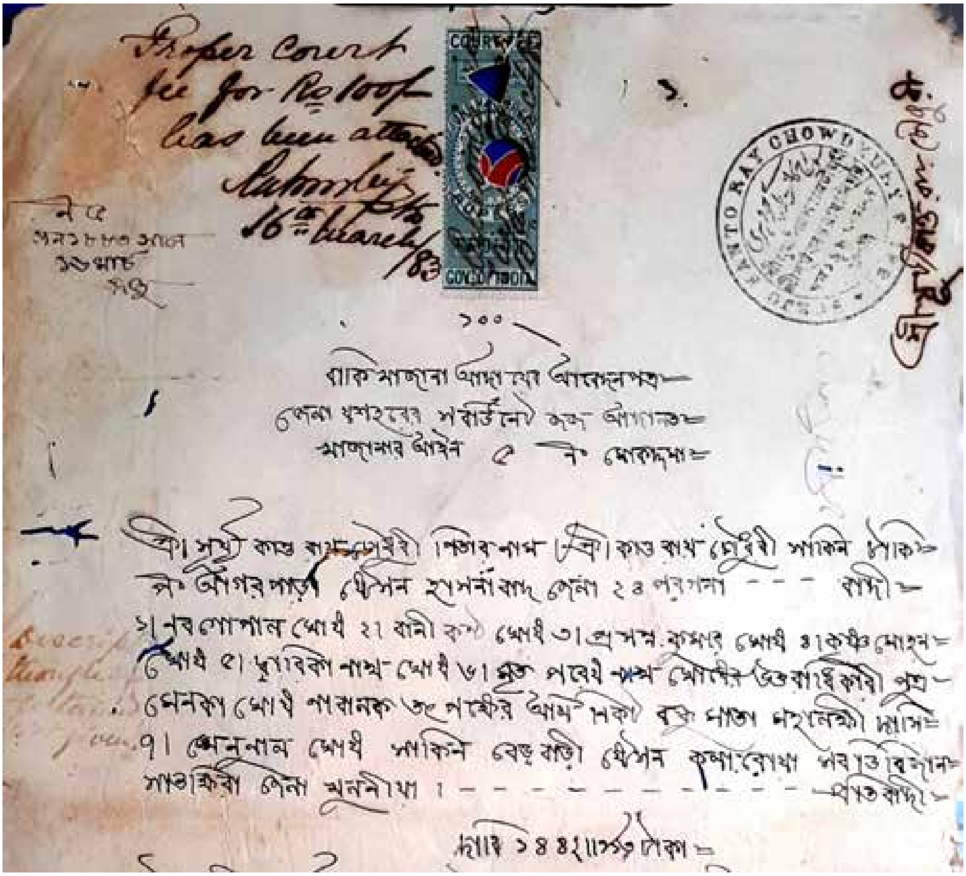
নথি নং ৩৩

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৭ আগষ্ট ১৮৭৮ ইং, সহবাদীঃ রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী, পিতা- চন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী, মুরশিদাবাদ, পেশাঃ জমিদারী, সহবিবাদীঃ রাজা যোগিন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী, পিতা- চন্দ্র নারায়ন রায় বঙ্গাধিকারী, মুরশিদাবাদ, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৩৪

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৬ মার্চ ১৮৮৩ ইং, বাদীঃ শ্রী সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী, আগরপাড়া, ২৪ পরগনা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ নব গোপাল ঘোষ ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়


Proper Court fee for Rs 100/- has been attested
16th March/83

১০০

বাকি খাজানা আদায়ের আবেদনপত্র

জেলা যশহরের সবর্ডিনেট জজ আদালত

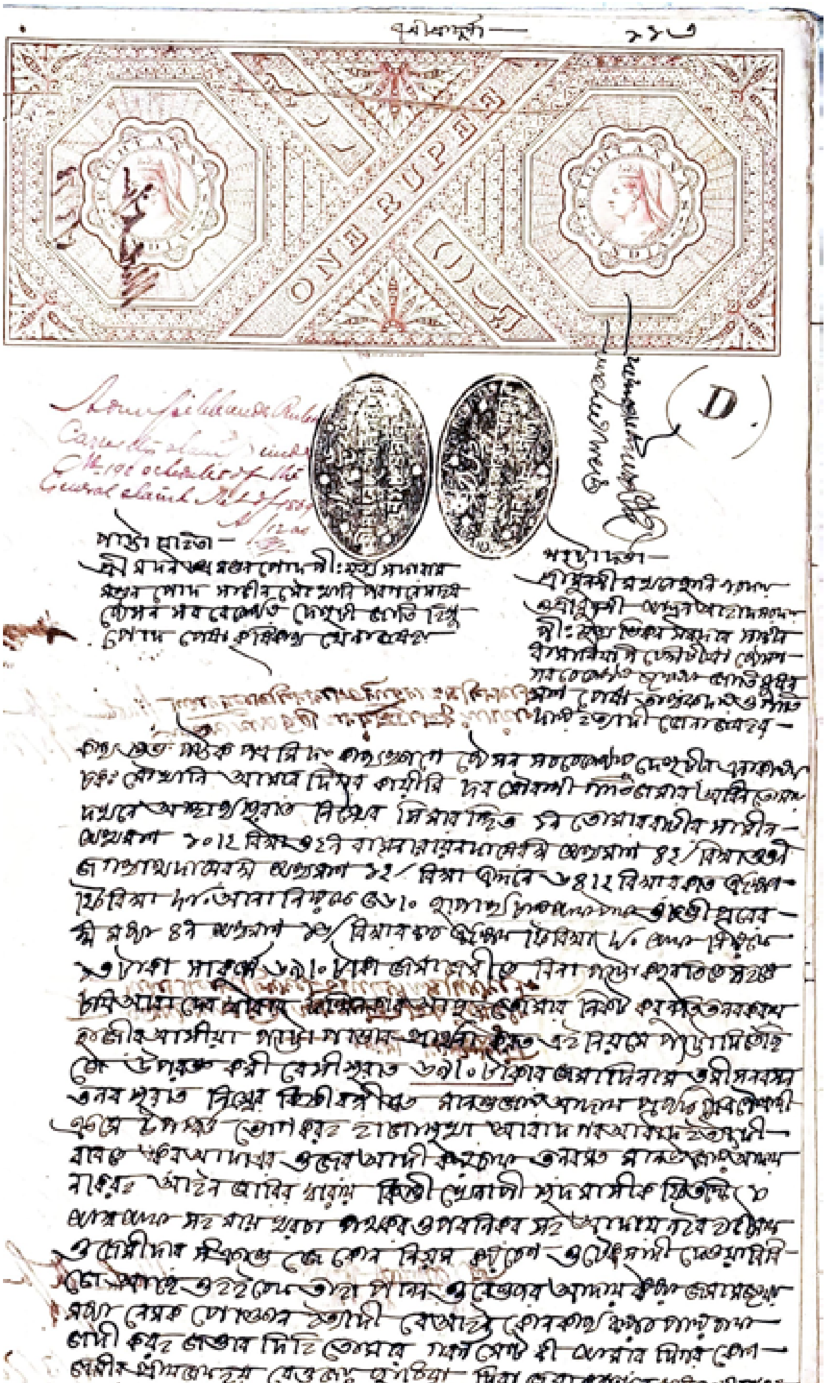
নথি নং ৩৫

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ ইং, বাদীঃ বিহারীলাল দত্ত ও ব্রজবালা দাসী, কালীগঞ্জ, যশোর, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ মি উইলিয়াম সরিপ, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়


Proper Court fee for Rs 80/- Eighty have been attached
23/2/83
COURT FEE RUPEES
COURT FEE SEVENTY RUPEES

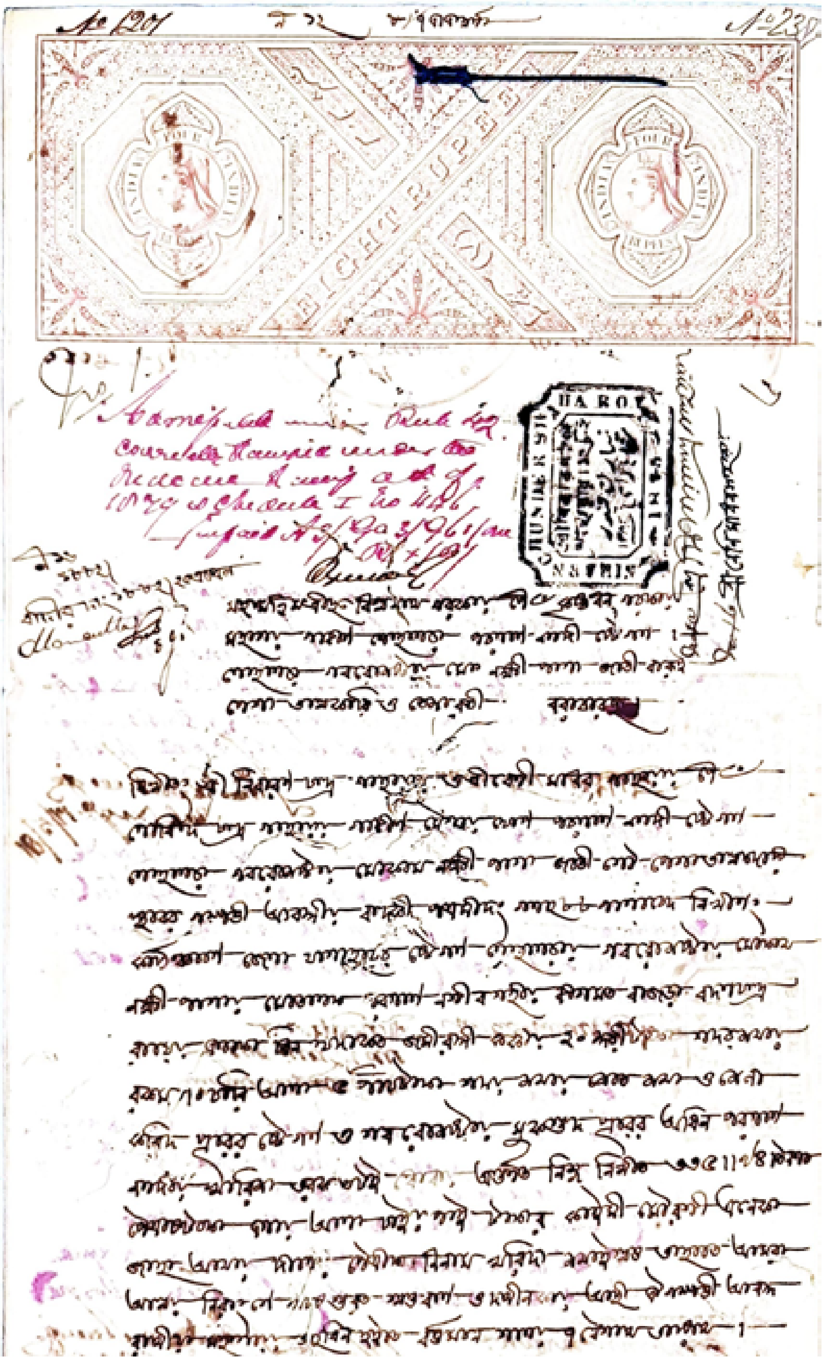
নথি নং ৩৬

আদালতঃ যশোর, বাদীঃ শ্রী মুনসী মখলেস আলি সরদার ও শ্রী মুনসী আব্দুল আহাদ সরদার, যশোর, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ শ্রী মদন চন্দ্র মন্ডল পোদ, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



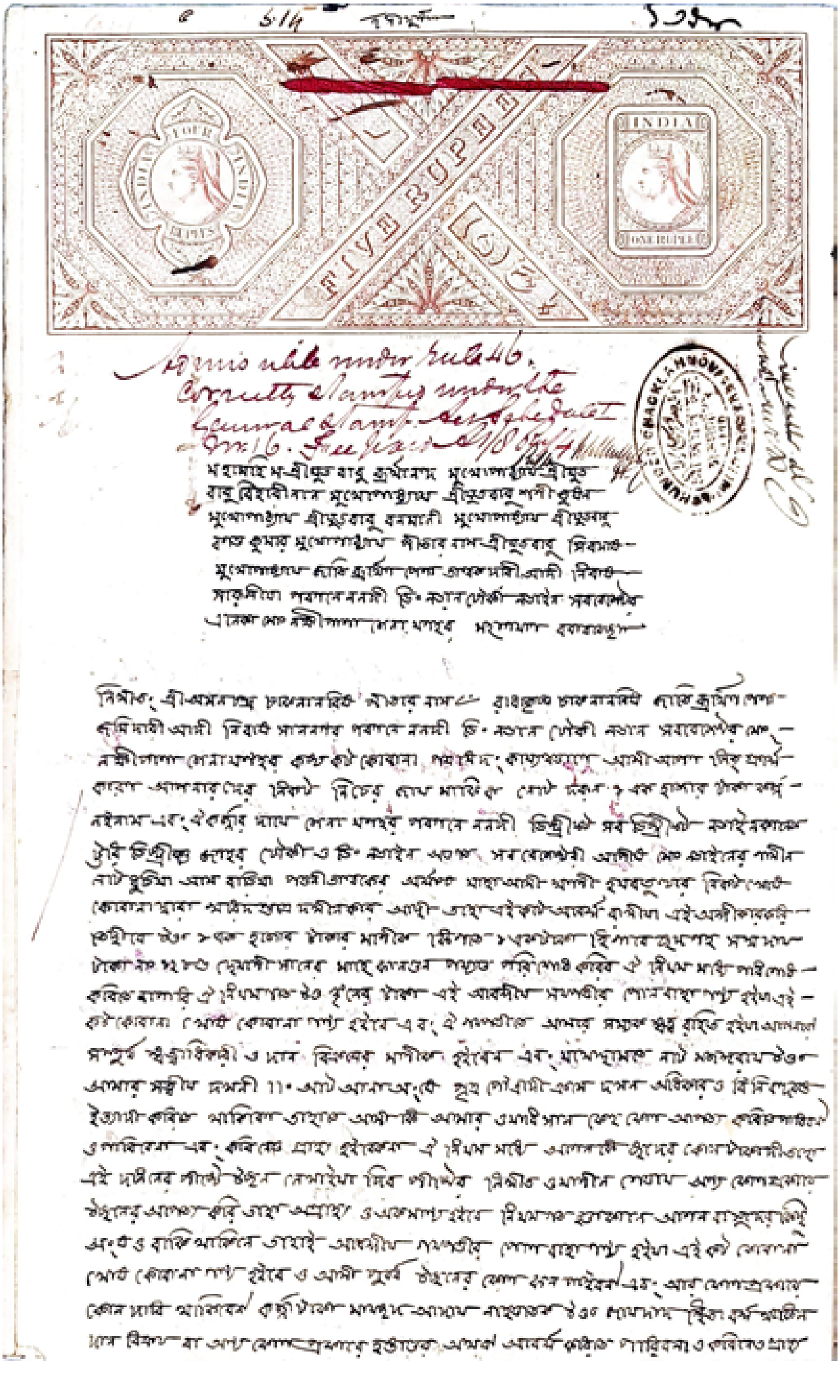
নথি নং ৩৭

আদালতঃ যশোর, ঘোষনাকারীঃ শ্রী নিবারণ চন্দ্র সাহা রায় ও শ্রী বেণীমাধব সাহা রায়, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ তালুকদারি, উদ্দেশ্যঃ শ্রীহত বিশ্বনাথ সরকার, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ কবুলিয়ত পত্র



নথি নং ৩৮

আদালতঃ যশোর, ঘোষনাকারীঃ শ্রী অমল চন্দ্র চাকলানবিষ ও শ্রী রাধাকৃষ্ণ চাকলানবিষ, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারী, উদ্দেশ্যঃ শ্রীহত বাবু ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ কবুলিয়ত পত্র



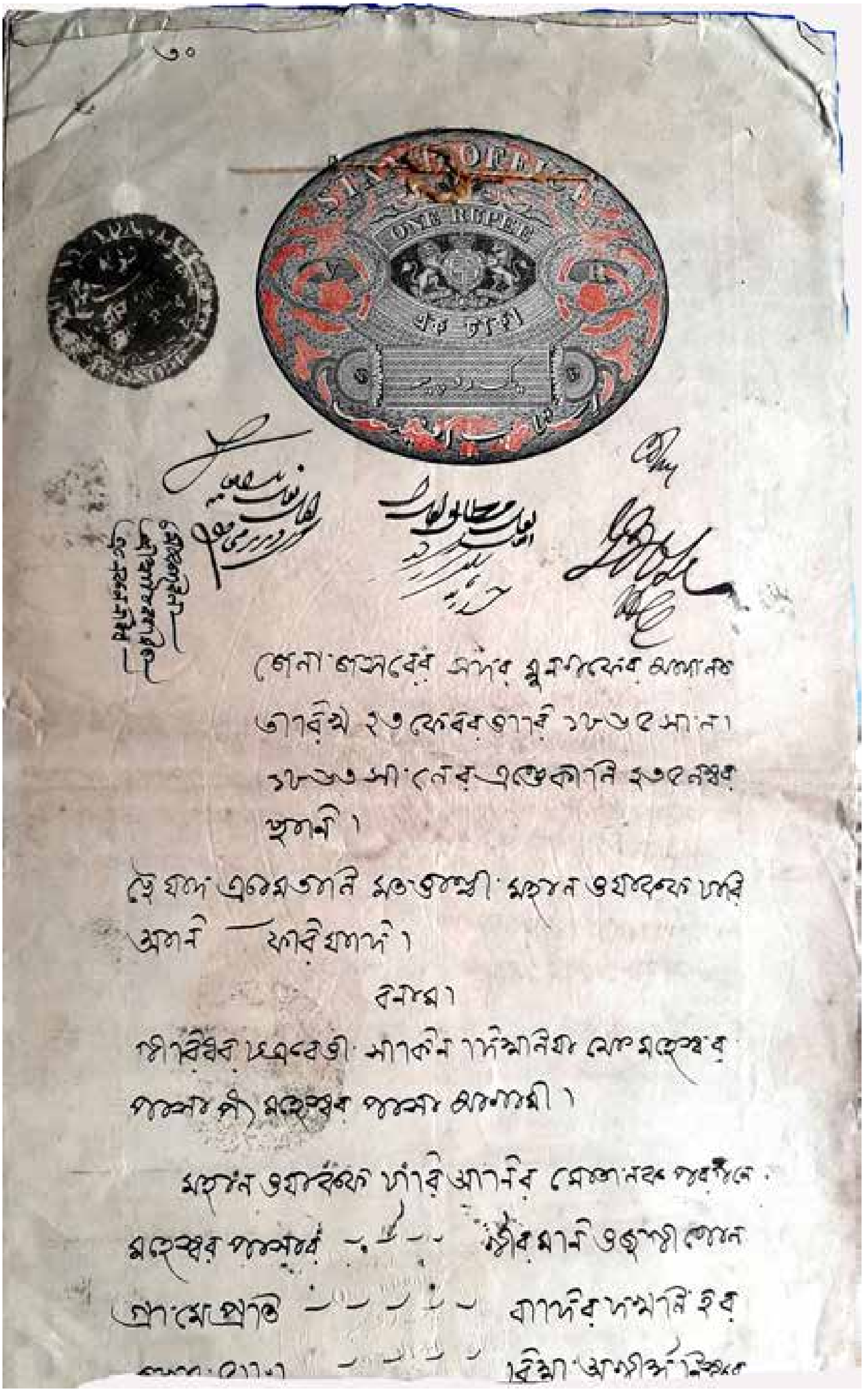
নথি নং ৩৯

আদালতঃ যশোর, ঘোষনাকারীঃ শ্রী রাই সোনা দাসী, শ্রী তারা সুন্দরী দাসী ও অন্যান্য, মাহমুদশাহী, ঝিনাইদহ, পেশাঃ তালুকদারি, উদ্দেশ্যঃ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার, বিষয়ঃ কবুলিয়ত পত্র



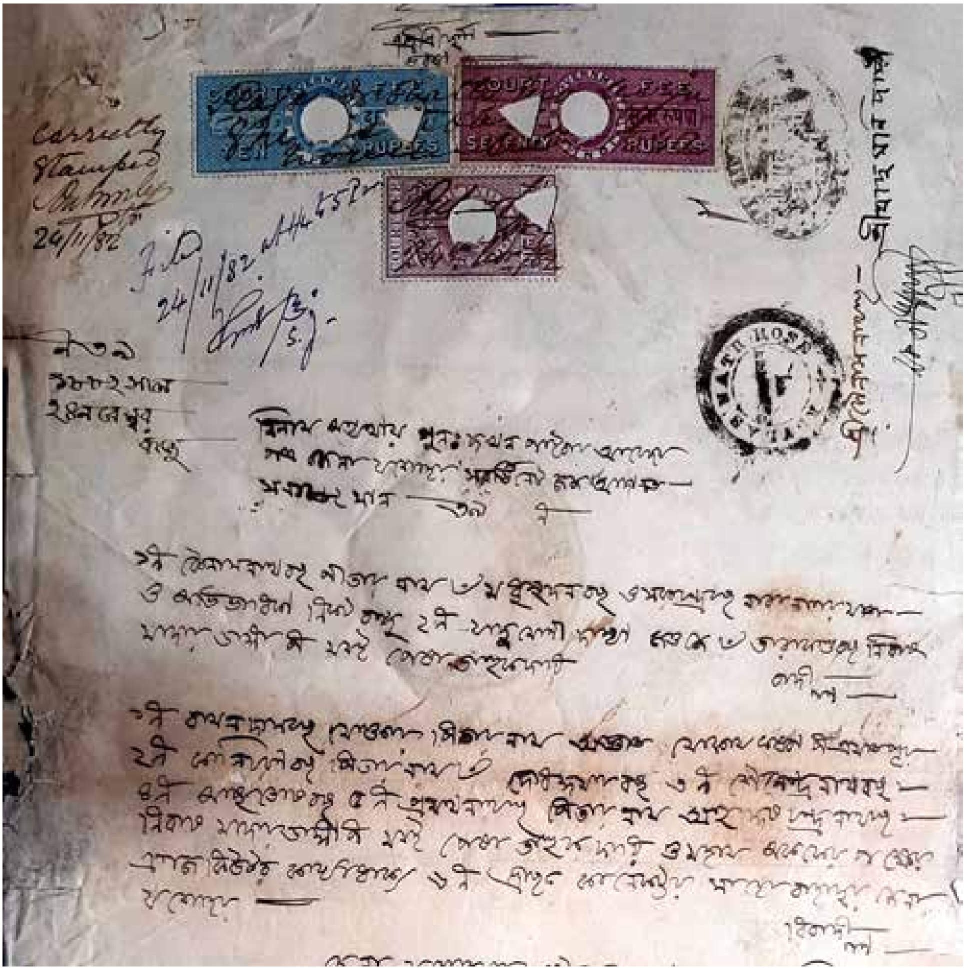
নথি নং ৪০

আদালতঃ সদর মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৫ ইং, বাদীঃ সৈয়দ কেরামত আলি, মতোয়াল্লী, চারি আনি ওয়াকফ এস্টেট, বিবাদীঃ গিরীধর চক্রবর্তী, বিষয়ঃ খাজনা আরোপ



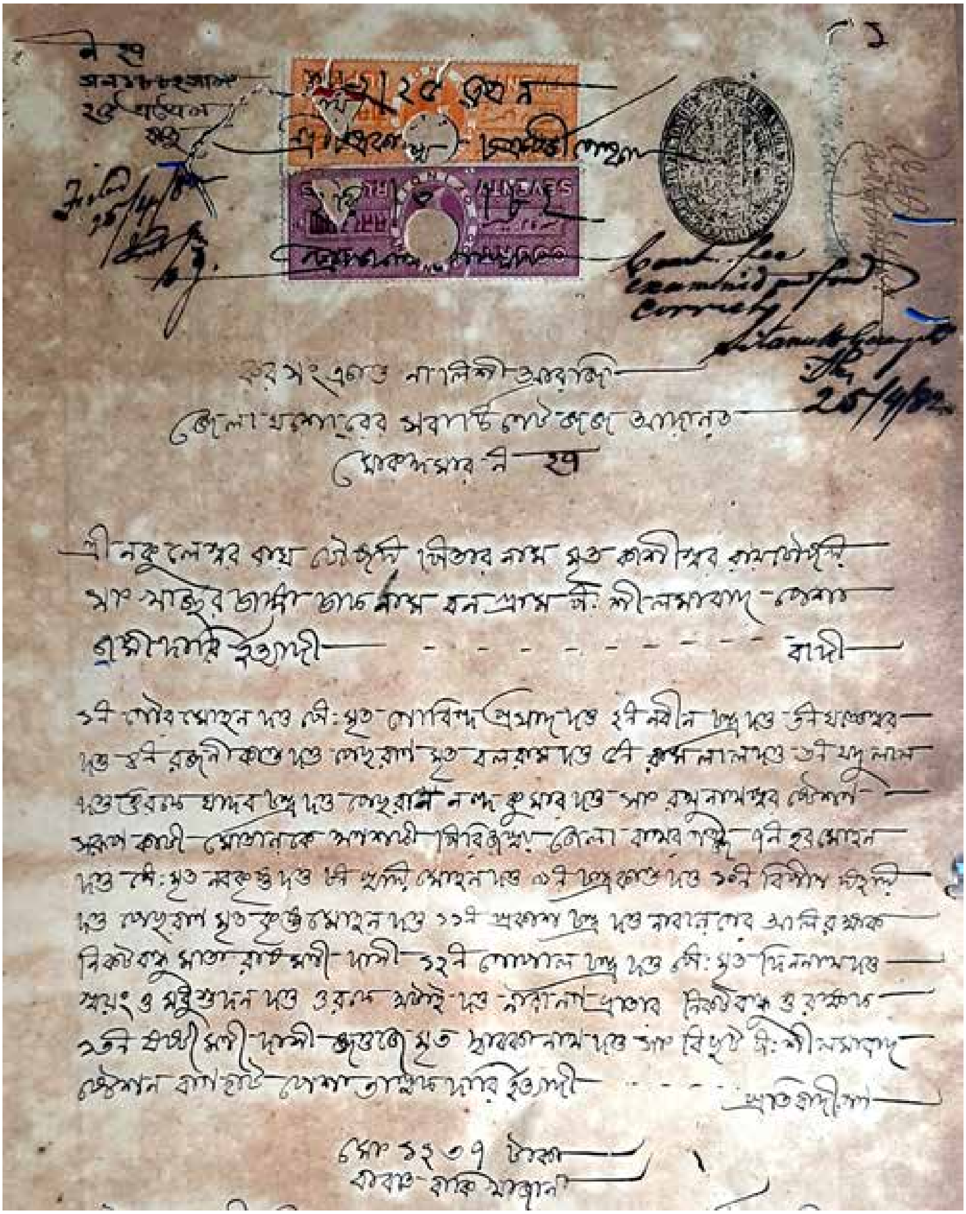
নথি নং ৪১

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৪ নভেম্বর ১৮৮২ ইং, বাদীঃ শ্রী কৈলাস নাথ বসু ও শ্রী যাদু মনি দাসী, মাদারডাঙ্গা, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ কমল দাস বসু ও অন্যান্য, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



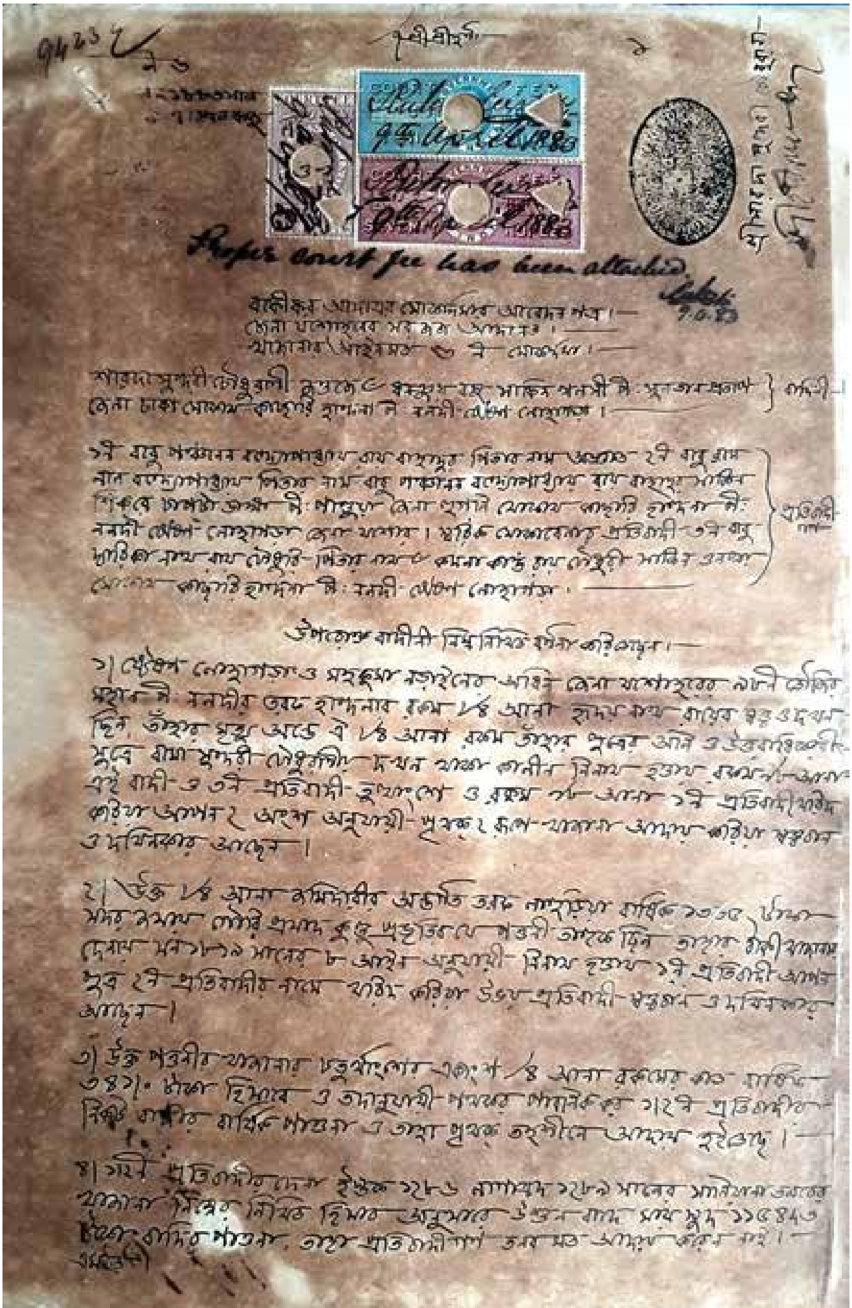
নথি নং ৪২

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৫ এপ্রিল ১৮৮২ ইং, বাদীঃ শ্রী নকুলেশ্বর রায় চৌধুরী, বনগ্রাম, শীলমাবাদ, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গৌর মোহন দত্ত ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



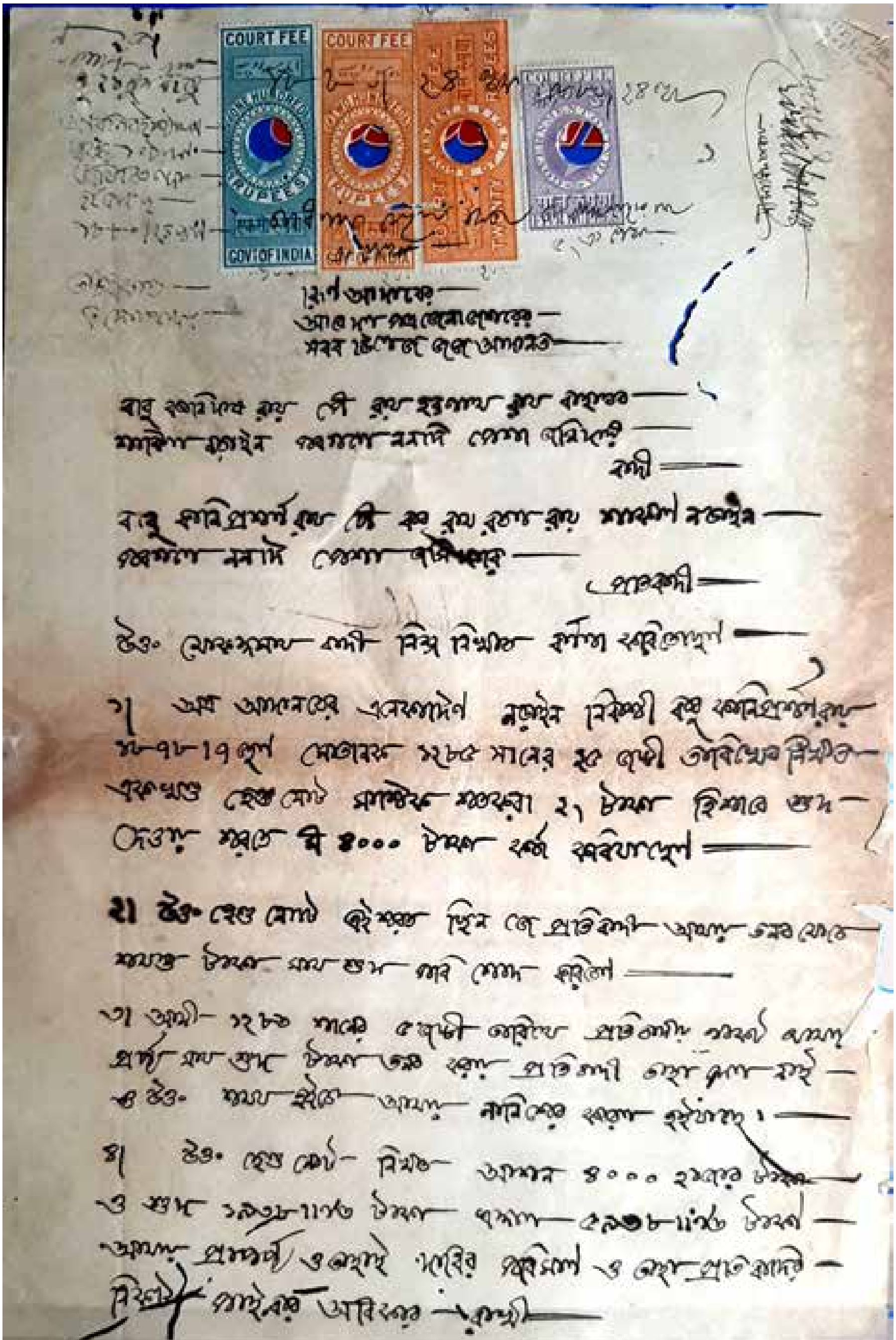
নথি নং ৪৩

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৯ এপ্রিল ১৮৮৩ ইং, বাদীঃ শারদা সুন্দরী চৌধুরানী, ঢাকা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় রায় বাহাদুর; বাবু রাম লাল বন্দোপাধ্যায়, পিতা- বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় রায় বাহাদুর; বাবু দ্বারিকানাথ রায় চৌধুরী, পিতা- কমলাকান্ত রায় চৌধুরী, নলদী, লোহাগড়া, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি (?), বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়


Proper court fee has been attached

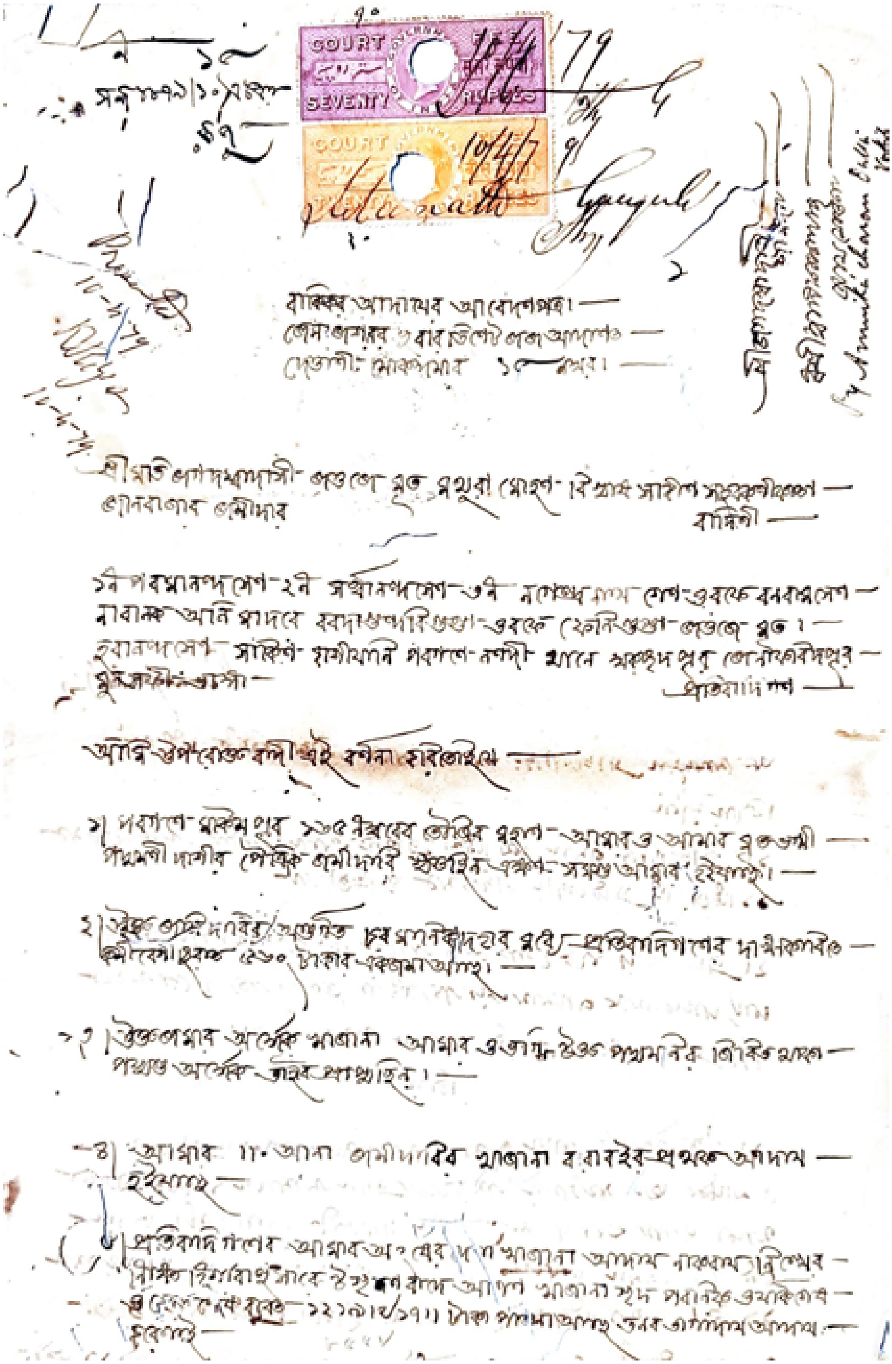
নথি নং ৪৪

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৪ জুন ১৮৮০ ইং, বাদীঃ বাবু কালিদাষ রায়, পিতা- রায় হরনাথ রায়বাহাদুর, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ বাবু কালি প্রশন্ন রায়, পিতা- বাবু রায় রতন রায়, নলদী, নড়াইল, বিষয়ঃ ঋণের অর্থ আদায়



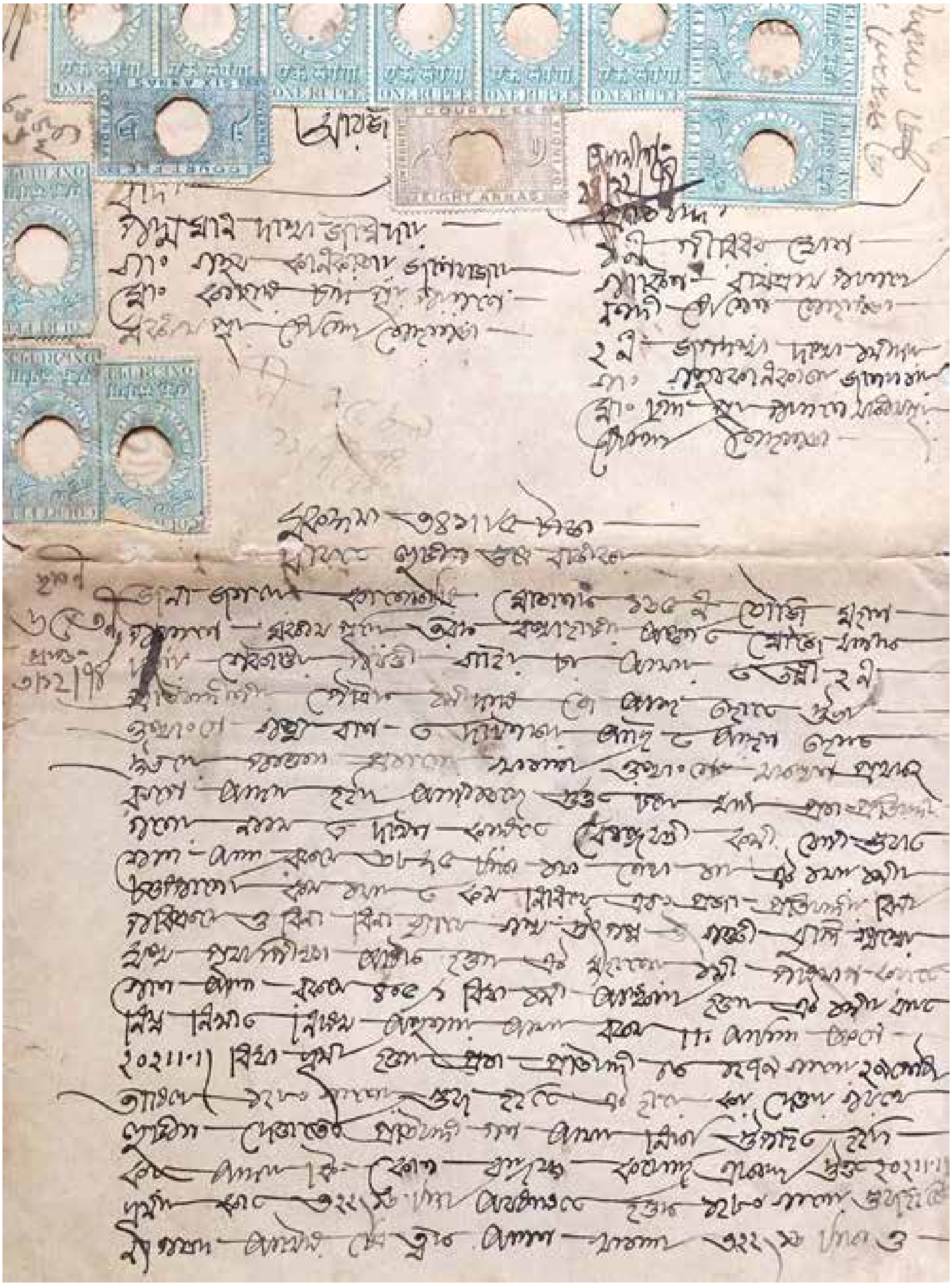
নথি নং ৪৫

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৭৯ ইং, বাদীঃ শ্রীমতি জগদম্বা দাসী, জানবাজার, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ পরমানন্দ সেন ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



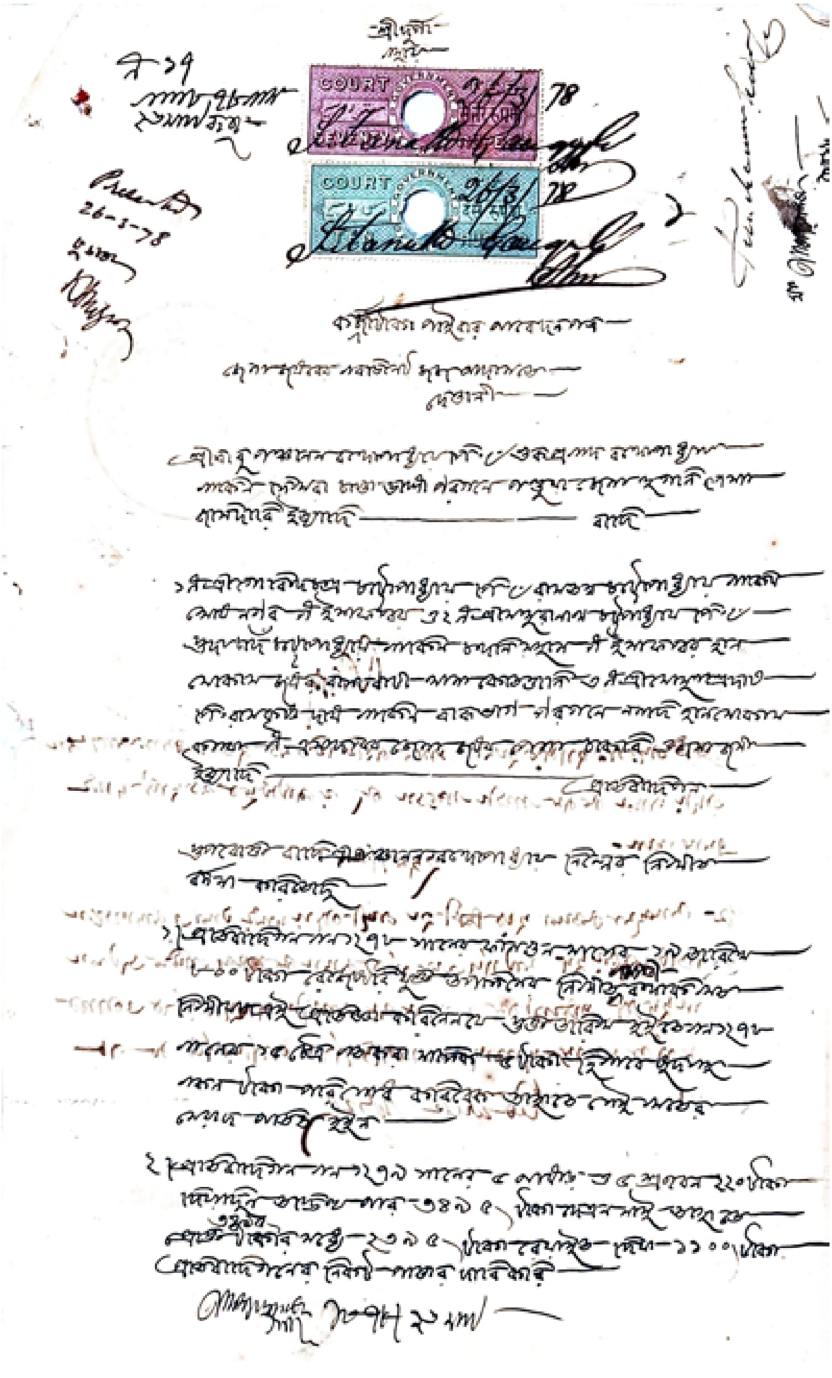
নথি নং ৪৬

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ১৮৭৯ ইং, বাদীঃ পদ্মমান দাস্য, জানবাজার, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারী, বিবাদীঃ গীরিধর ঘোষ ও জগদম্বা দাস্য, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি ও খাজনা সংক্রান্ত বিরোধ



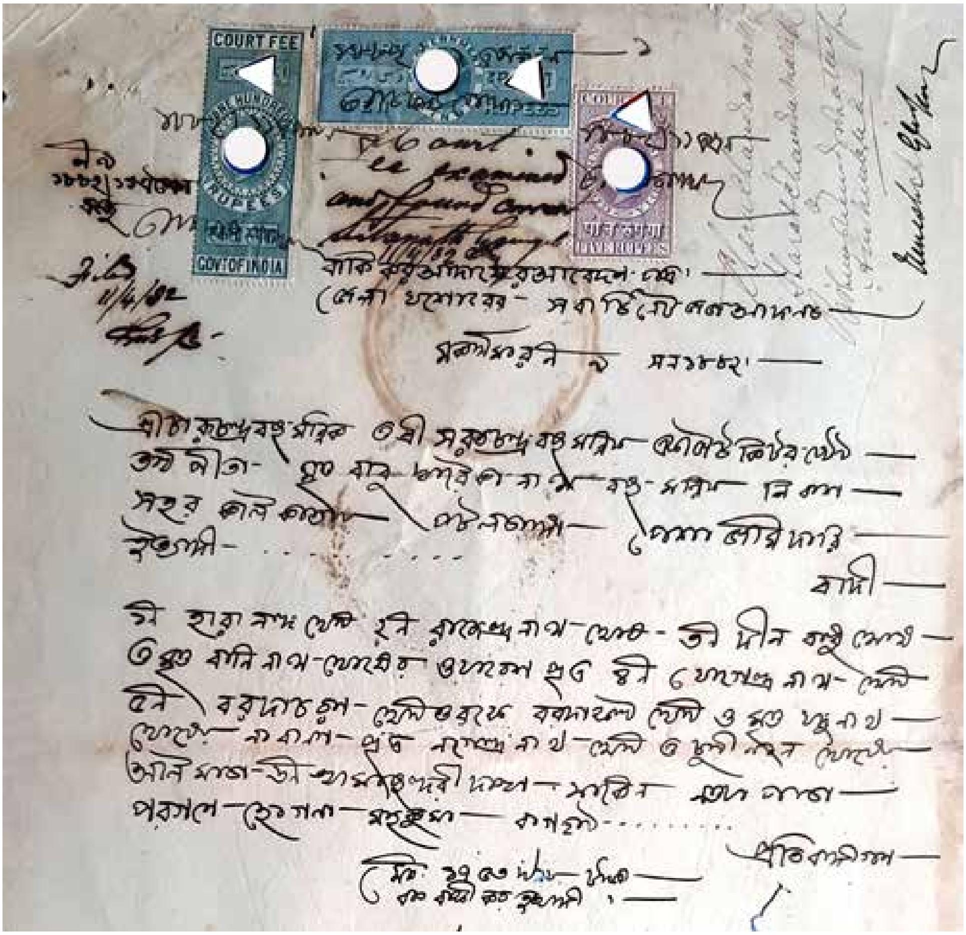
নথি নং ৪৭

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৬ মার্চ ১৮৭৮ ইং, বাদীঃ শ্রী বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়, পান্ডূয়া, হুগলী, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ ঋণ আদায়



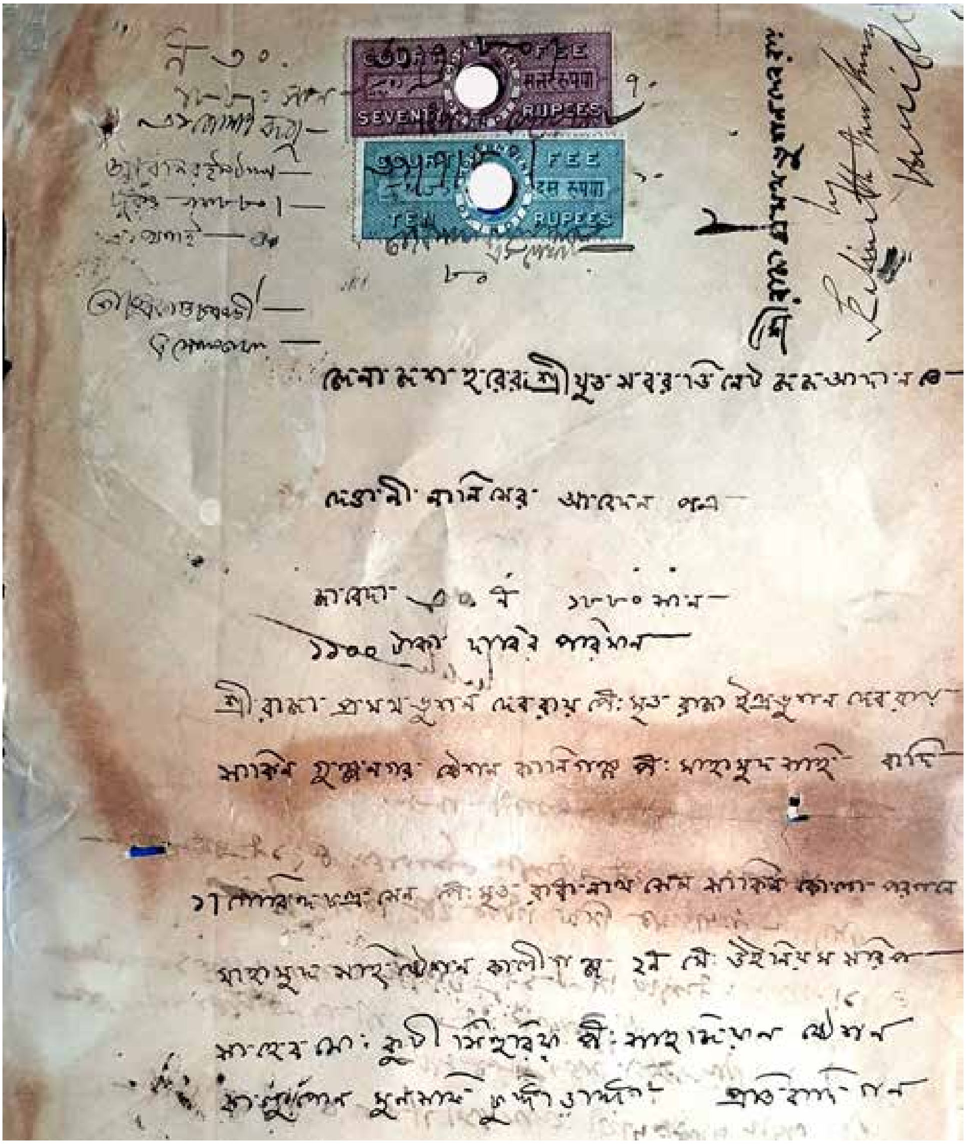
নথি নং ৪৮

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১১ এপ্রিল ১৮৮২ ইং, বাদীঃ শ্রী চারু চন্দ্র বসু মল্লিক ও শ্রী সরত চন্দ্র বসু মল্লিক, পটলডাঙ্গা, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ হারানন্দ ঘোষ ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৪৯

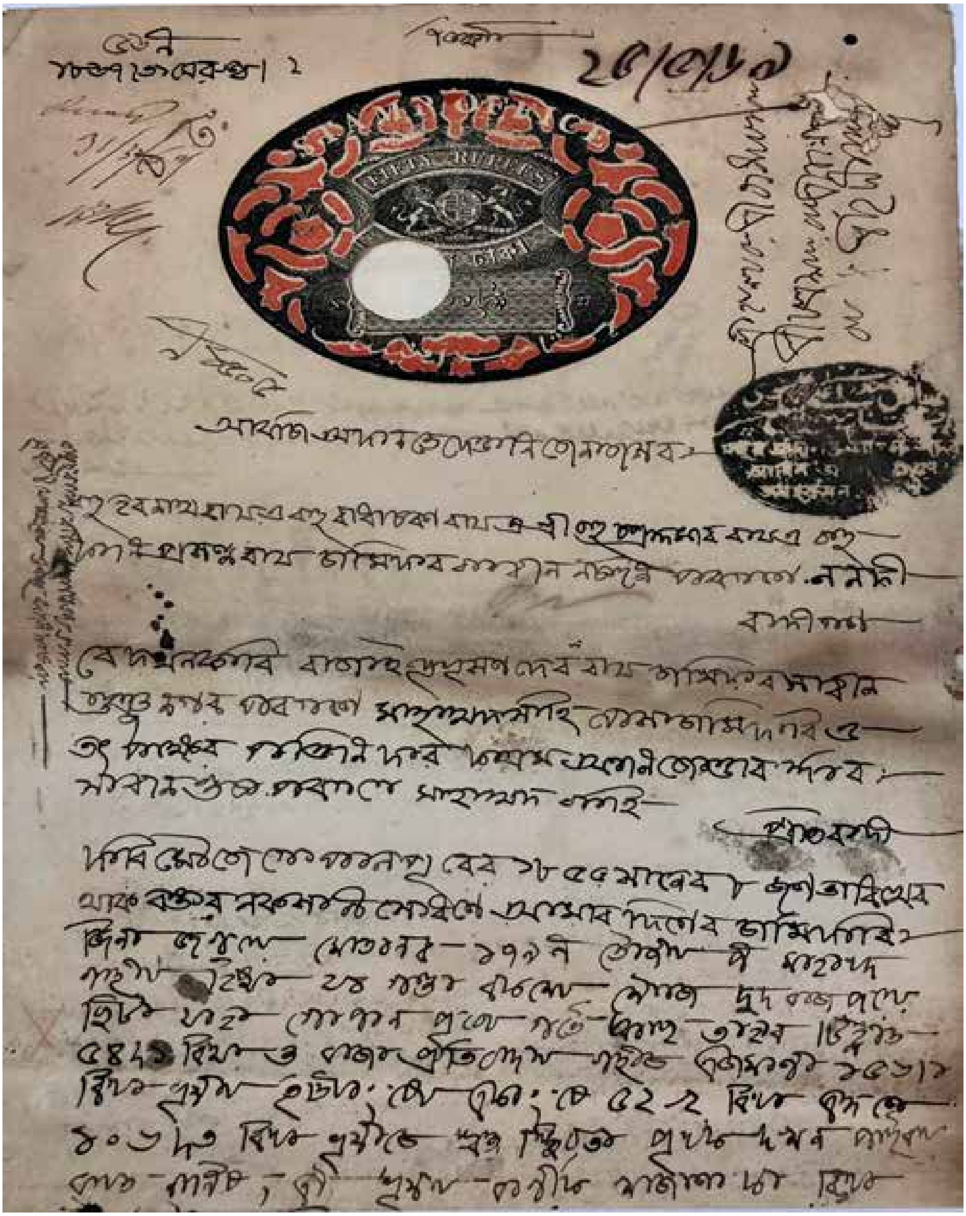
আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৩১ জুলাই ১৮৮১ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজা প্রমথ ভুশন দেব রায়, পিতা- রাজা ইন্দ্র ভুশন দেব রায়, নলডাঙ্গা, গুঞ্জনগর, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গোবিন্দ চন্দ্র সেন ও মি উইলিয়াম সরিপ সাহেব, কুটি, শাহজিয়ান, বিষয়ঃ ঋণের অর্থ আদায়


FEE SEVENTY RUPEES

FEE TEN RUPEES

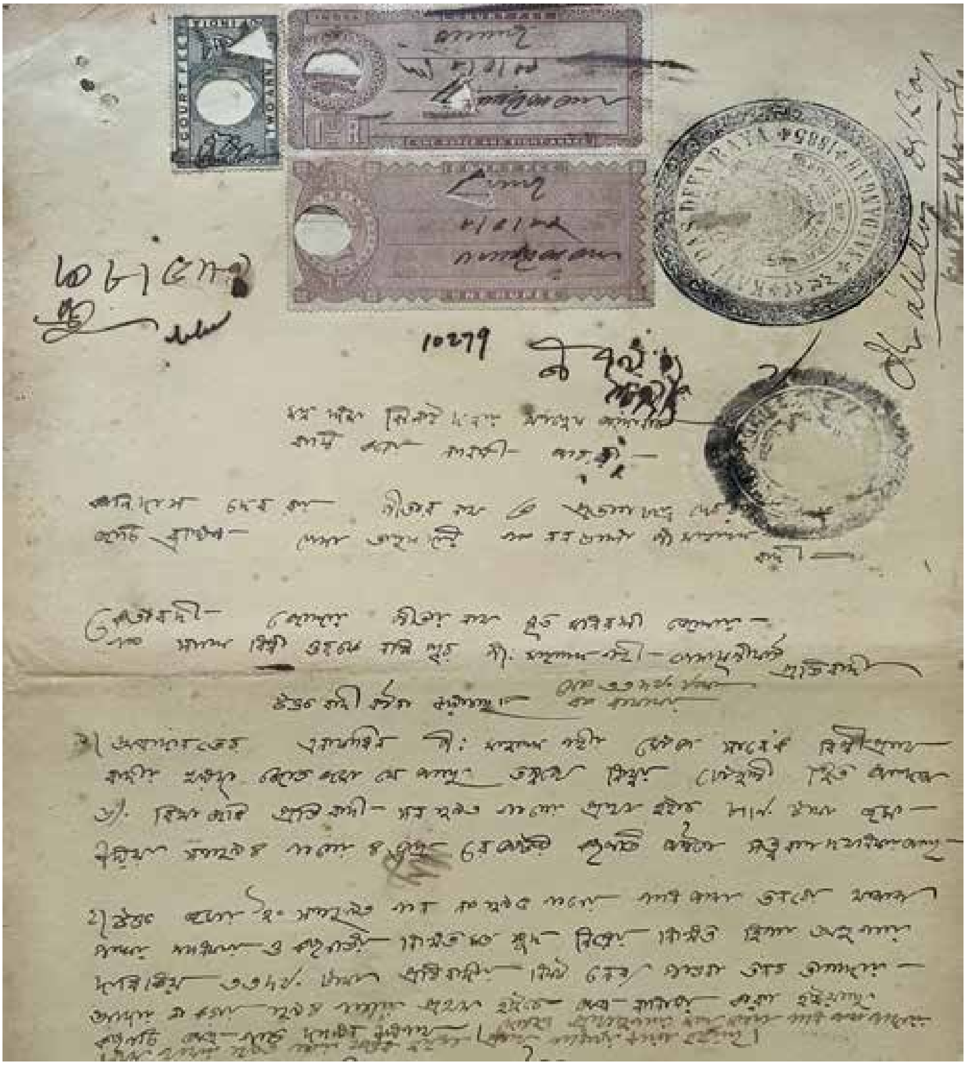
নথি নং ৫০

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ৩১ মার্চ ১৮৬৭ ইং, বাদীঃ বাবু হরনাথ রায়, বাবু রাধাচরন রায়, বাবু চন্দ্রকুমার রায়, বাবু কালিপ্রসন্ন রায়, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ রাজা ইন্দ্র ভুশন দেব রায়, নলডাঙ্গা, গুঞ্জনগর, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমির দখল সংক্রান্ত বিরোধ



নথি নং ৫১

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, ঝিনাইদহ, তারিখঃ ৮ মে ১৮৮৯ ইং, বাদীঃ কালিদাস দেব রায়, পিতা-প্রভাস চন্দ্র দেব রায়, নলডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ কেতাবদী জোয়াদ্দার, পিতা-মনিরদ্দী জোয়াদ্দার, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



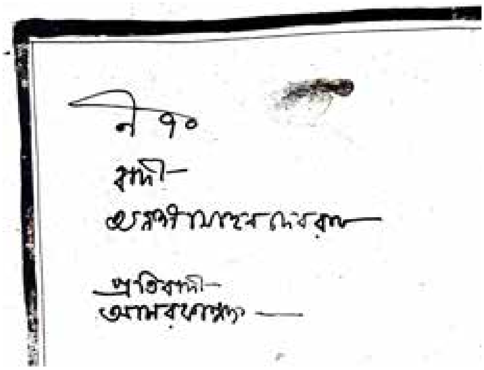
নথি নং ৫২

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১২ জুন ১৮৮০ ইং, বাদীঃ বাবু মথুরেশ চন্দ্র দেব রায়, পিতা- বাবু আনন্দ মোহন দেব রায়, ছান্দড়া, মাগুরা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ রামতনু বিশ্বাস ও অন্যান্য বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়

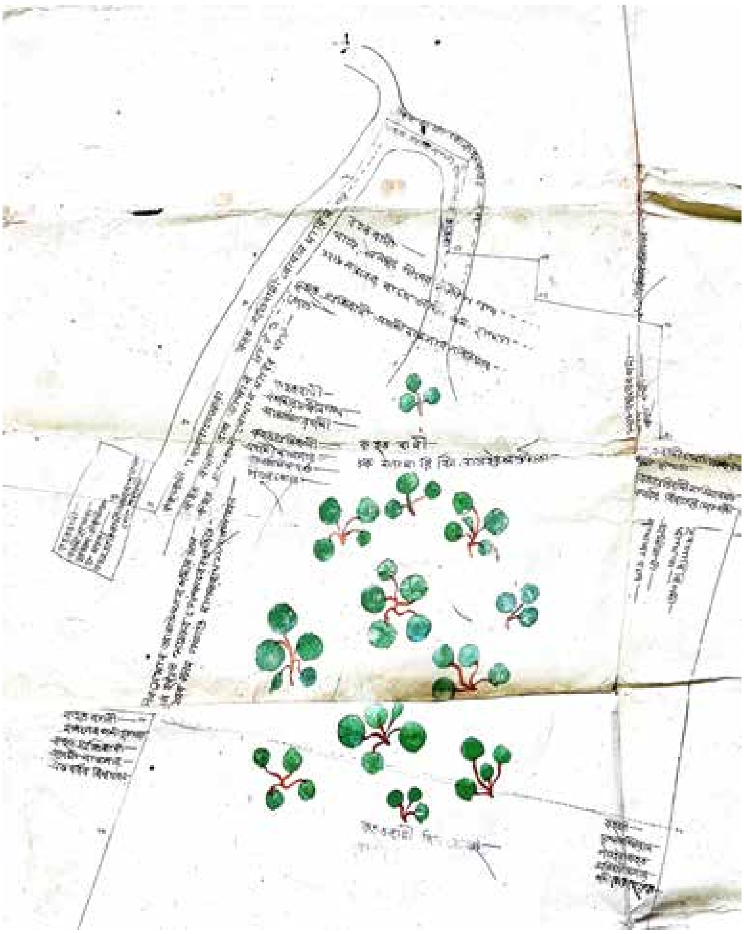

বাকী করের আরজি

নথি নং ৫৩

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৬ ইং, বাদীঃ আনন্দ মোহন দেব রায়, ছান্দড়া, মাগুরা, বিবাদীঃ আমরকন্যো (?), বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



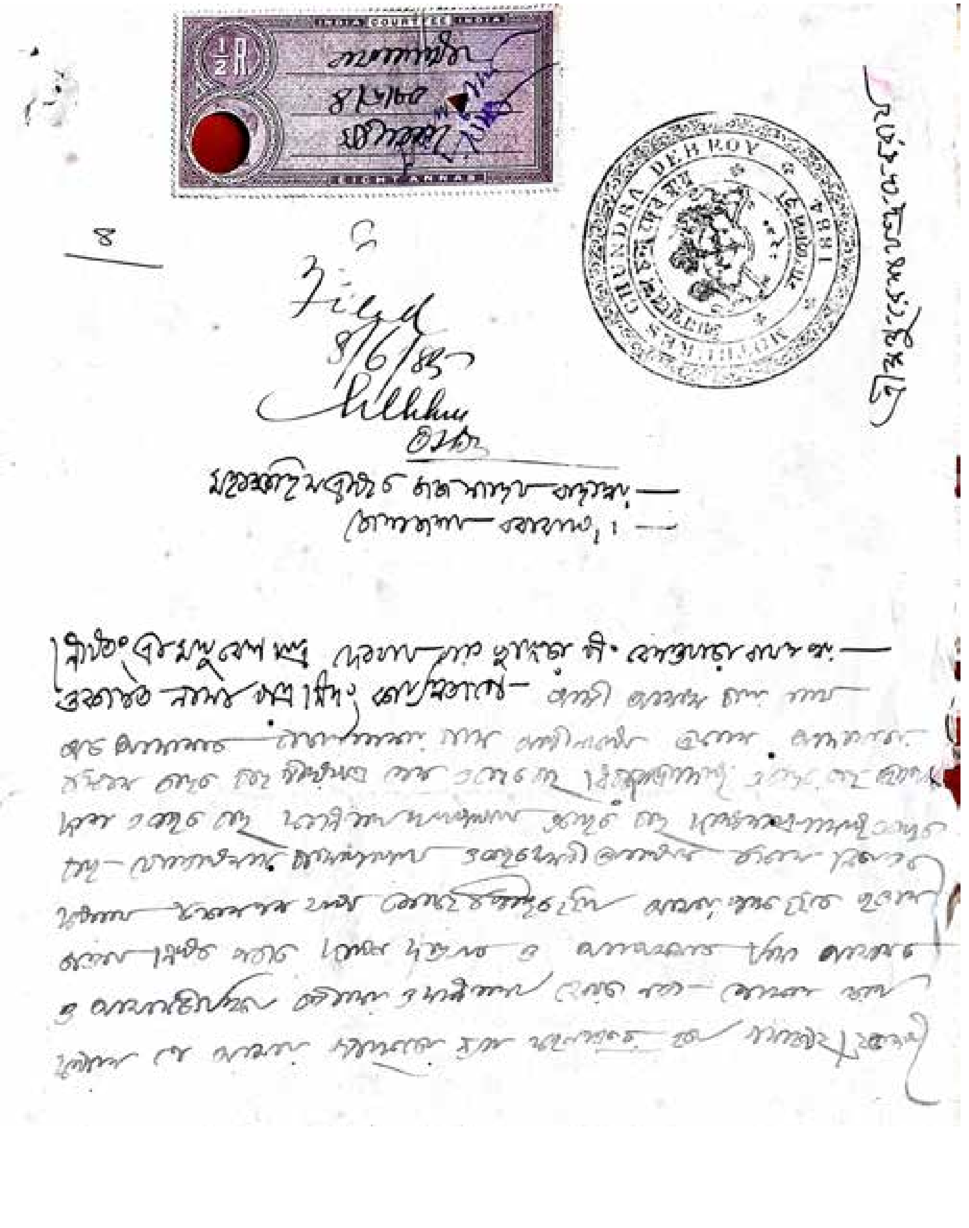




* এটি বিবাদীয় জমির একটি ম্যাপ যেটিতে আদলতের সীল দৃশ্যমান

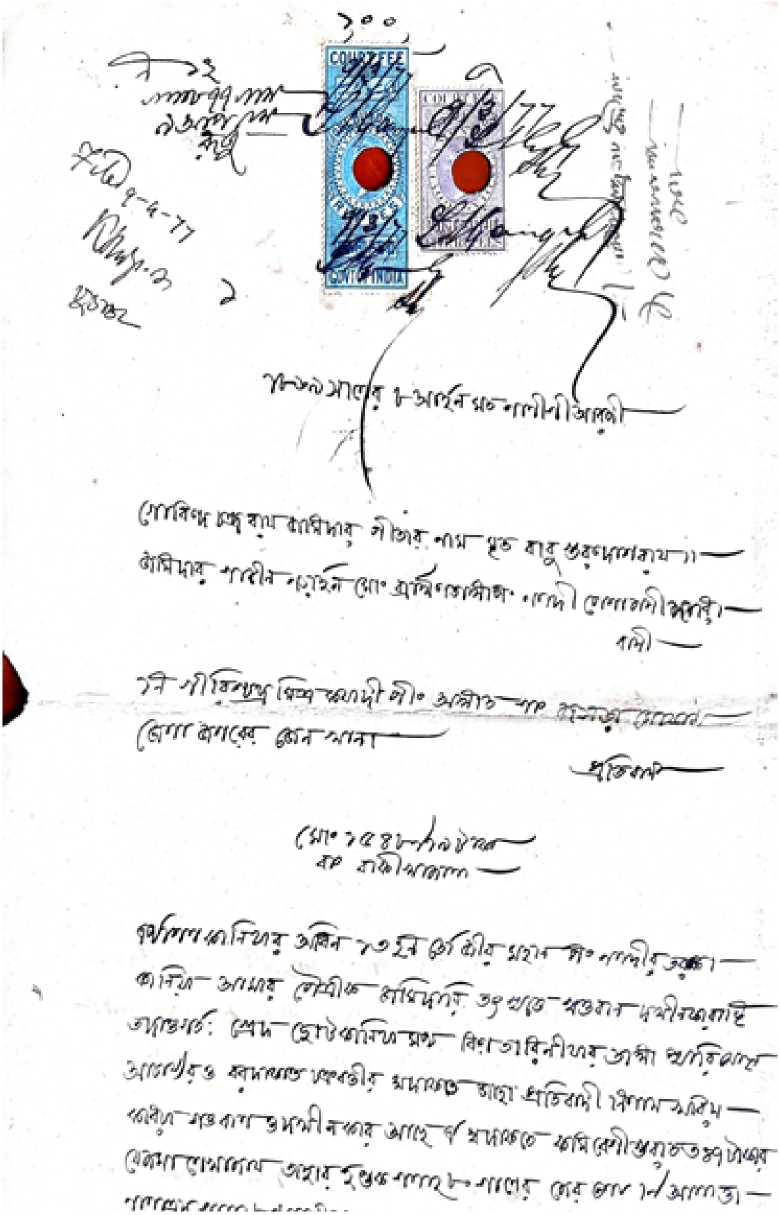
নথি নং ৫৪

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৪/৮ জুন ১৮৮৫ ইং, পক্ষঃ বাবু মথুরেশ চন্দ্র দেব রায়, ছান্দড়া, মাগুরা, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধে পক্ষের জবাব



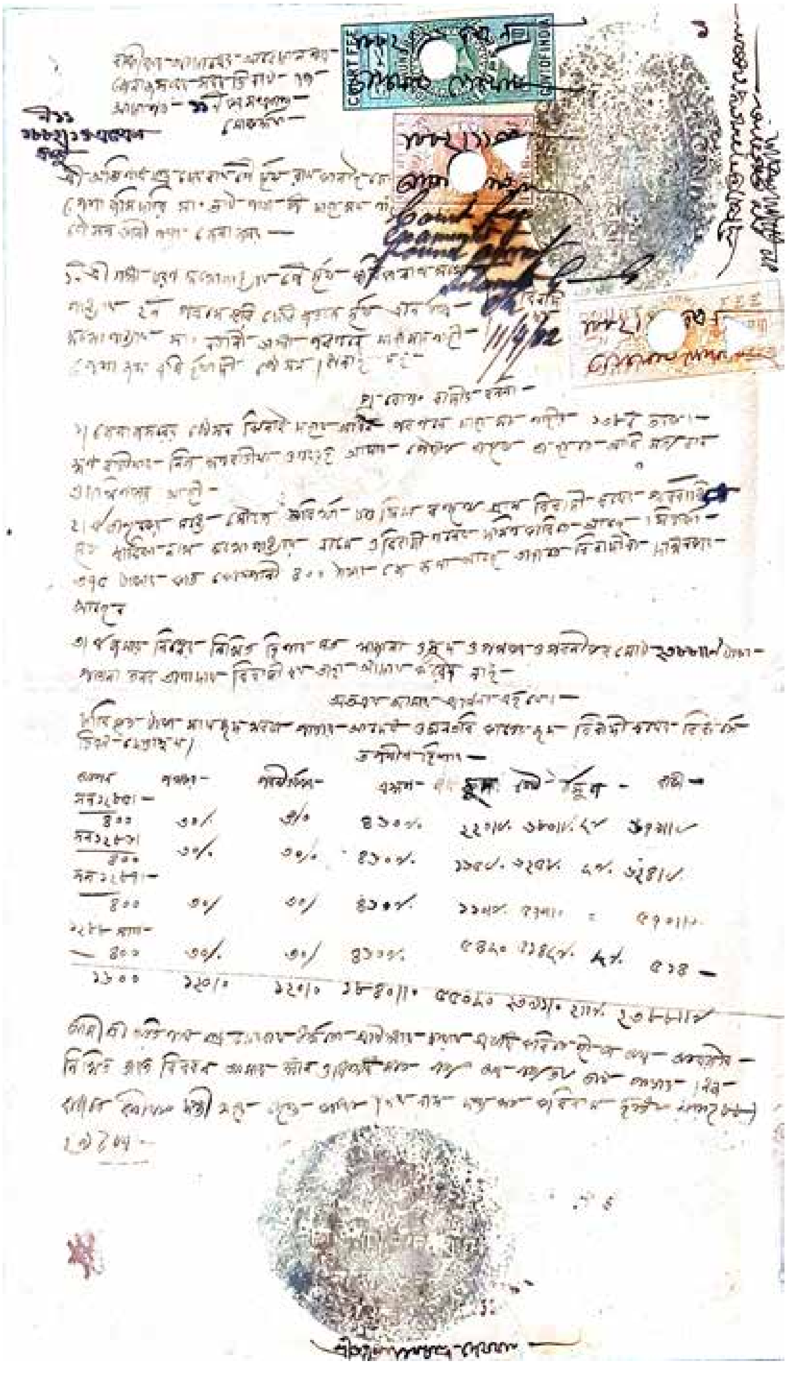
নথি নং ৫৫

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৯ এপ্রিল ১৮৭৭ ইং, বাদীঃ গোবিন্দ চন্দ্র রায়, পিতা- বাবু গুরুদাস রায়, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গিরিস চন্দ্র মিত্র, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৫৬

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১১ এপ্রিল ১৮৮২ ইং, বাদীঃ শ্রী অভিনাষ চন্দ্র দেব, পিতা- রাম কানাই দেব, কালীগঞ্জ, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী গঙ্গা চরণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৫৭

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৪ ডেসেম্বর ১৮৬৯ ইং, বাদীঃ শ্রী বলহরি ঘোষ চৌধুরি, পিতা- নৃসিংহ দেব ঘোষ, এমাদপুর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী রাম ঘোষ চৌধুরি ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



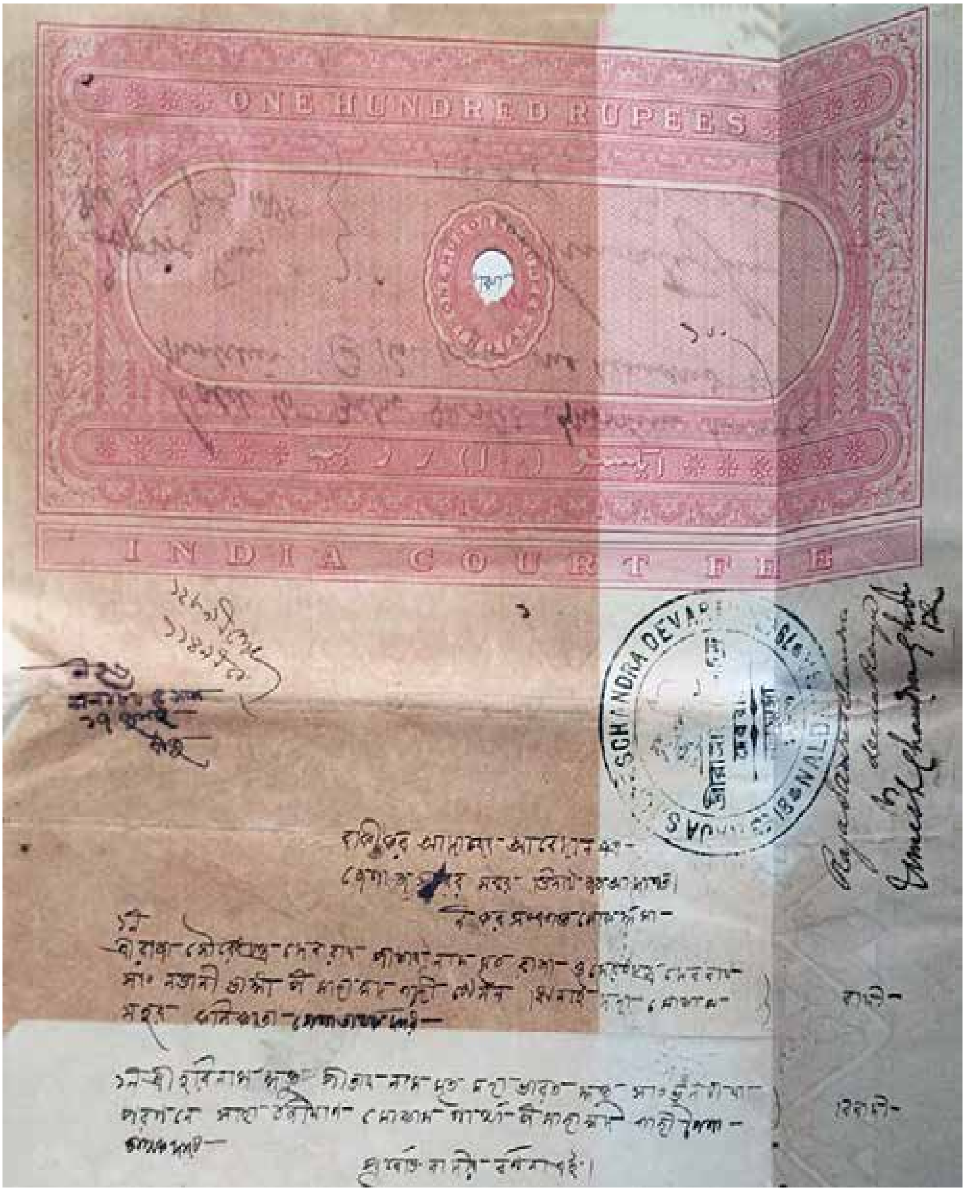
নথি নং ৫৮

আদালতঃ যশোর, ঘোষনাকারীঃ (অপাঠযোগ্য), উদ্দেশ্যঃ শ্রীহত বাবু চন্দ্র কুমার রায়, শ্রিহত বাবু কালি প্রসন্ন রায় ও অন্যান্য জমিদার, নড়াইল, বিষয়ঃ ঘোষনা পত্র

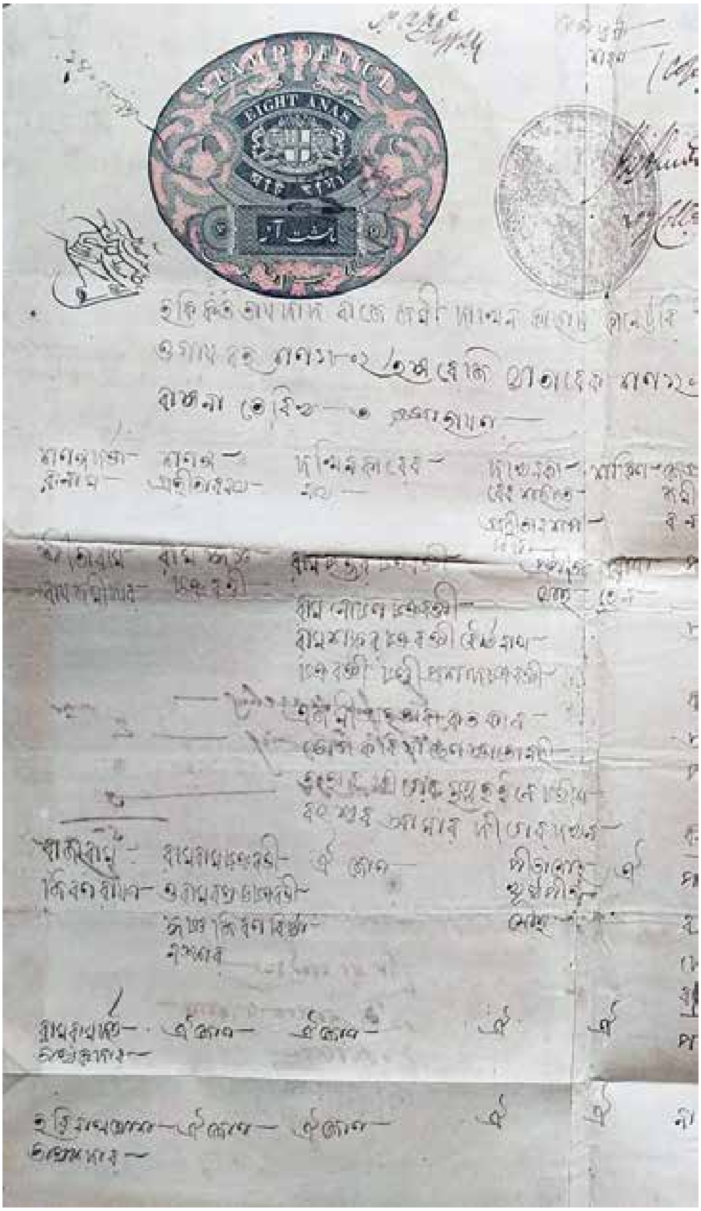

EIGHT ANNAS

নথি নং ৫৯

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৭ জুলাই ১৮৮৫ ইং, বাদীঃ রাজা সৌরেশ চন্দ্র দেব রায়, পিতা- রাজা ওমেরষ চন্দ্র দেব রায়, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ হরিনাথ কুণ্ড, পিতা-মহ-ভারত কুণ্ড, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৬০
আদালতঃ যশোর কালেক্টরেট, তারিখঃ ৩ অগ্রহায়ণ ১২০৯ বাংলা,
দাতাঃ
১। শীতারাম রায়, পেশাঃ জমিদারী, ২। রাজা রাম জীবন রায়, ৩। রাম রাম দত্ত, পেশাঃ তালুকদারী,
৪। হরিনাথ ঘোষ, পেশাঃ তালুকদারি
গ্রহীতাঃ
১। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তি, ২। রাম রাম চক্রবর্তি, ৩। রামধনু চক্রবর্তি কৃষ্ণ জীবন
বিষয়ঃ হকিকত তায়দাদ বাজে জমি দাখিল


STAMP OFFICE
EIGHT ANAS

নথি নং ৬১

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬১ ইং, বাদীঃ রাধিকা চৌধুরানী, হোগলা, যশোর, পেশাঃ জমিদারী, বিবাদীঃ দূর্গা প্রসাদ রায় চৌধুরী, হোগলা, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



শ্রীশ্রীদুর্গা

১৮৬১ সালের

৩১ ডিসেম্বর

রাধিকা চৌধুরানি জমীদার পরগনে হোগলা হিস্যা আনা মোং কাছারি মামলা পরগনে হোগলা

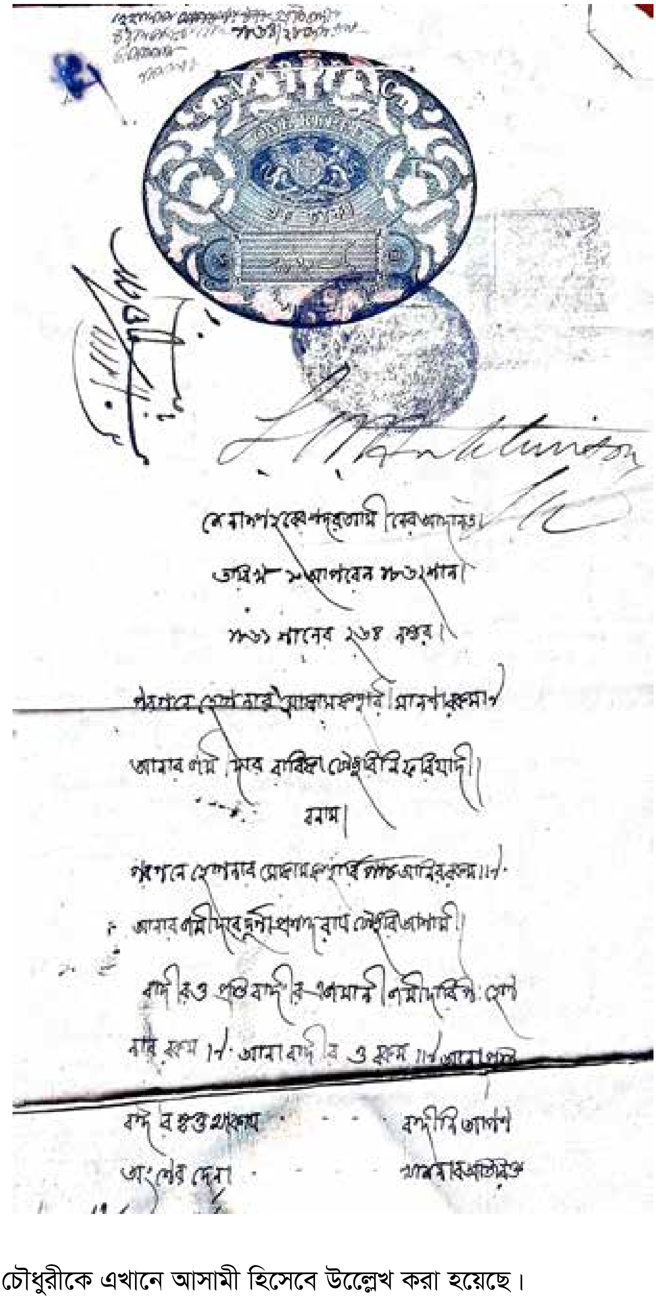
বাদীনী

দুর্গা প্রসাদ রায় চৌধুরি জমীদার পরগনে হোগলা হিস্যা আনা মোং কাছারি পাঁচআনি পরগনে হোগলা

প্রতীবাদী

নথি নং ৬২

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২৮ জানুয়ারি ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ রাধিকা চৌধুরানী, হোগলা, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ দূর্গা প্রসাদ রায় চৌধুরী, হোগলা, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ এজমায়েলি জমিদারী সংক্রান্ত বিরোধ



দূর্গা প্রসাদ রায় চৌধুরীকে এখানে আসামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

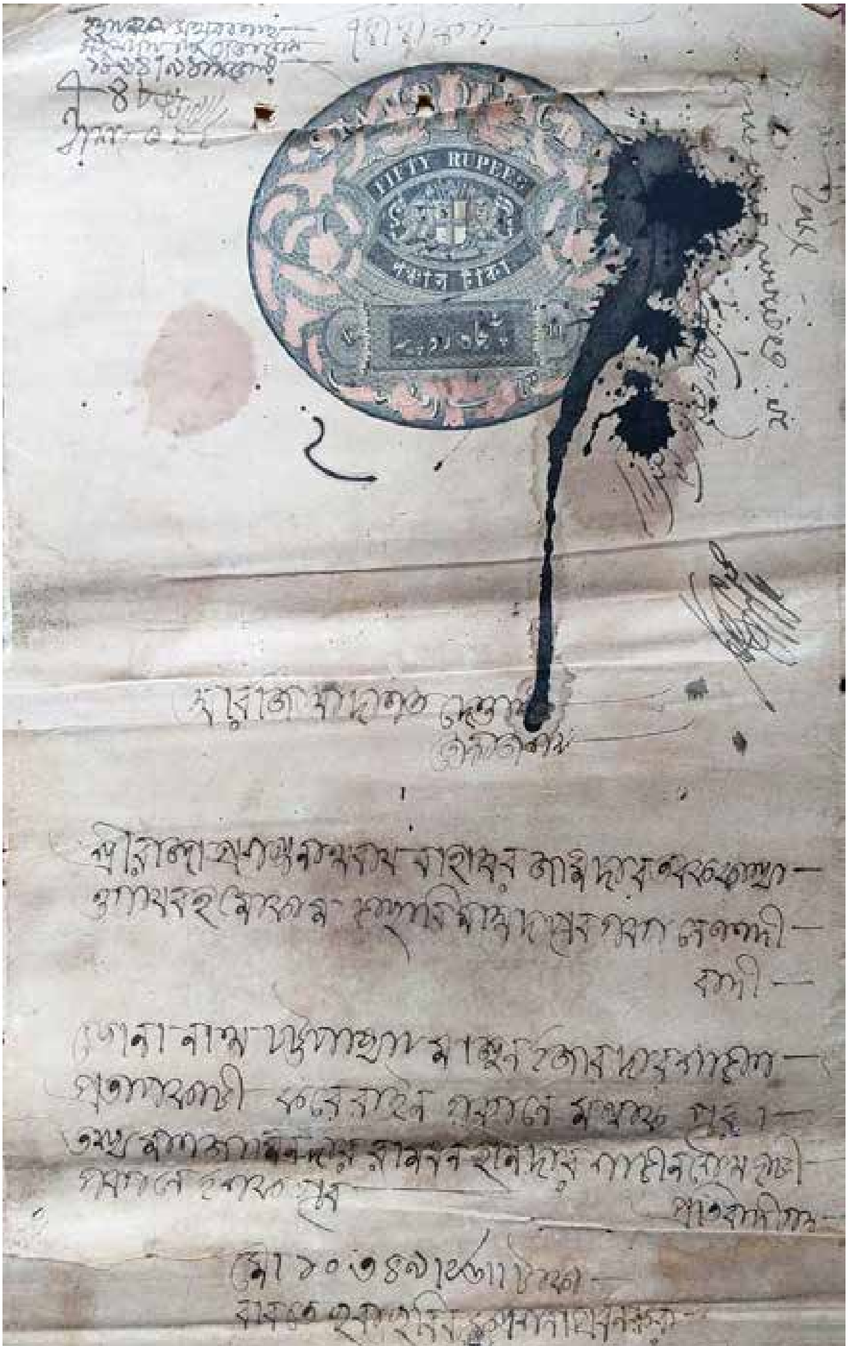
নথি নং ৬৩

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ **১৩? ১৮৮৪** ইং, বাদীঃ রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ ভারতবর্ষের ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, বিষয়ঃ জমির দখল প্রাপ্তি



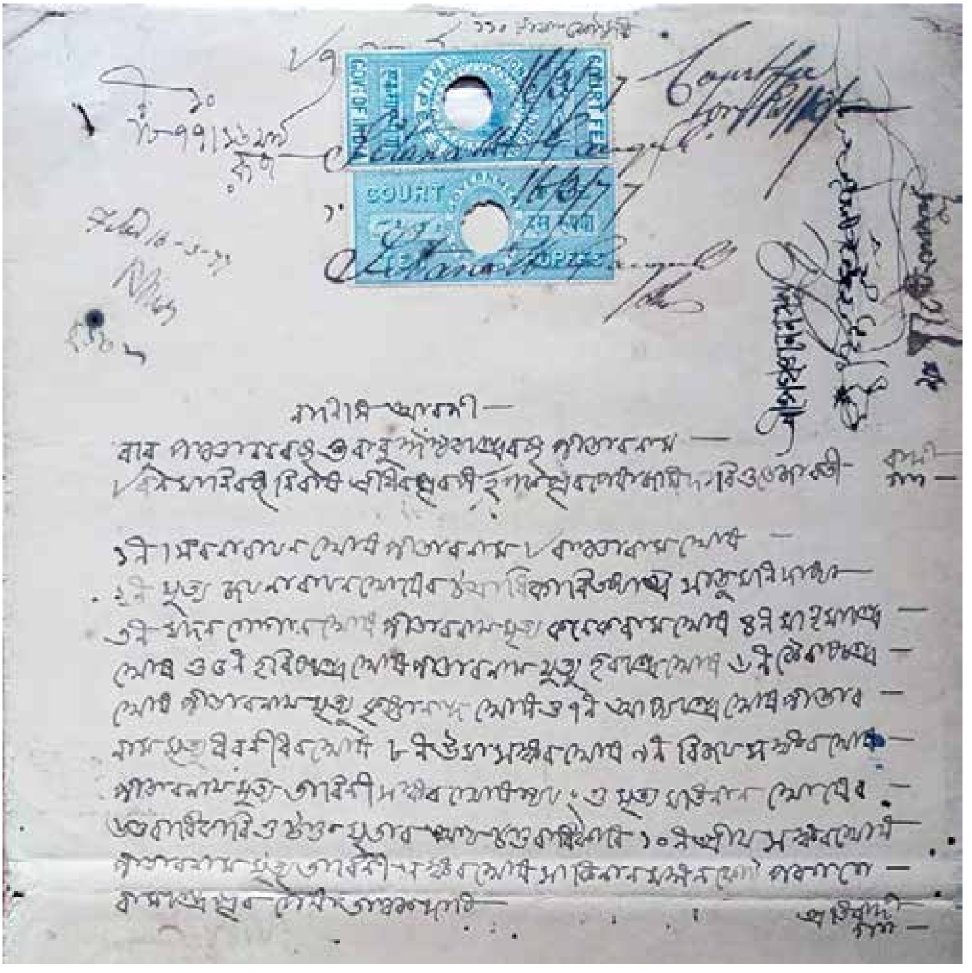
নথি নং ৬৪

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৯ জানুয়ারী ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ রাজা প্রসন্ন নাথ রায়বাহাদুর, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ ভোলানাথ চট্টপাধ্যায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়


FIFTY RUPEES

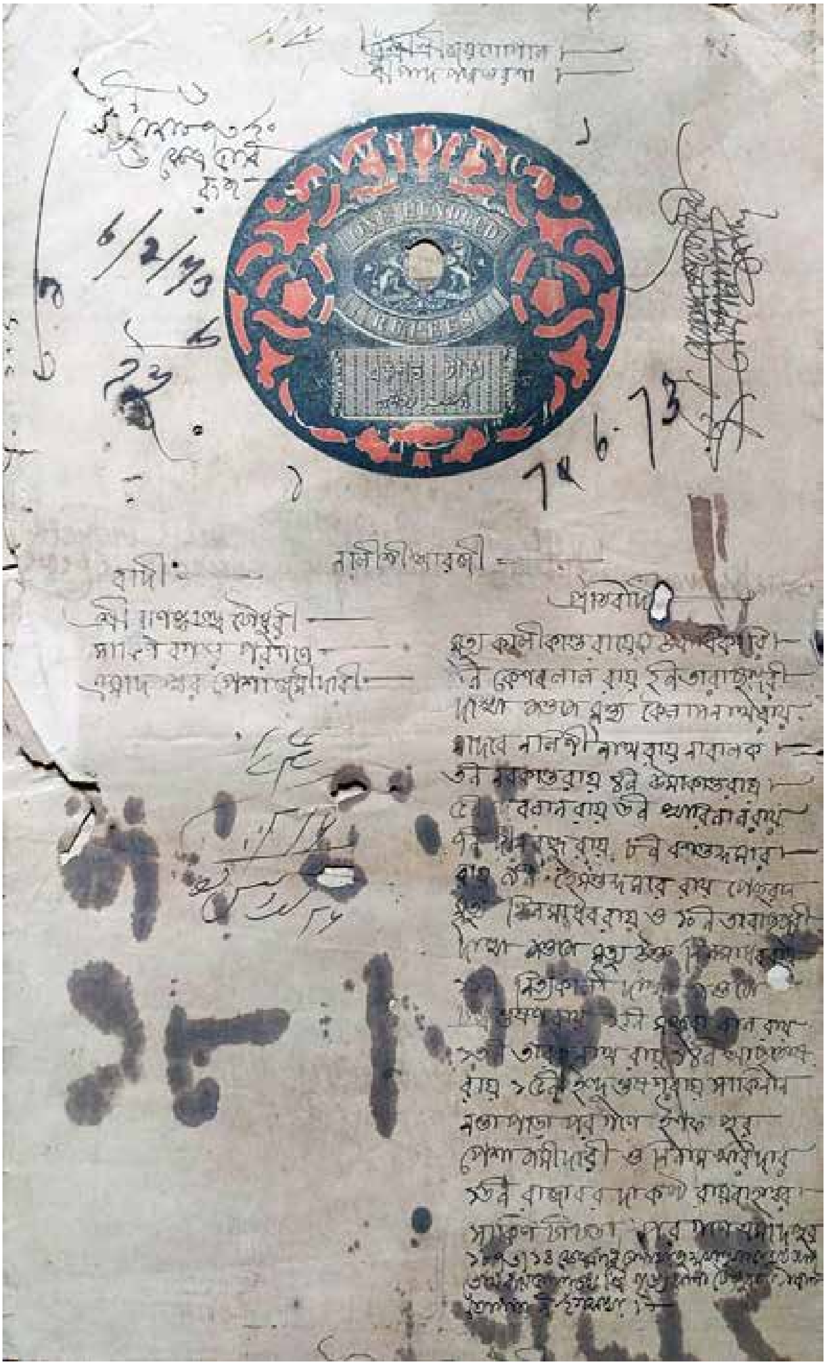
নথি নং ৬৫

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৬ মার্চ ১৮৭৭ ইং, বাদীঃ বাবু পঞ্চানন বসু ও বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বসু, পিতা- বনমালী বসু, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ সিবনারায়ণ ঘোষ ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



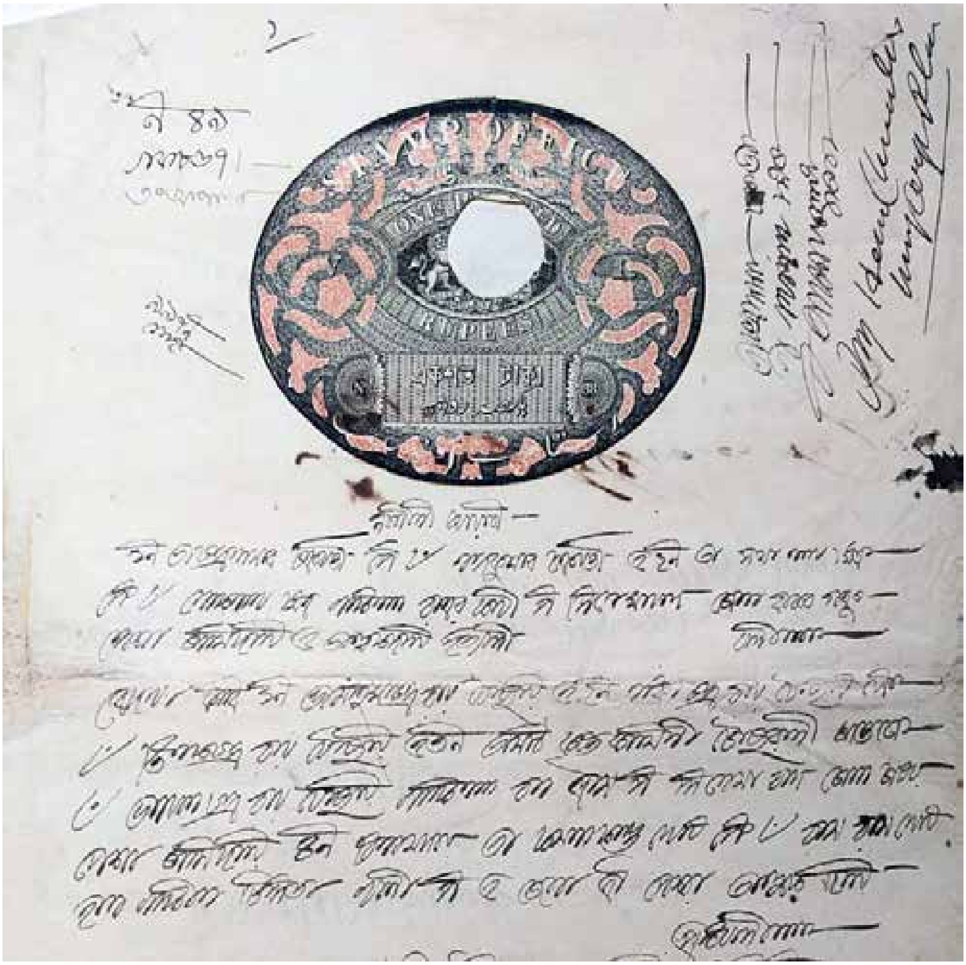
নথি নং ৬৬

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ ইং, বাদীঃ শ্রী আনন্দ (?) চন্দ্র চৌধুরী, বগচর, এমাদপুর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ মৃত কালীকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারীগণ, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



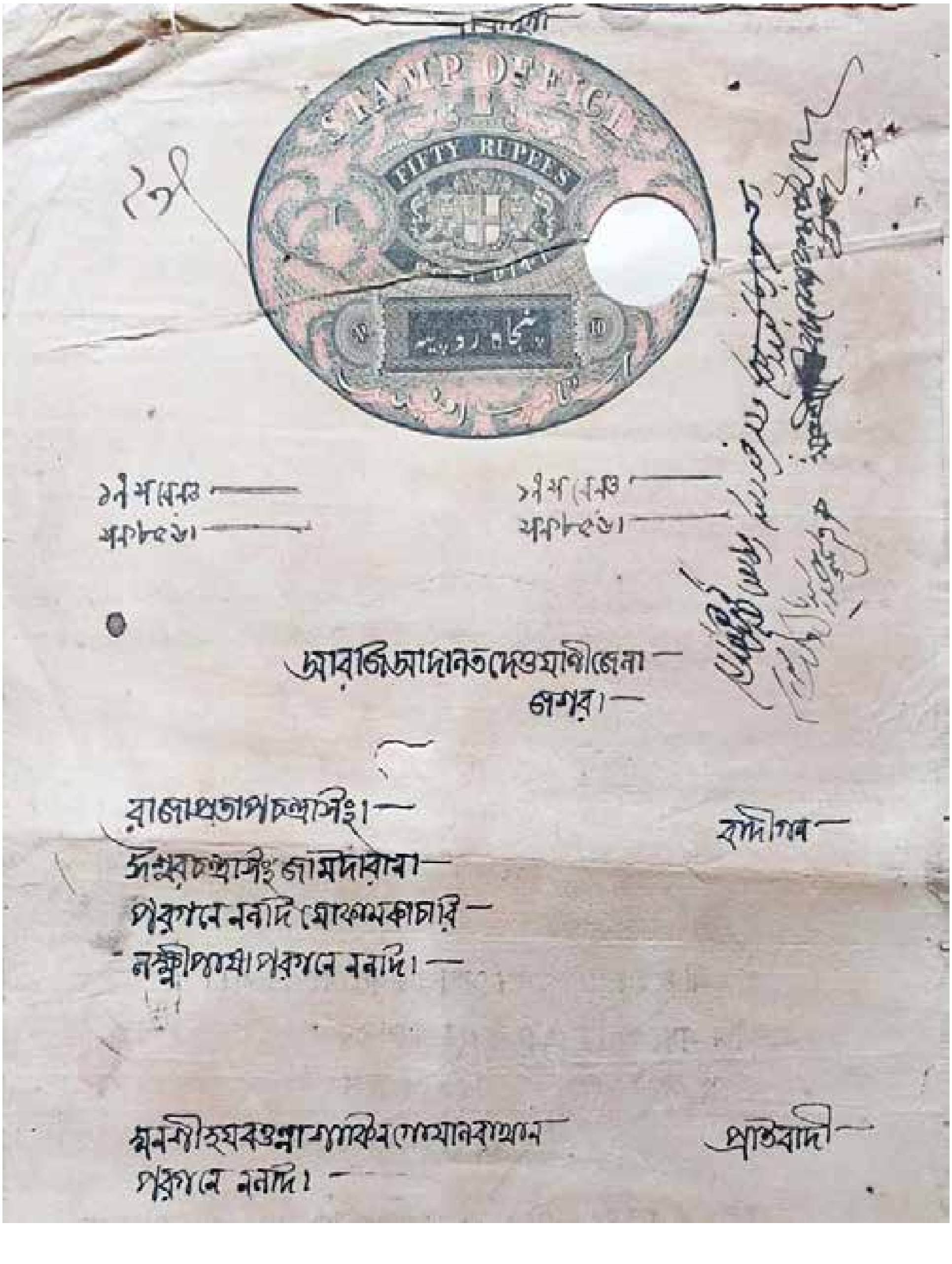
নথি নং ৬৭

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৩০ এপ্রিল ১৮৬৭ ইং, বাদীঃ চন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, পিতা- নন্দ কুমার চক্রবর্তী, বাকেরগঞ্জ, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



নথি নং ৬৮

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৮৫৬ ইং, বাদীঃ রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ মুনশী হযরত উল্লা (?), বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়


STAMP OFFICE
FIFTY RUPEES

১২শ বৈশাখ —
সন ১২৬৩।

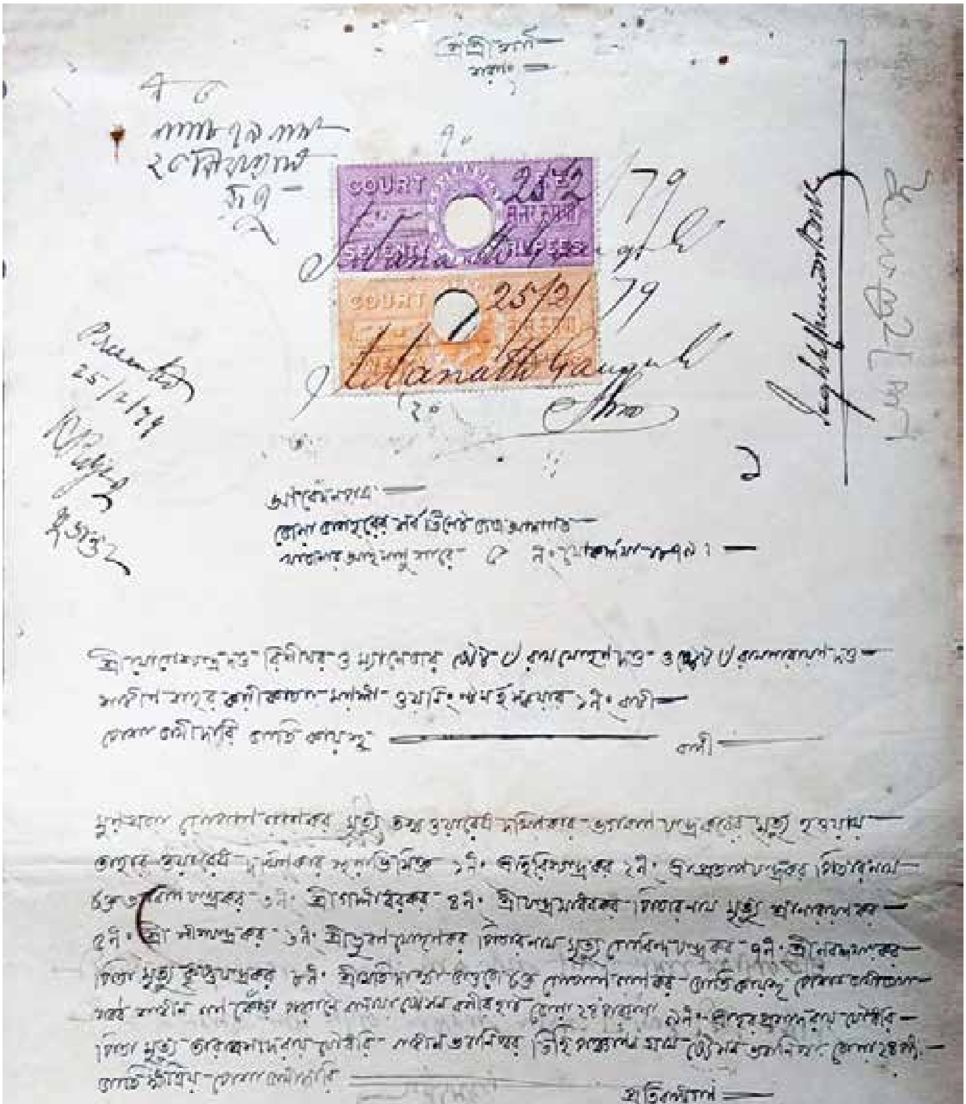
আরজি আদালত দেওয়ানী জেলা
যশর। —

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং। — বাদীগন —
ঈশ্বরচন্দ্র সিং জমিদারান —
সাকিনে নলদি মোকাম কাচারি —
লক্ষ্মীপাশা পরগনে নলদি। —

মুনশী হয়রত উল্লা সাকিন গোয়ালবাথান প্রতিবাদী —
পরগনে নলদি। —

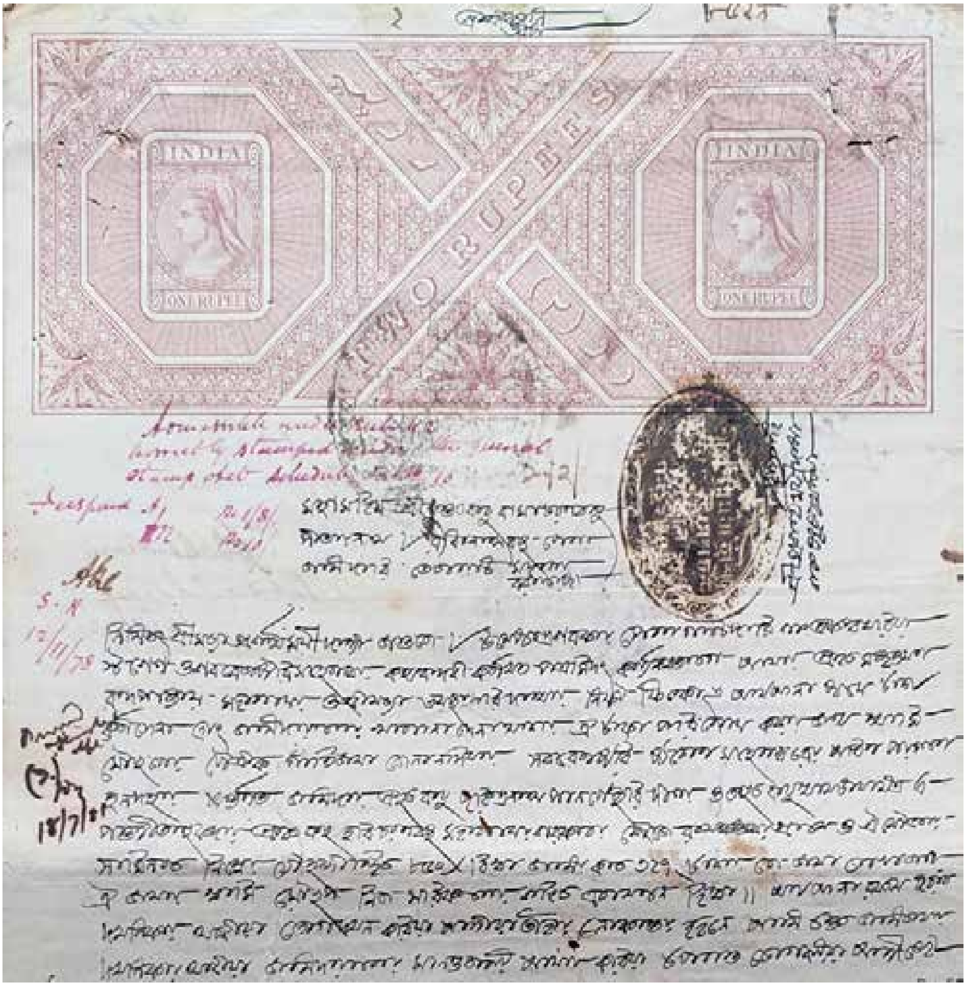
নথি নং ৬৯

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯ ইং, বাদীঃ শ্রী যোগেশ চন্দ্র দত্ত, রাম মোহন দত্ত ও রায় নারায়ন দত্ত, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গোপাল লাল কর ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



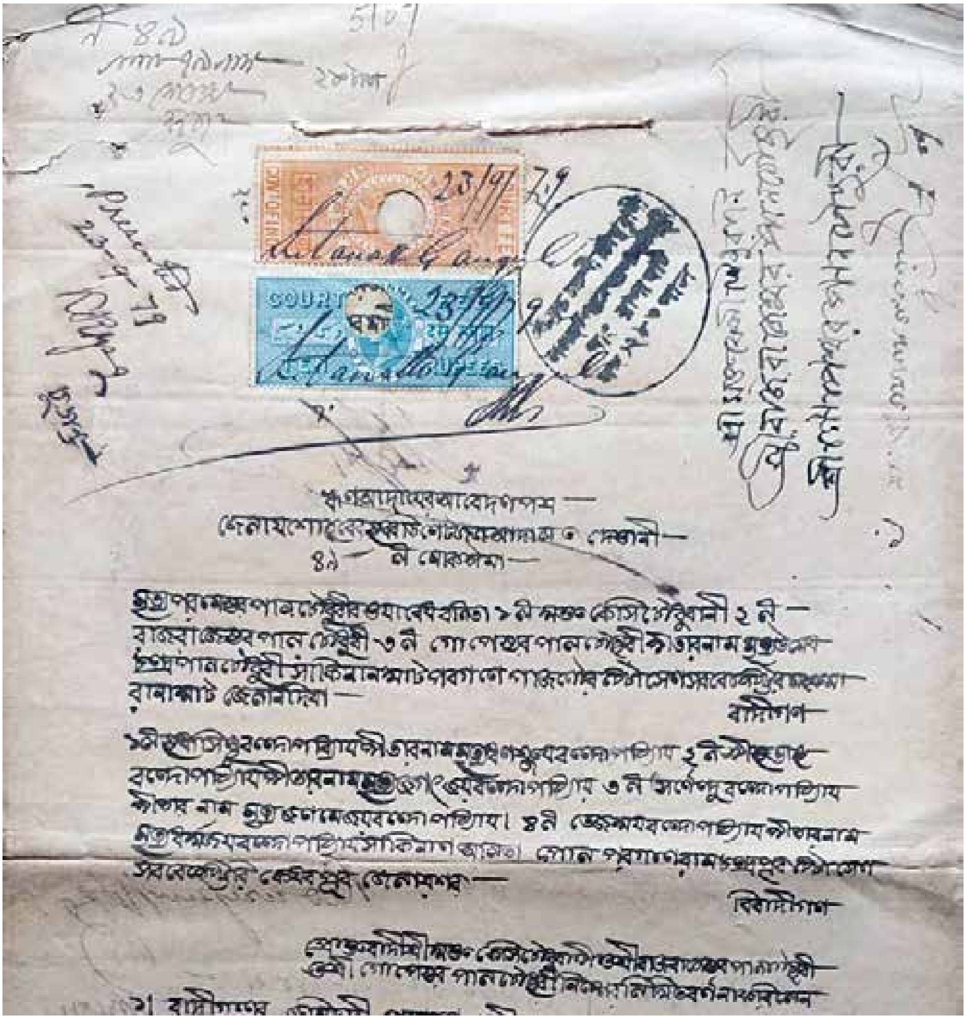
নথি নং ৭০

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৮ জুলাই ১৮৮০ (?) ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রীমতি প্রসন্যময়ী দাসী, পেশাঃ তালুকদারি, উদ্দেশ্যঃ শ্রীযুক্ত বাবু রামাচরণ বসু, পিতা- রাধানাথ বসু, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা সংক্রান্ত ঘোষনা



নথি নং ৭১

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ ইং, বাদীঃ মৃত পরমেশ্বর পাল চৌধুরীর উত্তরাধিকারী মুক্তকেশি চৌধুরানী, রাজ রাজেশ্বর পাল চৌধুরী ও গোপেশ্বর পাল চৌধুরী, নদীয়া, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ মৃধা সিন্ধু বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য, বিষয়ঃ ঋণের অর্থ আদায়



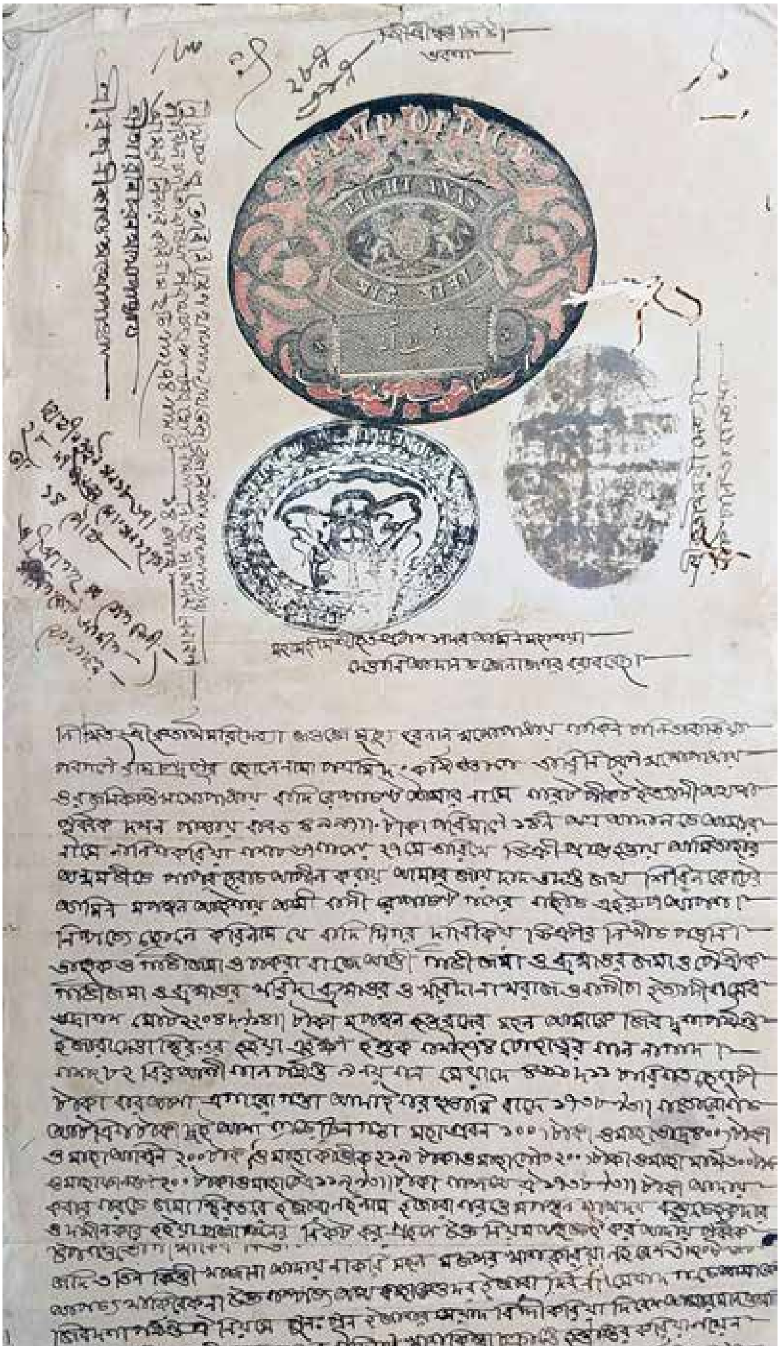
নথি নং ৭২

আদালতঃ যশোর কোর্ট, তারিখঃ ১৮৭১ ইং, বাদীঃ শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার চৌধুরী, শ্রী শ্রীচন্দ্র সরকার চৌধুরী, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গোপাল মন্ডল ও অন্যান্য, বিষয়ঃ খাজনা সংক্রান্ত বিরোধ



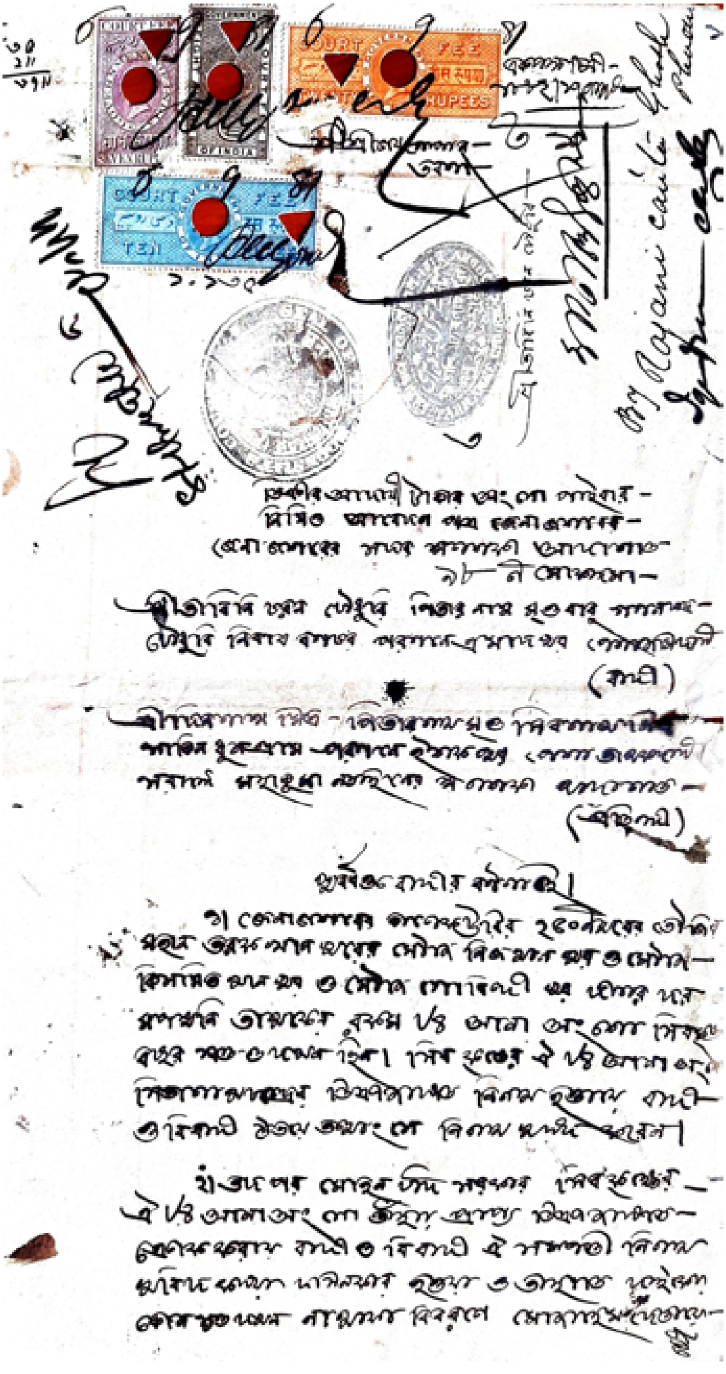
নথি নং ৭৩

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৬৭ ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রী কৃতার্থময়ী দেব্যা, স্বামী-হরলাল মুখোপাধ্যয়, উদ্দেশ্যঃ তারিনি চরণ মুখোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত চুক্তিপত্র



নথি নং ৭৪

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৮২ ইং, বাদীঃ শ্রী তারিনি চরণ চৌধুরী, পিতা- শ্রী বাবু গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, এমাদপুর, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী দিন নাথ মিত্র, পিতা- শ্রী সিব নাথ মিত্র, সরাইল, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ ডিক্রির আদায়ী টাকা পাওয়ার আবেদন



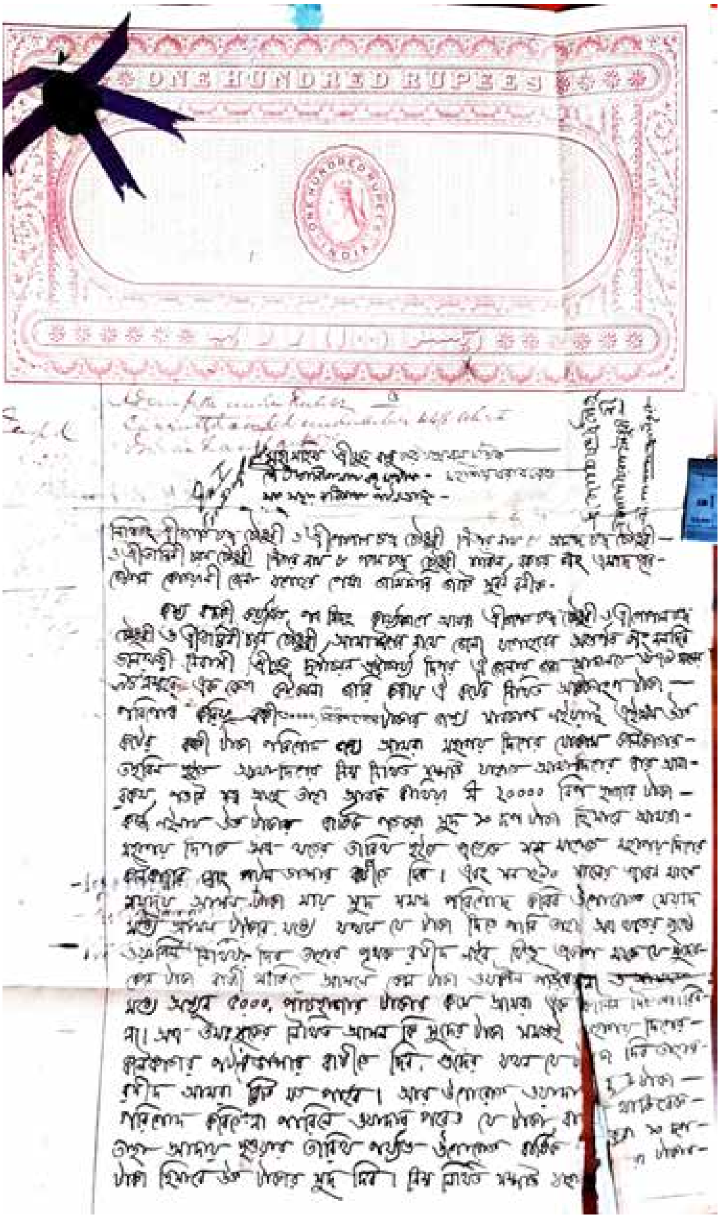
নথি নং ৭৫

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৬ আগষ্ট ১৮৮৫ ইং, বাদীঃ শ্রী তারিনি চরণ চৌধুরী, পিতা- শ্রী বাবু গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, পেশাঃ জমিদারি ও শ্রী গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, পিতা- আনন্দ চন্দ্র ঘোষ, এমাদপুর, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী যদুনাথ দত্ত, বিষয়ঃ বিবাদী (তহসিলদার) এর নিকট থেকে খাজনা আদায়ের কাগজ প্রাপ্তির আবেদন



নথি নং ৭৬

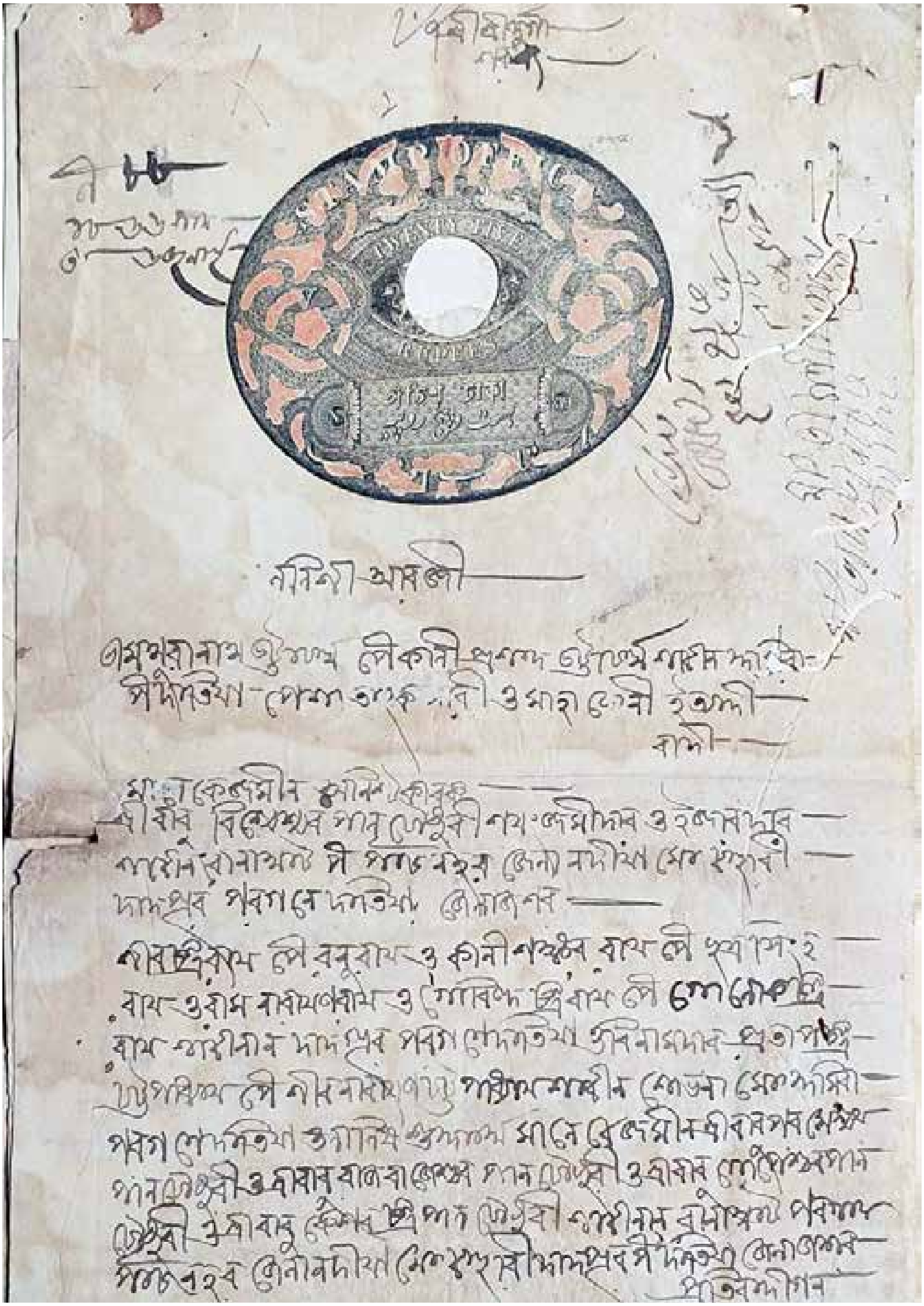
আদালতঃ যশোর, ঘোষনাকারীঃ শ্রী জগত চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, পিতা- শ্রী আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী; শ্রী তারিনি চরণ চৌধুরী, পিতা- গগণ চন্দ্র চৌধুরী, এমাদপুর, যশোর, পেশাঃ জমিদারি, উদ্দেশ্যঃ শ্রী চারুচন্দ্র বসু মল্লিক, বিষয়ঃ বন্দকী অর্থ পরিশোধ/প্রাপ্তি


ONE HUNDRED RUPEES

ONE HUNDRED RUPEES INDIA

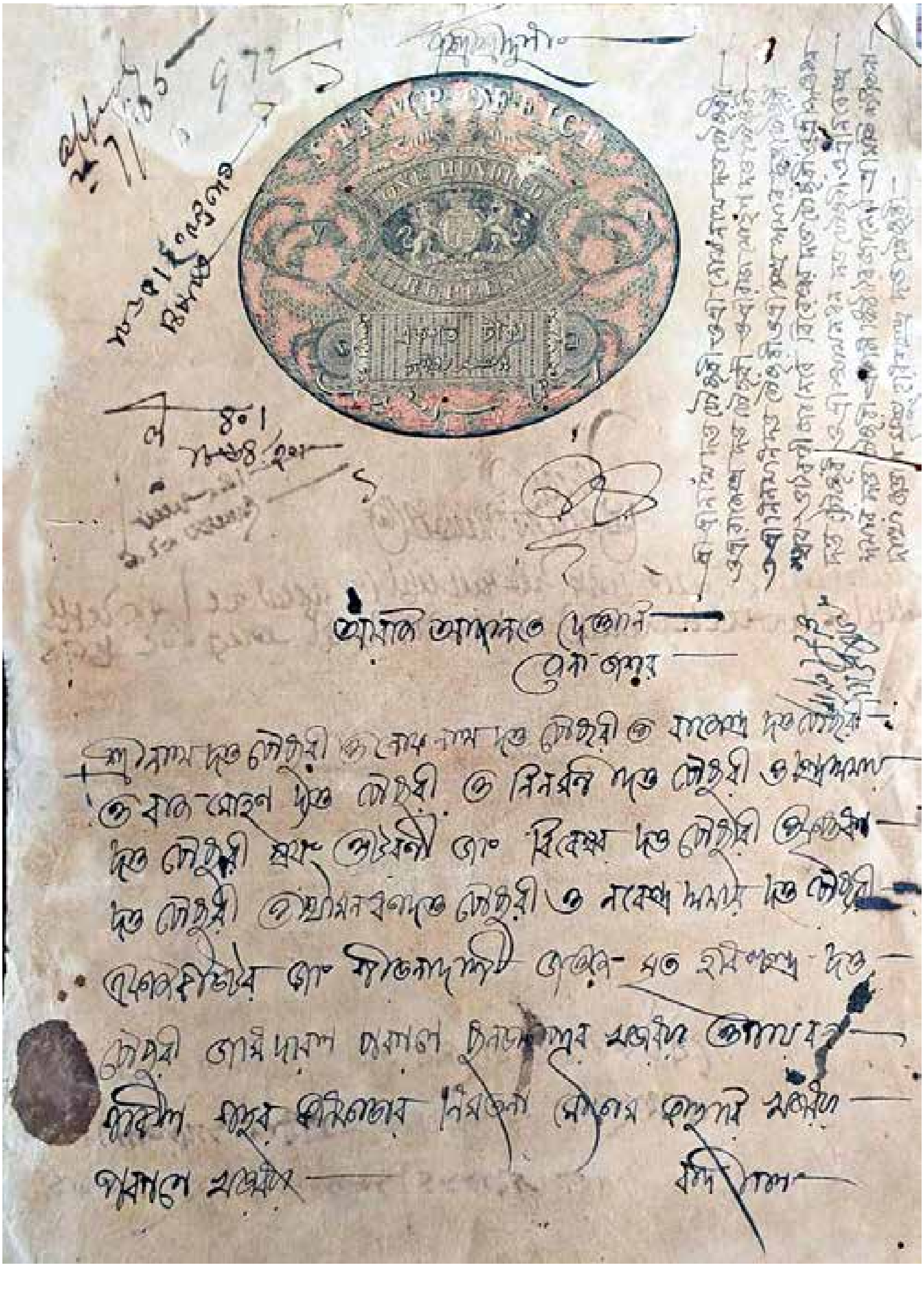
নথি নং ৭৭

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ৬ জুলাই ১৮৬৬ ইং, বাদীঃ মথুরা নাথ ভট্টাচার্য্য, পিতা- কালী প্রশন্ন ভট্টাচার্য্য, দাতিয়া, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ বিশ্বেশ্বর পাল, নদিয়া, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা সংক্রান্ত বিরোধ



নথি নং ৭৮

আদালতঃ যশোর দেওয়ানী আদালত, তারিখঃ ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ শ্রী নাথ দত্ত চৌধুরী ও অন্যান্য জমিদার-গণ, নিমতলা, কোলকাতা, বিবাদীঃ দয়াময়ী চৌধুরানী ও জগদম্বা চৌধুরানী, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধ



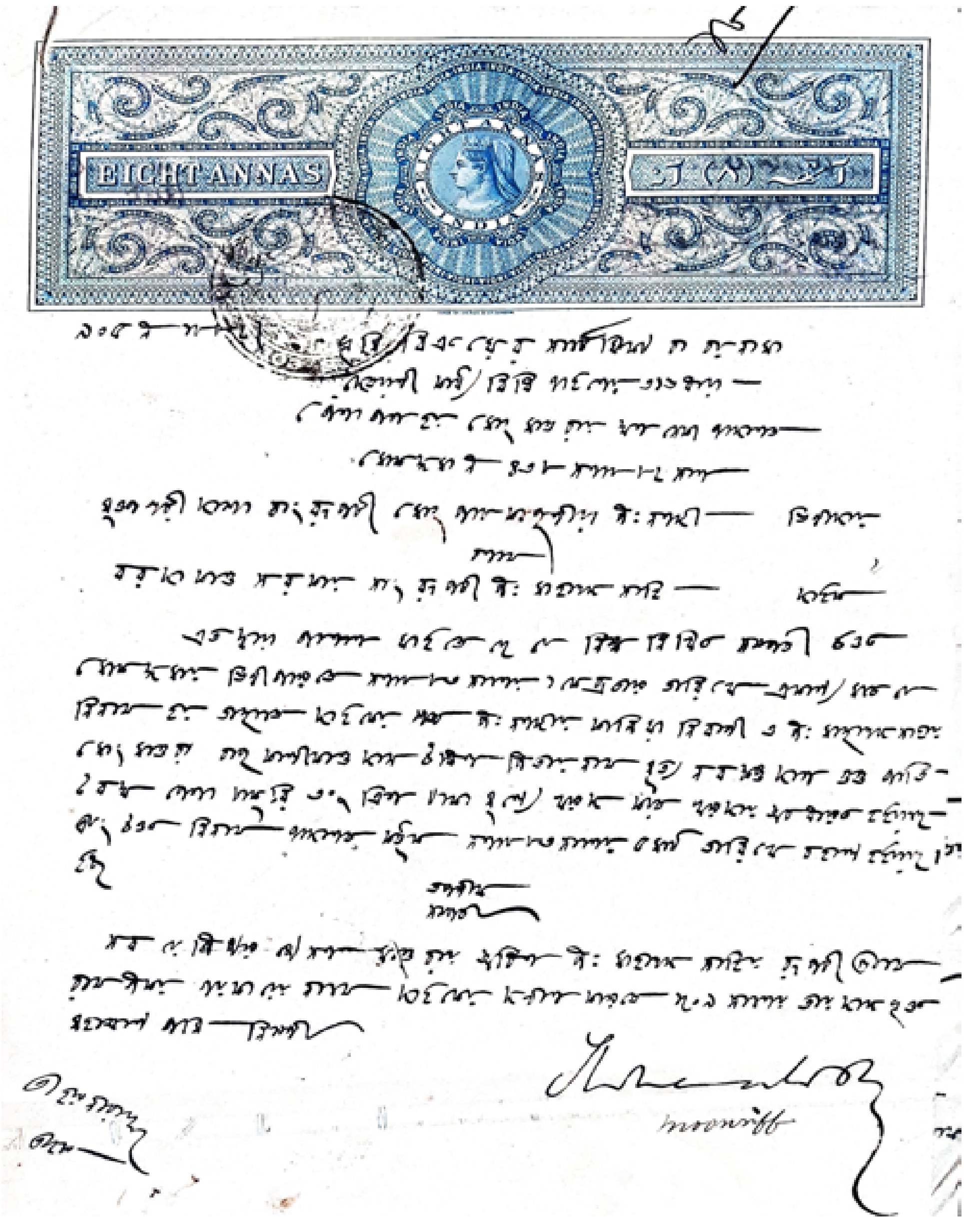
নথি নং ৭৯

আদালতঃ বাগেরহাট মুনসেফ আদালত, তারিখঃ ১০ জানুয়ারী ১৮৭৮, বাদীঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পিতা- শ্রীযুক্ত দারকানাথ মুখোপাধ্যায়, মাগুরা ২৪ পরগনা, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ গোবিন্দ মোহন বসু ও অন্যান্য, ২৪ পরগনা, বিষয়ঃ খাজনা আদায়



নথি নং ৮০

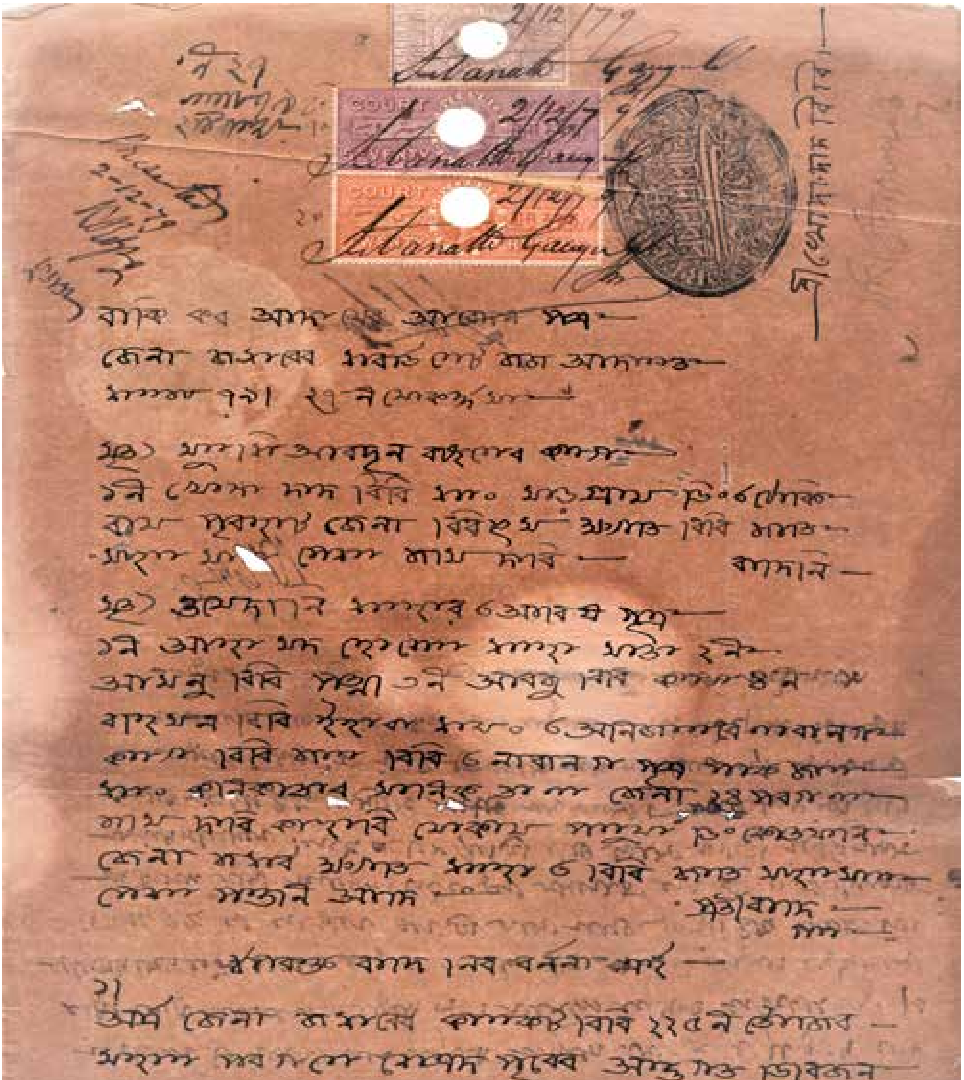
আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৮২(?), ডিক্রীদারঃ মুক্তকেশী দাস্য, নলদী, নড়াইল, দায়িকঃ বরদাকান্ত সরকার, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত ডিক্রী


EIGHT ANNAS

Moonsiff

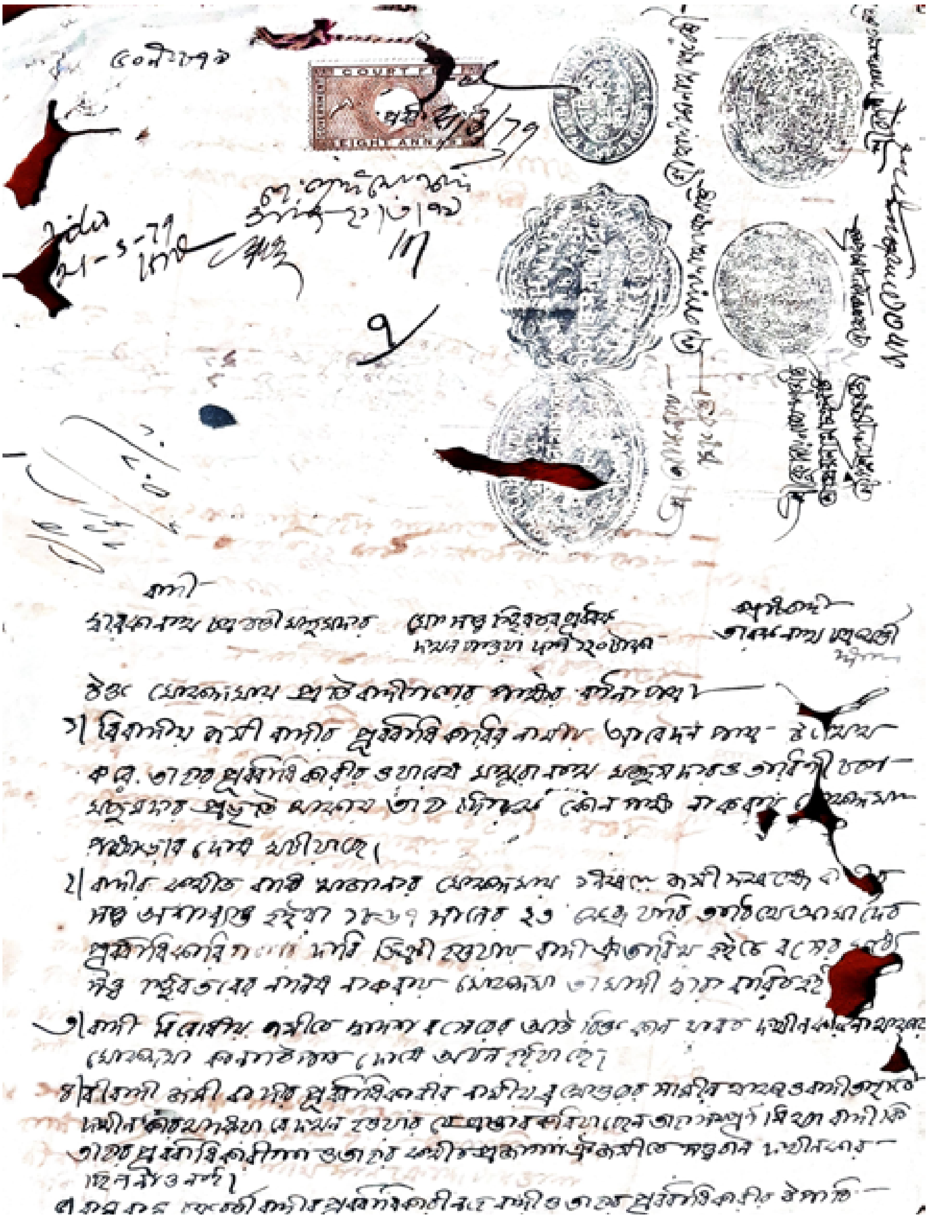
নথি নং ৮১

আদালতঃ সাবঅর্ডিনেট জনকোর্ট, যশোর, তারিখঃ ২ ডিসেম্বর ১৮৭৯, বাদিঃ খোদাদদ বি বি, রায়পুরহাট, বিরভুম, বিবাদিঃ আহামদ হোশেন শাহা ও অন্যান্য, বিষয়ঃ খাজনা আদায়



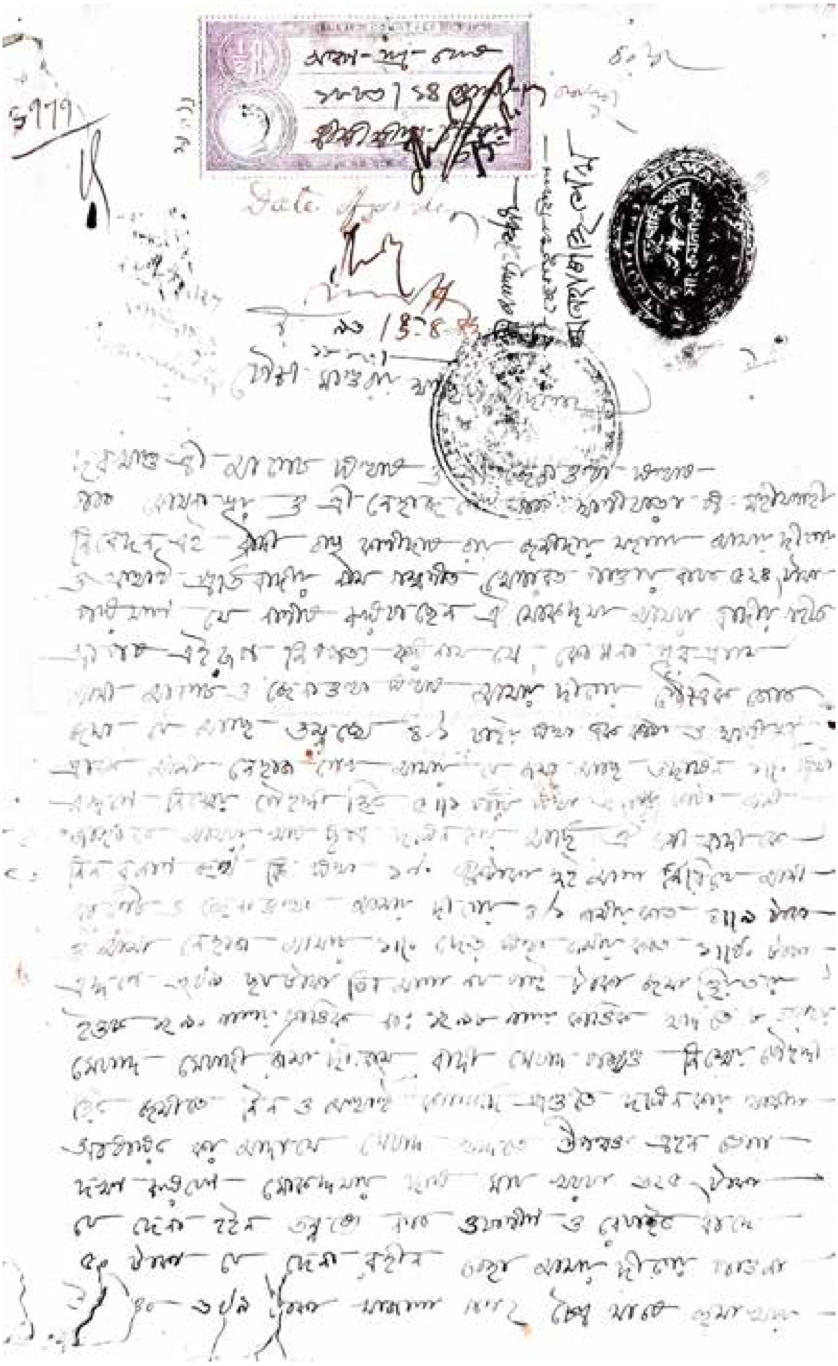
নথি নং ৮২

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২৪ এপ্রিল ১৮৪৩ ইং, বাদীঃ দ্বারকানাথ চক্রবর্তী মজুমদার ও অন্যান্য, বিবাদীঃ তারকনাথ চক্রবর্তী, বিষয়ঃ জমির স্বত্ব ও বাকী খাজনা সংক্রান্ত বিরোধ



নথি নং ৮৩

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, মাগুরা, তারিখঃ ১৪ আগষ্ট ১৮৮৩ ইং, বাদীঃ বাবু কালিদাস রায়, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ শ্রী আনেস বিশ্বাষ, শ্রী জেনাতুল্ল্যা বিশ্বাষ ও শ্রী নেহাজ সেখ, বিষয়ঃ খাজনা সংক্রান্ত বিরোধে বিবাদীর ব্যাখ্যা



নথি নং ৮৪

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ইং, বাদীঃ শ্রী মুক্তকেশী চৌধুরানী, স্বামী- বাবু পরমেশ্বর পাল চৌধুরী, নদিয়া, বিবাদীঃ পূর্ণ চন্দ্র মিত্র ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বন্দকী জমি বিক্রয়ের আবেদন

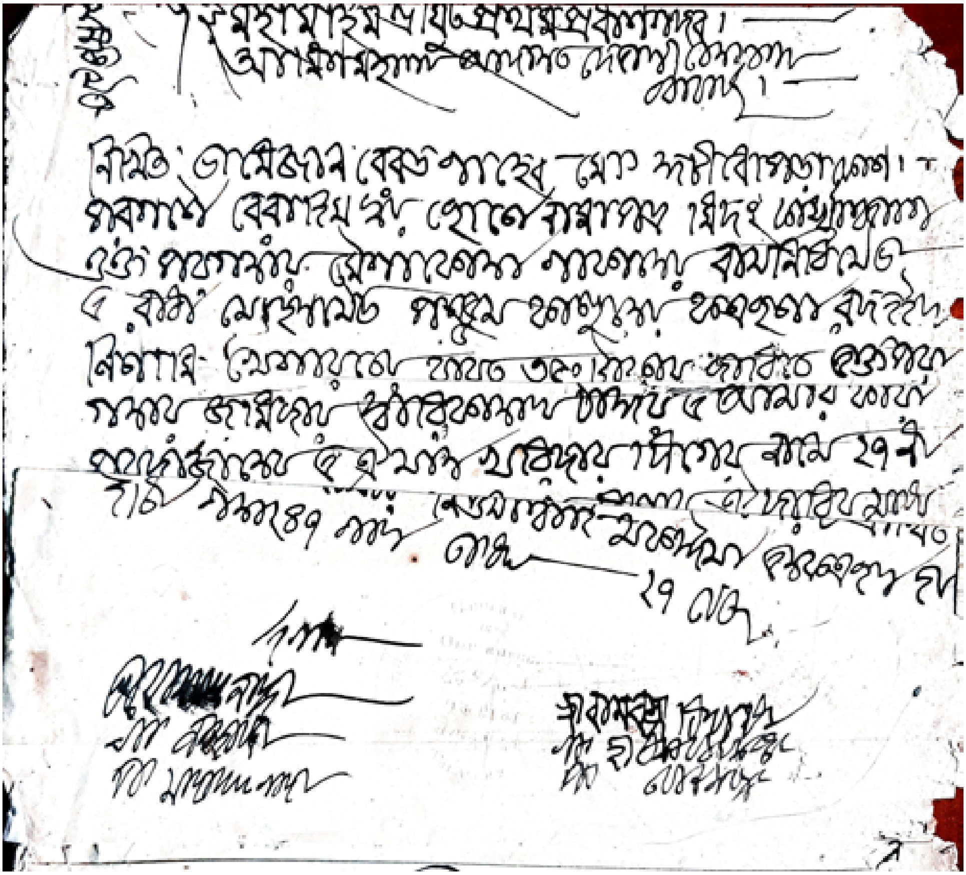

INDIA INDIA

THIRTY RUPEES

INDIA COURT FEE

নথি নং ৮৫

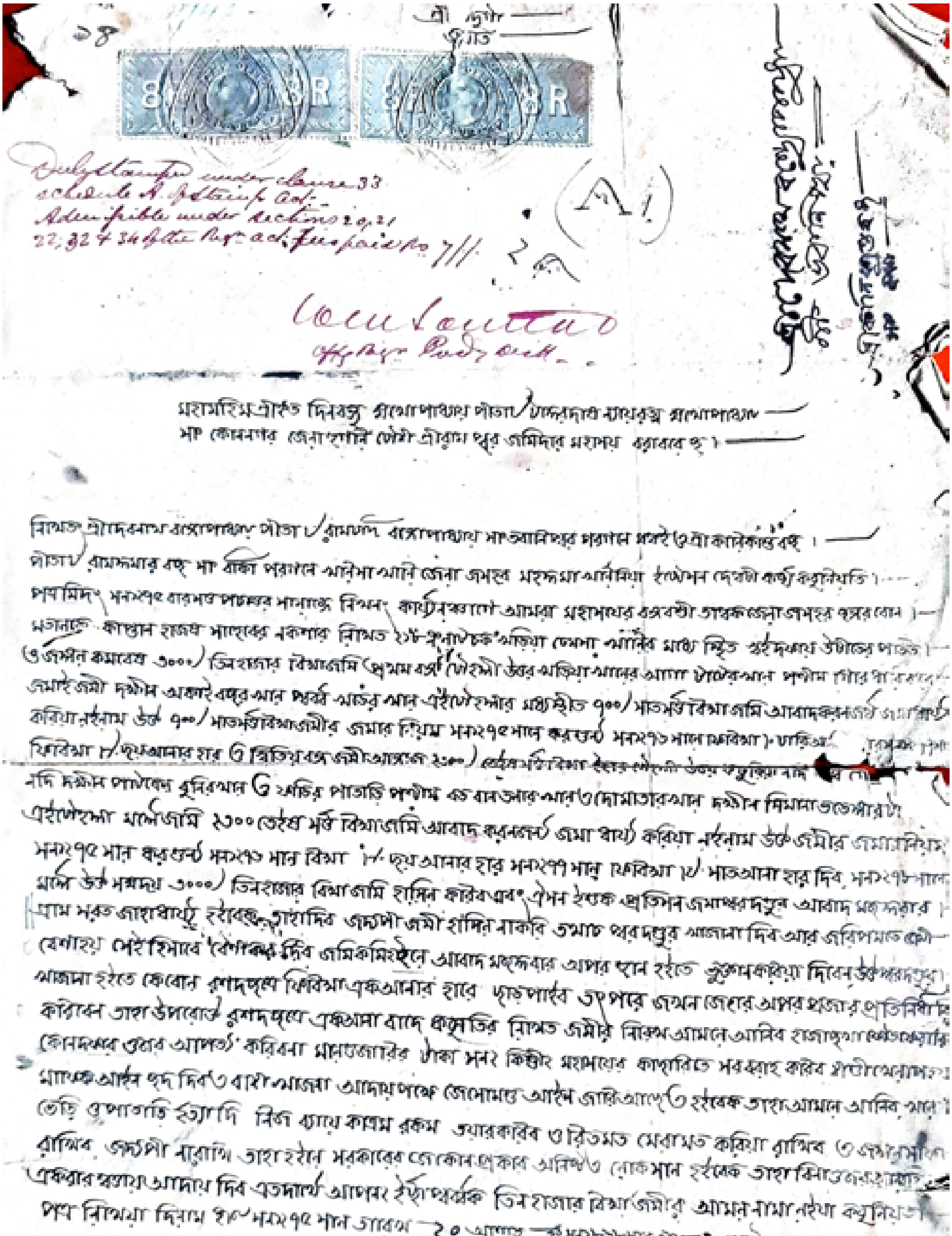
আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, তারিখঃ ২৭ জৈষ্ঠ ১২৪৭ বঙ্গাব্দ, বাদীঃ মি জান বেরড সাহেব, উল্লিখিত জমিদারঃ দারিকানাথ ঠাকুর, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত



এই নথিতে উল্লিখিত জমিদার দারিকা নাথ ঠাকুর জোড়া সাঁকোর জমিদার ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ কিনা সেটা নিশ্চিত বলা যায়না। দারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অন্যদিকে নথীতে উল্লিখিত বাংলা সন অনুযায়ী নথিটি ইংরেজী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। অর্থাৎ অন্ততঃ নথিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহের জীবদ্দসায় তৈরী, এটুকু বলা যায়।

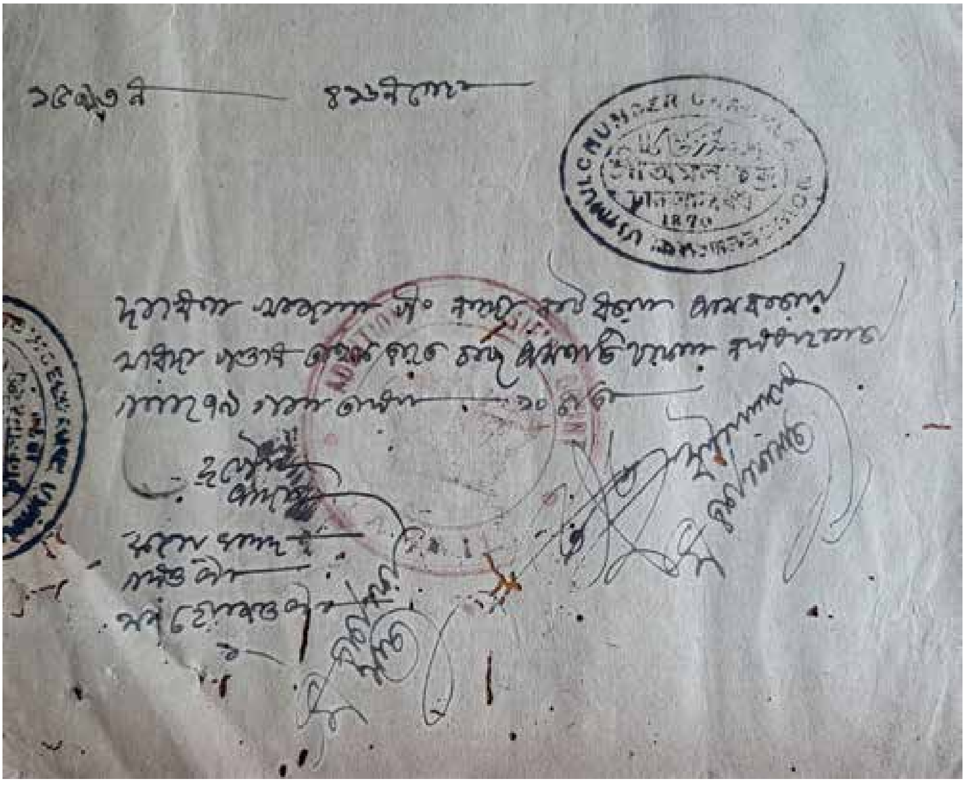
নথি নং ৮৬

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ২৪ এপ্রিল ১৮৪৩ ইং, ঘোষনাকারীঃ শ্রী দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় ও কালিকান্ত বষু, উদ্দেশ্যঃ শ্রীহত দিনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, পিতা- ঠাকুরদাষ ন্যায়রত্ন মুখোপাধ্যায়, হুগলি, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত চুক্তিপত্র



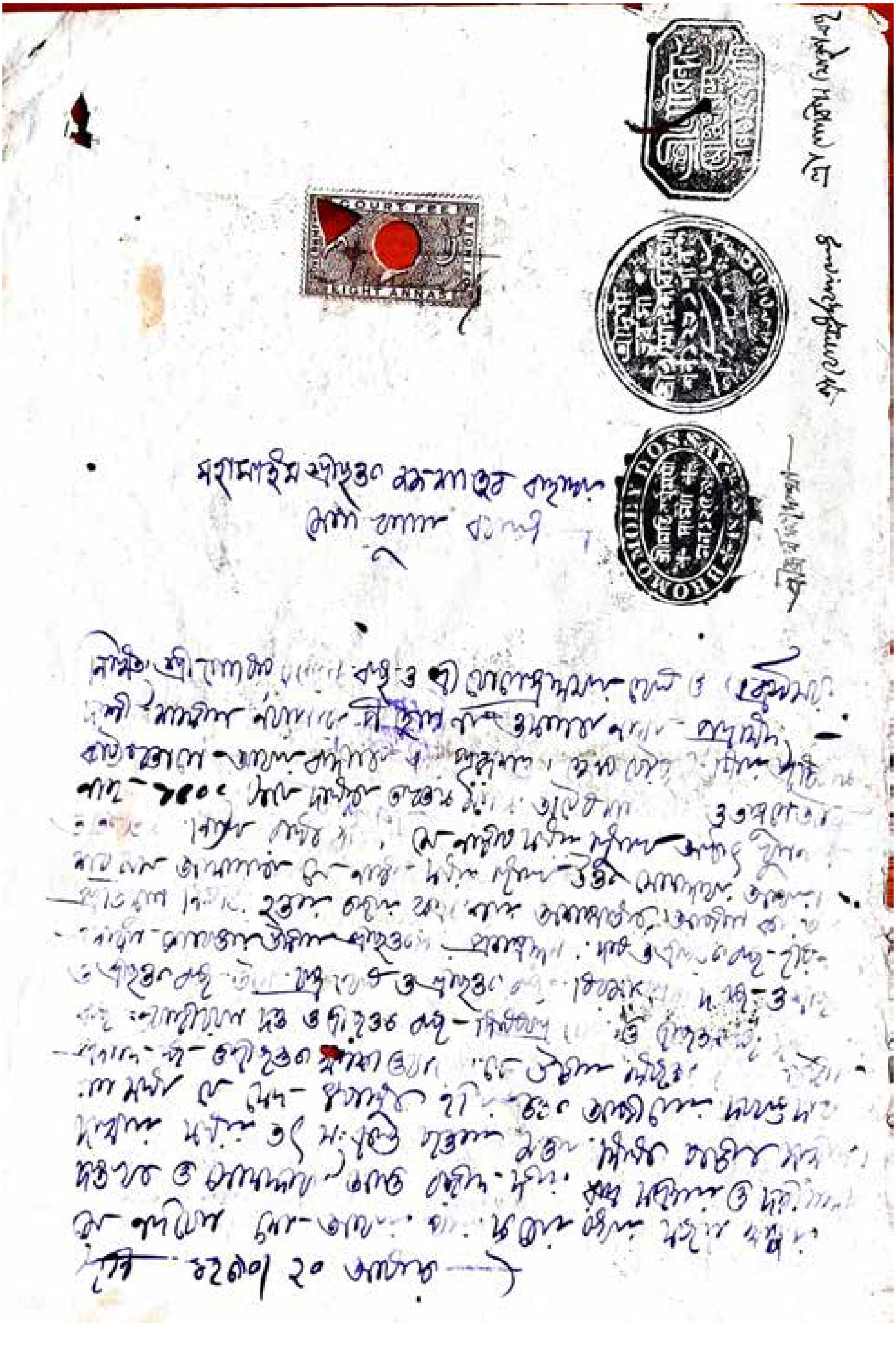
নথি নং ৮৭

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, নড়াইল, তারিখঃ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, জমিদার/তালুকদারঃ শ্রী অমলচন্দ্র চাকলানবিশ, নলদী, নড়াইল, বিষয়ঃ খাজনা দাখিলা



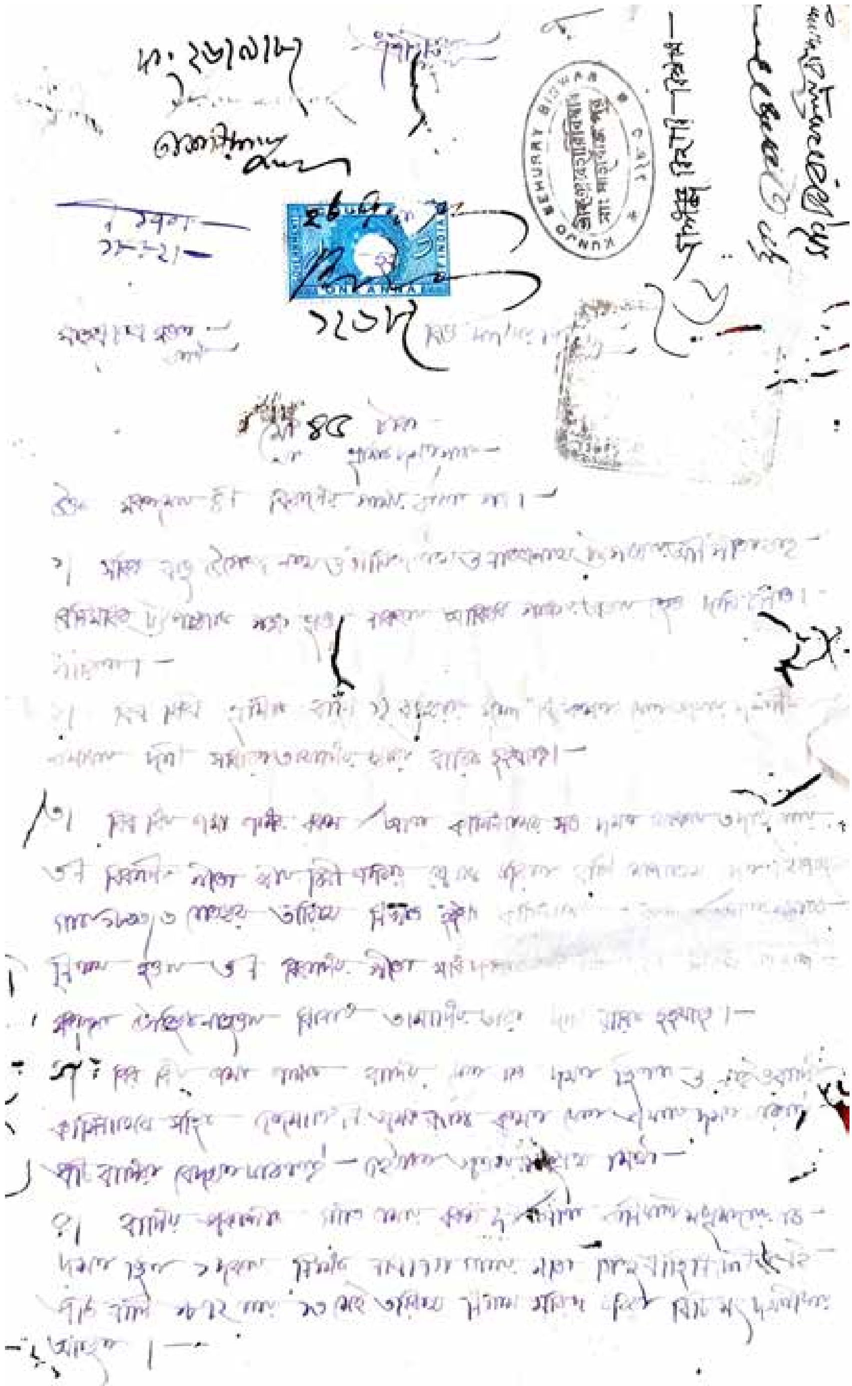
নথি নং ৮৮

আদালতঃ খুলনা, তারিখঃ ২০ আষাড় ১২৯০ বঙ্গাব্দ, পক্ষঃ শ্রী গোবিন্দ মোহন বষু, শ্রী যোগেন্দ্রময় ঘোষ, শ্রিমতি ব্রজ্যময়ী দাস্য, নয়াপাড়া, হোগলা, বেগেরহাট, বিষয়ঃ খাজনা সংক্রান্ত বিরোধে পক্ষের জবাব



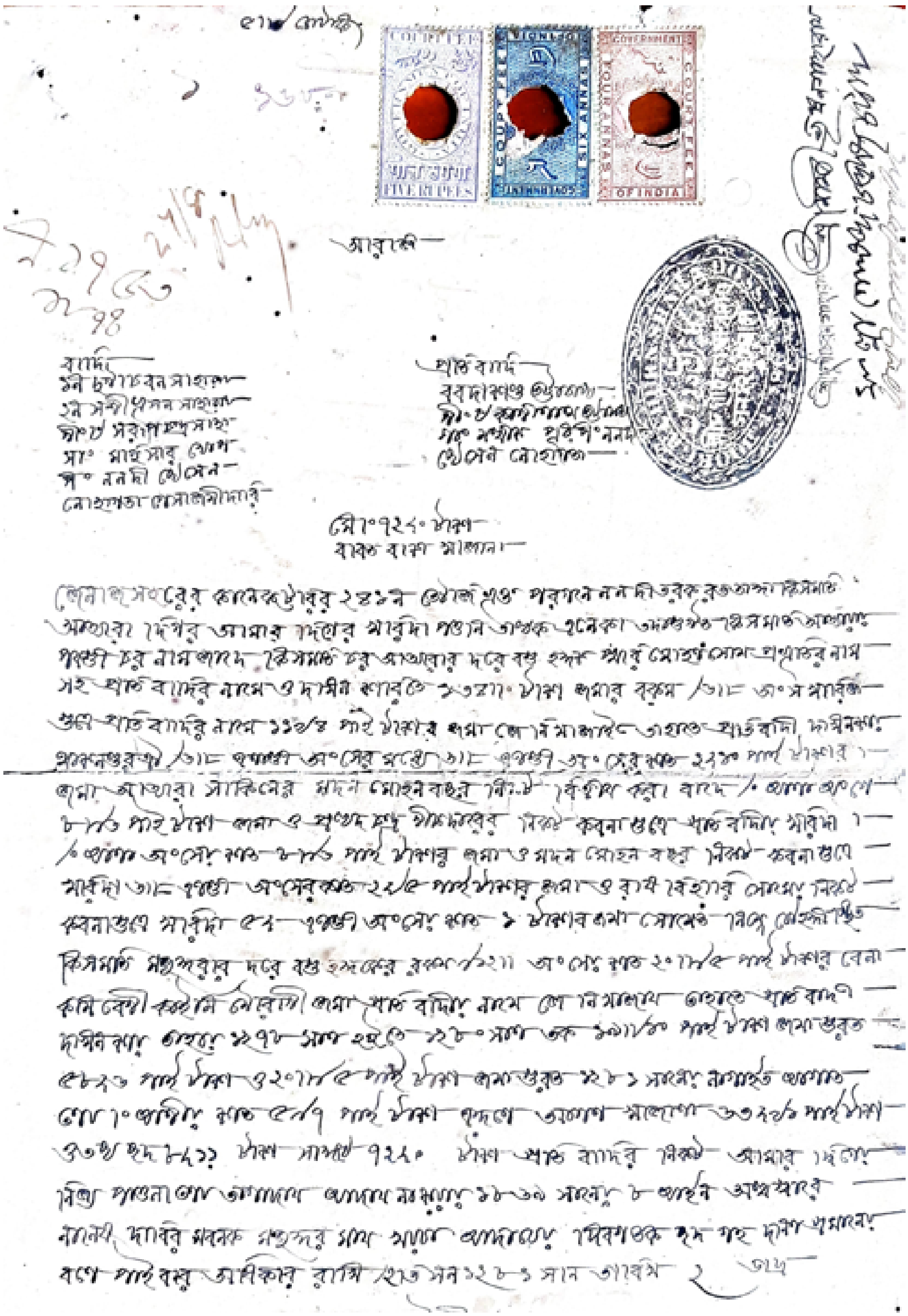
নথি নং ৮৯

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ১৮৮২ ইং, পক্ষঃ শ্রী কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস, বিষয়ঃ জমির দখল সংক্রান্ত বিরোধে পক্ষের জবাব



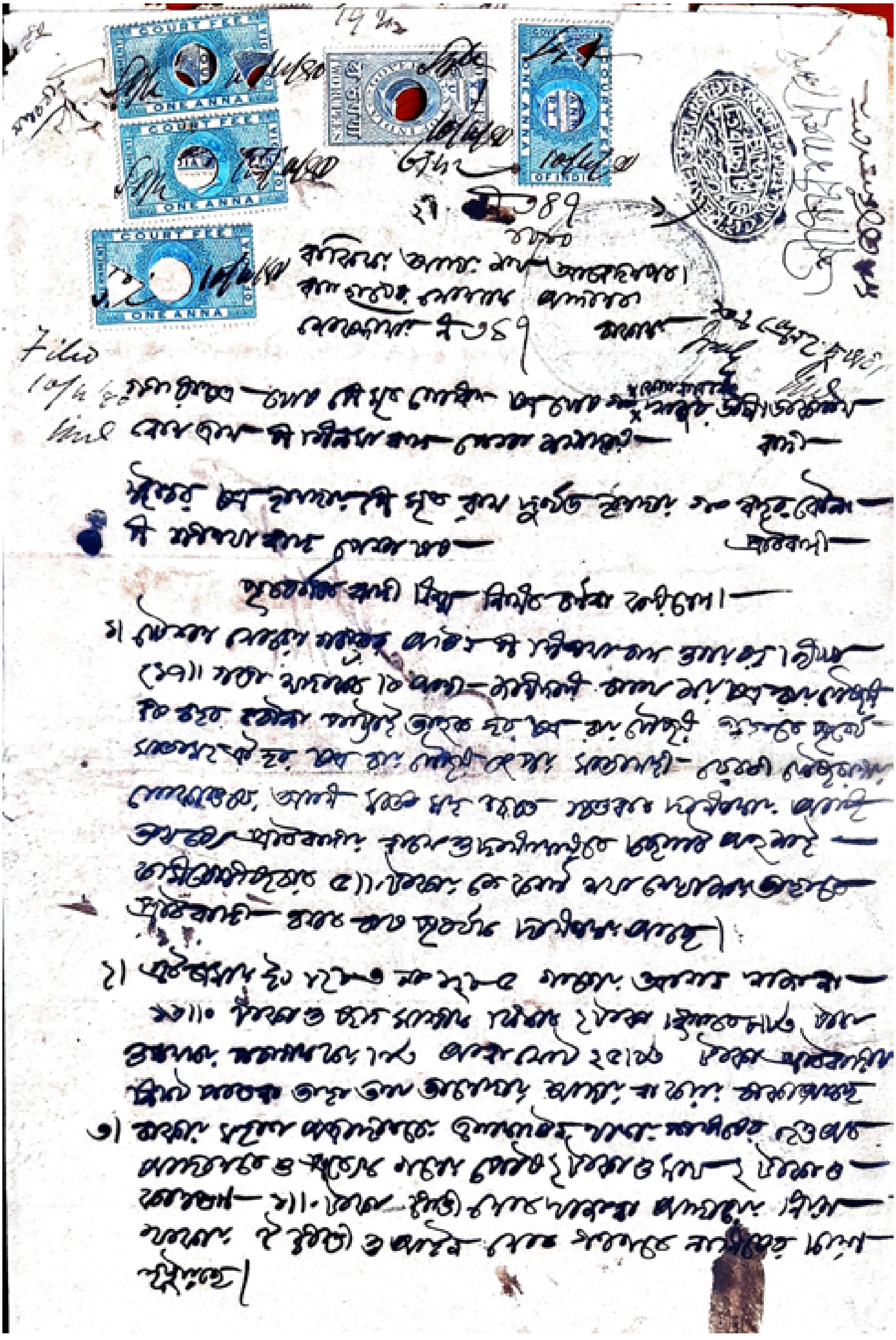
নথি নং ৯০

আদালতঃ যশোর দেওয়ানী আদালত, তারিখঃ ১৮৭৪ ইং, বাদীঃ দূর্গাচরণ সাহা রায় ও সশী ভূসন সাহা রায়, পিতা- সরূপ চন্দ্র সাহা, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারী, বিবাদীঃ বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য, বিষয়ঃ জমি থেকে পাওনা আদায়



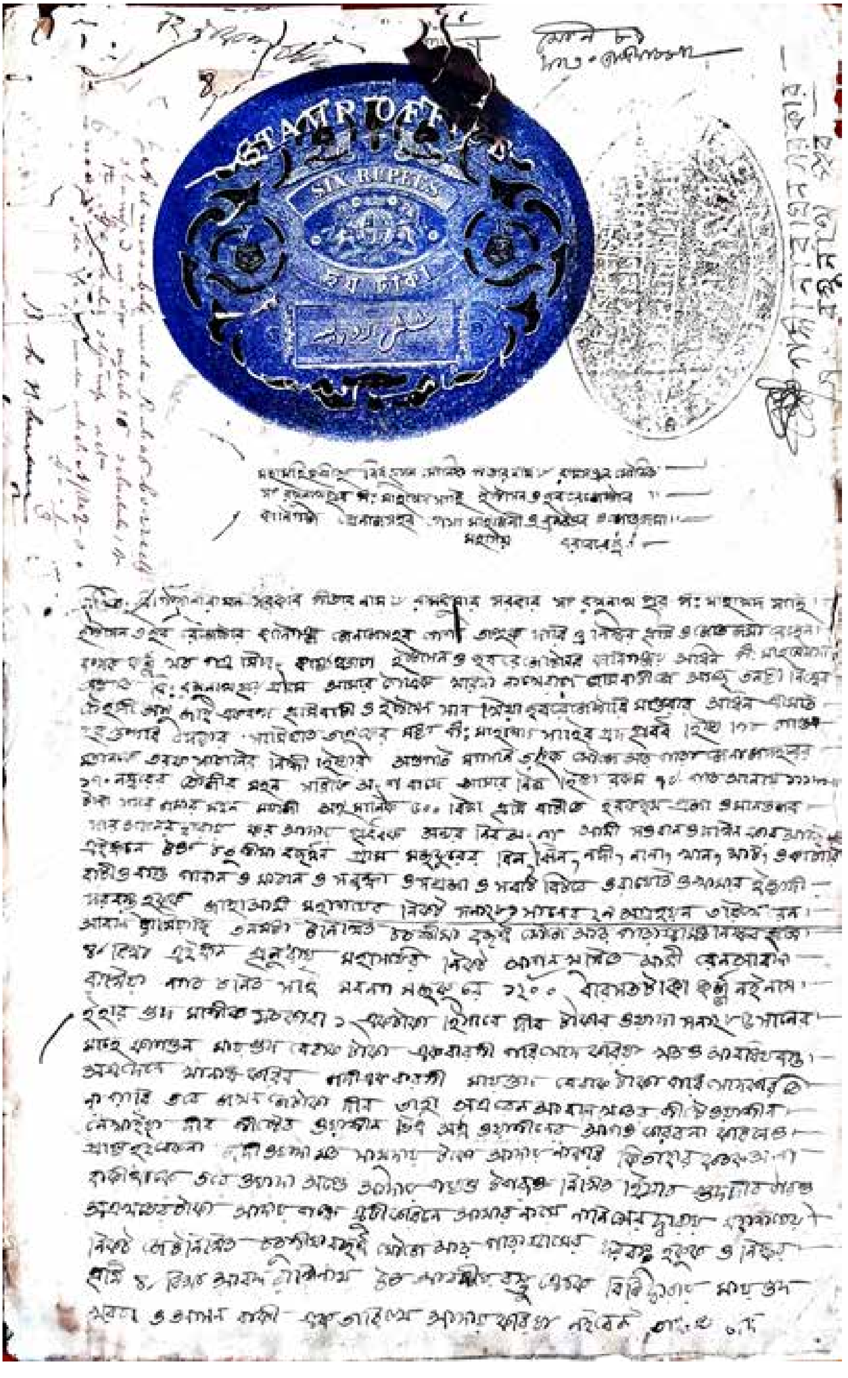
নথি নং ৯১

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, বাগেরহাট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৮০ ইং, পক্ষঃ শ্রী গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, পিতা- গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ, খাজুরডাঙ্গা, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



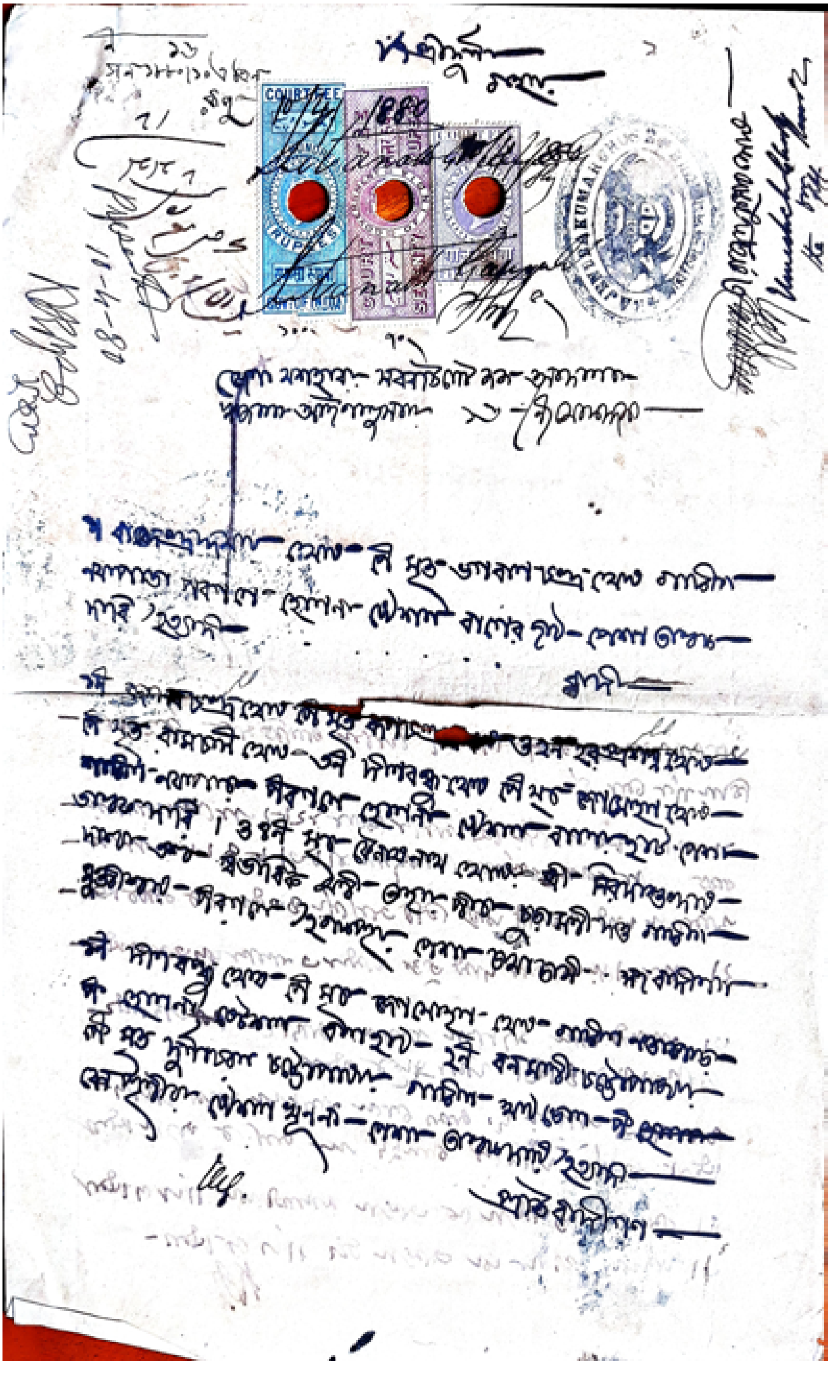
নথি নং ৯২

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৮৮১ (?) ইং, আবেদনকারীঃ শ্রী গঙ্গানারায়ন সরকার, পিতা- রামকুমার সরকার, রঘুনাথপুর, মাহামদশাহী, যশোর, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ জমি বন্দক রেখে ঋণ গ্রহন


STAMP OFFICE
SIX RUPEES

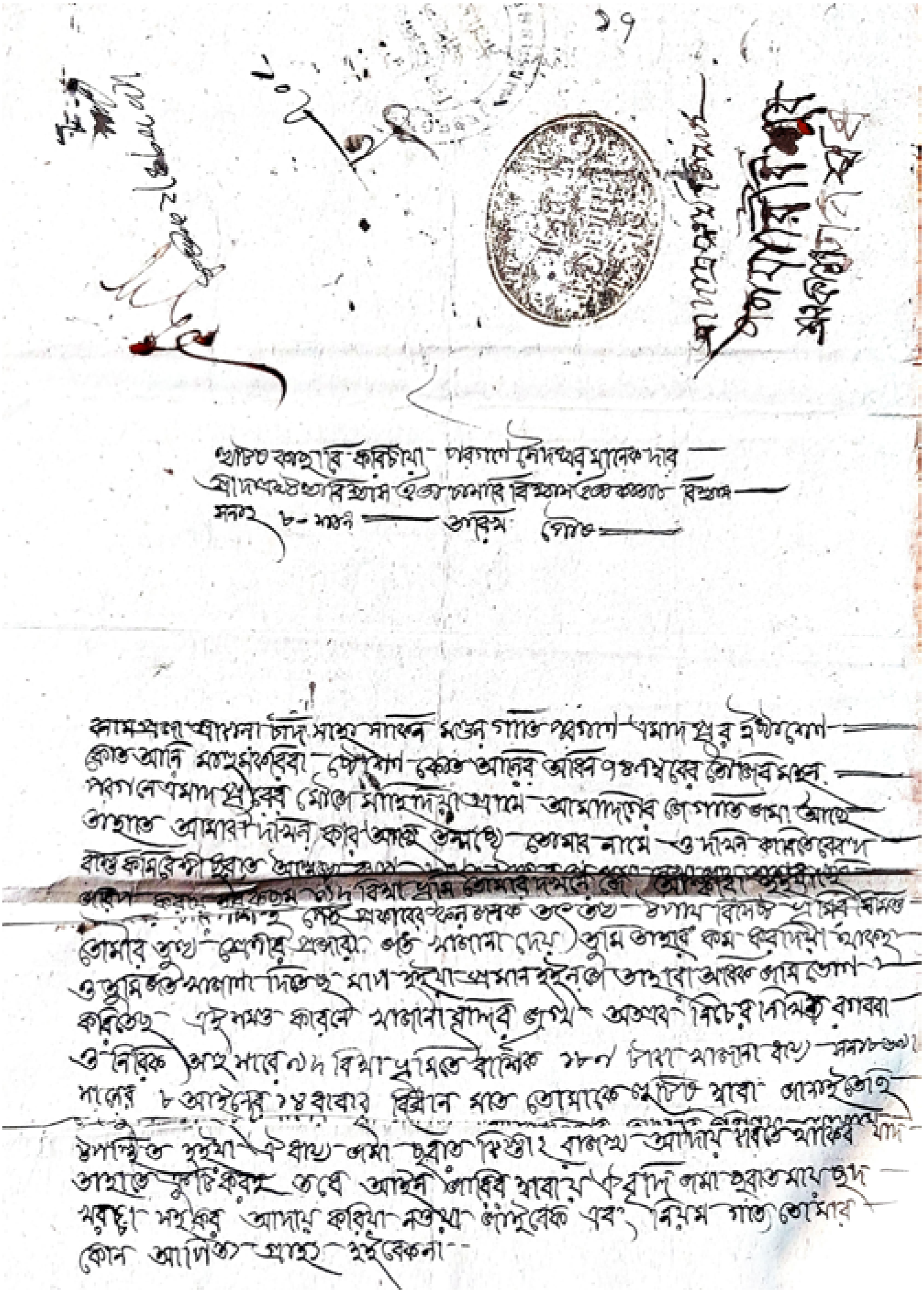
নথি নং ৯৩

আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১০ এপ্রিল ১৮৮০ ইং, বাদীঃ শ্রী রাজেন্দ্র কুমার ঘোষ, পিতা- ভগবান চন্দ্র ঘোষ, নয়াপাড়া, হোগলা, বেগেরহাট, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ জীবন চন্দ্র ঘোষ (?) ও দীনবন্ধু ঘোষ, নয়াপাড়া, হোগলা, বেগেরহাট, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ খাজনা আদায়



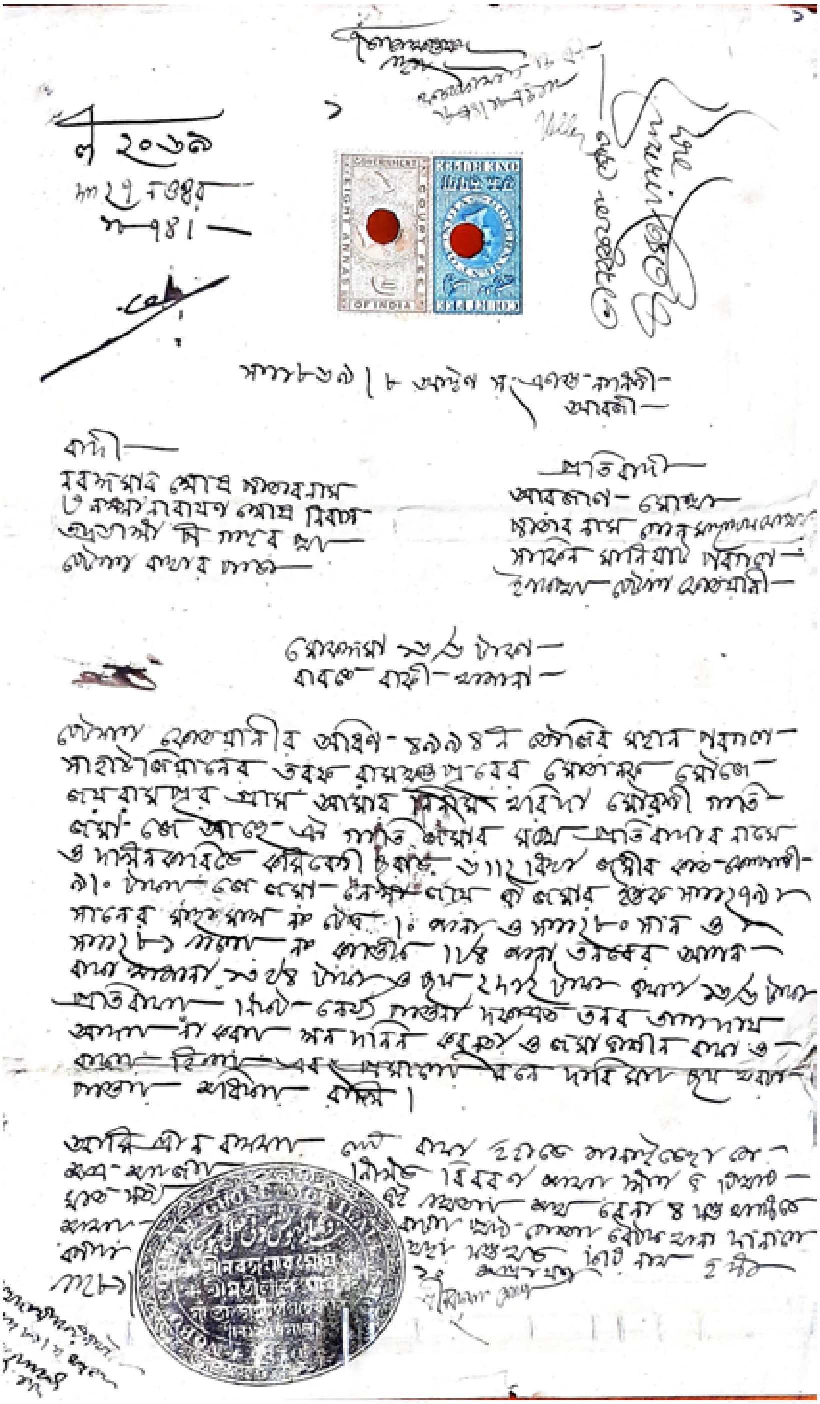
নথি নং ৯৪

আদালতঃ ডেপুটি কালেক্টর, যশোর, তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ইং, ঘোষনাদাতাঃ শ্রী ছায়েম উল্ল্যা বিশ্বাস ও অন্যান্য, সৈয়দপুর পরগনা, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ শ্রী কালি চাঁদ সাহা (প্রজা), বিষয়ঃ খাজনা ধার্য্যের ঘোষনা



নথি নং ৯৫

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২৭ নভেম্বর ১৮৭৪ ইং, বাদীঃ শ্রী নবকুমার ঘোষ, পিতা- লক্ষি নারায়ন ঘোষ, ভদ্রডাঙ্গা, বাঘারপাড়া, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ আরজান মোল্যা, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায়



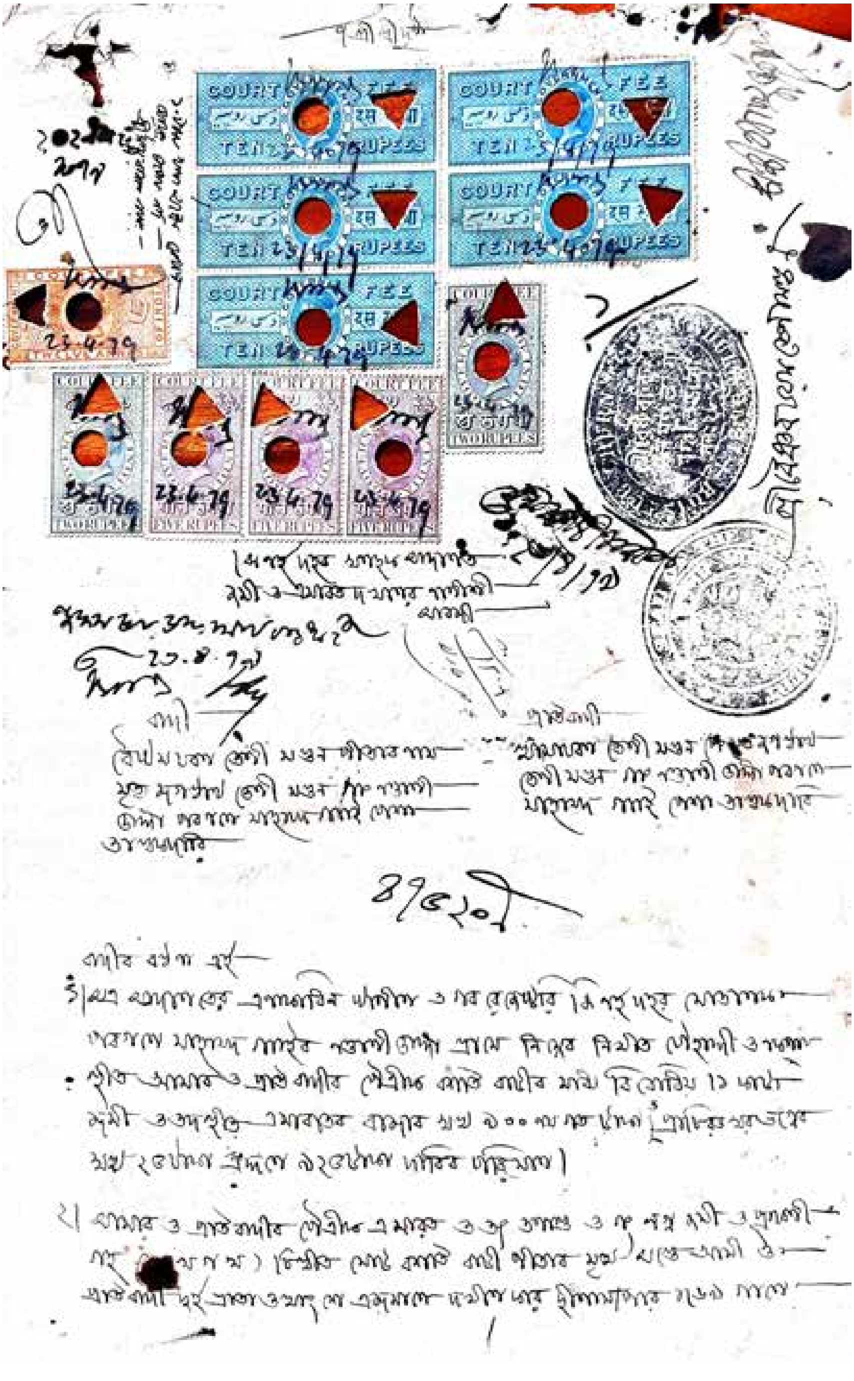
নথি নং ৯৬

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, ঝিনাইদহ, তারিখঃ ২৪ জুলাই ১৮৯৩ ইং, বাদীঃ ভবানি সুন্দরি দাস্য, প্রতাপ চন্দ্র সাহার স্টেটের ম্যানেজার, দোড়া, সাহউজিয়ান, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ সশিভূষন সাহা, বিষয়ঃ খাজনা


INDIA INDIA
FIFTEEN RUPEES
INDIA COURT FEE

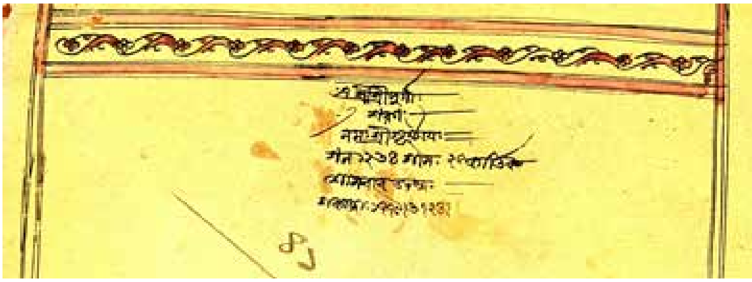
নথি নং ৯৭

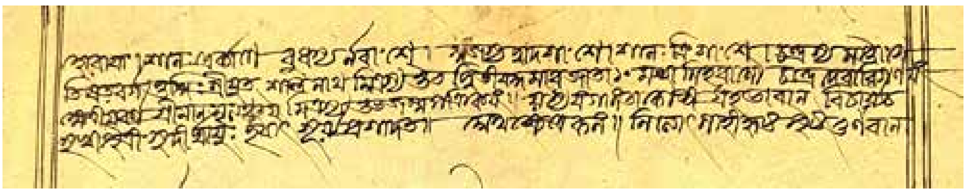
আদালতঃ মুনসেফ আদালত, ঝিনাইদহ, তারিখঃ ২৩ এপ্রিল ১৮৭৯ ইং, বাদীঃ শ্রী বৈষ্ণব চরণ তেনি মন্ডল, পিতা- জগন্যাথ তেনি মন্ডল, মাহামদশাহী, পেশাঃ তালুকদারি, বিবাদীঃ স্যামা চরণ তেনি মন্ডল, পিতা- জগন্যাথ তেনি মন্ডল, মাহামদশাহী, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ জমির দখল সংক্রান্ত বিরোধ

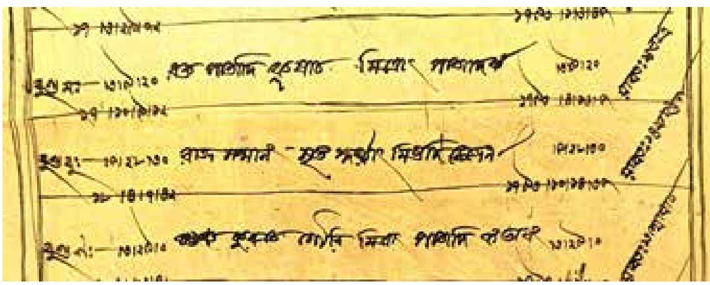


নথি নং ৯৮

আদালতঃ মুনসেফ আদালত, যশোর, তারিখঃ ১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ ইং, পক্ষঃ শ্রীমান মৃত্রঞ্চওয় মিত্রস্য (শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় মিত্র?), পিতা-শ্রীযুক্ত শান্তনাথ মিত্রস্য, বিষয়ঃ জন্মকুন্ডলী



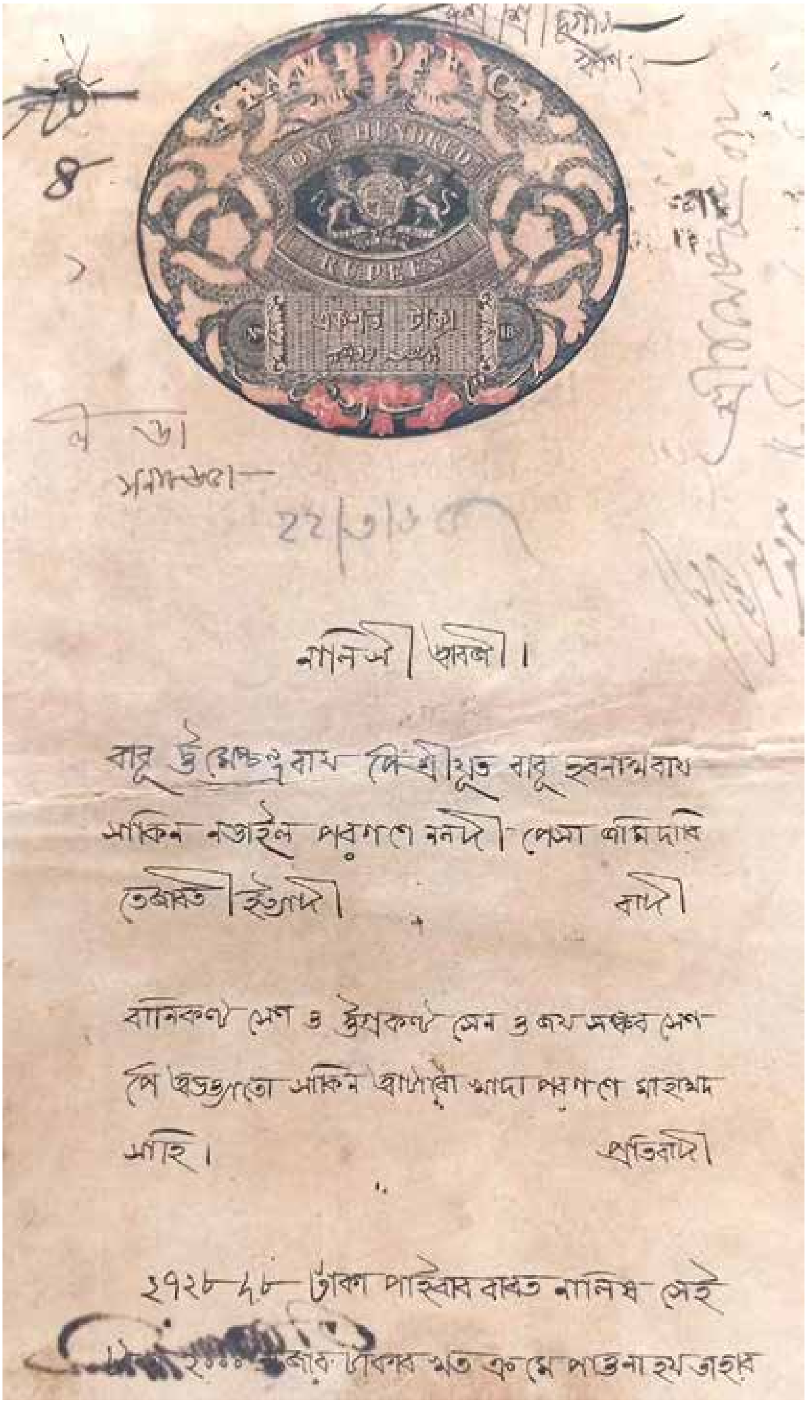






নথি নং ৯৯

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২২ মার্চ ১৮৬৫ ইং, বাদীঃ বাবু উমেচ চন্দ্র রায় ও বাবু হরনাথ রায়, নলদী, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি ও তেজারতি, বিবাদীঃ বানি কন্ট সেন ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া পাওনা আদায়


ONE HUNDRED RUPEES
একশত টাকা

নালিসী আরজী।

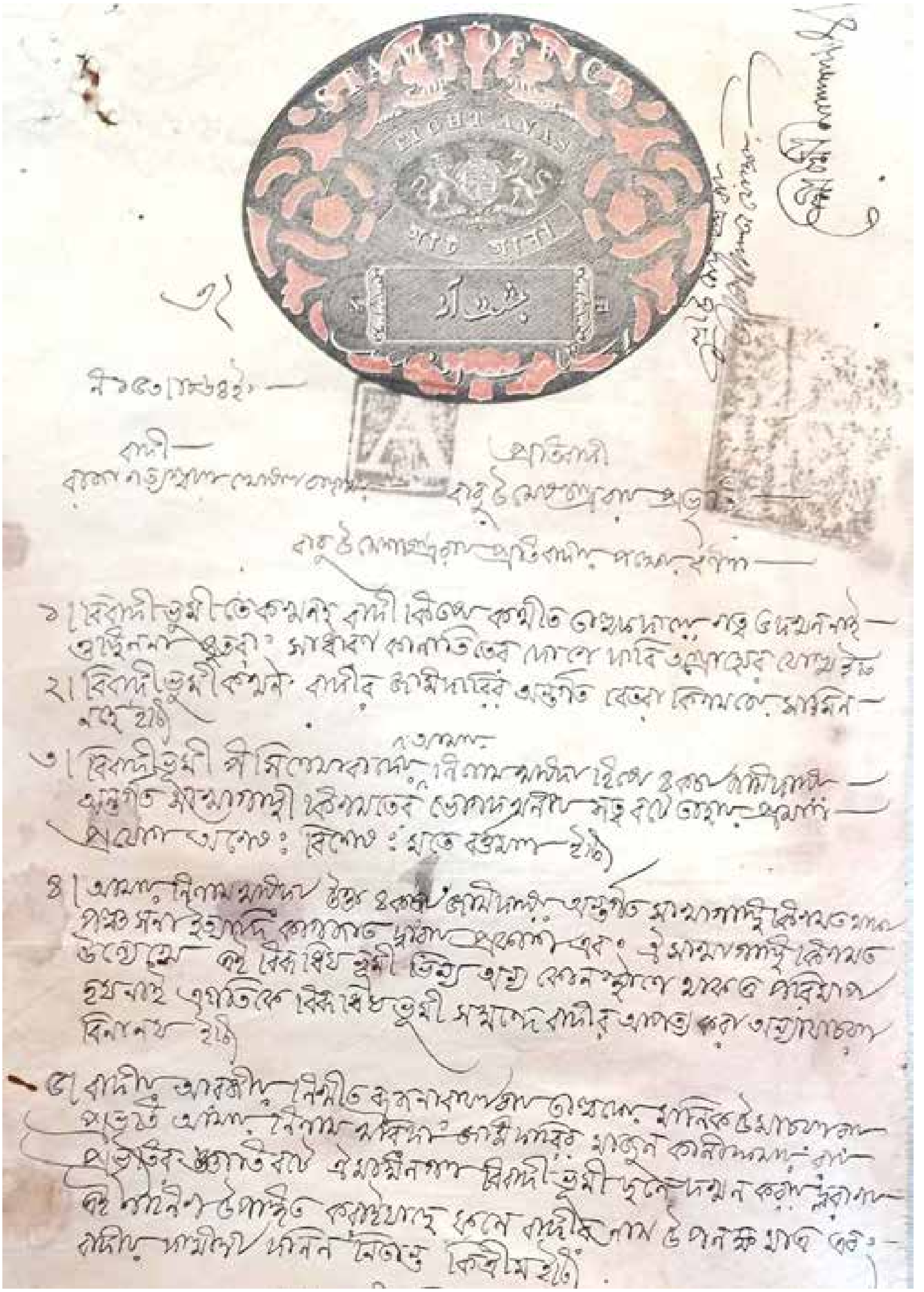
বাবু উমেশচন্দ্র রায় দি শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ রায়
সাকিন নড়াইল পরগণে নলদী পেসা জমিদারি
তেজারত ইত্যাদী। বাদী

বানিকণ্ঠ সেন ও [illegible] সেন ও জয় সঙ্কর সেন
দি [illegible] সাকিন [illegible] পরগণে [illegible]
সাহি। প্রতিবাদী

[illegible] টাকা পাইবার বাবত নালিশ সেই
[illegible] টাকার মত ক্রমে পাওনা হয় তাহার

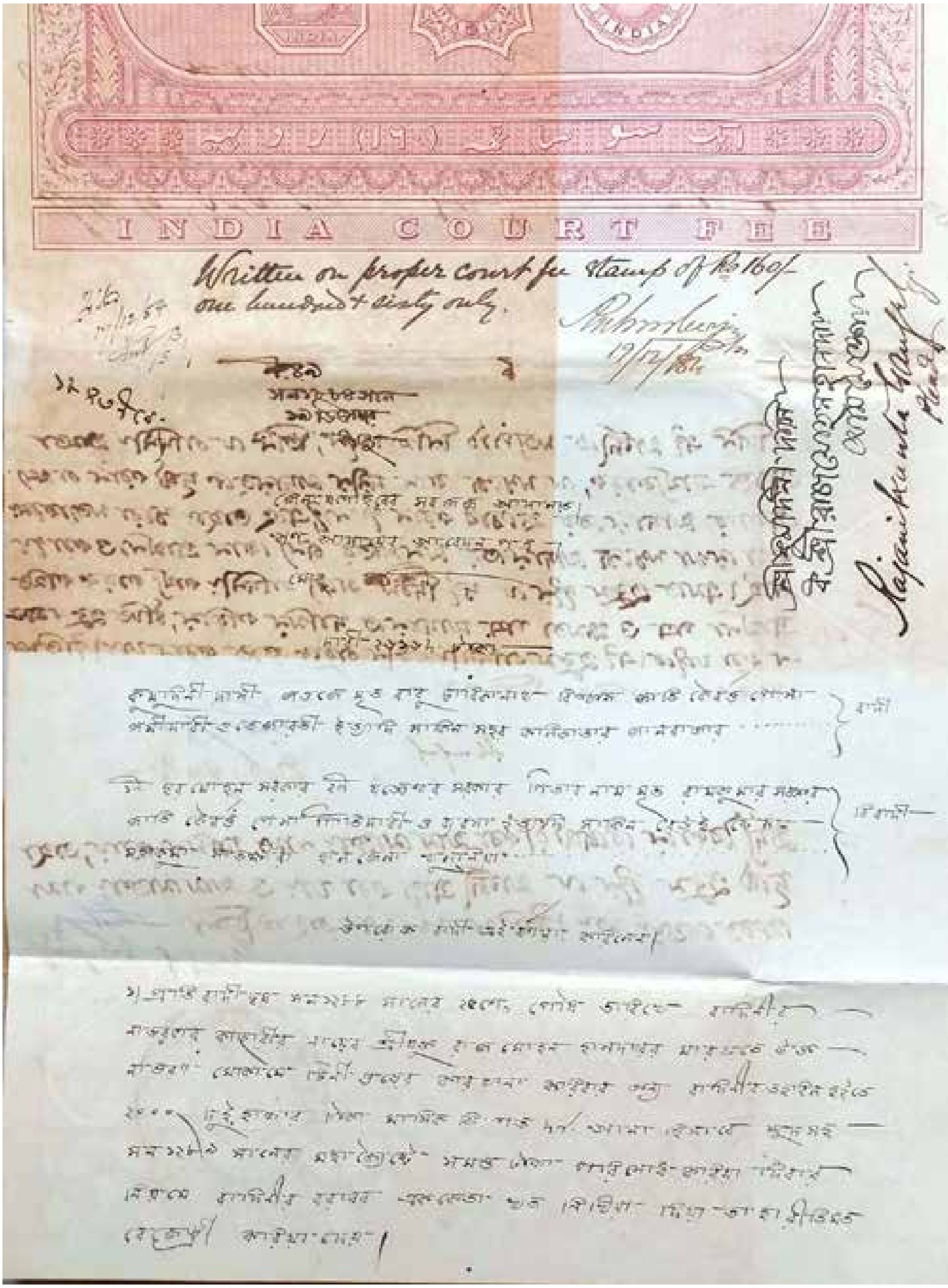
নথি নং ১০০

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ১৮৬৪ ইং, বাদীঃ রাজা সত্য স্মরণ ঘোষাল বাহাদুর, ঝালকাঠি, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ বাবু উমেষ চন্দ্র রায়, পেশাঃ জমিদারি/তালুকদারি, বিষয়ঃ জমি সংক্রান্ত বিরোধে বিবাদীর জবাব



নথি নং ১০১

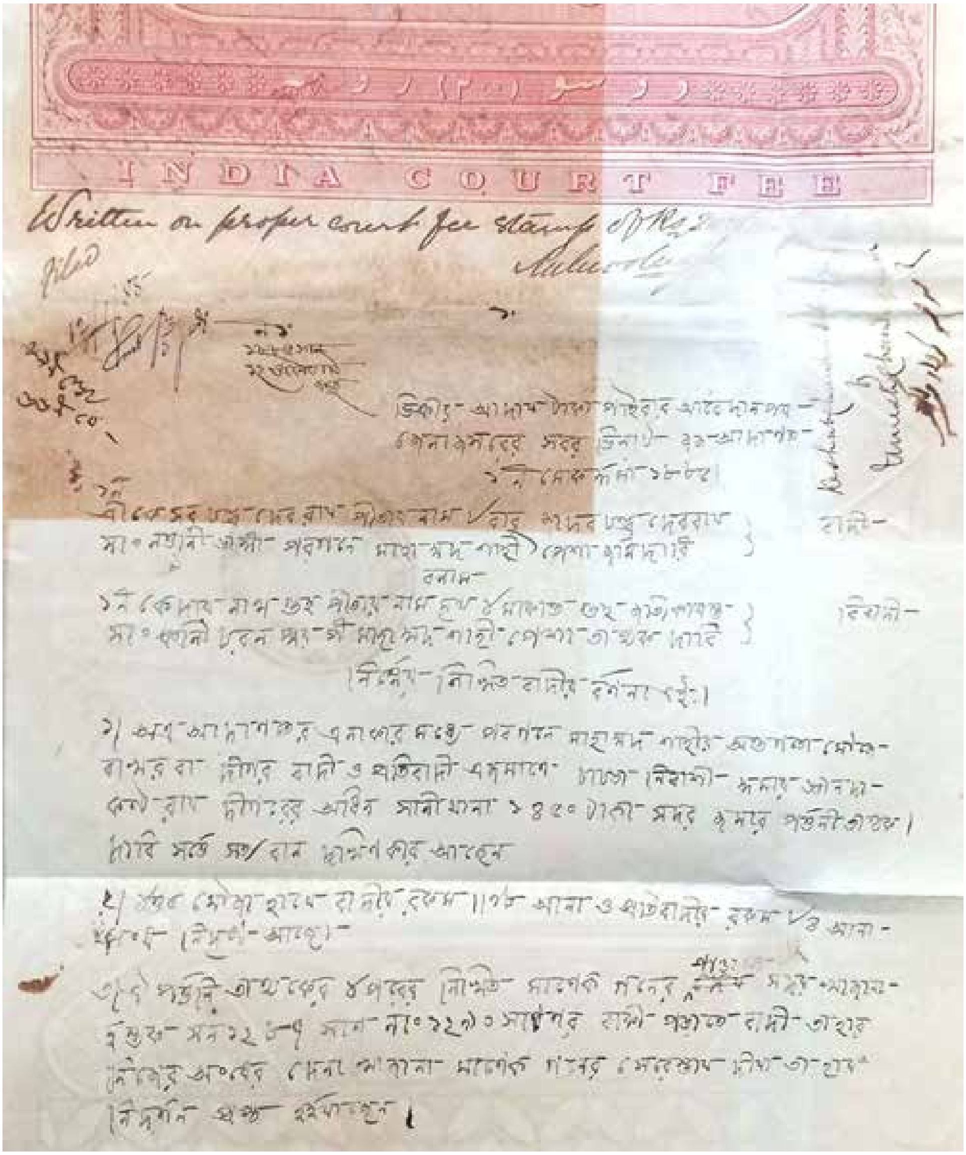
আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪ ইং, বাদীঃ কুমুদিনী দাসী, স্বামী-বাবু দারিকানাথ বিশ্বাস, জানবাজার, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদারি ও তেজারতি, বিবাদীঃ হরমোহন সরকার ও যজ্ঞেশ্বর সরকার, বিষয়ঃ ঋণের অর্থ আদায়


INDIA COURT FEE

Written on proper court fee stamp of Rs 160/- one hundred & sixty only.

নথি নং ১০২

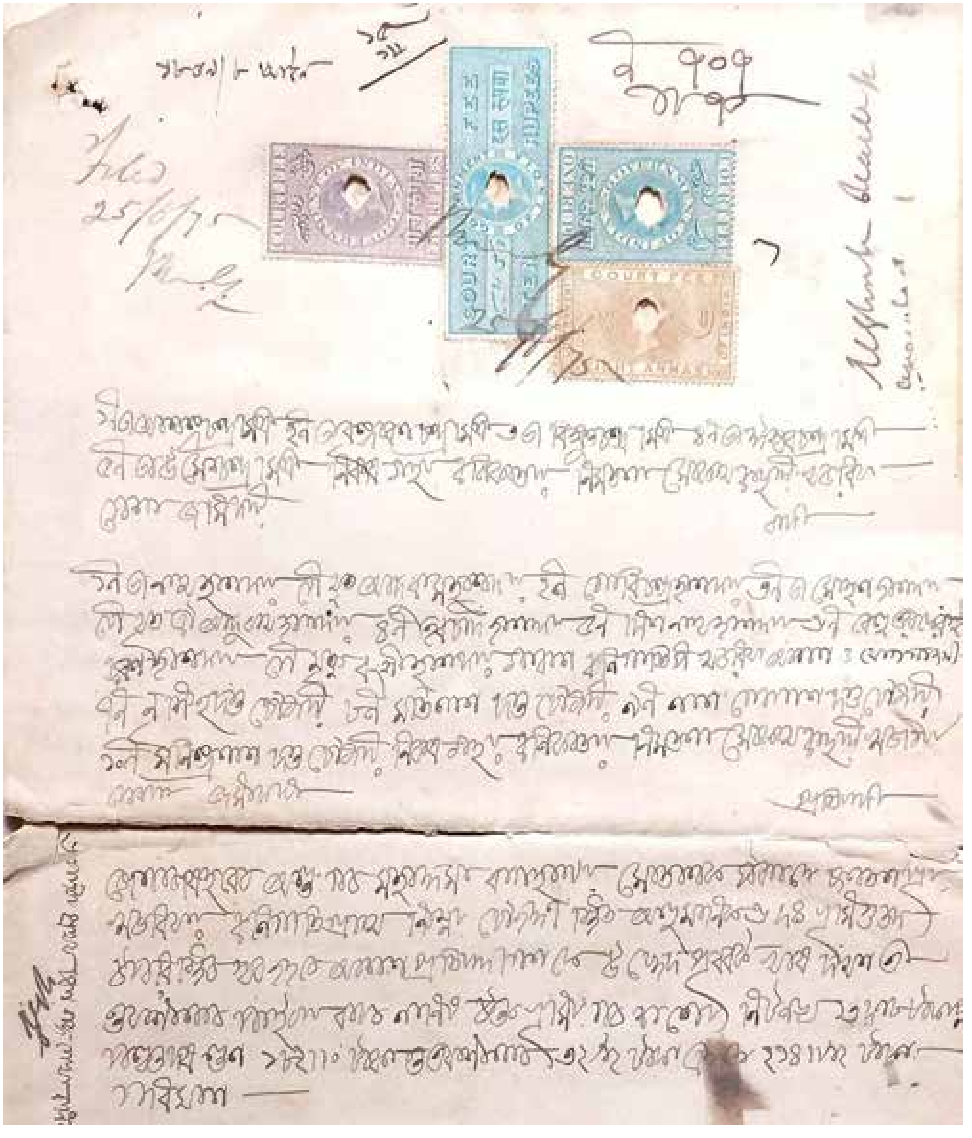
আদালতঃ যশোর সাবঅর্ডিনেট জজ কোর্ট, তারিখঃ ১২ জানুয়ারি ১৮৮৫ ইং, বাদীঃ কেসব চন্দ্র দেব রায়, পিতা- বাবু জাদব চন্দ্র দেব রায়, নওয়ানিডাঙ্গা, মাহামুদশাহী, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ কেদার নাথ গুহ, পিতা- সিকান্ত (?) গুহ, কালীচরণপুর, মাহামুদশাহী, পেশাঃ তালুকদারি, বিষয়ঃ ডিক্রীর অর্থ আদায়


INDIA COURT FEE

Written on proper court fee stamp

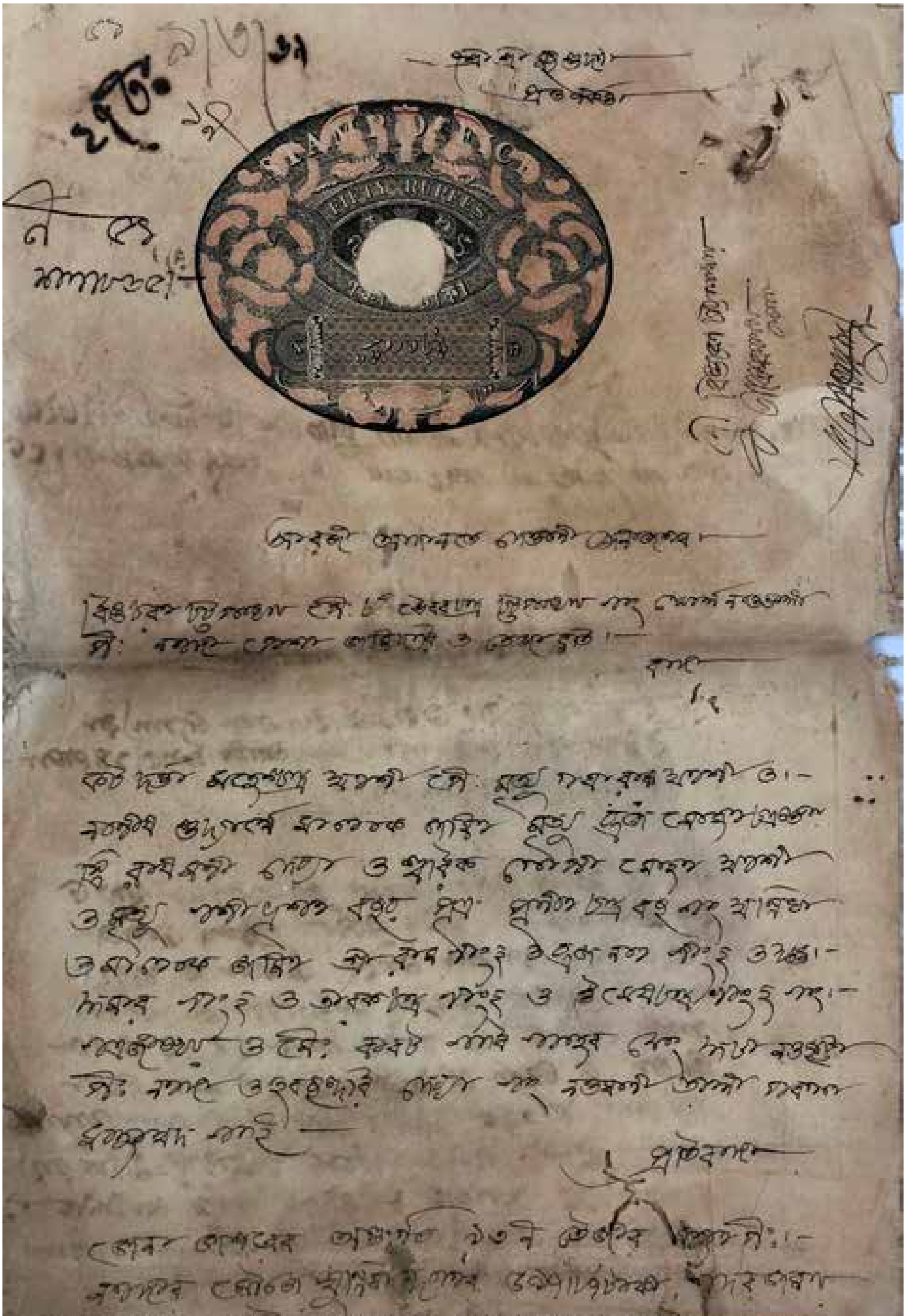
নথি নং ১০৩

আদালতঃ যশোর, তারিখঃ ২৫ জুন ১৮৭৫ ইং, বাদীঃ আনন্দ চন্দ্র মিত্র, বন্দচরণ চন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু চন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র মিত্র, নিমতলা, কোলকাতা, পেশাঃ জমিদার, বিবাদীঃ নাথ হালদার ও অন্যান্য, বিষয়ঃ খাজনা আদায়



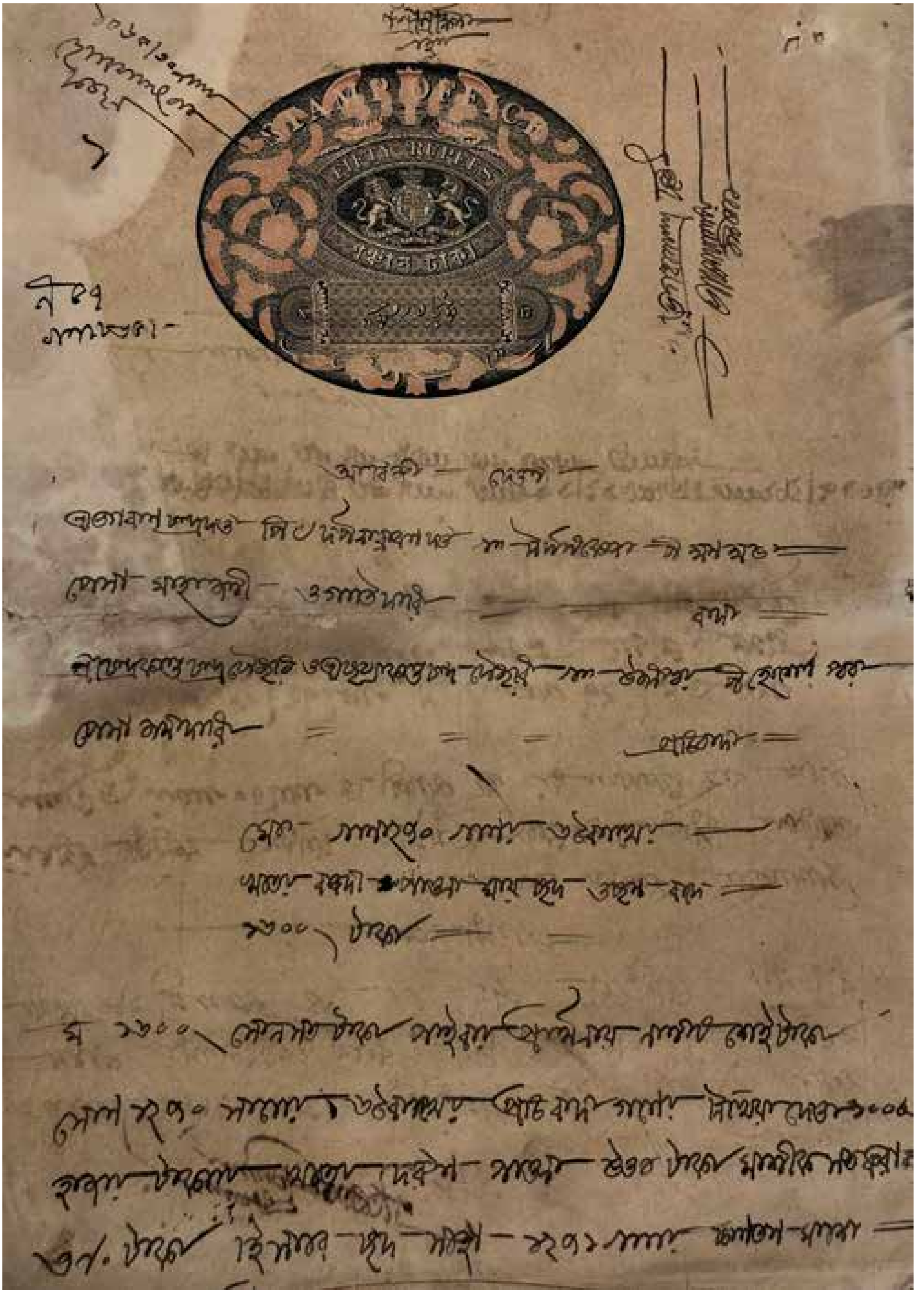
নথি নং ১০৪

আদালতঃ দেওয়ানী আদলত, যশোর, তারিখঃ ১৮৬৫ ইং, বাদীঃ বিষুচরণ চট্টপাধ্যায়, পিতা- ভৈরবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়, নলদি, নড়াইল, পেশাঃ জমিদারি ও তেজারতি, বিবাদীঃ মহেষ চন্দ্র মুনশী ও অন্যান্য, বিষয়ঃ কট কবালা জমির অর্থ আদায়



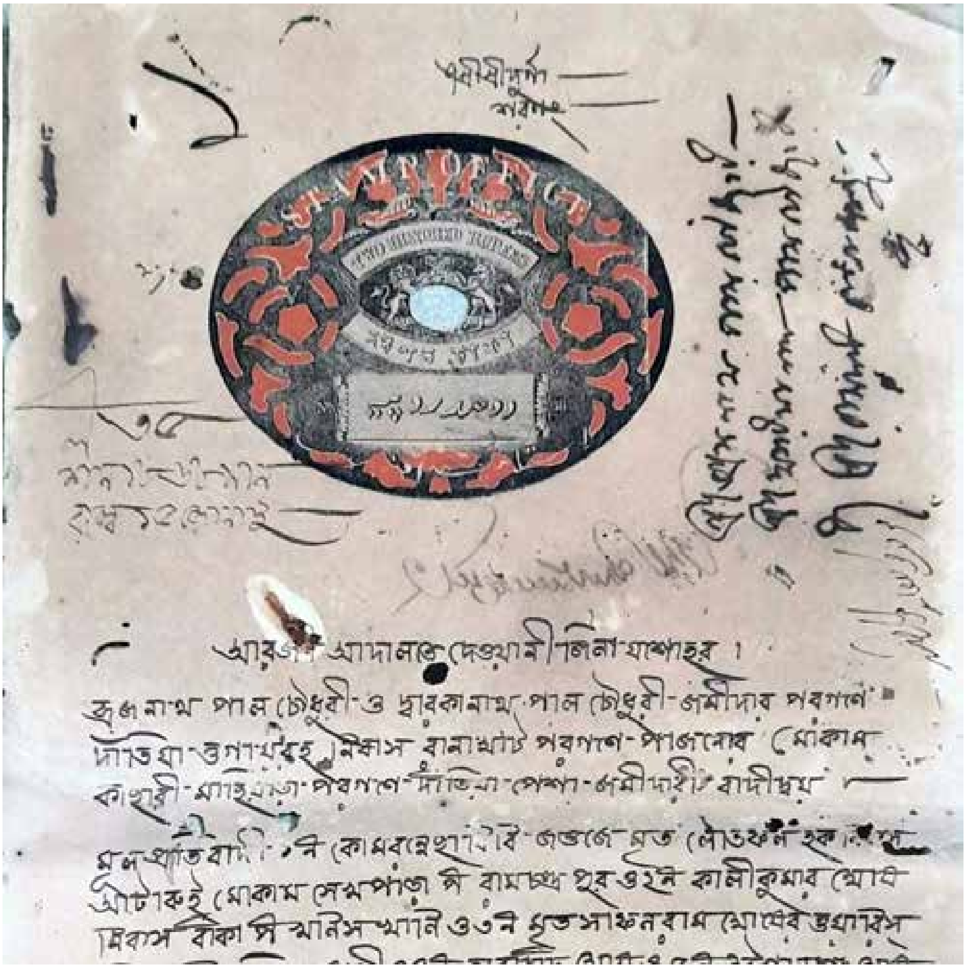
নথি নং ১০৫

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, তারিখঃ ১৮৬৫ ইং, বাদীঃ শ্রী ভগবান চন্দ্র দত্ত, পিতা- দর্পনারায়ণ দত্ত, পেশাঃ মহাজনী, বিবাদীঃ শ্রী চন্দ্রকান্ত চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রী সূয্যা (সূর্য) কান্ত চন্দ্র চৌধুরী, উজনপুর, পেশাঃ জমিদারি, বিষয়ঃ পাওনা অর্থ আদায়



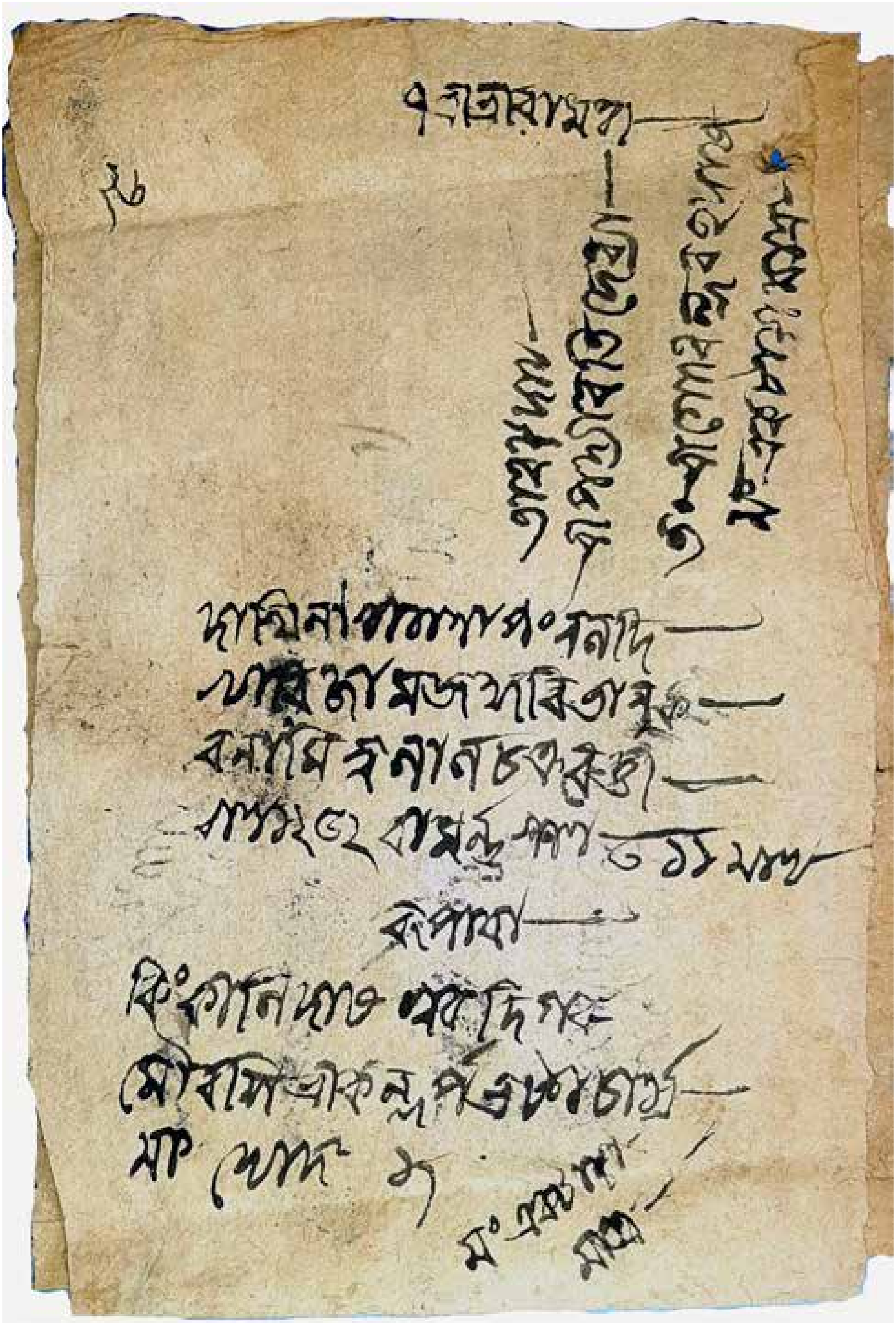
নথি নং ১০৬

আদালতঃ দেওয়ানী আদালত, যশোর, তারিখঃ ১৫ জুলাই ১৮৬৮ ইং, বাদীঃ ব্রজনাথ পাল চৌধুরী ও দারকানাথ পাল চৌধুরী, রানাঘাট, পাজনোর, পেশাঃ জমিদারি, বিবাদীঃ কামরুন্নেছা বিবি ও অন্যান্য, বিষয়ঃ বকেয়া খাজনা আদায় (?)

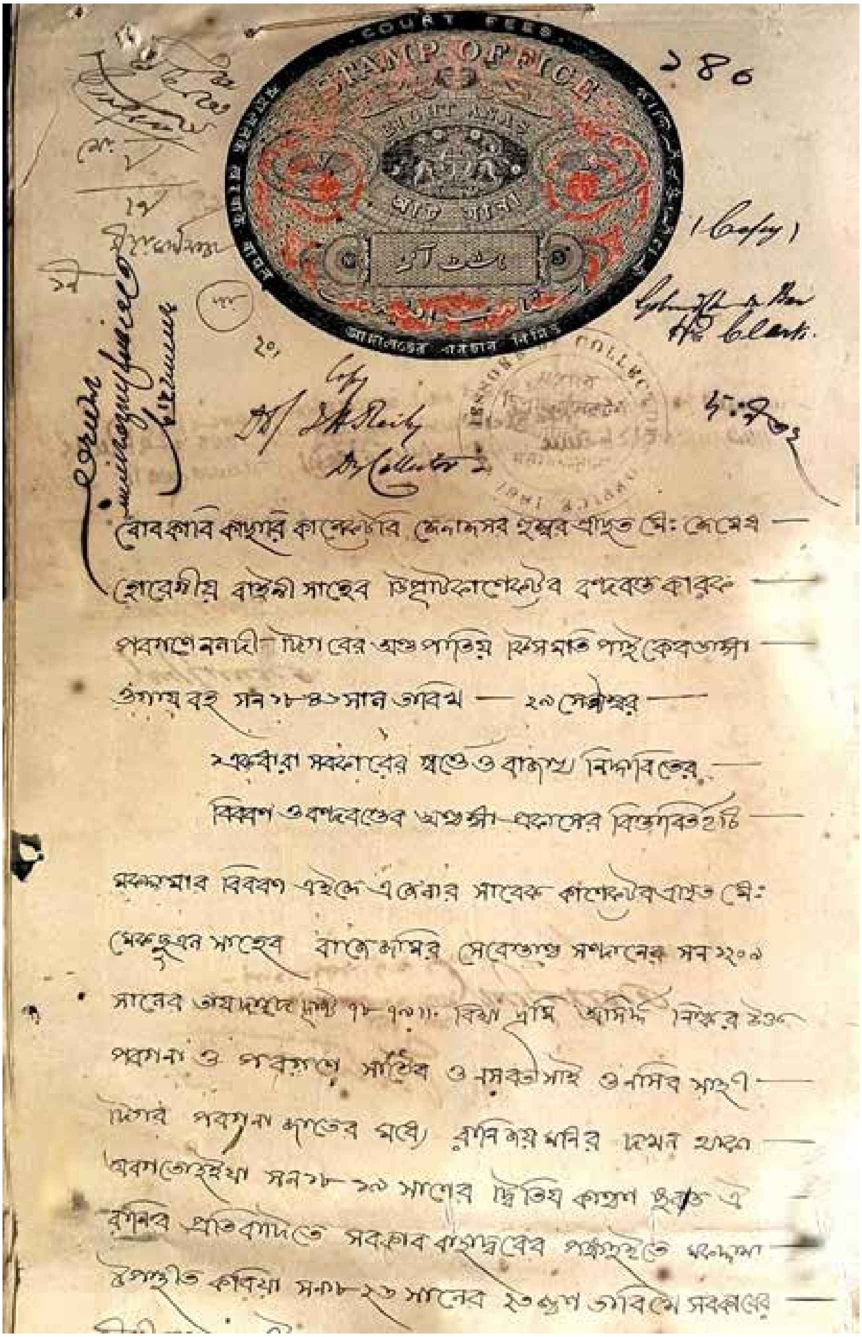

আরজী আদালত দেওয়ানী জিলা যশোহর ।
ব্রজনাথ পাল চৌধুরী ও দ্বারকানাথ পাল চৌধুরী জমীদার পরগনে

নথি নং ১০৭

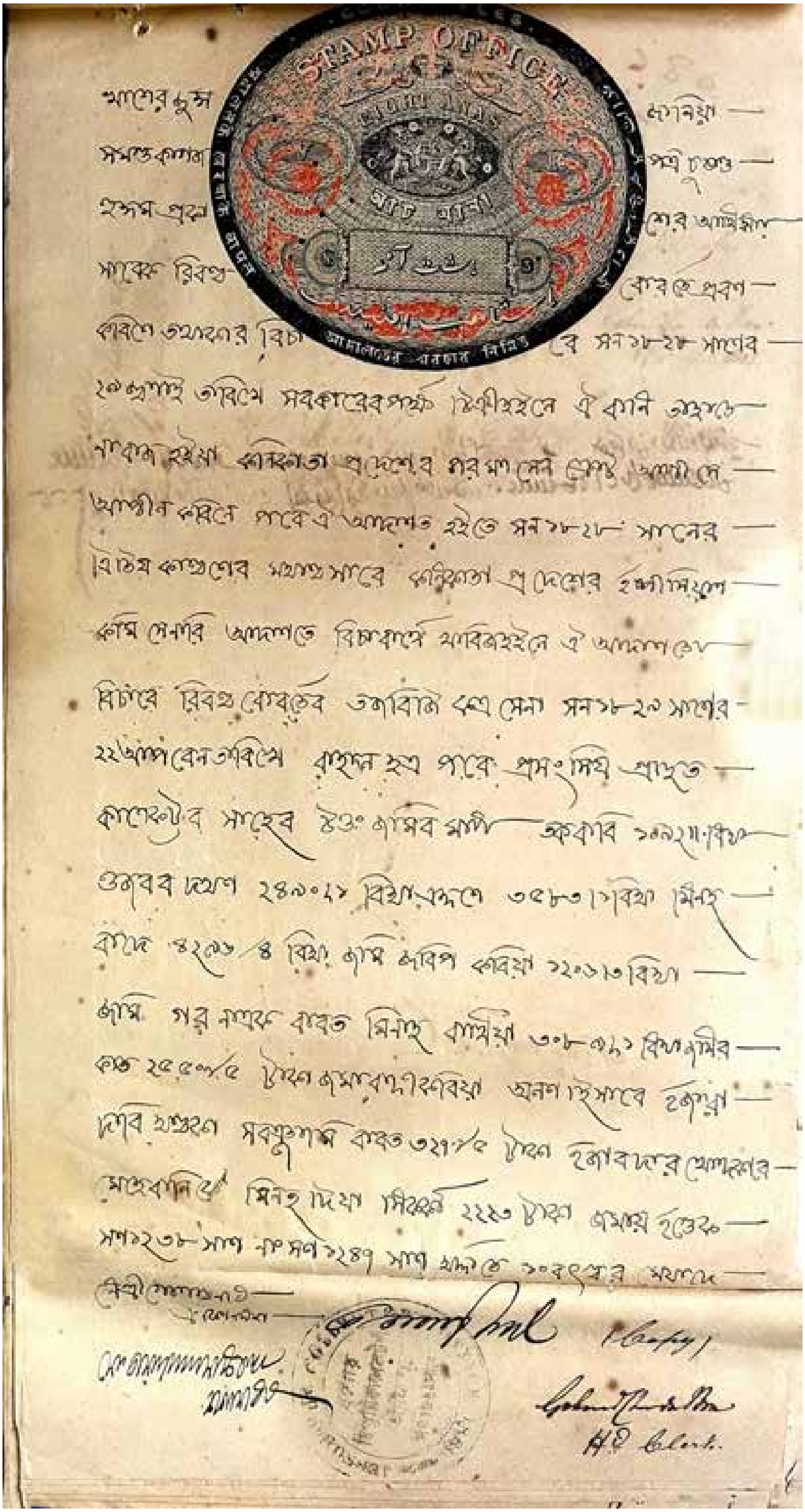
আদালতঃ তারিখঃ ১১ মাঘ ১২৫২ বঙ্গাব্দ, জমিদারঃ শ্রী পদ্যবতি দেব্যা, স্বামী- ভোলা নাথ, নলদী, বিষয়ঃ খাজনার রসিদ (পার্চমেন্ট)



৩
নথির পাঠ
নথি নং ০১



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
১৪০ [১নঁ মহর] দঃ নঁ ৩২ বোবকাবি কাছারি কালেকট্টরি জেলা জসর হুজ্বর শ্রীহত মেঁঃ জেমেষ হোরেগীয় বাইনী সাহেব ডিপূটি কাণেকট্টর বন্দবস্তকারক পবগণে ননদী দিগবের অন্তপাতিয় কিসমতি পাইকেবডাঙ্গা ওগায়বহ সন ১৮৪৬ সান তাবিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ১ একধারা সবকারের স্বর্ত্তে ও রাজস্ব নিদ্দাবিতের বিববণ ও বন্দবস্তের অন্বঙ্গা প্রকাসের বিস্তাবিত ইতি মকদ্দমার বিববণ এই জে এ জেনার সাবেক কাণেকট্টর শ্রীহত মেঁঃ মেকছুএন সাহেব বাজে জমির সেবেস্তান্ব সন্দানের সন ১২০৯ সানের তাযদাদ দৃষ্টে ৭৮৭৯ ৷৷বিঘা ভূমি অসির্দ্ধ নিস্কর উক্ত পবগানা ও পবগাণে সাতৈব ও নসবত সাইনসিব সাহী দিগর পরগনা জাতের মধ্যে রানি জয় মনির দখল থাকা অবগতো হইযা সন ১৮১৯ সানের দ্বিতিয় কান্বণ ষুবাত ঐ রানির প্রতিবাদিতে সবকাব বাহাদ্বরের পক্ষ হইতে মকদ্দমা উপস্থীত করিয়া সন ১৮২৬ সানের ২৩ জ্বণ তারিখে সরকাবের	নঁ= নং বোবকাবি= রোবকারি হুজ্বর= হুজুর পবগণে= পরগণে ননদী=নলদী অন্তপাতিয়= অন্তপাতীয় = অন্তঃগত পাইকেবডাঙ্গা=পাইকেরডাঙ্গা ওগায়বহ= ওগায়রহ =অপরাপর সান= সাল তাবিখ= তারিখ সবকারের= সরকারের নিদ্দাবিতের= নিদ্দারিতের বিববণ= বিবরণ অন্বঙ্গা= অনুজ্ঞা = আদেশ, অনুমতি বিস্তাবিত= বিস্তারিত জেনার= জেলার পবগনা= পরগনা নসবত= নসরত হইযা= হইয়া সবকাব= সরকার বাহাদ্বরের= বাহাদুরের সানের= সালের জ্বণ= জুন সন্দানের= সন্ধানের অর্সির্দ্ধ= অসিদ্ধ কান্বণ= কানুন

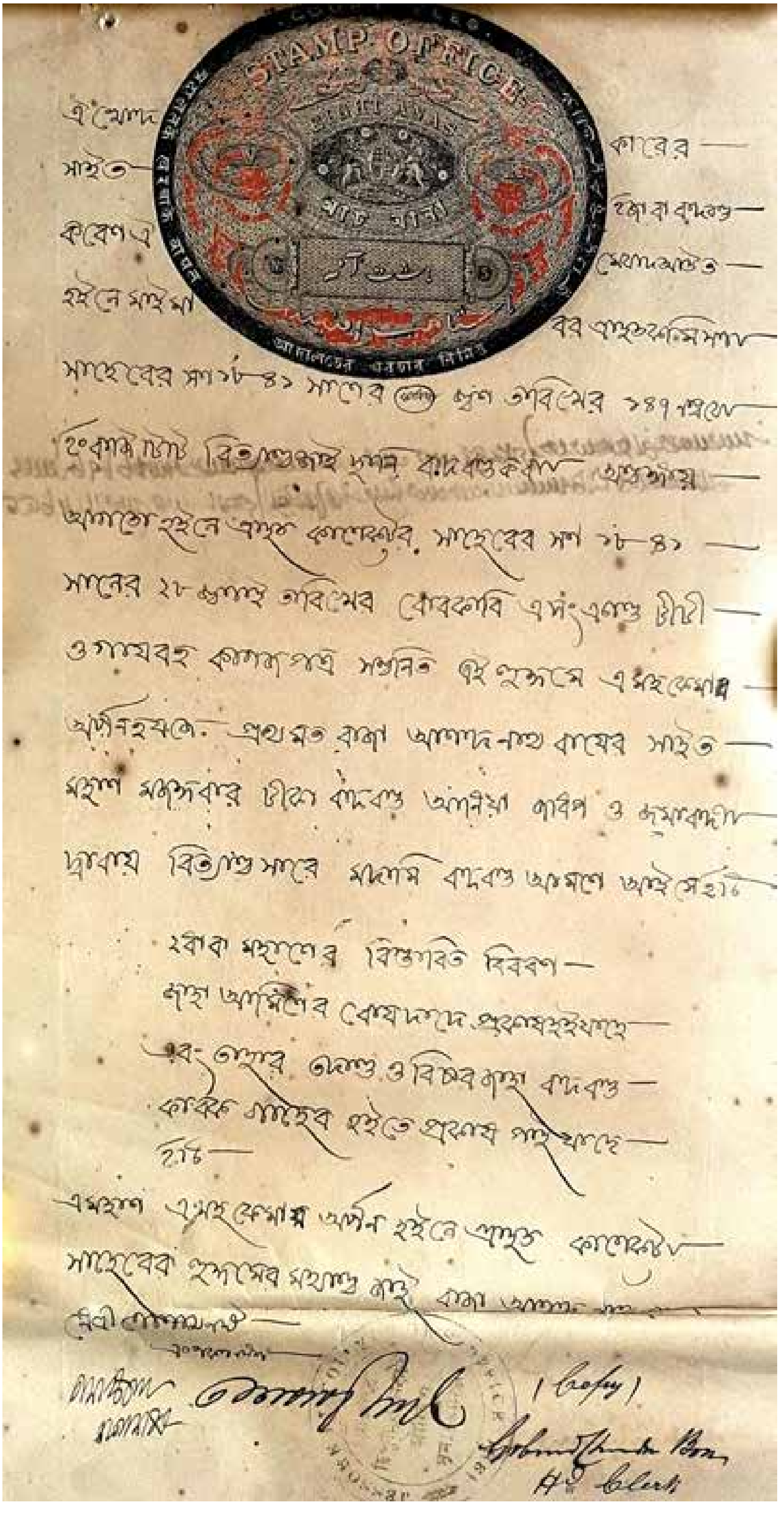

STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
আট আনা

পাঠ

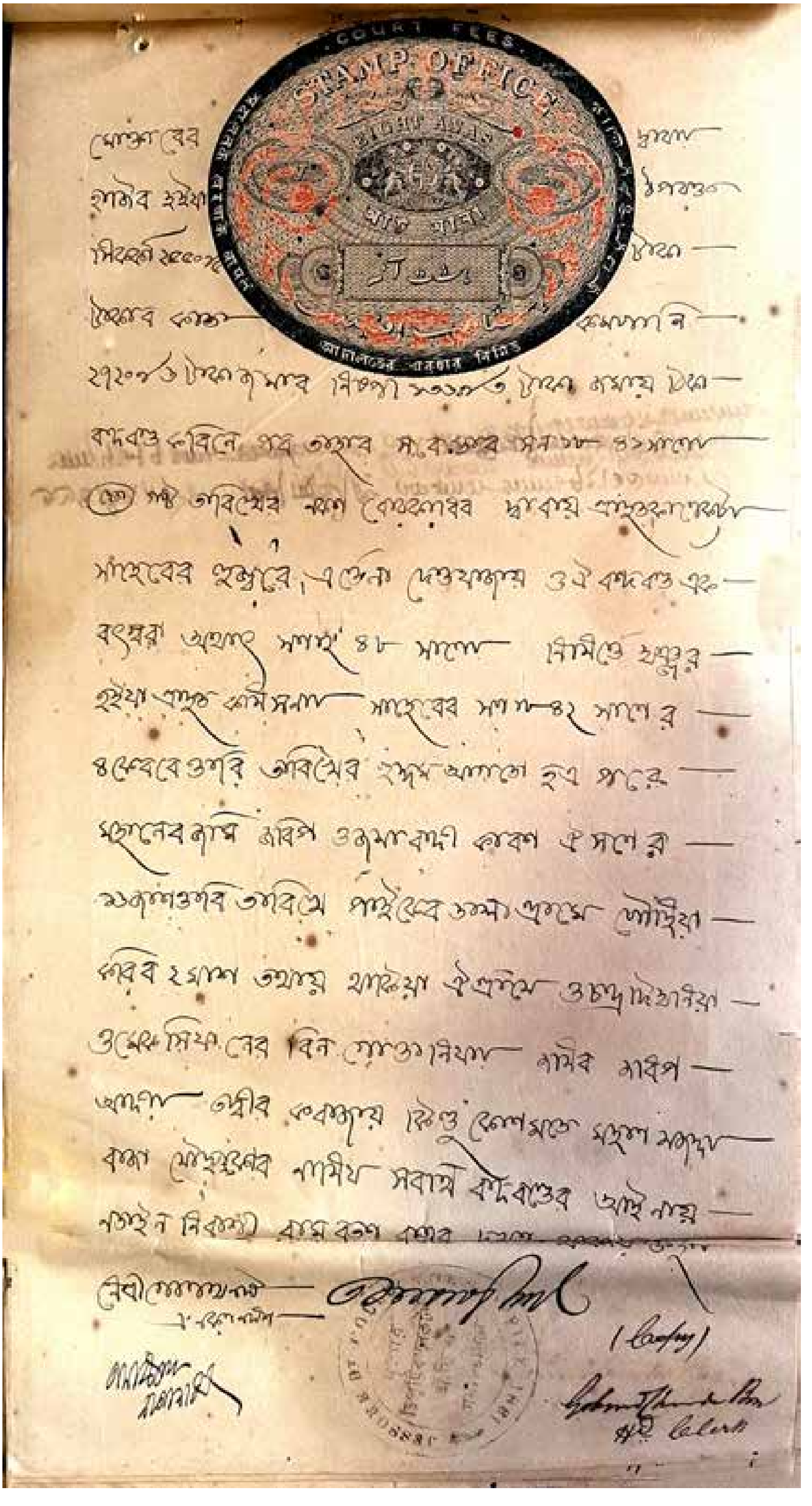
খাশের জুঙ্গ জানিয়া
সমস্ত কাগজ পত্র চুডান্ত
হুকুম প্রকাশের আদ্দি স্বীয়
সাবেক রিবন্ব ফেরর্তে শ্রবণ
করিণে তথাকার বিচারে সন ১৮১৮ সাণের
২৯ জ্বনাই তাবিখে সবকারের পর্ক্ষে ডিক্রী হইনে ঐ বানি তাহাতে নাবাজ হইয়া কনিকাতা প্রদেশের পরমা সেন ক্রোট আপীসে আপীন করিনে পবে ঐ আদাণত হইতে সন ১৮২৮ সানের ত্রিতিয় কান্বণের মাথানুসারে কনিকাতা প্রদেশের ইম্পাসিয়ান কমিসেনারি আদাণতে বিচাবার্থে খাবিজ হইনে ঐ আদানতের বিচারে রিবন্ব ফেরর্তের তজবিজে ফএসেনা সন ১৮২৯ সানের ২২ আপবেন তাবিখে বাহান হএ পরে প্রসংসিয শ্রীহত কাণেকট্টর সাহেব উক্ত জমিব মধ্যে তকবাবি ১০৯২ ॥৹বিঘা ওজবব দখন ২৪৯০৸১বিঘা একুণে ৩৫৮৩।১ বিঘা মিনহ বাদে ৪২৯৬৶৪ বিঘা জমি জরিপ করিয়া ১২০৬।৩ বিঘা
জমির গর নাএক বাবত মিনাহ বাখিয়া ৩০ ৮৯ ৸১ বিঘা জমির কাত ২৫৫০৴৫ টাকা জমাবন্দী কবিয়া অনণ হিসাবে ইজারা দাবি তাল্যুকা সবঞ্জামি বাবত ৩২৭৮৴ ৫ টাকা ইজাবাদার খোন্দকার মেহেবানি কে মিনহ দিযা সিকর্কা ২২২৩ টাকা জমায় ইস্তেক সন ১২৩৮ সাণ নং সণ ১২৪৭ সাণ মর্দ্দাতে ১০বৎস্বর মেযাদে

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

বাখিয়া= রাখিয়া
কবিয়া= করিয়া
অনণ= অন্য
সবঞ্জামি= সরঞ্জামি
ইজাবদার= ইজারাদার
মেহেবানি= মেহেরানি
দিযা= দিয়া
ইস্তেক= ইস্তক= হইতে; পর্যন্ত; নাগাদ
মেযাদে= মেয়াদে
লায়েক= অনুপযোগী
জুঙ্গ= যোগ্য
চুডান্ত= চুড়ান্ত
আদ্দি= আর্জি
রিবন্ব= রিবনু
করিণে= করিলে
সাণের= সালের
জ্বনাই= জুলাই
তাবিখে= তারিখে
সবকারের= সরকারের
হইনে= হইলে
বানি= রানি
নাবাজ= নারাজ
কনিকাতা= কলিকাতা
আপীন= আপীল
পবে= পরে
আদাণত= আদালত
কান্বণের= কানুনের
কনিকাতা= কলিকাতা
ইম্পাসিয়ান= ইম্পাসিয়াল
বিচাব= বিচার
খাবিজ= খারিজ
আপবেন= আপরেল
প্রসংসিয= প্রসংসিয়
জমিব= জমির
তকবাবি= তকরারি= তকরারী=বিবাদিয়; বিচারাধীন
জবব= জবর
দখন=দখল
মিনহ/মিনাহ= হ্রাসকরণ বা আদায় স্থগিত করা মিরাস=উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত
নাএক= লাএক=



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ঐ খোন্দকারের	ইজাবা= ইজারা
সহিত ইজাবা বন্দবস্ত	কবেণ= করেন
কবেণ ঐ মেযাদ অতিত	মেযাদ= মেয়াদ
হইনে মহিমাবর শ্রীহত কমিসণর	হইনে= হইলে
সাহেবের সণ ১৮৪১ সাণের (কানি?) জ্বন তাবিখের ১৪৭ নম্ববেব	জ্বন= জুন
ইংরাজি চিটি বিত্যান্বজাই ছানি বন্দবস্ত করায় অনুঙ্গায়	তাবিখেব= তারিখের
আগতো হইনে শ্রীহত কানেকট্টর সাহেবের সণ ১৮৪১ সানের	নম্ববেব= নম্বরের
২৮ জ্বনাই তাবিখের বোবকাবি এ সংক্রান্ত চীটী ও গাযবহ	হইনে= হইলে
কাগজপত্র সম্বনিত এই হুকুমে এ মহকেমায় অর্পন হয জে প্রথমত	বোবকাবি= রোবকারি
রাজা আনন্দ নাথ বাযের সহিত মহাণ মজকুবার টাকা বন্দবস্ত	ওগাযবহ= ওগায়রহ
আনিয়া জবিপ ও জমাবন্দীর দ্বাবায় বিত্যান্বসারে মদামি বন্দবস্ত	হয= হয়
আমণে আই সে ইতি	বায= রায়
	মজকুবার= মজকুরার
২ ধাবা ধাবা মহাণের বিস্তাবিত বিববণ	দ্বাবায়= দ্বারায়
জাহা আমিণের বোযদাদে প্রকাষ হইযাছে	ধাবা= ধারা
এবং তাহার তদান্ত ও বিচার জাহা বন্দবস্ত	বিস্তাবিত= বিস্তারিত
কাবক সাহেব হইতে প্রকাষ পাইযাছে	বোযদাদ= রোয়দাদ
	হইযাছে= হইয়াছে
ইতি	কাবক= কারক
	পাইযাছে= পাইয়াছে
এ মহাণ এ মহকেমায় অর্পন হইনে শ্রীহত কানেকট্টর সাহেবের	হইনে= হইলে
হুকুমের মথান্বজাই বাজা আনন্দ নাথ রায়	বাজা= রাজা

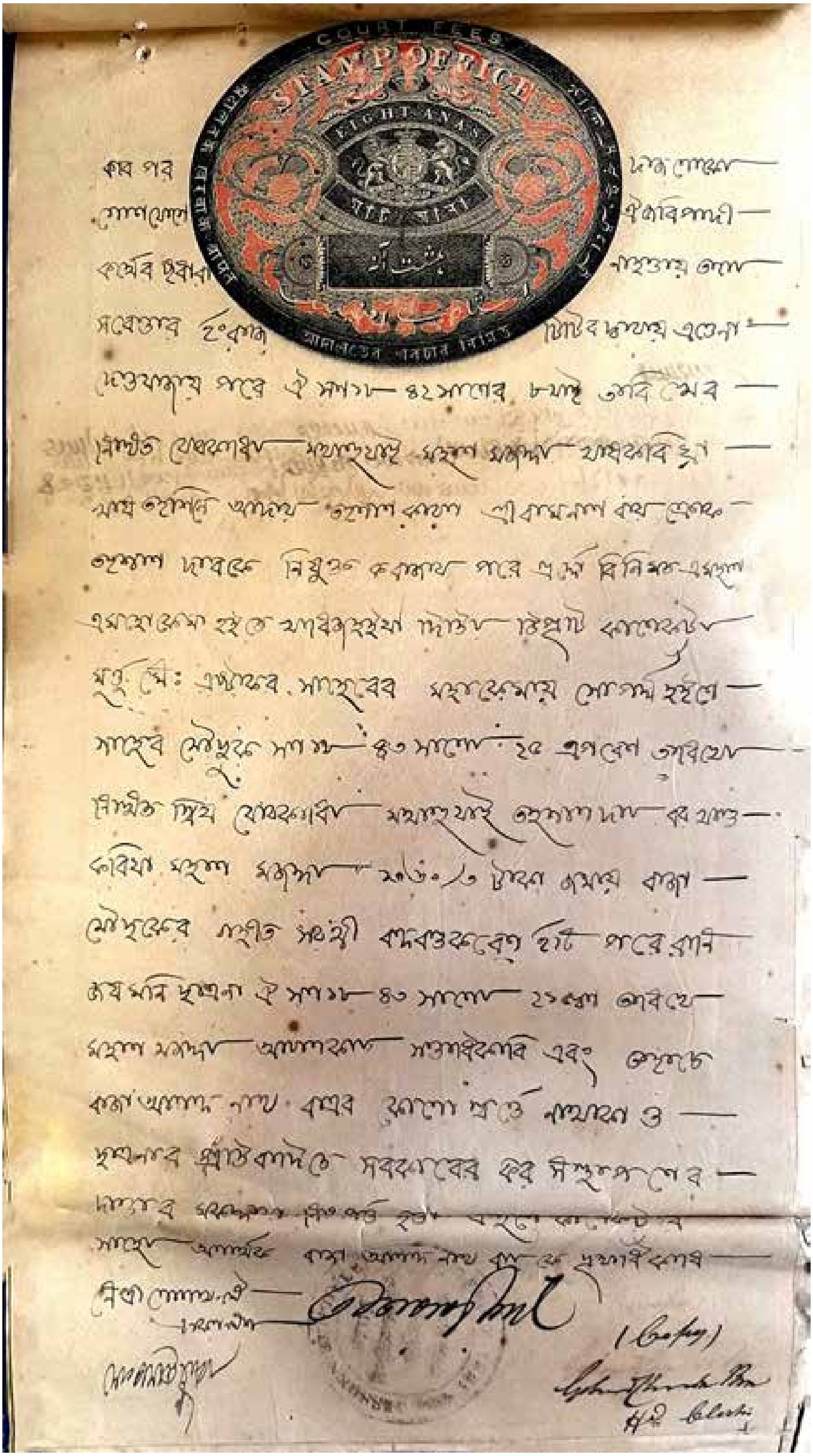

COURT FEES
STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
(Copy)

পাঠ

মোক্তাবের দ্বাবায়
হাজিব হইযা উপবক্ত
সিকর্কা ২৫৫০৴৫ টাকা
টাকাব কাতা কমপানি
২৭২০৴৬ টাকা জমার নিম্পী ১৩৬০৴৩ টাকা জমায় ঠিকা
বন্দবস্ত কবিনে পব তাহার সবেস্তার সন ১৮৪১ সাণের
(ছেডা) গষ্ট তাবিখের নকণ বোবকাবের দ্বাবায় শ্রীহত কাণেকটর
সাহেবের হুজুরে এর্ত্তেনা দেওযাজায় ও ঐ বন্দবস্ত এক বৎস্বরা অথাৎ
সণহ ৪৮ সাণের নিমির্ত্তে মঞ্জর
হইযা শ্রীহত কমিসনাব সাহেবের সণ ১৮৪২ সাণের
৪ ফেববেওারি তাবিখের হুকুম আগতো হত্র পরে
মহানেব জমি জবিপ ও জমাবন্দী কাবণ ঐ সণের ১৬ জাণওাবি
তাবিখে পাইকেব ডাঙ্গা গ্রামে পৌছিয়া করিব ২ মাশ তথায় থাকিয়া ঐ
গ্রামে ও চন্দ্রদিঘনিয়া ও মেকসিযানের বিন গোডানিযায় জমিব জবিপ
আদায় তদ্বীর কবাজায় কিন্তু কোণ মতে মহাণ মজকুব
বাজা মৌছফার নামিয সবথি বন্দবস্তো আইনায়
নডাইন নিবাশী রাম বতণ রাএব দখণ থাকায় উইল

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

মোক্তাবের= মোক্তারের
দ্বাবায়= দ্বারায়
হাজিব= হাজির
উপবক্ত= উপরক্ত
টাকাব= টাকার
কবিনে= করিলে
পব= পর
ছেডা= ছেড়া
তাবিখের= তারিখের
বোবকাবের= রোবকারের
দেওযা= দেওয়া
কমিশনাব= কমিশনার
ফেববেওারি= ফেবরেওারি
মহানেব= মহানের
জবিপ= জরিপ
কাবণ= কারণ
জানওাবি= জানওারি
পাইকেব= পাইকের
করিব= প্রায়
গোডানিযার= গোড়ানিয়ার
জমিব= জমির
জবিপ= জরিপ
কবা= করা
মজকুব= মজকুর
বাজা= রাজা
নামিয= নামিয়
সবথি= সরথি
নডাইল= নড়াইল
বতণ= রতণ
রাএব= রাএর
দখণ= দখল

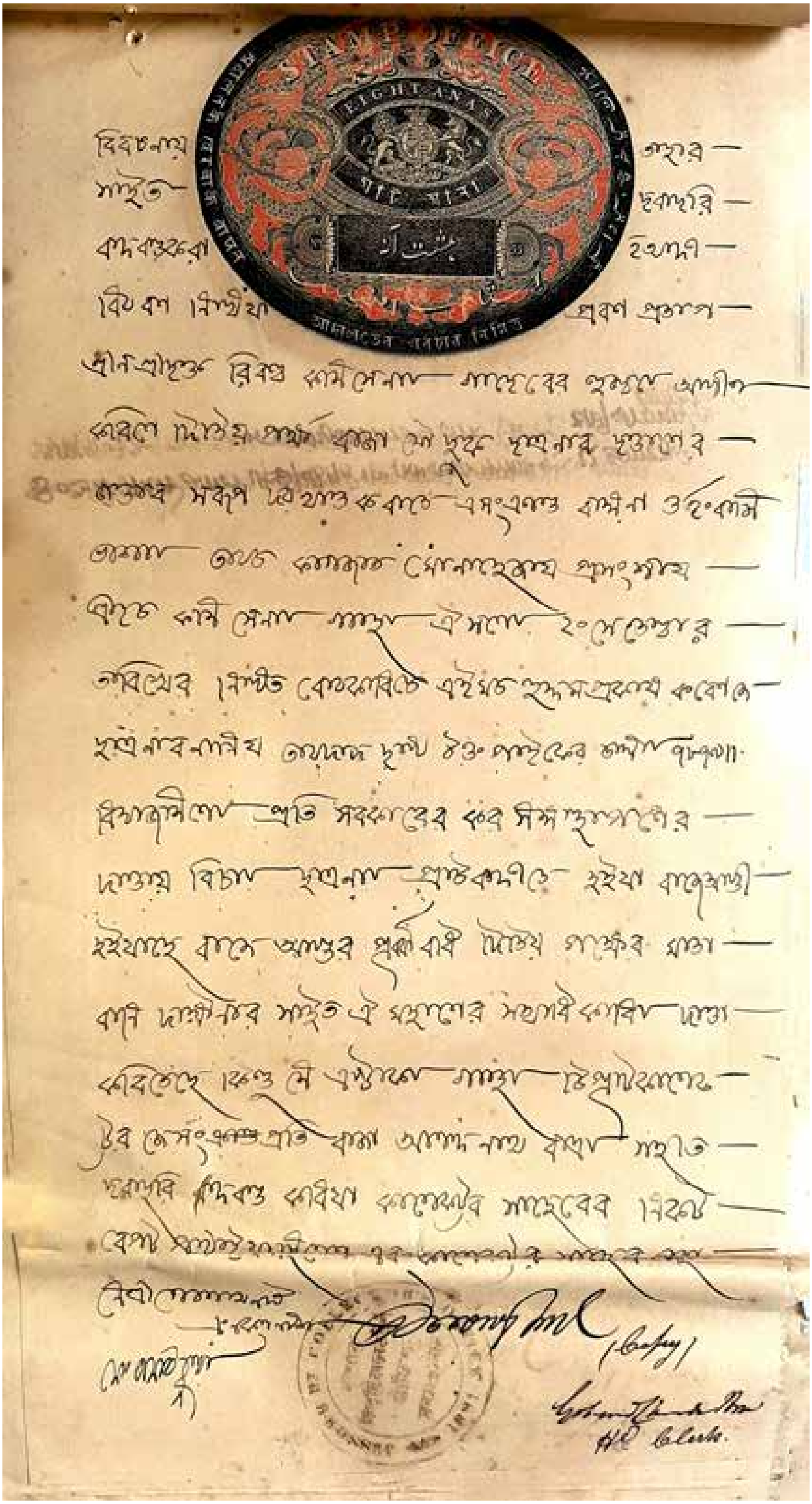

COURT FEES
STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS

পাঠ

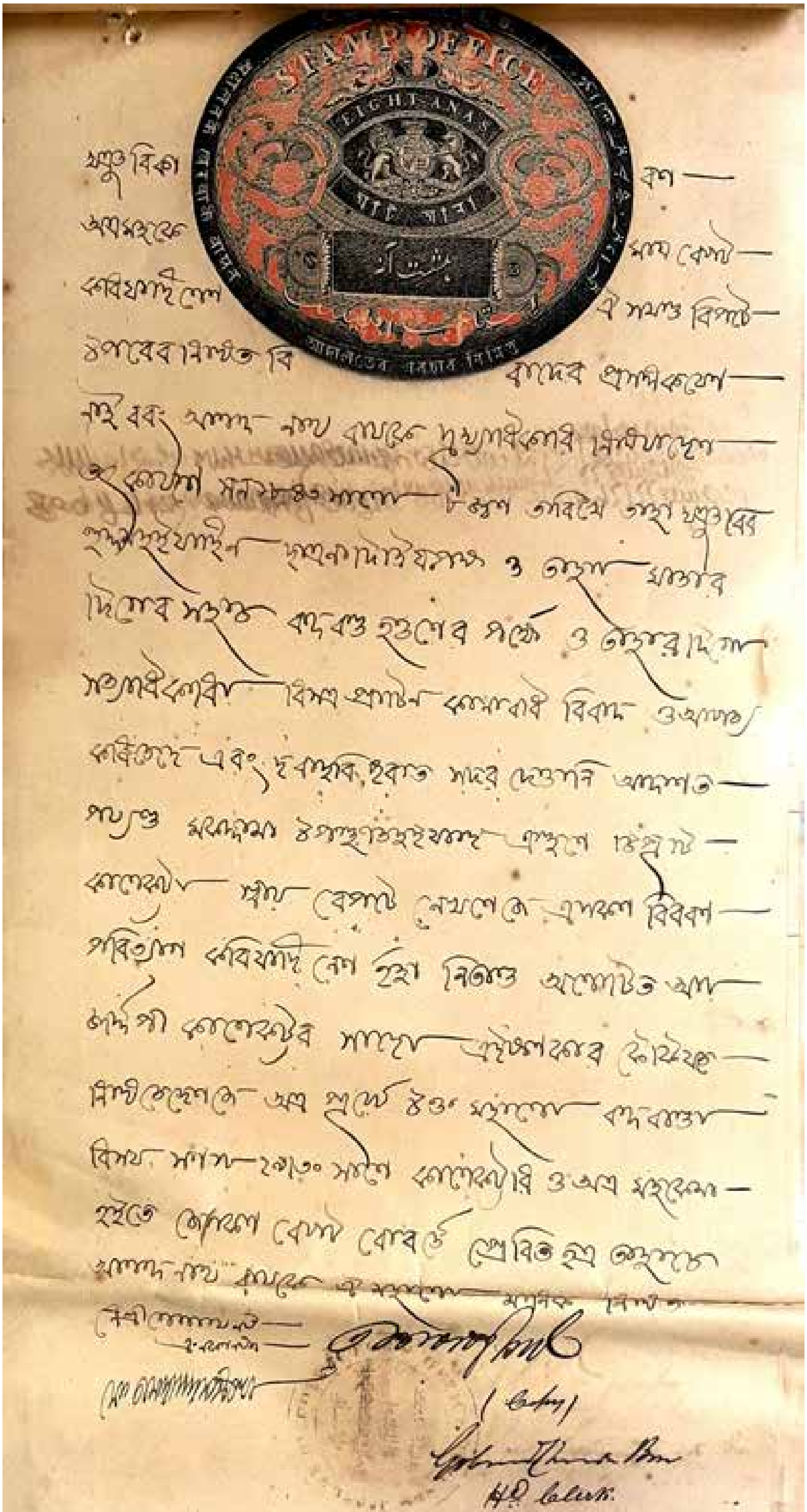
কাব পরদাজ ণোকেব
গোণযোগে ঐ জবি পাদী
কর্ম্মের ষুধারা না হওায় তাহাব
সবেস্তার ইংরাজি চিটেব দ্বাবায় এত্তেনা
দেওযা জায় পরে ঐ সন ১৮৪২ সাণের ৮ মাই তাবিখের নিখিত
বোবকাবিব মথাহুযাই মহাণ মজকুর খাষ কবিয়া খাষ তহশিনে আদায়
তহশীন কারণ শ্রী বাম নাণ বায় ক্রোক
তহশীণদাবকে নিযুক্ত কবাজায পরে শ্রর্দ্দো বিনিমত
এ মহাণ
এ মহোকেমা হইতে খাবিজ হইযা দিতিয় ডিপুটি কাণেকটর
মর্ত্তু মেঁঃ এষ্টাকর সাহেবের মহাকেমায় সোপর্দ্দ হইণে সাহেব মৌছুফ
সণ ১৮৪৩ সাণেব ২৫ এপবেন তাবিখেব নিখিত স্বিয বোবকাবি মথ
ানুযাই তহশীনদাব বরখাস্ত কবিয়া মহান মজকুর ১৩৬০৴৩ টাকা
জমায় বাজা মৌছফের সাহীত সবথী বন্দবস্ত করেণ ইতি পরে রানি
জয়মনি ছাএনা ঐ সণ ১৮৪৩ সাণের ২১ জ্বন তাবিখে মহান মজকুর
আপনকার সত্তাধিকাবি এবং তাহাকে
বাজা আনন্দ নাথ বাএর কোনো স্বর্ত্তে না থাকা ও ছাএনার প্রতিবাদিতে
সরকাবের কর সঁস্থাপনের
দাওার মকদ্দামা নিষপর্ত্ত হওা এহনে কানেকটর
সাহেব অণার্থক বাজা আনন্দ নাথ বায কে পূব্যাধিকারি

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

কাব= কার
ণোকেব= লোকের
গোণযোগে= গোলযোগে
জবিপাদী= জরিপাদী
তাগব= তাগর
তাবেব= তারের
চিটেব= চিটের
দ্বাবায়= দ্বারায়
দেওযা= দেওয়া
তাবিখে= তারিখে
তহশিনে= তহশিলে
বাম নান= রাম লাল
বায়= রায়
দাবকে= দারকে
খাবিজ= খারিজ
হইযা= হইয়া
সাণেব = সানের
এপবেন= এপরেল
তাবিখেব= তারিখের
নিখিত= লিখিত
স্বিয= স্বিয়
কবিয়া= করিয়া
বাজা= রাজা
সাণেব= সালের
মজকুব= মজকুর
সত্তাধিকাবি= সত্তাধিকারি
বাএর= রাএর= রায়ের
তাহাব=তাহার
সঁস্থাপনের= সংস্থাপনের
ছাত্রনা= ছায়েল



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বিবচনায় তাহার	ছবাছরি= ছরাছরি= সরাসরি
সহিত ছবাছরি	বিববণ= বিবরণ
বন্দবস্ত করা ইত্যাদী	কামিসেনাব= কমিসেনার
বিববণ নিখিয়া প্রবণ প্রতাপ	আপীন= আপীল
শ্রীন শ্রীযুক্ত রিবন্ব কমিসেনাব সাহেবের হুজুরে আপীণ কবিণে	কবিণে= করিলে
দিতিয় পর্ক্ষ বাজা মৌছুফ ছাত্রনার ছওাণের	ছওাণের= ছওালের
জওাব সবূপ দরখাস্ত কবাতে এ সংক্রান্ত বাঙ্গনা ও ইংরাজি	সবুপ= স্বরূপ
ভাশায তাবত কাগজাত মোনাহেজায প্রসংশীয	কবাতে= করাতে
শ্রীহত কমিসেনাব সাহেব ঐ সণের ২০ সেতেম্বার তাবিখের	বাঙ্গনা= বাঙ্গলা
নিখিত বোবকাবিতে এইমত হুকুম প্রকাষ করেণ জে	মোনাহেজায= মোলাহেজায়= বিশ্লেষণে
ছাএনাব নামিয তায়দাদ দৃষ্টে উক্ত পাইকের ডাঙ্গায় ৭৮৭৯ ৷৷০	প্রসংশীয= প্রসংশীয়
বিঘাজমিণেব প্রতি সবকাবের কর সঁঙ্গস্থাপণের	ছাএনাব= ছাএলার
দাওায় বিচার ছাএনাব প্রতিবাদীতে হইযা বাজেআপ্তী হইযাছে	জমিণেব= জমিনের
বাজে আপ্তর পূর্ব্বাবধি দিতিয় পক্ষের মাতা বানি দক্ষিনার	ভাশায= ভাষায়
সহিত ঐ মহাণের সত্যাধিকাবিব দাত্তা কবিতেছে কিন্তু মেঁ	বেপট= রিপোর্ট
এষ্টাকব সাহেব ডিপুটি কাণেক	
টর জে সংক্রান্ত প্রতি বাজা আনন্দ নাথ বাএব সহীত ছরাছরি	
বন্দবস্ত কবিযা কাণেকট্টর সাহেবেব নিকট	
বেপট পাঠাইযাছিণেণ এবং কাণেকট্টর সাহেব তাহা	



[illegible] বিক্রা [illegible] —
[illegible] সদর বোর্ড —
করিয়াছিলেন [illegible] ঐ সমস্ত রিপোর্ট —
[illegible] বাদের [illegible] —
নই এবং [illegible] —
[illegible] সালের — [illegible] তারিখে তাহা [illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible] ও [illegible]
[illegible] বিবাদ ও [illegible]
[illegible] এবং [illegible] সদর দেওয়ানি আদালত —
[illegible] —
[illegible] রিপোর্ট [illegible] বিবরণ —
[illegible] ইহা [illegible] —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible] ও [illegible] —
হইতে [illegible] বোর্ডে প্রেরিত হয় [illegible]
[illegible]

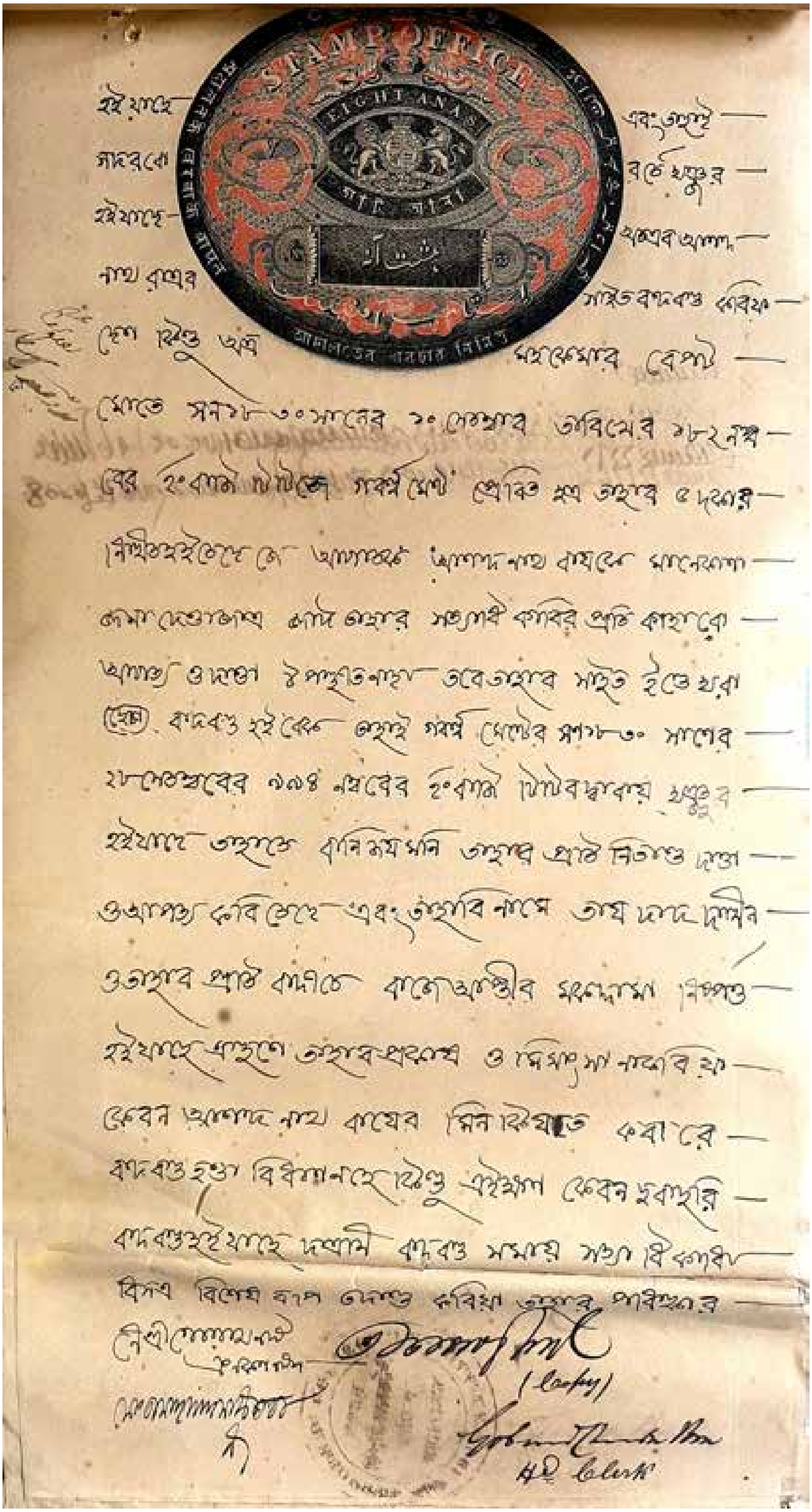
(Copy)
[illegible]
H.D. Calcutt.

পাঠ

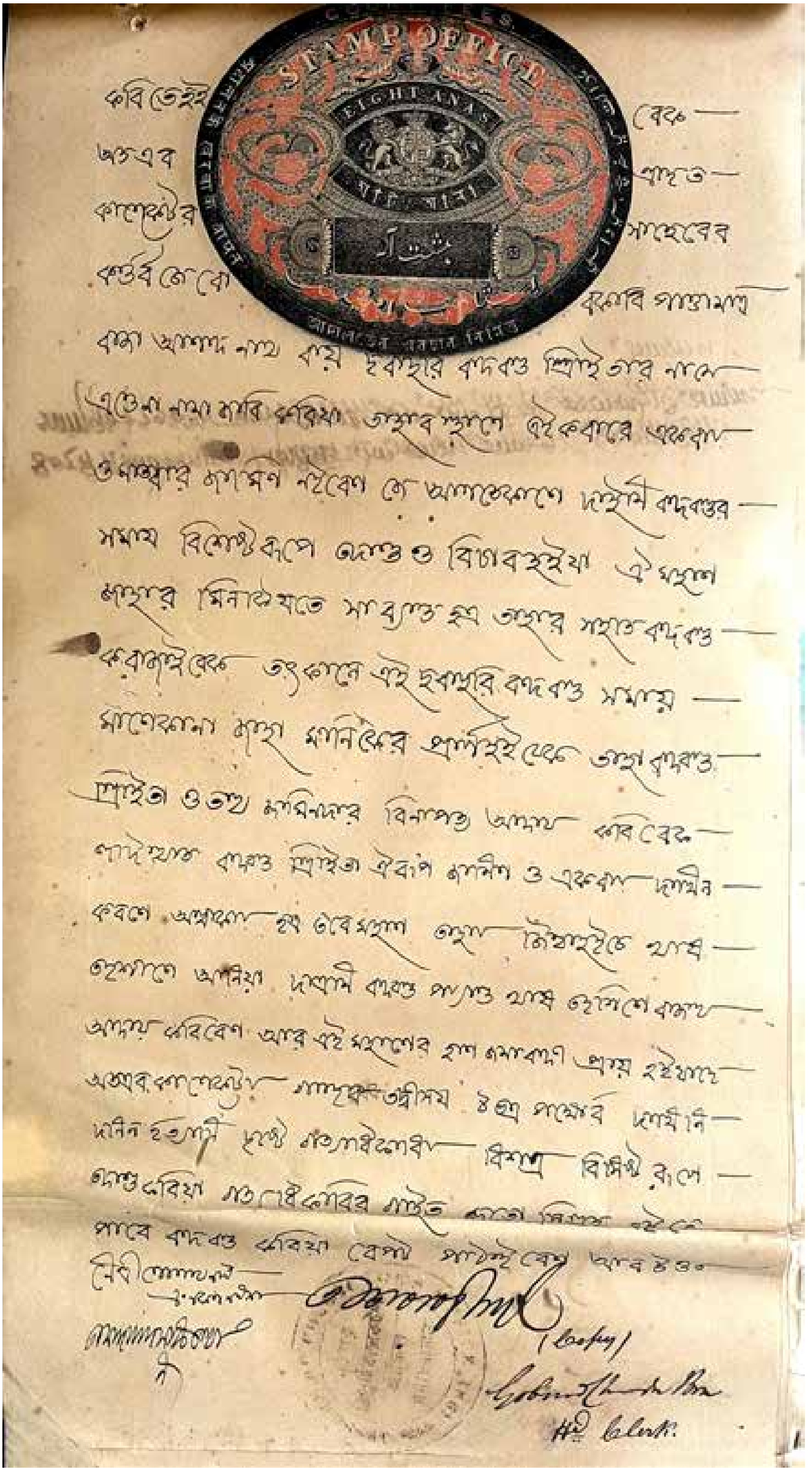
মঞ্জবি কারণ
অত্র মহকেমায় বেপট
কবিযাছিণেণ ঐ সমস্ত বিপটে
উপবেব নিখিত বিবাদেব প্রসঙ্গ কবেণ
নাই বরং আনন্দ নাথ বাযকে পূব্যাধিকারি নিখিযাছেণ তৎকাবণে সন ১৮৪৩ সাণেব ৮ জুন তাবিখে তাহা মঞ্জুবির
হুকুম হইযাছিন ছাএনা দিতিয পক্ষ ও তাহার মাতার দিগেব সহীত বন্দবস্ত হওণের পর্ক্ষে ও তাহার দিগেব সত্যাধিকাবির বিসএ প্রাচিন কানাবধি বিবাদ ও আপত্য কবিতেছে এবং ছবাছবি ষুবাত সদর দেওানি আদাণত পয্যন্ত মকদ্দামা উপস্থীত হইযাছে এ স্থণে ডিপুটি কাণেকটর স্বীয় বেপটে নেখণে জে এ সকণ বিববণ পবিত্যাগ কবিযাছিনেণ ইহা নিতান্ত অণোচিত আর জর্দ্দপী কাণেকটব সাহেব এই ক্ষণকার কৈফিযতে নিখিতেছেণ জে অত্র পূবের্ব উক্ত মহাণেব বন্দবস্তো বিসয সণ ১৮২৯/৩০ সাণে কাণেকটরি ও অত্র মহকেমা হইতে জে সকণ বেপট বোবর্ডে প্রেবিত হএ তাহাতে আনন্দ নাথ রাযকে ঐ মহাণেব মানিক নিখিত

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

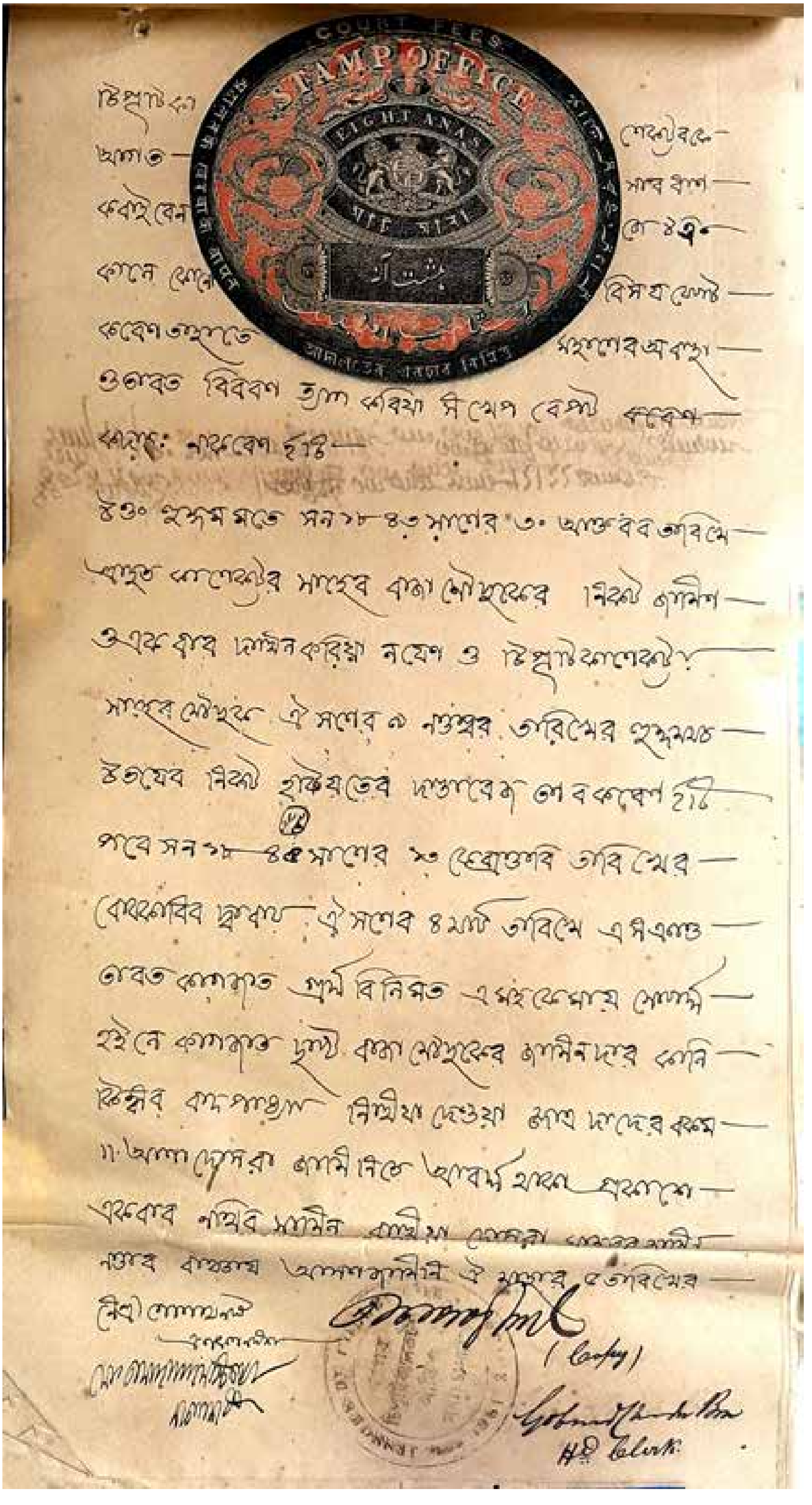
বেপট= রেপট= রিপোর্ট
উপবেব= উপরের
কবেণ= করেন
নিখিযাছেন= লিখিয়াছেন
দিগেব= দিগের
কানাবধি= কালাবধি
স্থনে= স্থলে
কৈফিযতে= কৈফিয়তে
নিখিতেছেণ= লিখিতেছেন
মানিক= মালিক
নিখিত= লিখিত
বোবর্ডে= বোরর্ডে= বোর্ডে (?)
অণোচিত= অনুচিত


STAMP OFFICE
EIGHT ANAS

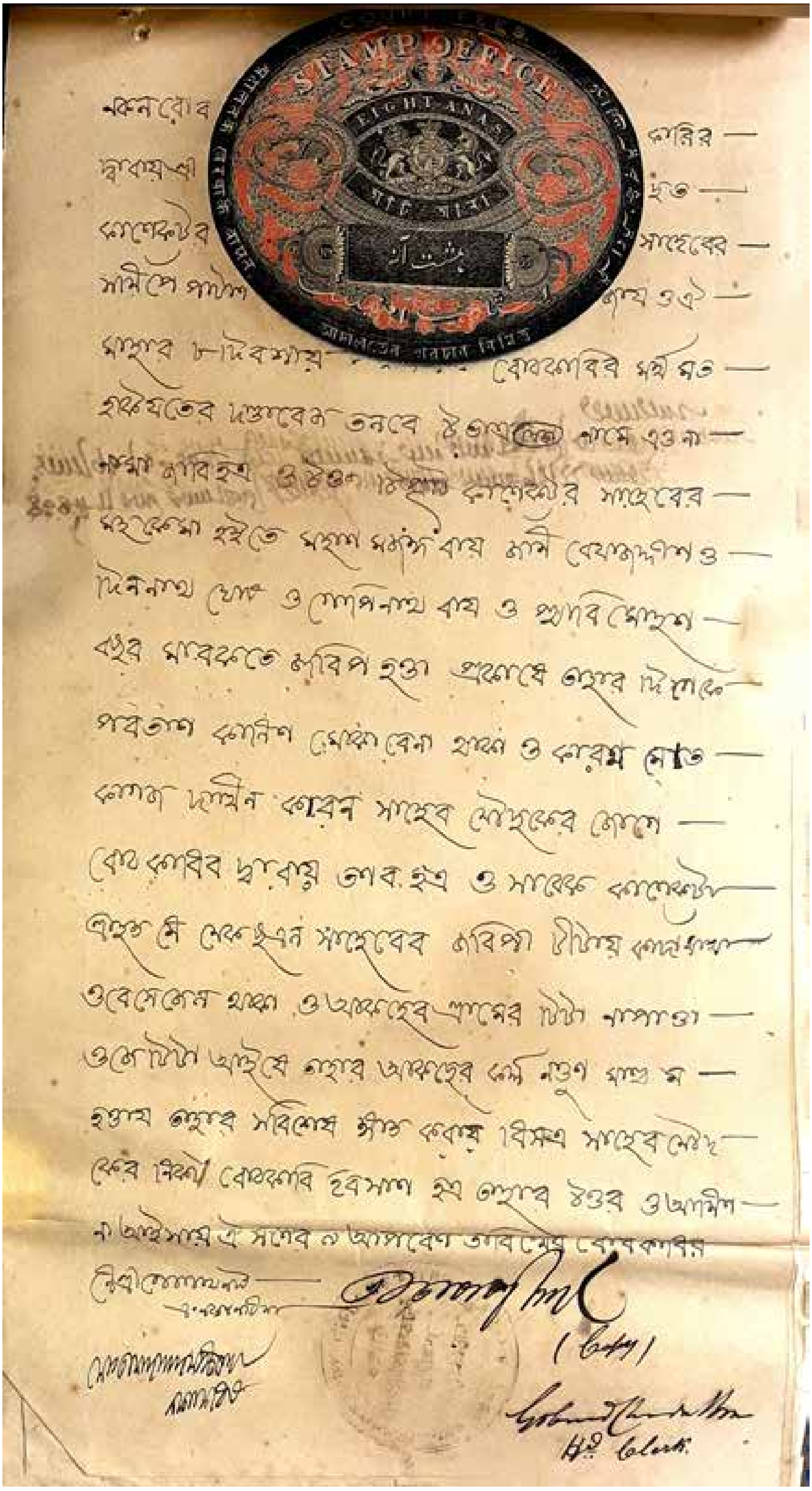
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
হইয়াছে এবং তাহাই সদর বোরর্ডে মঞ্জর হইযাছে অতএব আনন্দ নাথ রাএর সহিত বন্দবস্ত কবিয়া ছেণ কিন্তু অত্র মহকেমার বেপট মোতে সন ১৮৩০ সনের ১০ সেতম্বার তাবিখের ১৮২ নম্ব বের ইংরাজি চিটি তে গবর্ন্মেন্ট প্রেবিত হএ তাহার ৫ দফার নিখিত হইতেছে জে আপাতক আনন্দ নাথ বায কে মানেকাণা জমা দেওা জাএ জদি তাহার সত্যাধিকাবির প্রতি কাহারো আপত্য ও দাওা উপস্থীত নাহয তবে তাহার সহিত ইস্তেহারা (ছেড়া) বন্দবস্ত হইবেক তাহাই গবর্ন্মেন্টের সণ ১৮৩০ সাণের ২৮ সেতম্ববের ৯৯৪ নম্ববের ইংরাজি চিটির দ্বাবায় মঞ্জুর হইযাছে তাহাতে বানি জযমনি তাহার প্রতি নিতান্ত দাওা ও আপত্য কবিতেছে এবং তাহাবি নামে তাযদাদ দাখিন ও তাহার প্রতিবাদীতে বাজেআপ্তীর মকদ্দামা নিষ্পর্ত্ত হইযাছে এস্থণে তাহাব প্রকাষ ও মিমাংসা না কবিয়া কেবন আনন্দ নাথ রাযের মিনকিয়ত কবারে বন্দবস্ত হওা বিধাণ নহে কিন্তু এইক্ষণ কেবন ছবাছরি বন্দবস্ত হইযাছে দাএমি বন্দবস্ত সমায় সত্যাধিকাবির বিসএ বিশেষ রূপ তদান্ত কবিয়া তাহার পরিস্কার	কবিতেছে= করিতেছে তাহাবি= তাহারি দাখিন= দাখিল স্থণে= স্থলে মিনকিয়ত= মিলকিয়ত= মালিকানা ছবাছরি= ছরাছরি= সরাসরি কবারে= করারে= অঙ্গিকারে দাএমি= চিরস্থায়ী বাজেআপ্তি= বাজেয়াপ্তি বিসএ= বিষয়ে


STAMP OFFICE
EIGHT ANAS

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
কবিতে হইবেক	কবিতে= করিতে
অতএব শ্রীহত	কবিযা= করিয়া
কানেকক্টর সাহেবের	তাহাব= তাহার
কর্ত্তর্ব জে বোবকাবি পাওা মাত্র	নইবেন= লইবেন
বাজা আনন্দ নাথ বায় ছবাছরি বন্দবস্ত গ্রিহি তার নামে এত্তেণা	বিচাব= বিচার
নামা জাবি কবিযা তাহাব স্থাণে এই কবারে একবার	তৎকানে= তৎকালে
ও মাতবার জামিন নইবেণ জে আগতেকাণে দাইমি বন্দবস্তর	তস্য= সর্ব, তাহার
সমায বিশেষ্ট রূপে তদান্ত ও বিচাব হইযা ঐ মহাণ	কবণে= করণে
জাহার মিনকিযতে সাব্যাস্ত হএ তাহার সহীত বন্দবস্ত	হাণ= হাল
করা জাইবেক তৎকানে এই ছবাছরি বন্দবস্ত সমায় মাণেকানা	দনিন= দলিল
জাহা মানিকের প্রার্প হইবেক তাহা বন্দবস্ত গ্রিহিতা ও তস্য	কর্ত্তর্ব= কর্তব্য
জামিনদার বিনাপত্য আদায কবিবেক জদিস্যাত বন্দবস্ত গ্রিহিতা	মাণেকানা= মালিকানা
ঐ রূপ জামিন ও একবার দাখিন	মিনকিযতে= মিলক্য়িত= মালিকানা
কবণে অস্বীকার হএ তবে মহাণ তাহার জিম্বা হইতে খাষ	
তহশীণে আনিয়া দাএমি বন্দবস্ত পয্যান্ত খাষ তহশিণে বাজস্য	
আদায় কবিবেণ আর এই মহাণের হাণ জমাবন্দী প্রায় হইযাছে	
অতএব কাণেকক্টর সাহেব তদ্বীসয উভএ পর্চ্ছের দাখিনি দনিন	
ইত্যাদি দৃষ্টে সত্যাধিকাবিব বিশএ বিসিষ্ট রূপে তদান্ত কবিয়া	
সত্যাধিকাবির সহিত জতো সিগ্রহ হইতে পাবে বন্দবস্ত কবিয়া	
বেপট পাঠাইবেণ আব উক্ত	


COURT FEES
STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
(Copy)
H.D. Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ডিপুটি কাণেকট্টরকে	হকিয়ত= স্বত্ব সাব্যস্তের মামলা/ অধিকার
আগত সাবধাণ	ফেব্রওাবি= ফেব্রওারি
কবাইবেন জে উক্ত	শ্রর্দ্দ= শ্রদ্য
কানে কোনো বিসয় বেপট	কানি কিঙ্গর= কালি কিঙ্কর
কবেণ তাহাতে মহাণের অবস্থা	বকম= রকম
ও তাবত বিববণ ত্যাগ কবিযা সঁখেপ বেপট	সামিন= সামিল
কদাচঃ না কবেণ ইতি-	সঁক্রান্ত= সংক্রান্ত
উক্ত হুকুমে মতে সন ১৮৪৩ সাণের ৩০ আক্তবব তারিখে	সঁখেপ= সংখেপ
শ্রীহত কাণেকট্টর সাহেব বাজা মৌছফের নিকট জামিন	আবর্দ্দ= আবধ্য
ও একবার দাখিন করিয়া নযেণ ও ডিপুটি কাণেকট্টর	সোপর্দ্দ= সোপর্দ
সাহেব মৌছফ ঐ সণের ৯ নওম্বর তারিখের হুকুম মত	আক্তবব= অক্টোবর
উভযেব নিকট হাকিয়তেব দস্তাবেজ তণব কবেন ইতি	নত্তার= লওয়ার
পবে সন ১৮৪৫ সাণের ১৩ ফেব্রওাবি তাবিখের	
বোবকাবির দ্বারায় ঐ সণের ৪ মার্চ তাবিখে এ সঁক্রান্ত	
তাবত কাগজাত শ্রর্দ্দ বিনিমত এ মহকেমায় সোপর্দ্দ	
হইনে কাগজাত দৃষ্টে বাজা মৌছফের জামিনদার কানি	
কিঙ্গর বন্দপাধ্যায় নিখিযা দেওয়া জাএদাদের বকম	
||৹ আণা দোসরা জামিনিতে আবর্দ্দ থাকা প্রকাশে	
একবার নথির সামিন বাখিয়া দোসরা মাতবর জামিন	
নওার বাঞ্ছায আসণ জামিনি ঐমাহার ৫ তাবিখের	

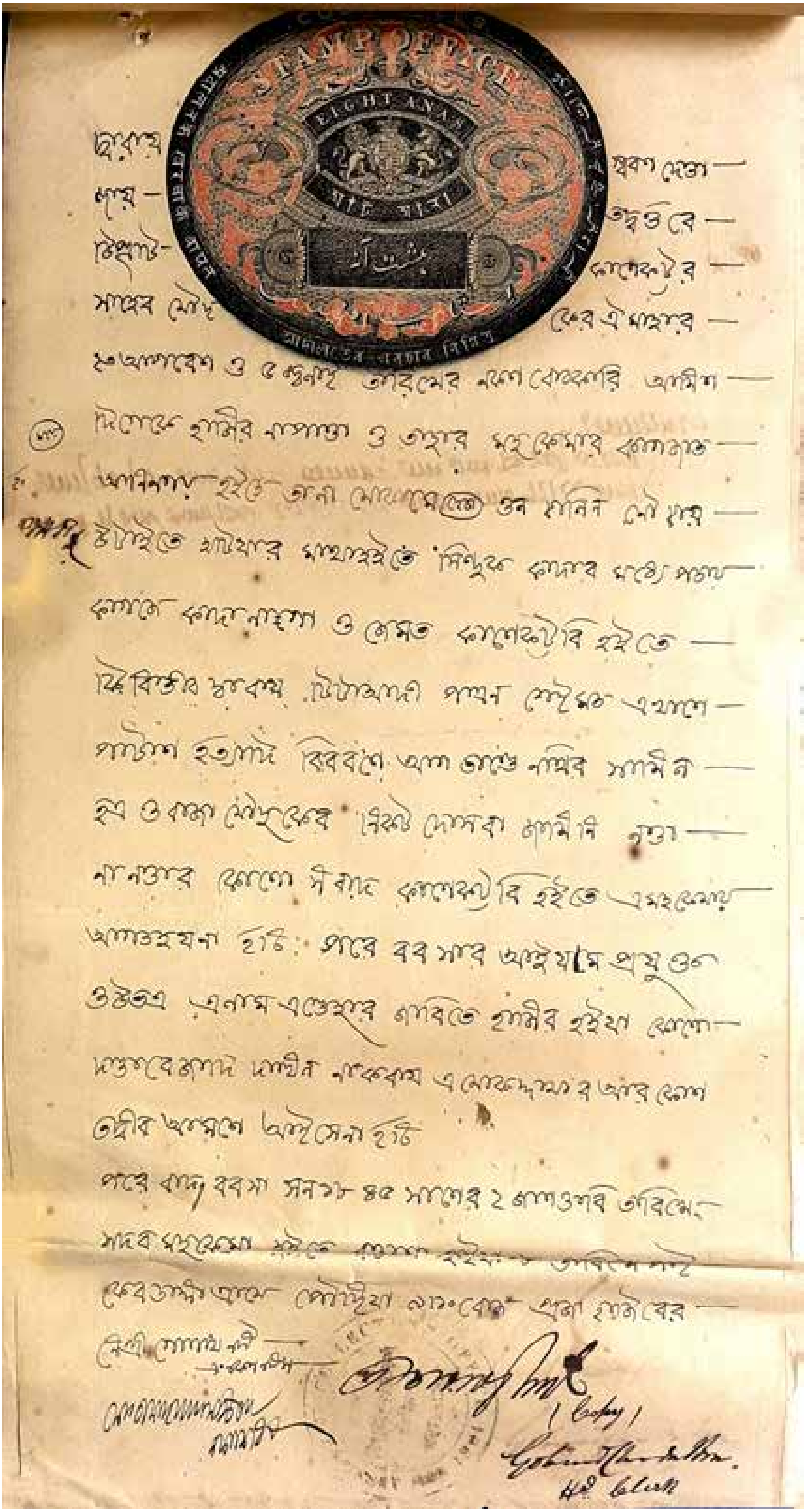

STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
আট আনা

পাঠ

নকন রোবকারির
দ্বাবায় শ্রীহত
কাণেকট্টর সাহেবের
সমিপে পাটাণ জায় ও ঐ
মাহার ৮ দিবশীয় বোবকাবির মর্থ মত
হাকিযতের দস্তাবেজ তনবে উভাএ (ছেড়া) নামে এওনা নামা জাবি হএ ও উক্ত ডিপুটে কানেকট্টর সাহেবের মহকেমা হইতে মহাণ মজকু বায় জমি বেযাজদ্দীণ ও দিননাথ ঘোষ ও গোপিনাথ বায ও প্যাবি মোহণ
বষুর মাবফতে জবিপ হওা প্রকাষে তাহার দিগেকে পবতাপ কানিণ মোকাবেনা থাকা ও কারন মোত
কাগজ দাখিন কারণ সাহেব মৌছফের জোগে
বোবকাবিব দ্বারায় তণব হএ ও সাবেক কানেকট্টর
শ্রীহত মেঁ মেকষুএন সাহেবেব জবিপে চীটায় কাদামাখা ও বেসেজেন থাকা ও আকছেব গ্রামের চিটা নপাত্তা ও জে চিটিটা আইষে তাহার আকছের ফর্দ্দ নত্তুন মান্ব ম হওায তাহাব সবিশেষ ঙ্গাত কারার বিসএ সাহেব মৌছ ফের নিকট বোবকাবি হবসাণ হএ তাহাব উত্তর ও আমিণ না আইসায় ঐ সণের ৯ আপবেণ তাবিখের বোবকাবির

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

নকন= নকল
নাপাত্তা= লাপাত্তা
হওায= হওায়
তাহব= তাহার
ঙ্গাত= জ্ঞাত
মেকষুএন= ম্যাঙওয়েল (?)
ফর্দ্দ= ফর্দ

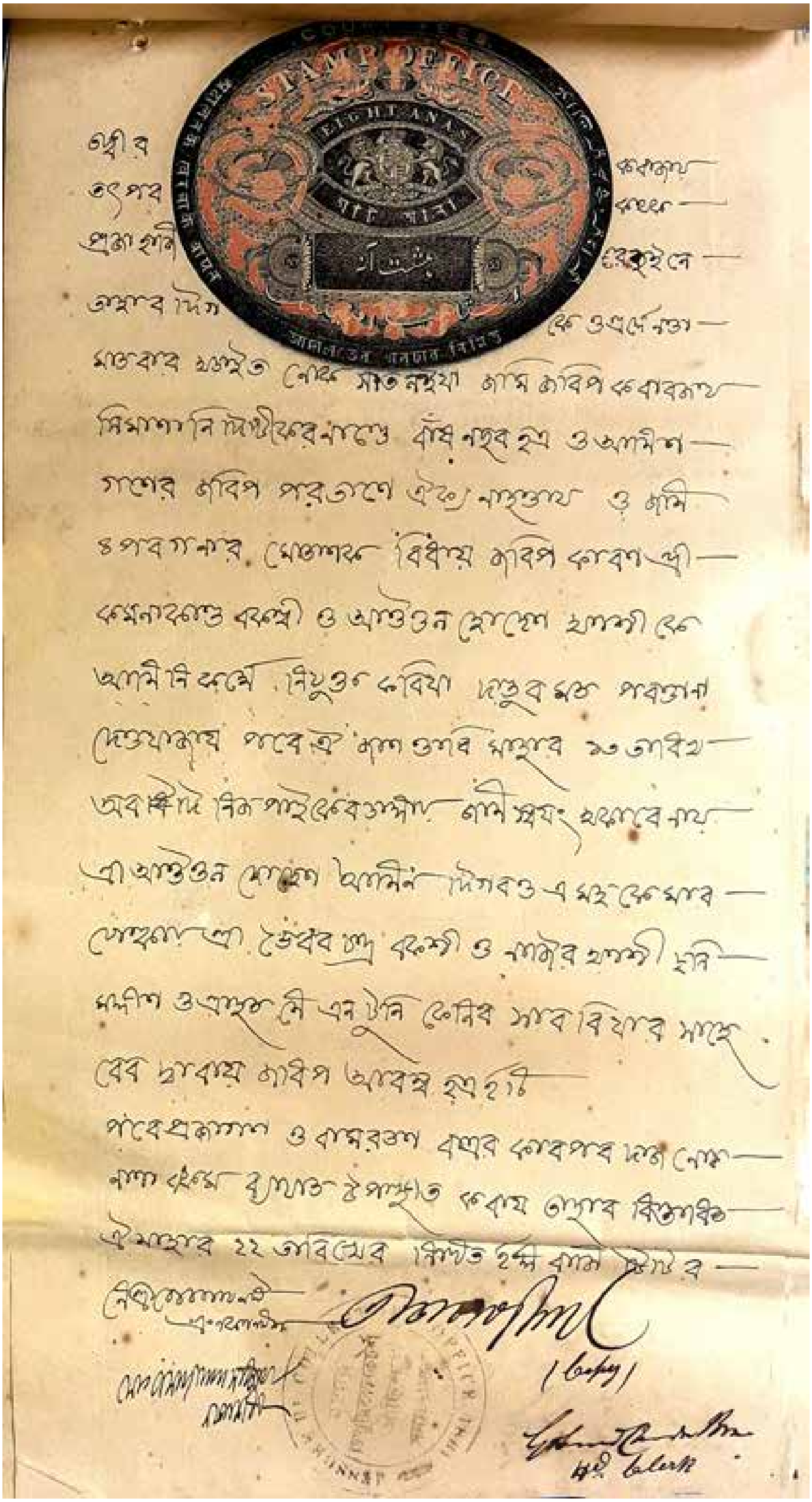

STAMP OFFICE
EIGHT ANAS

পাঠ

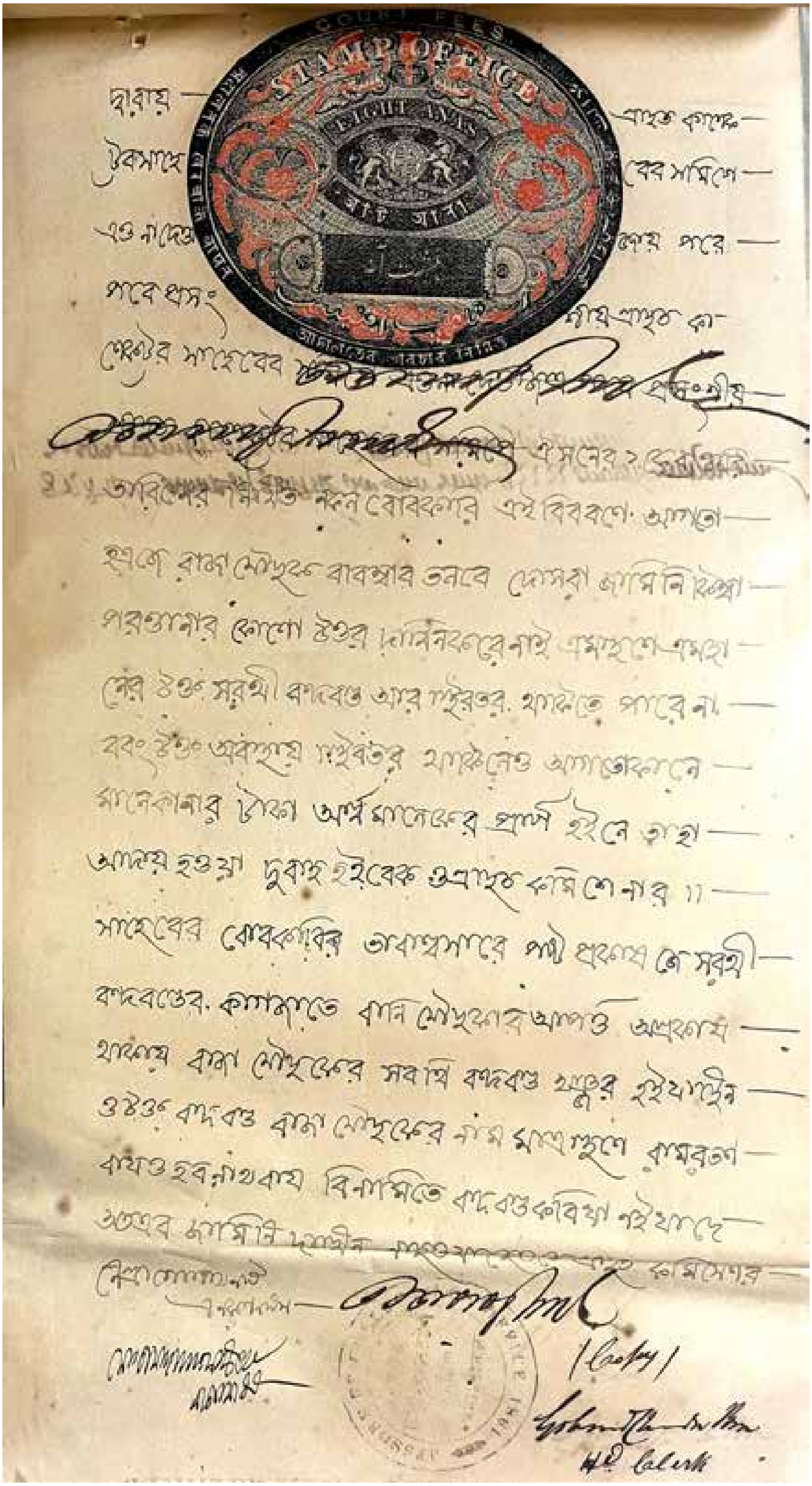
দ্বারায় স্ববণ দেওা
জায় তদ্বর্ত্তরে
ডিপুটি কানেকট্টর
সাহেব মৌছফের ঐ মাহার
২৩ আপবেণ ও ৫ জ্বনাই তারিখের একণ বোবকারি আমিণ
দিগেকে হাজির নাপাত্তা ও তাহার মহকেমার কাগজাত আনিনগর
হইতে তানা মোকামে (ছেডা) ওন কানিন নৌকায়
উটাইতে ঘাটযার মাথা হইতে সিন্দুক কাদার মধ্যে পডায়
কাগজে কাদা নাগা ও জেমত কানেকট্টরি হইতে
ফিবিস্তীব দ্বাবায় চিটাআদী পাএন শেইমত এখানে
পাটাণ ইত্যাদি বিববণে আগ তান্তে নথির সামিন
হএ ও বাজা মৌছফের নিকট দোসবা জামিনি নওা
না নওার কোণো সঁবাদ কানেকট্টরি হইতে এ মহকেমায় আগত
হয না ইতি পরে বব সাব আইযম প্রযুক্ত
ও উভএ এনাম এস্তেহার জাবিতে হাজির হইযা কোণো দস্তাবেজাদি দাখিন না কবায এ মোকদ্দমার আর কোণ তদ্বীব আমণে আইসেনা ইতি
পরে বাদ ববসা সন ১৮৪৫ সাণের ২ জানওাবি তাবিখে সদব মহকেমা হইতে রওণা হইযা ৮ তাবিখে পাই কেবডাঙ্গা গ্রামে পৌছিয়া ৯।১০ বোজ প্রজা হাজিবের

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

স্ববণ= স্বরণ
আনিনগর= আলিনগর
কানিন= কালিন
ঘাটযার= ঘাটয়ার
পডায়= পড়ায়
নাগা= লাগা
ফিবিস্তীব= ফিরিস্তীর
জাবিতে= জারিতে
সদব= সদর
সঁবাদ= সংবাদ


COURT FEES
STAMP OFFICE
EIGHT ANAS
(Copy)
Hd. Clerk

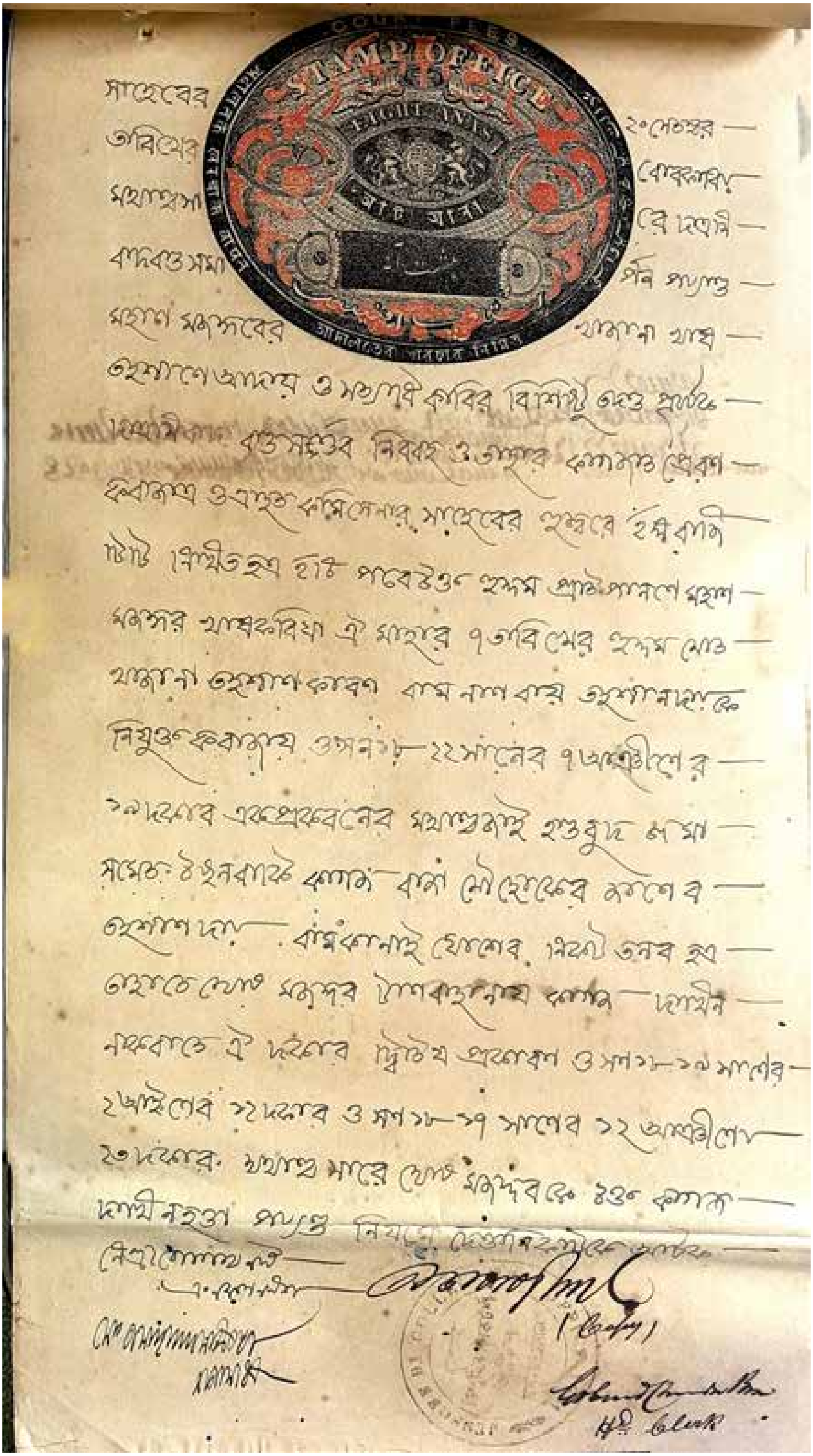
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
তদ্বীর কবাজায়	কবাজায়= করা জায়
তৎপর কথক	স্বযং= স্বয়ং
প্রজা হাজির হইনে	হওায= হওয়ায়
তাহাব দিগকে ও শ্রৰ্দ্দেনওা	জবিপ= জরিপ
মাতবার মতহিত নোক সাত নইযা জমি জরিপ কবাব জন্য	কাবণ= কারণ
সিমাণা নির্দ্দিষ্টী করনান্তে বাঁষ নছব হএ ও আমিণ	আঔওন= আউয়াল
গণের জবিপ পরতাণে ঐক্য না হওায ও জমি	পবওানা= পরওয়ানা
৪ পবগনার মোতাণক বিধায় জবিপ কাবণ শ্রী	দেওযা= দেওয়া
কমনাকান্ত বকস্বী ও আঔওন হোছেণ মণশী কে	আবম্ব= আরম্ব
আমিনি কর্ম্মে নিযুক্ত কবিয়া দস্তুব মত পবওানা	পবে= পরে
দেওযা জায় পবে ঐ জাণওাবি মাহার ১৩ তাবিখ	বাএর= রায়ের
অবদি নিজ পাইকেবডাঙ্গায় জমি স্বযং মকাবেনায়	কাবপবদাজ= কারপরদাজ
শ্রী আঔওন হোছেণ আমিন দিগব ও এ মহকেমার	নোক= লোক
পেস্কার শ্রী ভৈবব চন্দ্র বকশী ও নাজির মণশী ছনি	বকম= রকম
মদ্দীণ ও শ্রীহত মেঁ এন টুনি ফেনিব সাব বিযার সাহে	কবায= করায়
বেব দ্বাবায় জবিপ অবম্ব হএ ইতি	তাহাব= তাহার
পবে প্রজাগণ ও বামরত্তণ বাএর কাব পবদাজ নোক	বিস্তাবিত= বিস্তারিত
নাণা বকম ব্যাঘাত উপস্থীত কবায তাহাব বিস্তাবিত	ইঙ্গবাজী= ইংরেজী
ঐ মাহার ২২ তাবিখের নিখিত ইঙ্গবাজী চেটির	মকাবেনায়= মোকাবেলায়



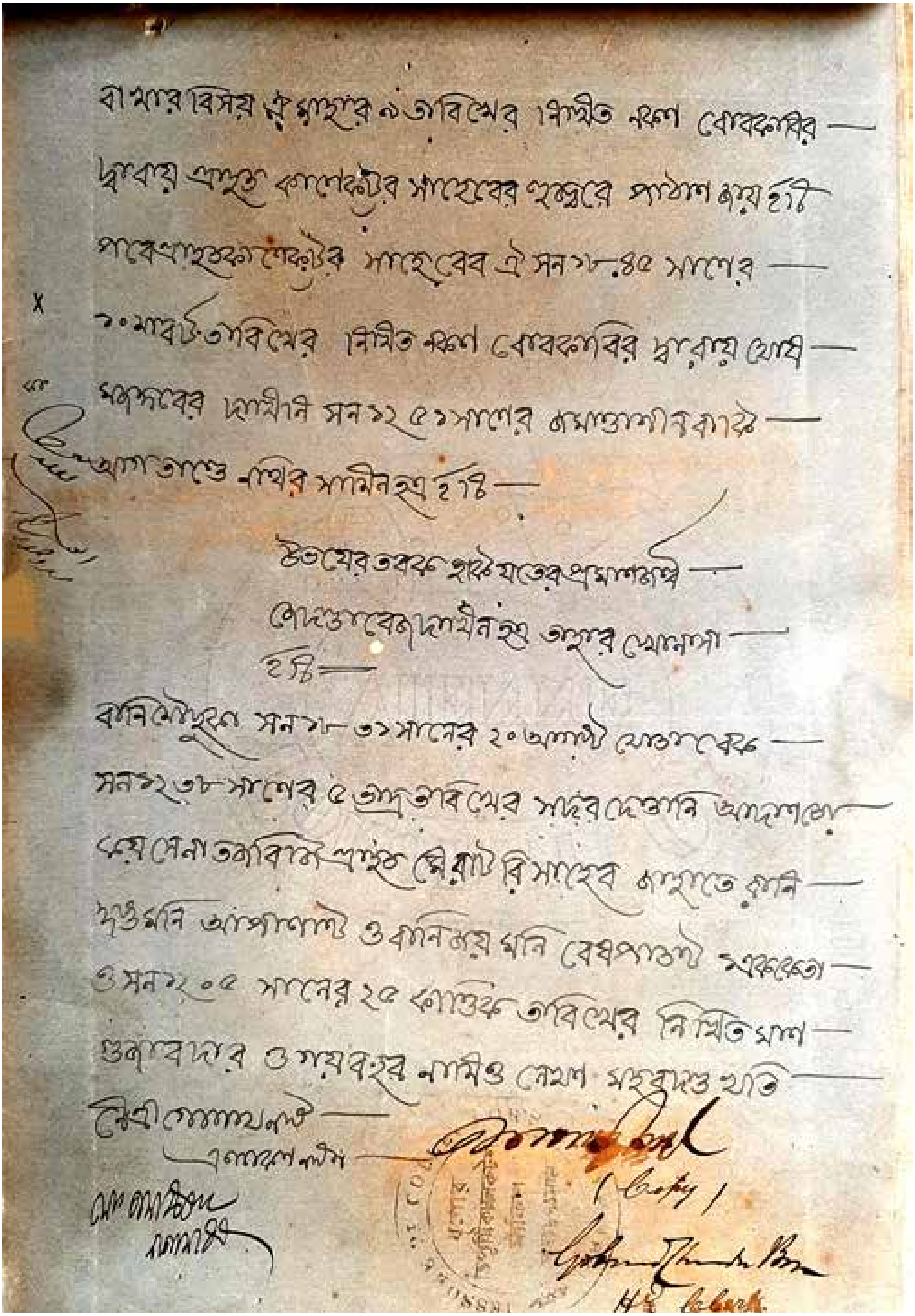
দ্বারায় — [illegible] কালেক্‌-
ঠৈকসাহে [illegible] বের সামিলে —
এও নাদেও [illegible] য় পরে —
পারে প্রসং [illegible] নীয় প্রাস্থত কা-
লেক্টর সাহেবের [illegible] —
[illegible] এ সনের ২ [illegible] —
২১ তারিখের [illegible] নকল রোবকারির এই বিবরণে আমাতো —
হন্তে রাম মৌহুন বাবস্থার তনবে দোসরা জামিনি ইত্যা —
পরওয়ানার কোনো উত্তর নির্ননয় করে নাই এমতাবস্থায় এমহো —
দের উক্ত সরথী বন্দবস্ত আর বহাল থাকিতে পারে না —
বরং উক্ত অবস্থায় বহাল থাকিলেও আগামীকালে —
মালেকানার টাকা অর্থ মালেকের প্রাপ্য হইলে তাহা —
আদায় হওয়া দুবাহ হইবেক ওপ্রাহুত কামিশেনার ।। —
সাহেবের রোবকারির অবাস্থসারে পাট্টা প্রকাশ যে সরথী —
বন্দবস্তের কাগজাতে রাম মৌহুনের আপত্তি অপ্রকাশ —
থাকায় রাম মৌহুনের সরাফি বন্দবস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল —
ওউক্ত বন্দবস্ত রাম মৌহুনের নাম মাত্র হুনে রামরতন —
রায়ও হরনাথ রায় বিনামিতে বন্দবস্ত করিয়া লইয়াছে —
অতএব জামিনি [illegible] কামিসেনার —
[illegible]

(Copy)
[illegible]
H. Clerk

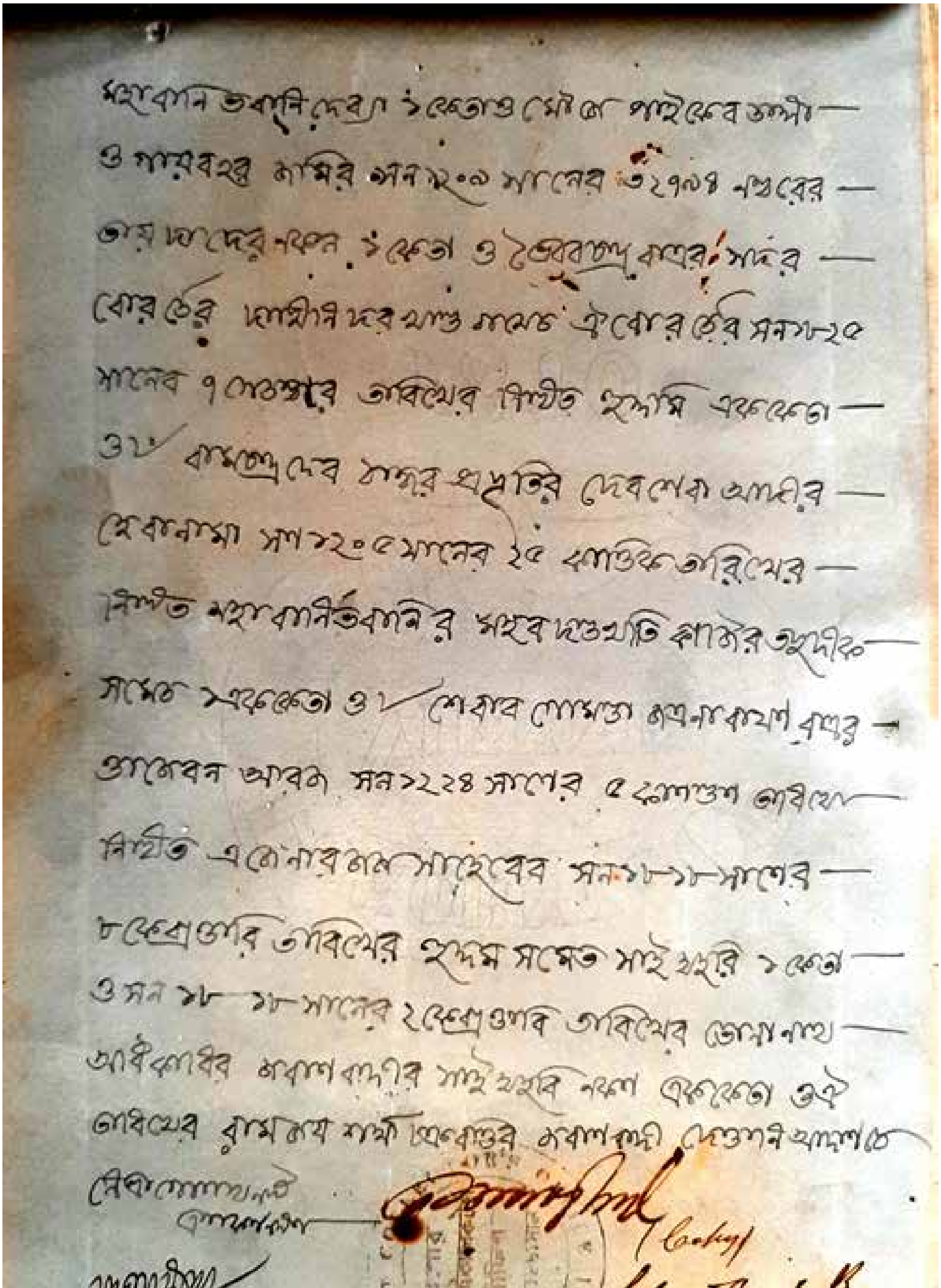
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
দ্বারায় শ্রীহত কাণেক	মানেকানাব= মালেকানার
ট্টব সাহেবের সমিপে	পবে= পরে
এওনা দেওা জায় পরে	নিখিত= লিখিত
পবে প্রসংশীয় শ্রীহত কা	নকন= নকল
ণেকট্টর সাহেবেব	প্রার্প= প্রাপ্য
ঐ সনের ১ ফেব্রওারি	বাবম্বার= বারংবার
তারিখের নিখিত নকন বোবকারি এই বিববণে আগতো হএজে	তনবে= তলবে
রাজা মৌছফ বাবম্বার তনবে দোসরা জামিনি কিম্বা পরওানার	আপর্ত্ত= আপত্তি
কোণো উত্তর দাখিন করে নাই এমস্থ্ণে এ	সরথি=?
মহা	
নের উক্ত সরথী বন্দবস্ত আর স্থিরতর থাকিতে পারে না	
ববং উক্ত অবস্থায় স্থিবতর থাকিনেও আগতো কানে মানেকানার	
টাকা অর্ন্বমানেকের প্রার্প হইনে তাহা	
আদায় হওয়া দুবহ হইবেক ও শ্রীহত কমিশেনার	
সাহেবের বোবকারির ভাবান্বসারে পষ্ট প্রকাষ জে সরথী বন্দবস্তের	
কাগজাতে বানি মৌছফার আপর্ত্ত অপ্রকাষ	
থাকায় বাজা মৌছফের সবথি বন্দবস্ত মঞ্জর হইযাছিন	
ও উক্ত বন্দবস্ত বাজা মৌছফের নাম মাত্র স্থ্ণে রাম রতণ বায ও	
হব নাথ বায বিনামিতে বন্দবস্ত কবিযা নইযাছে অতএব জামিনি	
দাখিন না হওযা হেততো শ্রীহত কমিসেণর	


COURT FEES
STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
(Copy)
Hd. Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
সাহেবের ২০ সেতম্বর তাবিখের বোবকাবির মাথান্বসারে দাএমি বন্দবস্ত সমার্পন পয্যান্ত মহাণ মজকুবের খাজানা খাষ তহশীণে আদায় ও সত্যাধিকাবির বিশিষ্ট্য তদন্ত পূর্ব্বক দাএমিবাদ বাস্তসর্ত্তব নিববহ ও তাহার কাগজাত প্রেরণ করা জাএ ও শ্রীহত কমিসেনার সাহেবের হুজুরে ইঙ্গরাজি চিটে নিখিত হএ ইতি পবে উক্ত হুকুম প্রতি পানণে মহাণ মজকুর খাষ কবিযা এই মাহার ৭ তাবিখের হুকুম মোত খাজানা তহশীণ কাবণ বাম নাণ বায় তহশীনদার কে নিযুক্ত কবা জায় ও সন ১৮২২ সানের ৭ আঞ্জীণের ১৯ দফার এক প্রকবনের মাথান্বজাই হস্তবুদ জমা সমেত উষুন বাকি কাগজ বাজা মৌছোফের জাণেব তহশীণদার বাম কানাই ঘোশেব নিকট তনব হএ তাহাতে ঘোষ মজকুর টাণ বাহানায কাগজ দাখিন নাকবাতে ঐ দফার দ্বিতিয প্রকাবন ও সণ ১৮১৯ সাণের ২ আইণের ১২ দফার ও সণ ১৮১৭ সাণেব ১২ আঞ্জীণেব ২৩ দফার মাথান্বসারে ঘোষ মজকুব কে উক্ত কাগজ দাখিন হওা পয্যন্ত নিযমে দেওানি ফাটকে আটক	পাননে= পালনে আঞ্জীণের= আইনের মাথান্বসারে= মতানুসারে সেতম্বর= খাষ= খাস


বা খার বিসয় এ মাহার ৯ তারিখের লিখিত ফর্দ রোবকারির —
দ্বারায় এফুতে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে পাঠান জায় হাঁ
পরে খাহুক কালেক্টর সাহেবের ঐ সন ১৮৪৫ সালের —
১০ মার্চ তারিখের লিখিত ফর্দ রোবকারির দ্বারায় খোদ —
মফস্বলের দাখীল সন ১২৫১ সালের জমা [illegible] —
আমা তাহে নথির সামিল হয় ইতি —
উভয়ের তরফ হইতে যতের প্রমাণাদি —
সেরেস্তাবের দাখীল হয় আমার খোলাসা —
ইতি —
বাকি মৈযুহল সন ১৮৩১ সালের ২০ আগষ্ট রোজ —
সন ১২৩৮ সালের ৫ ভাদ্র তারিখের সদর দেওয়ানি আদালতে —
নয় সেনা তরবিয়ত এস্তুক [illegible] রি সাহেব মারফতে রানি —
দুর্গামনি [illegible] ও রানি জয় মনি [illegible] একত্রে —
ও সন ১২৫৫ সালের ২৫ কার্তিক তারিখের লিখিত মাল —
গুজারদার ও [illegible] নামীও কেবল মহকুমাও খাত —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible]
(Copy)
[illegible] Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বাখার বিসয় ঐ মাহার ৯ তাবিখের নিখিত একণ বোবকাবির	মাবর্চ= মারর্চ
দ্বাবায় শ্রীহত কানেকট্টর সাহেবের হুজুরে পাঠাণ জায় ইতি	মহবদস্তখতি= মহরদস্তখতি
পবে শ্রীহত কানেকট্টর সাহেবেব ঐ সন ১৮৪৫ সাণের ১০ মাবর্চ	হাকিযত= হাকিয়ত
তাবিখের নিখিত নকণ বোবকাবির দ্বারায় ঘোষ মজকুবের দাখিনি সন	বাখার= রাখার
১২৫১ সাণের জমাওাশীণ বাকি	তাবিখের= তারিখের
আগতান্তে নথির সামিন হএ ইতি	দ্বাবায়= দ্বারায়
উভযের তবক হাকিযতের প্রমাণ জর্ব্ব	বানি= রানি
জে দস্তাবেজ দাখিন হএ তাহার খোনাসা	
ইতি	
বানি মৌছুফা সন ১৮৩১ সানের ২০ আগষ্ট মোতাবেক	
সন ১২৩৮ সাণের ৫ ভাদ্র তাবিখের সদর দেওানি আদাণতের	
ফয়সেনা তজবিজি শ্রীহত মেঁরাটরি সাহেব জাহাতে রানি কৃষ্ণ মনি	
আপীণান্ট ও বানি জয়মনি বেষপাতন্ট ১ এক কেতা	
ও সন ১২০৫ সানের ২৫ কাত্তিক তাবিখের নিখিত মাণ গুজাবদার ও	
গয়বহর নামিও নেখণ মহবদস্তখতি	

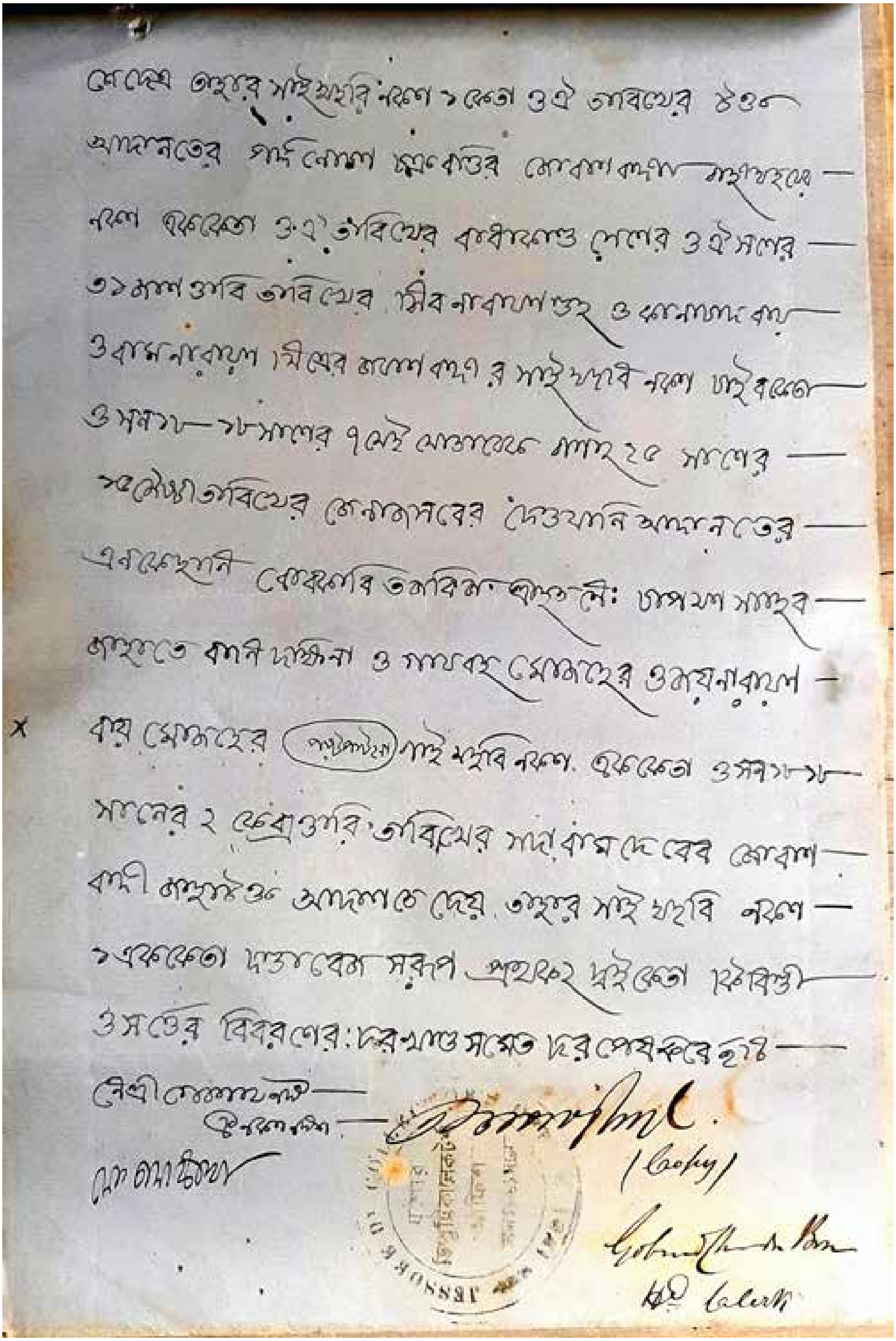

মহাফেজখানা তহবিলি দেওয়া ১কেতা ও মৌজে পাইকের তলা —
ও পায়রবন্দ জমির সন ১২০৯ সালের ৩২৭০৪ নম্বরের —
তায়দাদের নকল ১কেতা ও ভৈরবচন্দ্র রায়ের সদর —
বোরডের রুবকারি মধ্যে ঐ বোরডের সন ১৮২৫
সালের ৭ সেপ্তেম্বর তারিখের লিখিত হুকুম এককেতা —
ও ৺ রামচন্দ্র দেব ঠাকুর প্রভৃতির দেবসেবা আদির —
মোকদ্দমা সন ১২০৫ সালের ২৫ কার্ত্তিক তারিখের —
লিখিত মহাফেজখানা তহবিলির মহর দস্তখতি কাগজের অনুলিপি —
সমেত এককেতা ও ৺ শেরাব গোমস্তা রঘুনাথ রায় বাবুর —
আবেদন আরজি সন ১২২৪ সালের ৫ ফাল্গুন তারিখের —
লিখিত একেনার জজ সাহেবের সন ১৮১৮ সালের —
৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের হুকুম সমেত সাই হরি ১কেতা —
ও সন ১৮১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের জোমানাথ —
আধিকারির শ্রীরামরতন রায়ের সাই হরি নকল এককেতা ওই
তারিখের রুবকারী সাক্ষী সেরেস্তার মহাফেজখানা দেওয়ানী আদালতে
দাখিল হইল

পাঠ

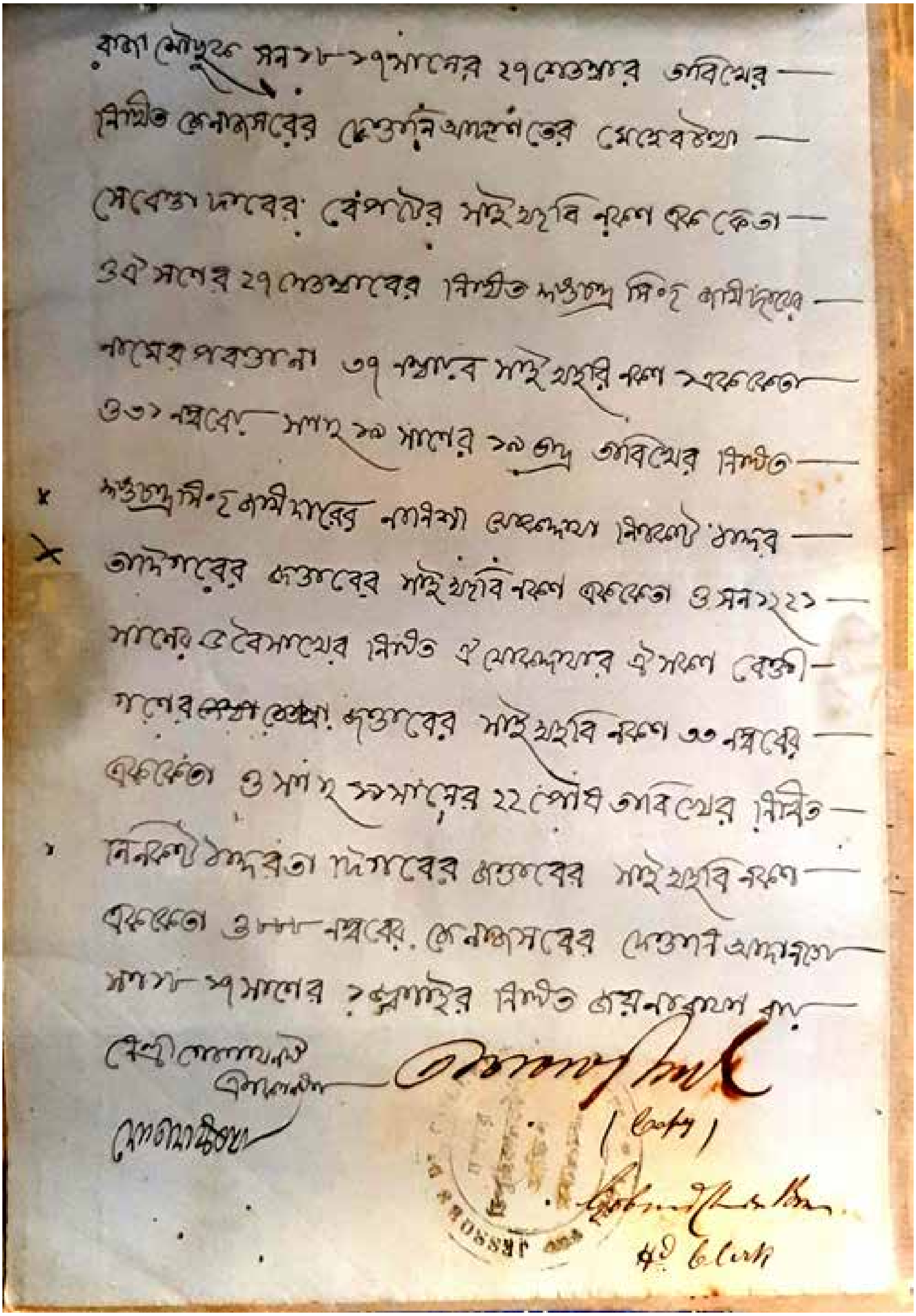
মহাবানি ভবানি দেব্যা ১ কেতাও মৌজে পাইকেবডাঙ্গা ও গায়বহর জমির সন ১২০৯ সানের ৩২৭৯৪ নম্বরের তায়দাদের নকন ১ কেতা ও ভৈববচন্দ্র বাএর সদর বোরর্ডের দাখিনি দরখাস্ত সমেত ঐ বোরর্ডের সন ১৮২৫ সানের ৭ সেতম্বর তাবিখের নিখিত হুকুমি এক কেতা
ও৶ বাম চন্দ্র দেব ঠাকুর প্রভৃতির দেব শেবা আদীর হেবানামা সণ ১২০৫ সানের ২৫ কাত্তিক তারিখের নিখিত মহাবানি ভবানির মহব দস্তখতি কাজির তছদীক সমেত ১ এক কেতা ও৴ শেবাব গোমস্তা জএ নাবাযণ রাএর
ওাজেবন আরজ সন ১২২৪ সাণের ৫ ফাণগুণ তাবিখেব নিখিত এজেনার জন সাহেবেব সন ১৮১৮ সাণের
৮ ফেব্রওারি তাবিখের হুকুম সমেত সহি মহরি ১ কেতা ও সন ১৮১৮ সানের ২ ফেব্রওাবি তাবিখের ভোনা নাথ আধিকাবির জবাণ বন্দীর সহী মহবি নকণ এক কেতা ও ঐ
তারিখের রাম জয শর্মা চক্রবত্তির জবাণবন্দী দেওানি আদাণতে

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

তছদীক= তসদিক= সত্যায়ন
ওয়াজেবন= ন্যায় সঙ্গত
তাবিখের= তারিখের
ভোনা নাথ= ভোলা নাথ
বাম চন্দ= রাম চন্দ
জএ নাবাযণ রাএর= জয় নাবায়ণ রায়ের
ফাণগুণ= ফালগুন


সেরেস্তা তহুরে সাই মহরি নকল ১ কেতা ও ঐ তারিখের ৪৩০
আদালতের সাং নোলা ঘুরকাতির জোবানবন্দী মশ্চহদের —
নকল একাকেতা ও ঐ তারিখের বন্টননামা সেলের ও ঐ সনের —
৩১ শে শ্রাবণ তারিখের শিবনারায়ণ গুহ ও রামনাথ বসু —
ও রামনারায়ণ মিত্রের জবানবন্দীর সাই মহরি নকল দাইরকেতা —
ও সন ১২৮৮ সালের ৭ মেই মোকদ্দমে নম্বর ২৫ সালের —
১৫ মৈশাখ তারিখের জেলাজজের ডেওয়ানি আদালতের —
এন ক্রেস্তামি রোবকারি তরফির লেঃ জাপমান সাহেব —
আদালতে বাদী দক্ষিনা ও মোকদ্দমের ওয়ারনাবারা —
বাং মোকদ্দমের সাই মহরি নকল. একাকেতা ও সন ১২৮৮ —
সনের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের সাং রাম দেবের জোবান —
বন্দী আদালতে দেয় তহুর সাই মহরি নকল —
১ একাকেতা দস্তাবেজ সরূপ গ্রহণকর দাইকেতা রেজিস্ট্রী —
ও সর্তের বিবরণের: দরখাস্ত সমেত দর পেশ করে হয় —
(Copy)
JESSORE
Head Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
জে দেএ তাহার সহি মহরি একণ ১ কেতা ও ঐ তাবিখের উক্ত আদানতের পর্দ্দ নোচণ চক্রবত্তির জোবাণ বন্দীর সহীম হবের নকণ এক কেতা ও ঐ তাবিখের বাধাকান্ত সেণের ও ঐ সণের ৩১ জাণওাবি তাবিখের সিব নাবায়ণ গুহ ও কানা চাদ বায় ও বাম নারায়ণ মিত্রের জবাণবন্দীর সহি মহবি নকণ চাইর কেতা ও সন ১৮১৮ সাণের ৭ মেই মোতাবেক সণ ১২২৫ সাণের ১৫ জৈষ্ঠী তাবিখের জেনা জসবের দেওযানি আদানতের এনফেছানি বোবকাবি তজবিজ শ্রীহত মেঁঃ চীপসণ সাহেব জাহাতে বানি দক্ষিনা ও গাযবহ মোজহের ও জয় নারায়ণ বায় মোজহের (পষ্ট পাট্য না) সহি মহবি একণ এককেতা ও সন ১৮১৮ সানের ২ ফেব্রওারি তাবিখের সদা বাম দেবেব জোবাণ বন্দী জাহা উক্ত আদাণতে দেয় তাহার সহি মহবি নকণ ১ এক কেতা দস্তাবেজ সরূপ প্রত্যক ২ দ্বই কেতা ফিবিস্তী ও সর্ত্তের বিবরণের দরখাস্ত সমেত দর পেষ করে ইতি	দেএ= দেয় কানা= কালা মহবি= মহরি এনফেছানি= এলফেছানি প্রত্যক= বিপরীত কবে= করে পর্দ্দ নোচণ= পদ্ম লোচণ কানা চাদ= কালা চাঁদ বাম নারায়ণ মিত্রের= রাম নারায়ণ মিত্রের রানি দক্ষিনা= রানি দক্ষিনা ফিবিস্তী= ফিরিস্তি


রাজা মৌজুদ সন ১৮১৭ সালের ২৭ সেপ্তেম্বর তারিখের —
লিখিত জেনাবসাহেবের দেওয়ানি আদালতের মোহরবন্দী —
সেরেস্তা দাবের বেঞ্চের সাইহরি নকল এক কেতা —
ও ঐ সালের ২৭ সেপ্তেম্বরের লিখিত চন্দ্র সিংহ কাসিদের —
নামের পরওয়ানা ৩৭ নম্বর সাইহরি নকল এক কেতা —
ও ৩১ নম্বরের সাল ১৯ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত —
চন্দ্র সিংহ কাসিদের নালিশা মোকদ্দমা নিরকেট ঠাকুর —
ভাগদারের জওয়াবের সাইহরি নকল এক কেতা ও সন ১২২১ —
সালের ৫ বৈশাখের লিখিত ঐ মোকদ্দমার ঐ সকল বেক্তি —
গণের ~~লেখা~~ জওয়াবের সাইহরি নকল ৩৩ নম্বরের —
এক কেতা ও সাল ১৯ সালের ২২ পৌষ তারিখের লিখিত —
নিরকেট ঠাকুর তাগদারের জওয়াবের সাইহরি নকল —
এক কেতা ও ৮৮ নম্বরের জেনাবসাহেবের দেওয়ানি আদালতে —
সন ১৮১৭ সালের ২ জুলাইর লিখিত জয়নারায়ণ রায় —

(Copy)

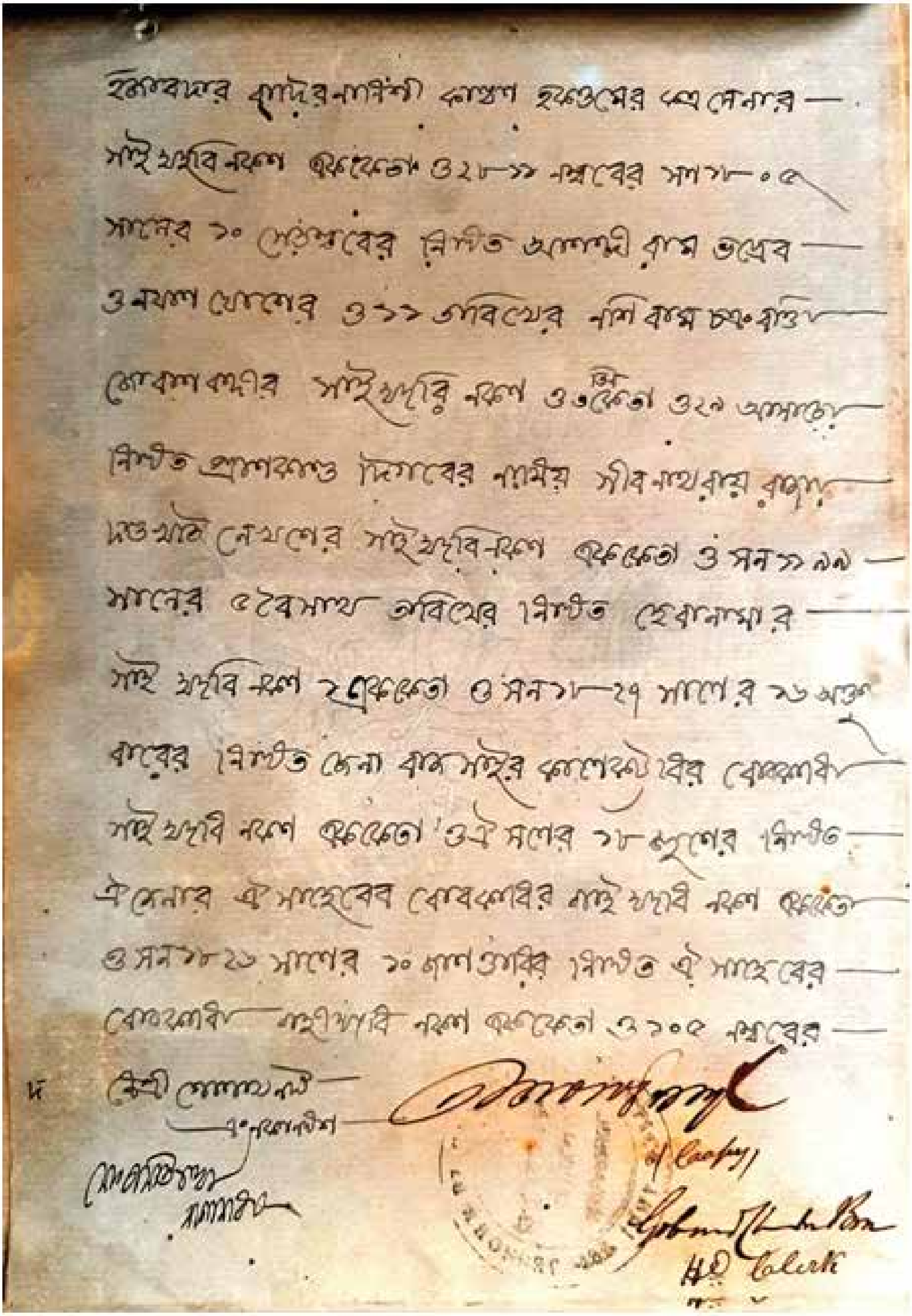
4th Clerk

পাঠ

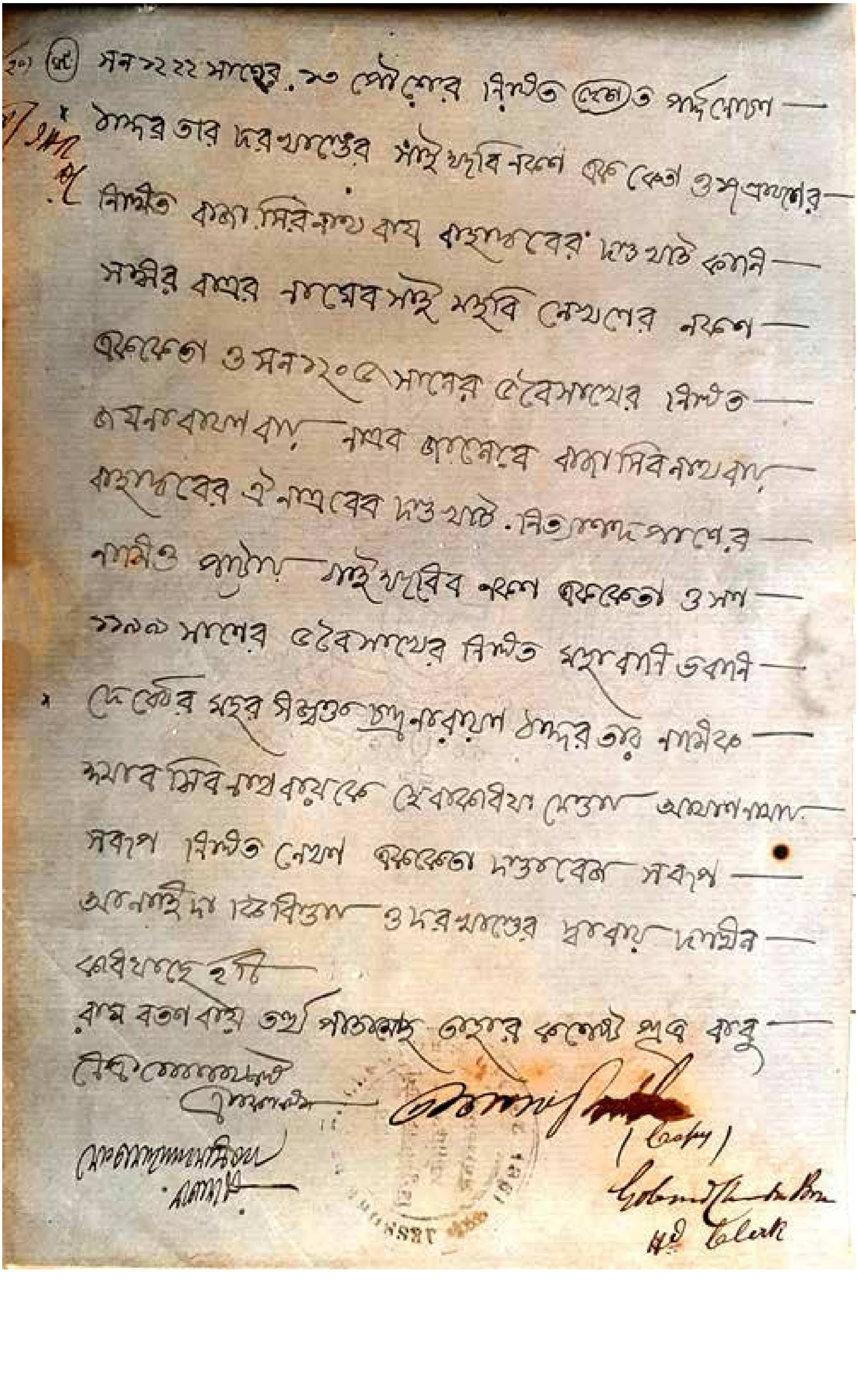
রাজা মৌছুফ ১৮১৭ সানের ২৭ শেতম্বার তাবিখের নিখিত জেনা জসরের দেওানি আদাণতের মেহেব উল্যা সেবেস্তাদাবের বেপটের সহি মহবি নকণ এক কেতা ও ঐ সণের ২৭ সেতম্বাবের নিখিত কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ জমিদাবের নামের পবওানা ৩৭ নম্বারব সহি মহরি নকণ ১ এক কেতা ও ৩১ নম্ববের সণ ১২১৯ সাণের ১৯ ভাদ্র তাবিখের নিখিত
কৃষ্ণ চন্দ্র সিংহ জমিদারের নানিশী মোকাদ্দামা নিণকন্ট ঠাকুর তাদিগরের জওাবের সহি মহবি নকণ এক কেতা ও সন ১২২১
সানের ৫ বৈসাখের নিখিত ঐ মোকদ্দামার ঐ সকণ বেক্তী গণের তেতস্বর জওাবের সহি মহবি নকণ ৩৩ নম্ববের এককেতা ও সণ ১২১৯ সানের ২২ পৌষ তাবিখের নিখিত
নিনকন্ট ঠাকুরতা দিগবের জওাবের সহি মহবি নকণ এক কেতা ও ৮৮৮ নম্ববের জেনা জসবের দেওানি আদানতেব
সণ ১৮১৭ সাণের ১ জ্বণাইর নিখিত জয় নাবাযণ বায়

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

নম্বারব= নম্বারর
সকণ= সকল

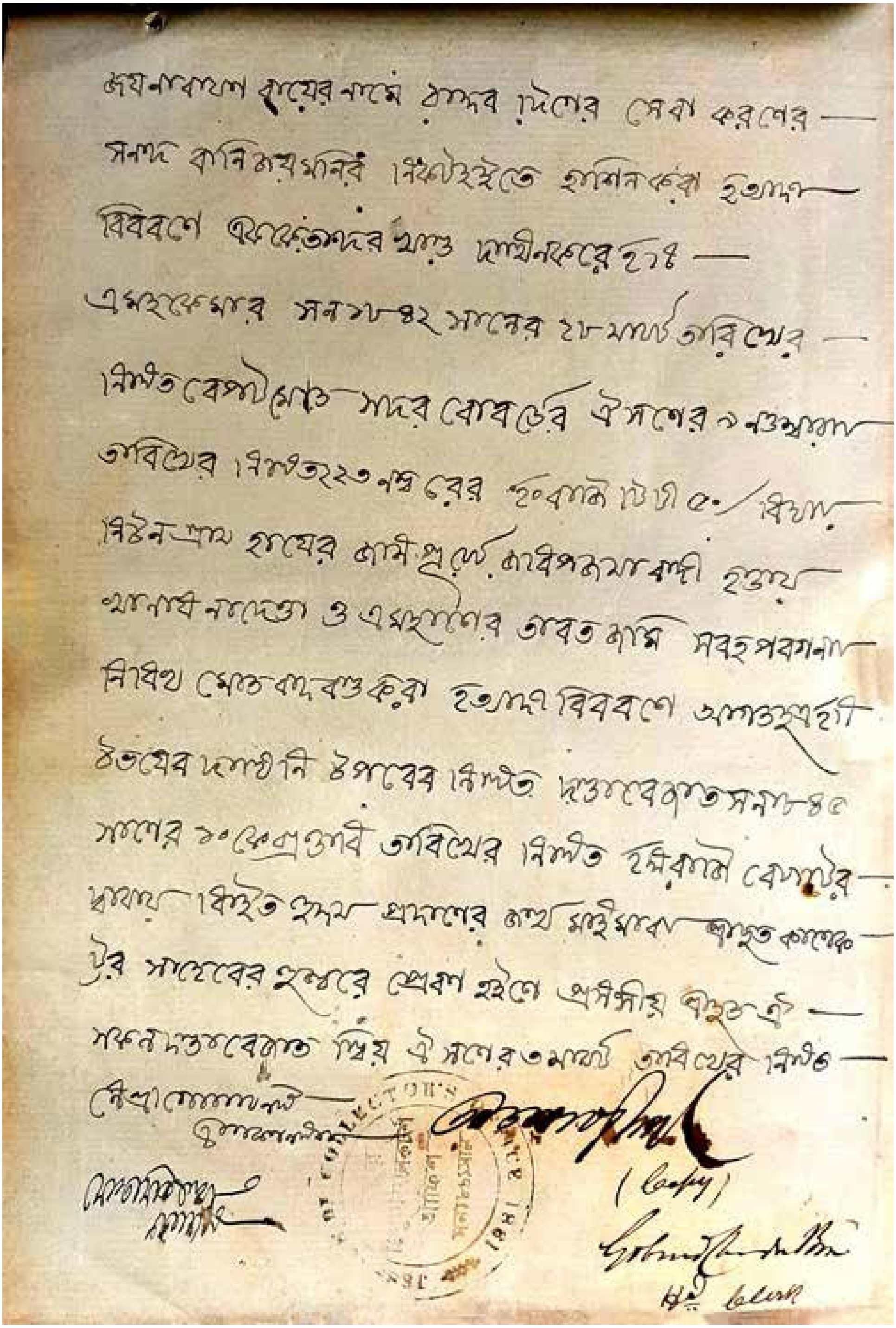

ইস্তাবন্দর কাদিরনাম্নী কাঞ্চন হকওমের ও মেনার —
সহি খারিজ নকল এককেতা ও ২৮—১১ নম্বরের সন ১৮—০৫
সালের ১০ সেপ্টম্বরের নিশান আসামী রাম ভদ্রের —
ও নয়ন ঘোষের ও ১১ তারিখের নাম রাম চক্রবর্ত্তি —
গোকুলচন্দ্রের সহি খারিজ নকল ও ওকেতা ও ২৯ আগস্টের —
নিশান প্রাণকান্ত দিগরের নামীয় শিবনাথ রায় রক্ষা —
দত্তখানি সেখরের সহি খারিজ নকল এককেতা ও সন ১১ ৯৯ —
সালের ৫ বৈশাখ তারিখের নিশান হেবানামার —
সহি খারিজ নকল ২ এককেতা ও সন ১৮—২৭ সালের ২৬ অক্টো
বরের নিশান জেনা রাজ সাহের কালেক্টরের বোবকলাবির —
সহি খারিজ নকল এককেতা ও ঐ সনের ১৮ জুনের নিশান —
ঐ জেলার ঐ সাহেবের বোবকলাবির সহি খারিজ নকল এককেতা —
ও সন ১৮২৬ সালের ১০ জানুয়ারির নিশান ঐ সাহেবের —
বোবকলাবি সহি খারিজ নকল এককেতা ও ১০৫ নম্বরের —
ফৌজী মোকদ্দমা —
H.Q. Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ইজাবদার বাদির নানিশী কান্বণ হকওমের ফএসেনার সহি মহবি নকণ এক কেতা ও ২৮১১ নম্ববের সণ ১৮০৫ সানের ১০ সেতম্ববের নিখিত অণন্দী রাম ভদ্রেব ও নযাণ ঘোশের ও ১১ তাবিখের নশি বাম চক্রবত্তিব জোবাণ বন্দীর সহি মহরি নকণ ও ৩ তিন কেতা ও ২৯ আসাড়ের নিখিত প্রাণকান্ত দিগবের নামিয় সীব নাথ রায় রাজার দস্তখতি নেখণের সহি সহরি নকণ এক কেতা ও সন ১১৯৯ সানের ৫ বৈসাখ তাবিখের নিখিত হেবানামার সহি মহবি নকণ ১ এক কেতা ও সন ১৮২৭ সাণের ১৬ অক্তু বারের নিখিত জেনা রাজসাহির কানেকট্টবির বোবকাবিব সহি মহবি নকণ এক কেতা ও ঐ সাণের ১৮ জুণের নিখিত ঐ জেনার ঐ সাহেবেব বোবকাবির সহি মহবি নকণ এক কেতা ও সন ১৮২৬ সাণের ১০ জাণওারির নিখিত ঐ সাহেবের বোবকাবির সহী মহবি নকণ এক কেতা ও ১০৫ নম্বরের	ইজাবদার= ইজারাদার নানিশী= নালিশি হকওম= হুকুম ফএসেনা= ফয়সালা মহবি= মহুরি নিখিত= লিখিত

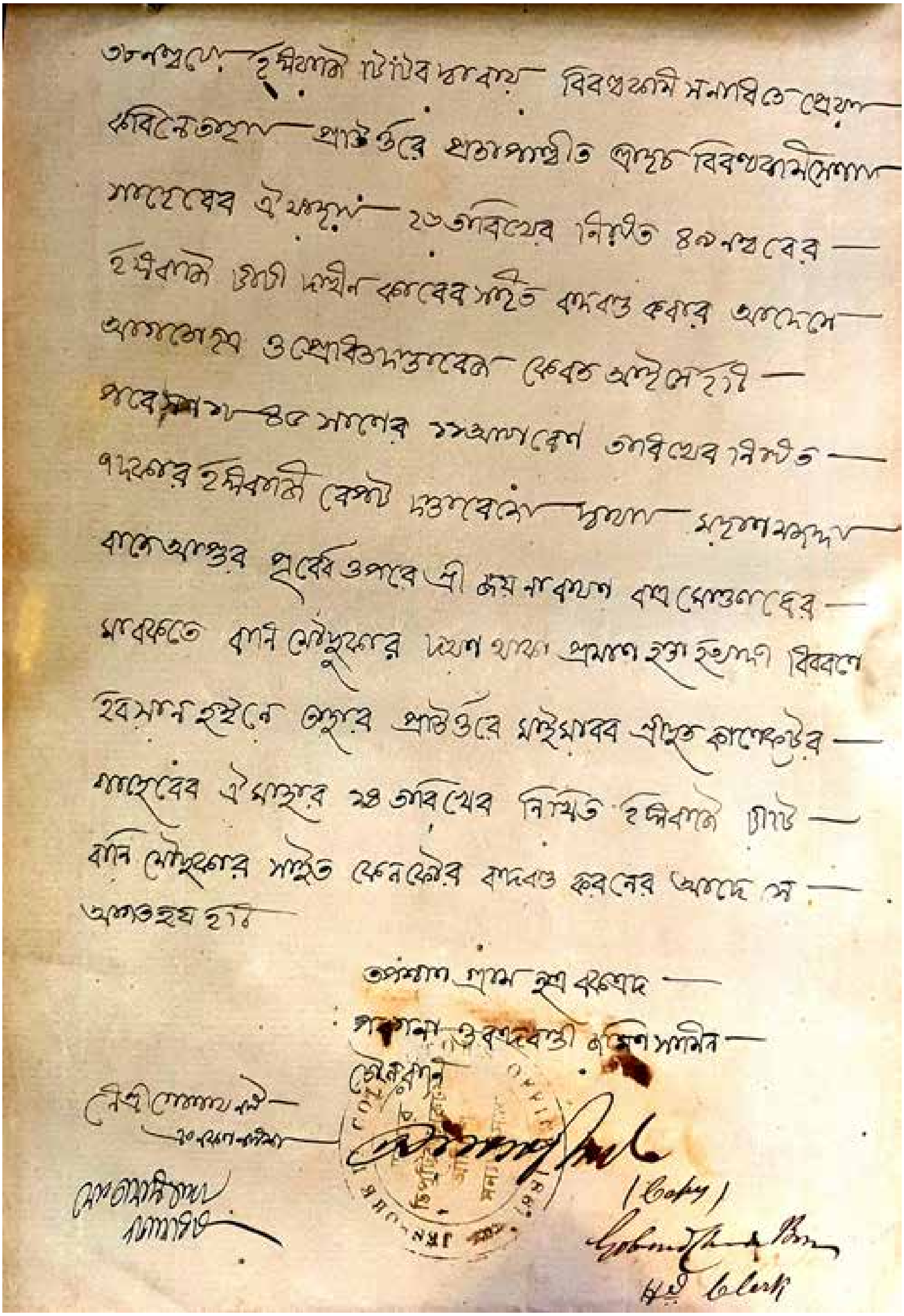


সন ১২২২ সালের ১০ পৌষের লিখিত (লেখা) ও [illegible] —
ঠাকুর তার দরখাস্তের সহি মহরি নকল এক কেতা ও [illegible] —
লিখিত রাজা শিবনাথ রায় বাহাদুরের দস্তখত [illegible] —
[illegible] নায়েব সহি মহরি লেখনের নকল —
এককেতা ও সন ১২০৫ সালের ৫ বৈশাখের লিখিত —
জয়নারায়ণ রায় নায়েব [illegible] রাজা শিবনাথ রায় —
বাহাদুরের ঐ নায়েবের দস্তখত। নিত্যানন্দ পালের —
নামীও পাট্টা — সহি মহরির নকল এককেতা ও সন —
১১৯৩ সালের ৫ বৈশাখের লিখিত মহারানী ভবানী —
দেবীর মহর দস্তখত চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তর নামীয় —
রাজা শিবনাথ রায়কে হেবাবকশিশ [illegible] —
সবাপ লিখিত লেখা এককেতা দস্তখত [illegible] সবাপ —
[illegible] ও দরখাস্তের [illegible] দাখিল —
করিয়াছে ইতি
রাম রতন রায় [illegible] —
[illegible]
(Copy)
[illegible]
H. Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
সন ১২২২ সাণের ১৩ পৌশের নিখিত (ছেড়া) ত পর্দ্দ নোচণ ঠাকুর তার দরখাস্তের সহি মহবি নকণ এক কেতা ও ১৭ শ্রাবণের নিখিত বাজা সিব নাথ বায বাহাদ্ববের দস্তখতি কানি সঙ্কঁর বাএর নামেব সহি মহবি নেখণের নকণ এক কেতা ও সন ১২০৫ সানের ৫ বৈসাখের নিখিত জয় নাবায়ণ বায় নাএব জানেবে বাজা সিব নাথ বায় বাহাদ্ববের ঐ নাএবেব দস্তখতি নিত্যাণন্দ পাণের নামিও পাট্টায় সহি মহবির নকণ এক কেতা ও সণ ১১৯৯ সাণের ৫ বৈসাখের নিখিত মহাবানি ভবানি দের্ব্বের মহর সঁজ্ঞক্ত চন্দ্র নারায়ণ ঠাকুরতার নামিক কুমাব সিব নাথ বায়কে হেবা করিযা দেওায আমাণ নামাব সরূপ নিখিত নেখণ এক কেতা দস্তাবেজ সবূপ আনাহিদা ফিবিস্তীব ও দরখাস্তের দ্বাবায় দাখিন কবিয়াছে ইতি রাম বতণ বায় তস্য পীতামোহ তাহার কণেষ্ট পুত্র বাবু	কুমাব= কুমার আমান নামা= আমল নামা= ভূম্যাধিকারী কর্তৃক জমি বন্দোবস্ত দিয়ে তা দখল করার জন্য প্রজার বরাবরে দেয়া নির্দেশ পত্র আনাহিদা= আলাহিদা= ভিন্ন; পৃথক ফিবিস্তীর= ফিরিস্তীর তস্য= তাহার সঁজ্ঞক্ত= সংযুক্ত


জয়নারায়ণ রায়ের নামে ঠাকুর দেবের সেবা করণের —
সনদ বাকি জমা মানির নিলাম হইতে হাসিল করা ইত্যাদি —
বিবরণে ওয়ারেসানদের খাস দাখিল করে হায় —
এমহকেমার সন ১৮৪২ সালের ২৮ মার্চ তারিখের —
লিখিত রেপট মোত সদর বোর্ডের ঐ সনের ৭ নভেম্বর —
তারিখের লিখিত ২২৩ নম্বরের হুকুমানুযায়ী ৫০/ বিঘা
নিষ্কর ত্রাণ হায়ের জমি ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হওয়ায় —
আসামি নালেশী ও এমহলের জরিপ জমি সরহদ্দ —
লিখিত মোতাবেক করা ইত্যাদি বিবরণে [illegible]
উভয়ের [illegible] উপরের লিখিত দস্তখতে সন ১৮৪৩
সালের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখের লিখিত [illegible] —
[illegible] লিখিত [illegible] প্রদানের জন্য [illegible] —
টুর সাহেবের হুজুরে প্রেরণ হইলে [illegible] —
[illegible] দস্তখতে স্থির ঐ সনের ৩ মার্চ তারিখের লিখিত —
[illegible]
(Copy)
[illegible]
H[illegible] Clerk

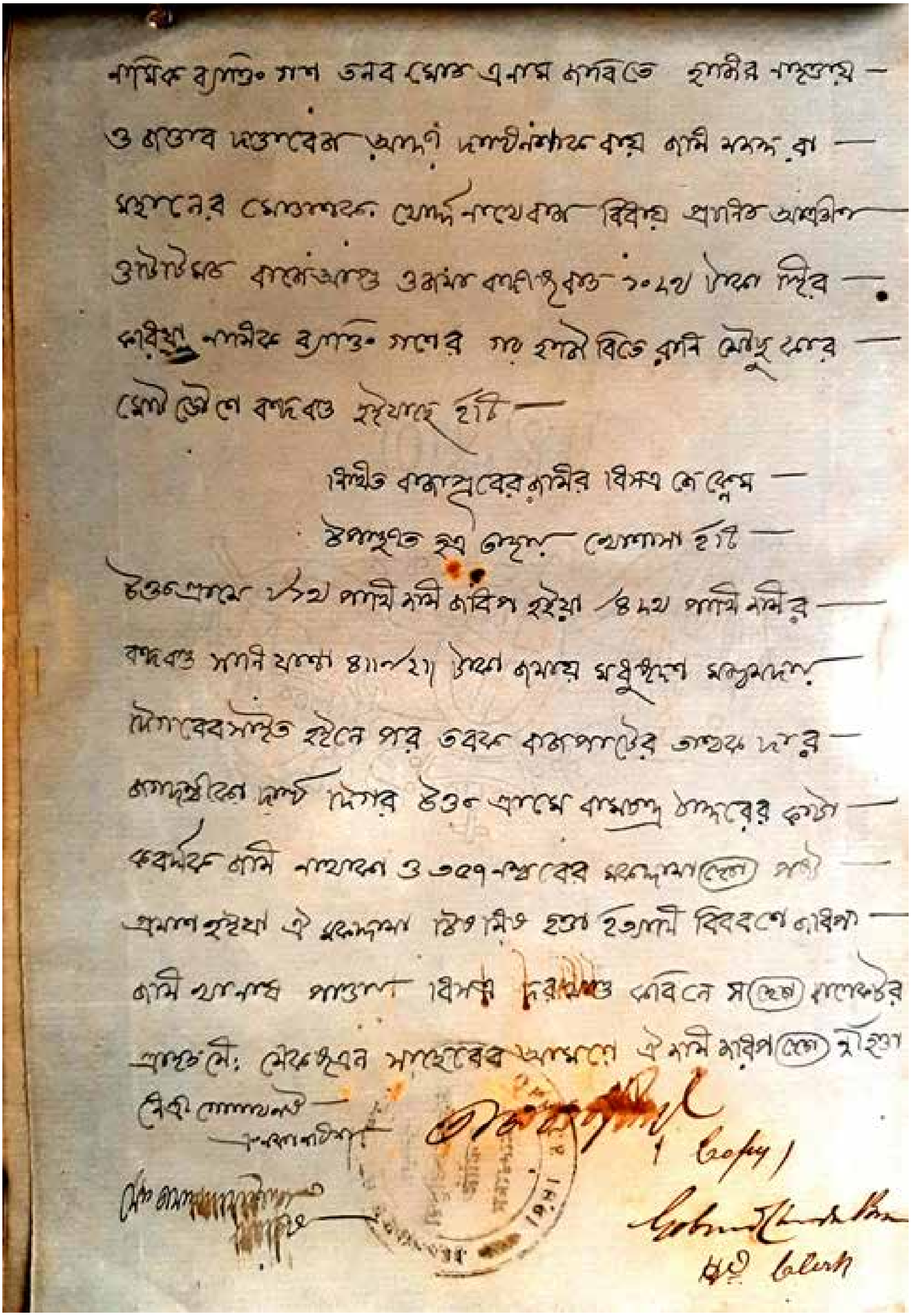
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
জয় নাবায়ণ বায়েব নামে ঠাকুব দিগেব সেবা করণেব সনন্দ বানি জয়মনিব নিকট হইতে হাশিন করা ইত্যাদি বিববণে এক কেতা দবখাস্ত দাখিন করে ইতি	হাশিন= হাশিল খাণাষ= খালাষ নিবিখ= নিরিখ
এ মহকেমাব সন ১৮৪২ সানেব ২৮ মার্চ্চ তাবিখেব নিখিত বেপট মোত সদব বোবর্ডেব ঐ সণেব ৯ নওম্বাবাব তাবিখেব নিখিত ৩২২৩ নম্বরেব ইঁংবাজি চিটী ৫০৶বিঘাব	মাবর্চ= মাবর্চ= মার্চ নিখিত= লিখিত ইঁবাজি= ইংরেজি
নিউন গ্রাম হাযেব জমি পূবের্ব জবিপ জমাবন্দী হওয়ায় খানাষ না দেওা ও এ মহাণেব তাবত জমি সবহ পবগনায নিবিখ মোত বন্দবস্ত করা ইত্যাদী বিববণে আগত হএ ইতি	প্রসঁঙ্গীয়= প্রসংগিয়
উভযেব দাখিনি উপবেব নিখিত দস্তাবেজাত সন ১৮৪৫ সাণেব ১০ ফেব্রওাবি তাবিখেব নিখিত ইঁঙ্গবাজি বেপটেব দ্বাবায় বিহিত হুকুম প্রদাণেব জন্য মহিমাবব শ্রীহত কাণেক	
উব সাহেবেব হুজ্বরে প্রেবণ হইণে প্রসঁঙ্গীয় শ্রীহত ঐ সকন দস্তাবেজাত স্বিয় ঐ	
সাণেব ৩ মাবর্চ তাবিখেব নিখিত	


তৎসম্বন্ধে [illegible] বিবন্ধকারি [illegible] প্রেরণ —
[illegible] প্রার্থী [illegible] —
সাহেবের ঐ [illegible] ২৩ তারিখের নিষ্পত্তি ৪৯ নম্বরের —
[illegible] সহিত বন্দবস্ত করার আদেশে —
[illegible] —
[illegible] ৪৫ সালের ১১ [illegible] তারিখের নিষ্পত্তি —
৭২ নম্বর [illegible] —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible] —
সাহেবের ঐ [illegible] ২৪ তারিখের নিষ্পত্তি [illegible] —
[illegible] সহিত [illegible] বন্দবস্ত [illegible] আদেশে —
[illegible]

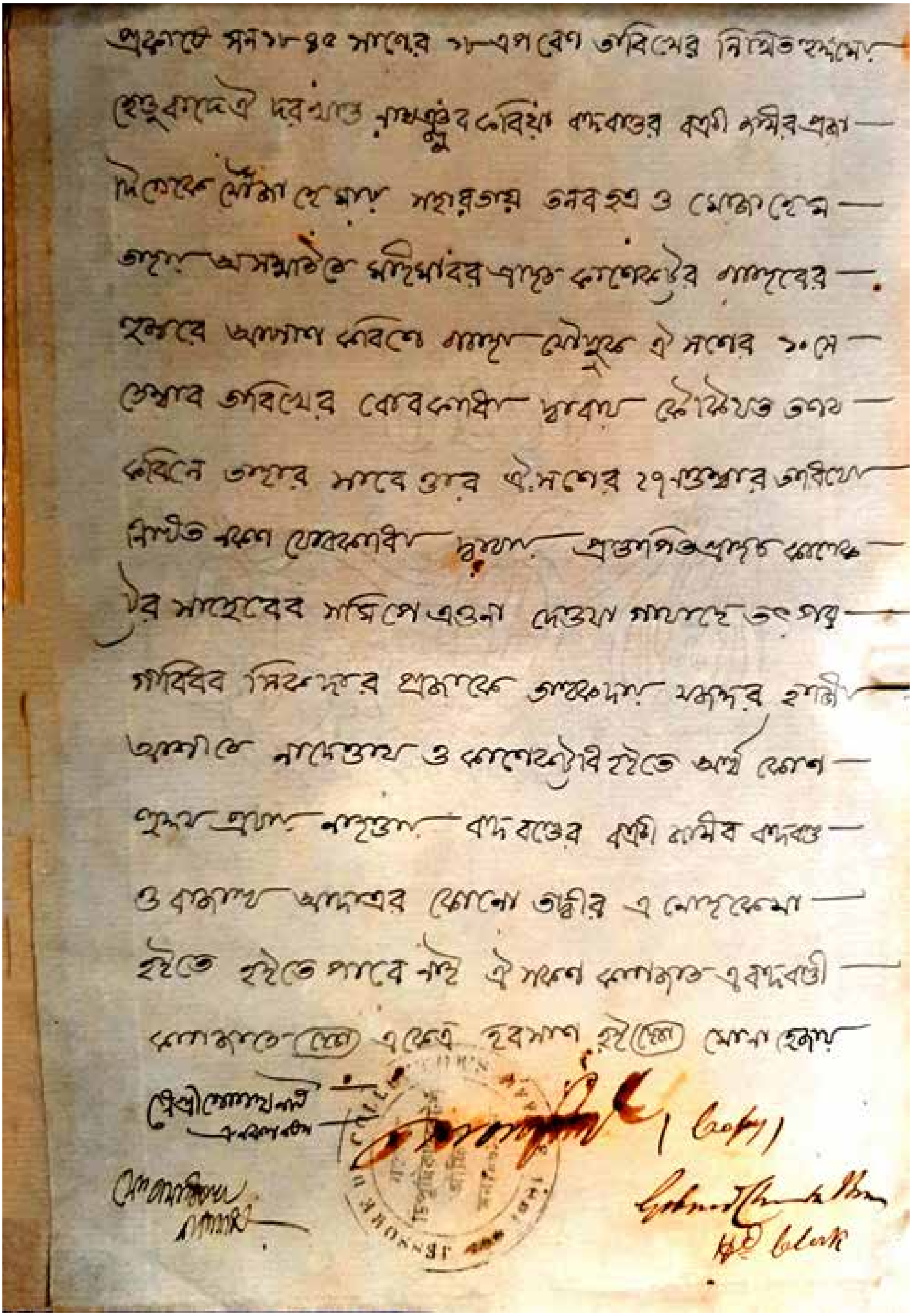
[illegible] —
[illegible] —

(Copy)
[illegible]
Hd Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৩৮ নম্বরের ইঙ্গরাজি চিটেব দ্বাবায় বিবন্ব কমিসনাবিতে প্রেরণ করিনে তাহাব প্রতির্ত্তরে প্রতাপান্বীত শ্রীহত বিবন্ব কমিসেণাব সাহেবেব ঐ মাহাব ২৬ তাবিখেব নিখিত ৪৯ নম্বরের ইঙ্গরাজি চীটী দাখিনকাবেব সহিত বন্দবস্ত কবার আদেসে আগতো হএ ও প্রেবিত দস্তাবেজ ফেবত আইসে ইতি পবে সন ১৮৪৫ সাণের ১১ আপবেন তাবিখেব নিখিত ৭ দফার ইঙ্গবাজি বেপট দস্তাবেজেব দ্বাবায মহাণ মজকুব বাজেআপ্তর পূর্বেব ও পরে শ্রী জয় নাবাযণ বাএ মোক্তাবের মাবফতে বানি মৌছুফার দখণ থাকা প্রমাণ হওা ইত্যাদী বিববণে হবসান হইনে তাহার প্রতির্ত্তরে মহিমাবব শ্রীহত কাণেকট্টর সাহেবেব ঐ মাহার ১৪ তাবিখেব নিখিত ইঙ্গবাজি চীটে বানি মৌছফার সহিত ফেনফৌর বন্দবস্ত করনের আদেসে আগত হয় ইতি	ফেনফৌর= ফেলফৌর প্রতির্ত্তরে= প্রতি উত্তরে বিবন্ব= রেভেনেউ আদেসে= আদেশে

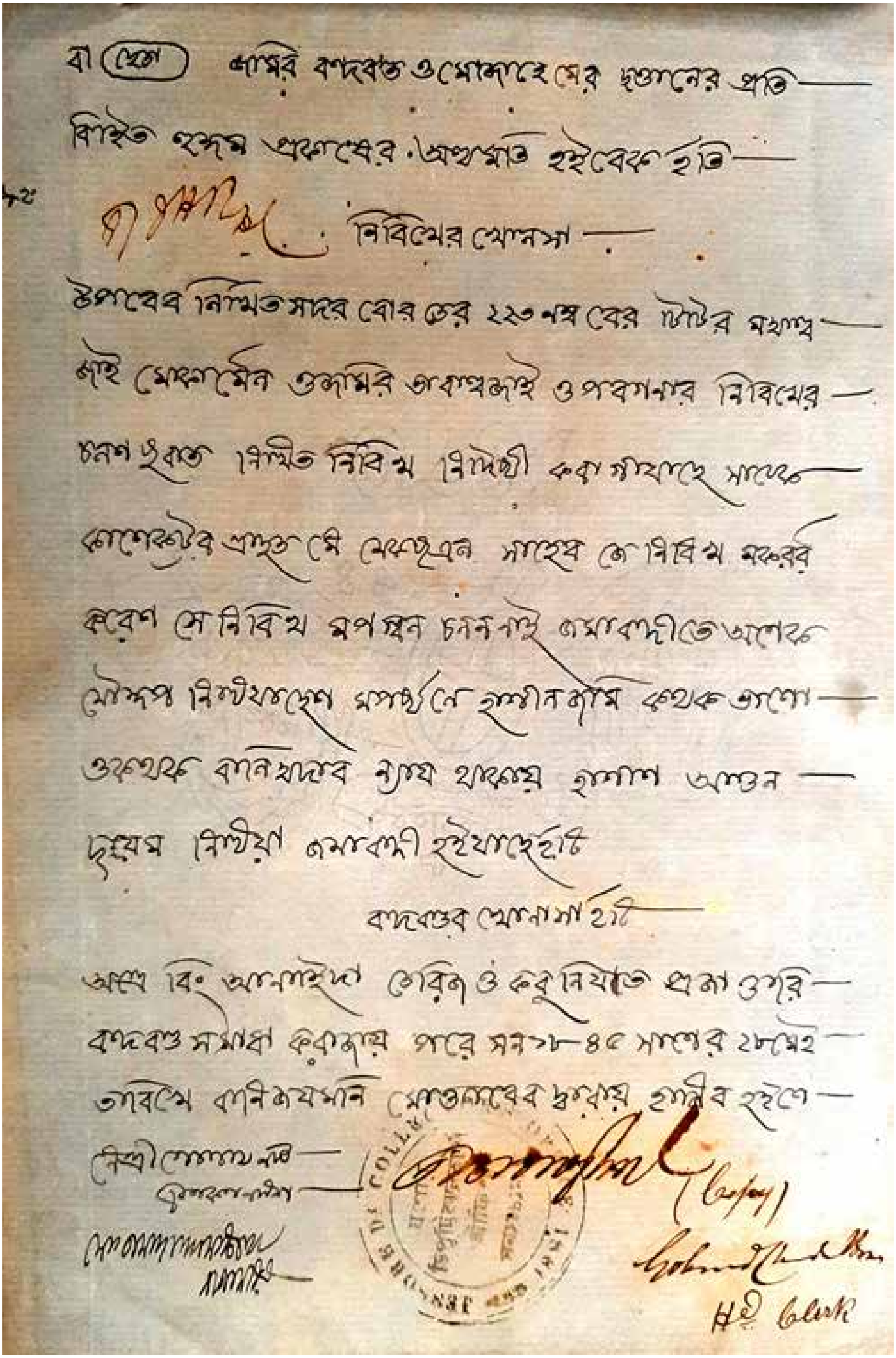

Copy
Head Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
নামিক ব্যাক্তিগণ তনব মোত এনাম জাবিতে হাজির না হওায়	তৌণে= তৈনে (?)
ও জওাব দস্তাবেজ আদী দাখিন না কবায় জমি মজকুরা মহানের মোতাণক	তনব=তলব
খোর্দ্দ না খেবাজ বিধায় প্রচনিত আঞ্চীণ	জওাব= জওয়ার
ও চিটে মত বাজেআপ্ত ও জমাবন্দী ষুবাত ১০৸৵ টাকা স্থির	আঞ্চীন= আইন
করিয়া নামিক ব্যাক্তি গণের গর হাজিবিতে রানি মৌছুফার মোট তৌনে	
বন্দবস্ত হইযাছে ইতি	
নিখিত বাজাপূবের জমির বিসএ জে ক্লেম	
উপস্থীত হএ তাহার খোণাসা ইতি	
উক্ত গ্রামে ৵ > ৵ পাখি জমি জবিপ হইয়া ৴৪৸৵ পাখি জমির	
বন্দবস্ত সানিযাণা ৪॥৵২।৲ টাকা জমায় মধুষুদন মজ্বমদার	
দিগবেবসহিত হইনে পর তবক বাজপাটের তাল্বকদার	
জগদম্বীকা দার্স্য দিগর উক্ত গ্রামে বামচন্দ্র ঠাকুরের কাটা	
কবর্দ্দ্যক জমি না থাকা ও ৩৫৭ নম্ববের মকদ্দামা (ছেড়া) পষ্ট	
প্রমাণ হইযা ঐ মকদ্দামা ডিষমিষ হওা ইত্যাদি বিববণে জবিপা	
জমি খানাষ পাওাব বিসএ দরখাস্ত কবিনে স (ছেড়া) কানেকক্টর	
শ্রীহত মেঁঃ মেকষুএন সাহেবেব আমণে ঐ জমি জরিপ (ছেড়া) ন্দী হওা	


প্রকাশ থাকে সন ১২৮৪ সালের ১৮ এপ্রেল তারিখের লিখিত হুকুমে
হেডকানেস্টবল দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া বন্দবস্তের [illegible]
[illegible] সাহারগঞ্জ [illegible] ও [illegible]
[illegible] কালেক্টর সাহেবের
হুজুরে [illegible] করিবে [illegible] ঐ সনের ১০ সে
তারিখের [illegible]
করিবে [illegible] সাবে [illegible] ঐ সনের ২৭ অক্টোবর তারিখে
[illegible]
[illegible] সাহেবের [illegible] দেওয়া [illegible]
[illegible]
[illegible] ও কালেক্টরি হইতে [illegible]
[illegible] বন্দবস্তের [illegible]
ও [illegible] আদালতের [illegible]
হইতে হইতে পারে নাই ঐ সকল [illegible]
[illegible]
[illegible]
(Copy)
[illegible]
H. C. Clerk

পাঠ

প্রকাষে সন ১৮৪৫ সাণের ১৮ এপবেণ তাবিখের নিখিত হুকুমের হেত্তু বাদে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুব কবিয়া বন্দবাস্তর বক্রী জমির প্রজা দিগেকে মোজা হেমার সহায়তার তনব হএ ও মোজাহেম তাহার অসম্মতিতে মহিমাবর শ্রীহত কাণেকট্টর সাহেবের হুজ্বরে আপীণ কবিণে সাহেব মৌছুফ ঐ সণের ১০ সে তেস্বাব তাবিখের বোবকাবিব দ্বাবায় কৈফিযত তণব কবিনে তাহার সাবেওার ঐ সণের ২৭ নওম্বার তারিখেব নিখিত নকণ বোবকাবিব দ্বাবায় প্রস্তাপিত শ্রীহত কাণেক ট্টর সাহেবেব সমিপে এওনা দেওয়া গীযাছে তৎপর
গীবিধব সিকদার প্রজাকে তাল্বকদার মজকুর হাজিব আশীতে না দেওায ও কাণেকট্টবি হইতে অর্ন্য কোন
হুকুম প্রচার না হওায় বন্দবস্তের বক্রী জমিব বন্দবস্ত
ও বাজস্য আদাএর কোনো তদ্বীর এ মোহকেমা হইতে হইতে পাবে নাই ঐ সকণ কাগজাত এ বন্দবস্তী
কাগজাতে (ছেড়া) একেত্র হবসাণ হই (ছেড়া) মোনা হেজায়



বা (খো) জমির বন্দবস্ত ও মোবাহেসের হুকুমের প্রতি—
বিহিত হুকুম প্রকাশের অপেক্ষাতে রহিবেক ইতি—
নিরিখের খোলসা —
উপরের লিখিত সদর বোর্ডের ২২৩ নম্বরের চিঠির মর্ম্ম—
এই মোকামের ওজমির জবাবজাই ও পরগনার নিরিখের—
চলন হইতে লিখিত নিরিখ নির্দিষ্ট করা গিয়াছে সাবেক—
কালেক্টর প্রভৃতি শ্রী মেকফ্রেন সাহেব যে নিরিখ মকরর
করেন সে নিরিখ মণ্ডলান চলন বাই জমাবন্দীতে অনেক
মৌজায় নিরিখহেন মর্ম্মে হাসিল বাকি থাকে তাহা—
ওকেথাকে বানিয়াদের ন্যায্য থাকিয়া হাসিল অতএব—
দুয়েম লিখিয়া জমাবন্দী হইয়াছে ইতি

বন্দবস্তের খোলাসা ইতি—

অধে বিং আনাইনা জেরিজ ও কবুলিয়তে প্রজা ওগরি—
বন্দবস্ত সমাধা করিবায় পরে সন ১২৪৫ সালের ২৮শে
তারিখে বানিজমিনি মোক্তারের দ্বারায় হাসিল হইবে—

(Copy)

H. Clerk

পাঠ

বা (ছেড়া) জমির বন্দবস্ত ও মোজাহেমের ছওানের প্রতি
বিহিত হুকুম প্রকাষের অন্যমতি হইবেক ইতি

নিবিখের খোনসা

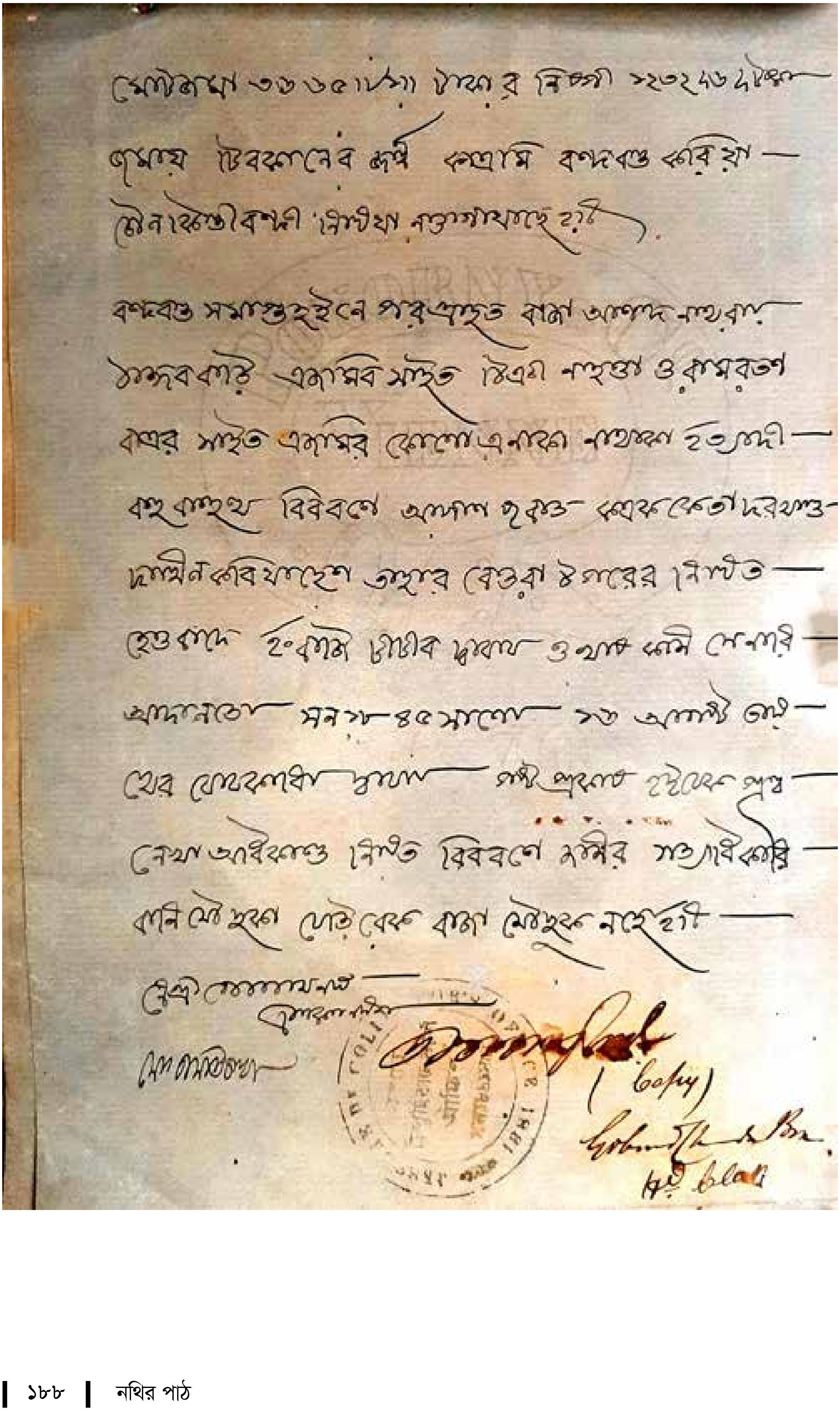
উপবেব নিখিত সদর বোরডের ২২৩ নম্ববের চিটের মথান্ব জাই মোকার্মেন ও জমির ভাবান্বজাই ও পবগনার নিবিখের চনণ ষুবাত নিখিত নিবিখ নির্দিষ্টী কবা গীযাছে সাবেক কাণেকট্টর শ্রীহত মেঁ মেকষুএন সাহেব জে নিবিখ মকর্রর করেন সে নিবিখ মপস্বন চনন নাই জমাবন্দীতে অণেক মৌকুপ নিখিযাছেণ মপর্ষ্যনে হাশীন জমি কথক ভাণো
ও কথক বানিমদাব ন্যায থাকায় হাশীন আত্তন
ছয়ম নিখিয়া জমাবন্দী হইযাছে ইতি

বন্দবস্তর খোনসা ইতি

অগ্রে বিং আনাহিদা তেরিজ ও কবুনিযত প্রজাওারি বন্দবস্ত সমাধা করাজায় পরে সন ১৮৪৫ সাণের ২৮ মেই তাবিখে বানি জয়মনি মোক্তাবেব দ্বারায় হাজিব হইণে

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

মোকার্মেন= মোকার্মেল
চনণ= চলন
মপস্বন= মপস্বল= মফস্যল
ভাণো= ভালো
আওন= আত্তল
বিং= উপযুক্ত
আনাহিদা= আলাহিদা= ভিন্ন
তেরিজ= সমষ্টি
কবুনিযত= কবুলিয়ত
হাজিব= হাজির


মৌজামজা ৩৬৬০।/১০ টাকার নিজ্জা ১২৩২ সনের [illegible]

জমায় উবরুনের জন্য [illegible] কিস্তি বন্দবস্ত করিয়া —

[illegible] লিখিয়া [illegible] ইতি

বন্দবস্ত সমাপ্ত হইলে পর [illegible] বাকা আপনার [illegible]

[illegible] এজামির সহিত [illegible] ও [illegible]

বাবুর সহিত এজামির কোনো এলাকা [illegible] ইত্যাদি —

[illegible] বিবরণে [illegible] দরখাস্ত —

দাখিল করিয়াছেন তাহার [illegible] লিখিত —

হেতুবাদে ইংরাজী [illegible] —

আদালতে সন ১৮৪৫ সালে ১৩ [illegible] —

[illegible] হইয়েছে [illegible] —

[illegible] লিখিত বিবরণে [illegible] —

[illegible] নহে ইতি —

(Copy)

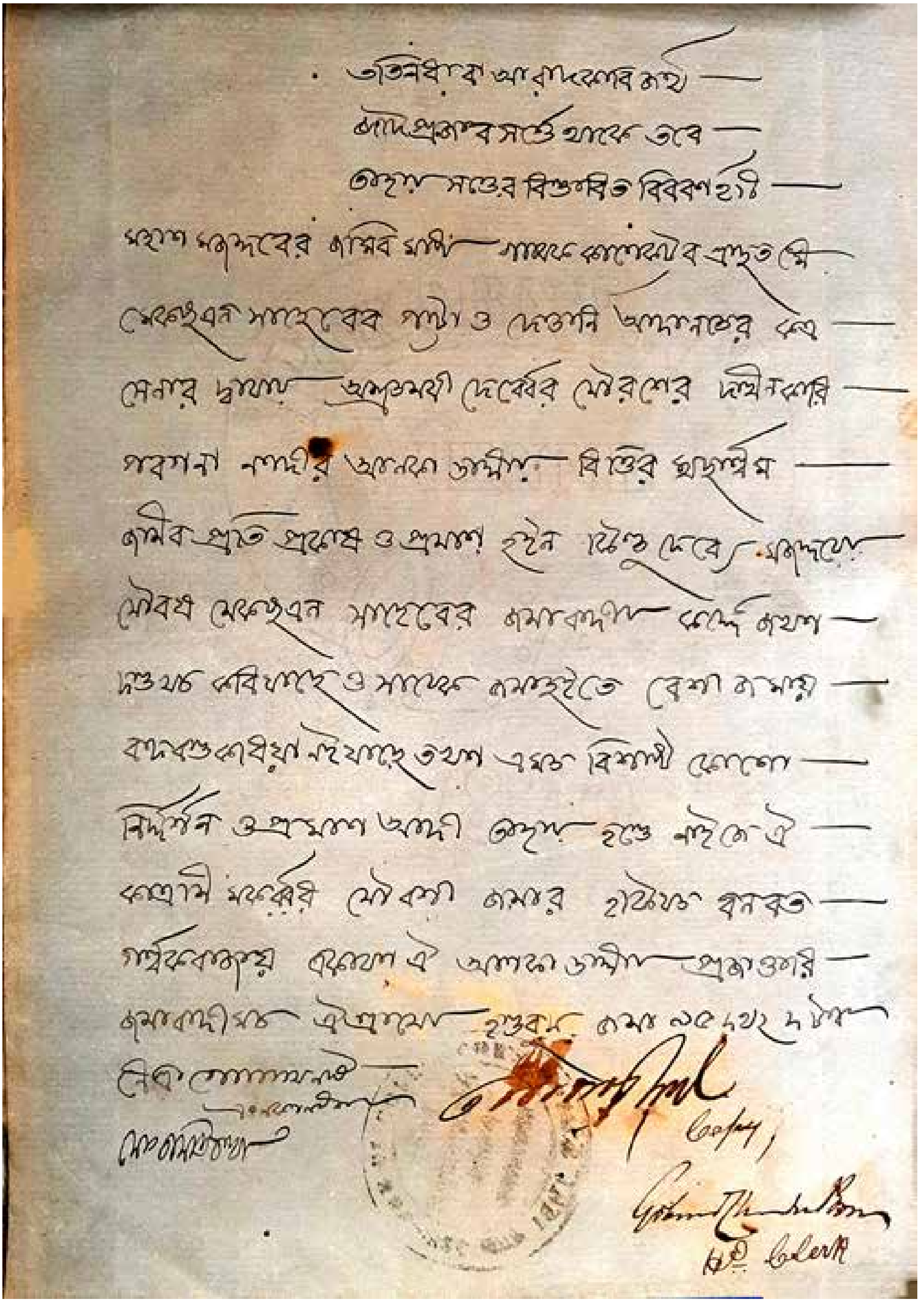
পাঠ

মোট জমা ৩৬৬৫।৵১।। টাকার নিষ্পী ১২৩২ ৸৬ ৸টাকা
জমায় চিবকানের জর্ন্ব কাএমি বন্দবস্ত করিয়া
তৌন কিস্তীবন্দী নিখিযা নওা গীযাছে ইতি

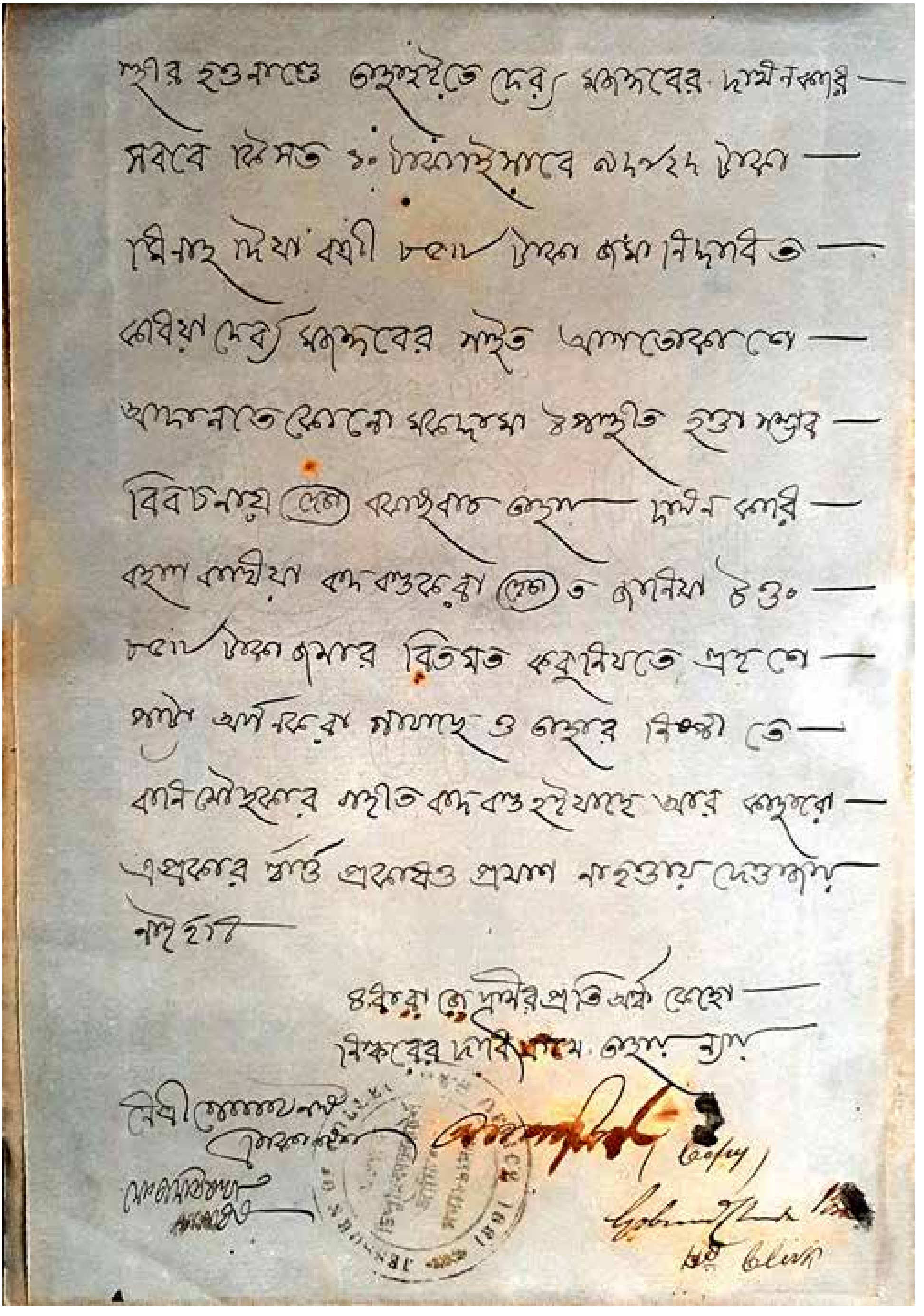
বন্দবস্ত সমাপ্ত হইনে পর শ্রীহত বাজা আণন্দ নাথ রায় ঠাকুরবাড়ি এজমিব সহিত ডিক্রী না হওা ও রামরতণ বাএর সহিত এ জমির কোণো এনাকা না থাকা ইত্যাদী বহু বাহুন্য বিববণে আপীণ ষুবাত কএক কেতা দরখাস্ত দাখিন কবিযাছেণ তাহার বেওরা উপরের নিখিত হেতুবাদে ইংবাজি চীটীব দ্বাবায ও খাষ কমিসেনারি আদানতেব সন ১৮৪৫ সাণেব ১৬ আগষ্ট তারী
খের বোবকাবিব দ্বাবায পষ্ট প্রকাষ হইবেক পূর্ব্ব
নেখা অধিকান্ত নিখিত বিববণে জমির সত্যাধিকারি
বানি মৌছফা বেতিবেক বাজা মৌছুফ নহে ইতি

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

চিবকানের= চিরকালের
এজমিব= এজমির
বাহুন্য= বাহুল্য
বেওরা= বর্ণনা



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৩ তিন ধাবা আবদকাবি জর্ন্য জদি প্রজাব সর্ত্তে থাকে তবে তাহার সত্তের বিস্তাবিত বিববণ ইতি মহাণ মজকুবের জমিব মধ্যে সাবেক কাণেকট্টব শ্রীহত মেঁ মাকষুএন সাহেবের পাট্টা ও দেওানি আদানতের ফএ সেনার দ্বাবায় অপ্রতমযী দেবের্বর মৌরশের দাখিনকারি পবগনা নণদীর আনফাডাঙ্গার বিত্তির কাছার্ন্বম জমিব প্রতি প্রকাষ ও প্রমাণ হইন কিন্তু দেব্যে মজকুরের মৌবষ মেকষুএন সাহেবের জমাবন্দীব ফর্দে জখণ দস্তখত কবিযাছে ও সাবেক জমা হইতে বেশী জমায় বন্দবস্ত কবিয়া নইযাছে তখণ এমত বিশীষ্ট কোণো নির্দ্দর্শন ও প্রমাণ আদী তাহার হস্তে নাই জে ঐ কাএমি মকর্ররর মৌবশী জমার হকিযত বনবত গর্ণৃকবাজায় একাবণ ঐ আলফাডাঙ্গায প্রজাওারি জমাবন্দীমত ঐ গ্রামেব হস্তবুদ জমা ৯৫৮৶ ২৮ টাকা	কাছার্ন্বম= কাছাকাছি (?) বনবত= বলবত কবাজায়= করাজায় নির্দ্দর্শন= নিদর্শন মকর্ররর= মকরব

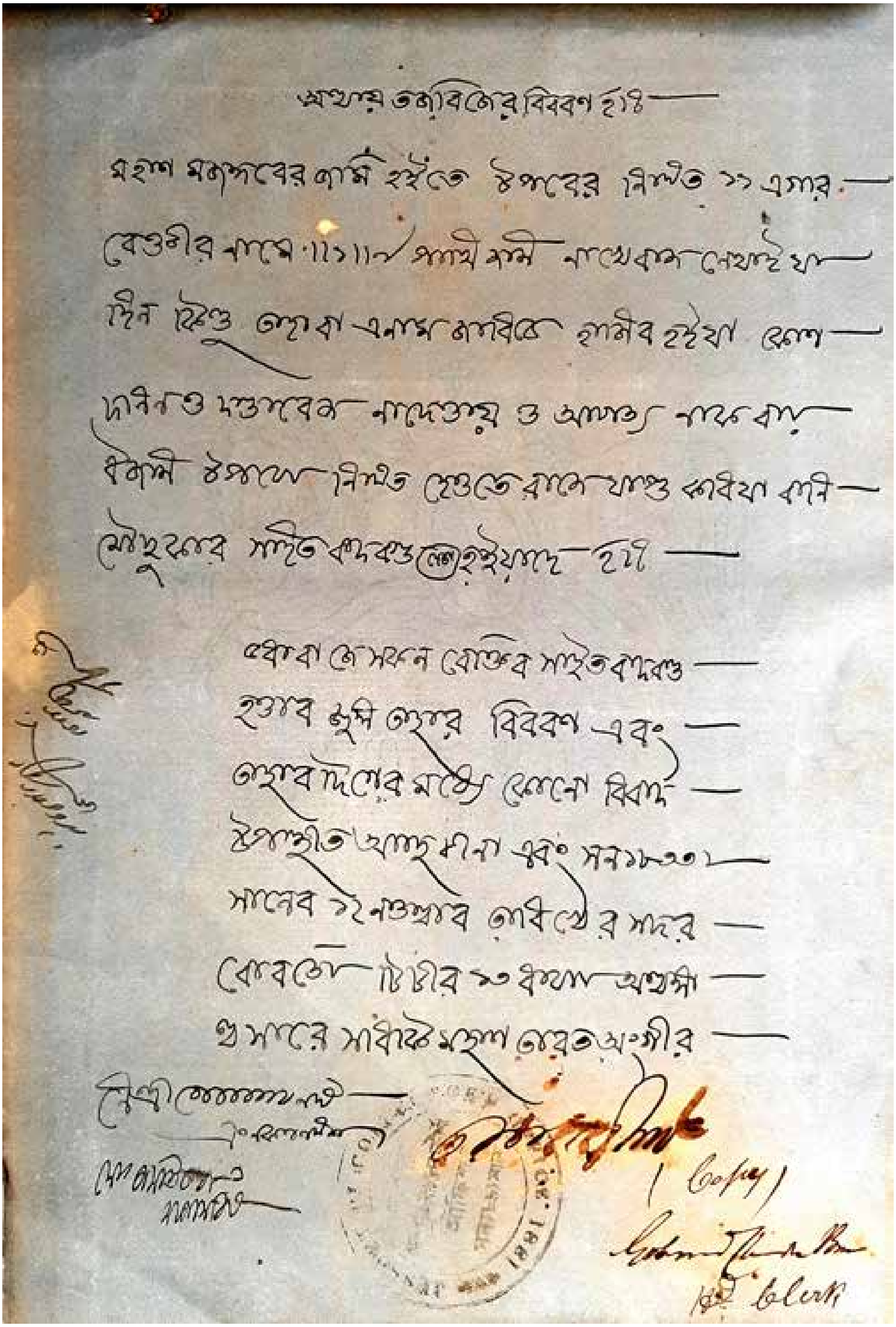


পীর হওনাতে ওজুহাইতে দেবু মজকুরের দাখিলকৃত —
সবেবে যেমত ১০ টাকাইসাবে ৩২০/৫০ টাকা —
দিনাহ দেয়া বাকী ৮৩০ টাকা জমা নিদ্দাবি ৩ —
করিয়া দেবু মজকুরের সহিত আদালতে কালে —
আদালতে কোনো মকদ্দমা উপস্থিত হওয়া সম্ভব —
বিবেচনায় তোমা কাছারীর জন্য — দখল করি —
বহাল রাখিয়া বন্দবস্ত করা তোমা ও জানিয়া উক্ত —
৮৩০ টাকা জমার রিতমত কবুলিয়তে এই সে —
সাথে অর্পন করা যায়াছে ও তাহার নিজ্জী তে —
বাকি মৌজার সহিত বন্দবস্ত হইয়াছে অথর কাছারো —
এপ্রকার স্বত্ব প্রকাশও প্রমাণ না হওয়ায় দেওয়ানী
নহে হার —

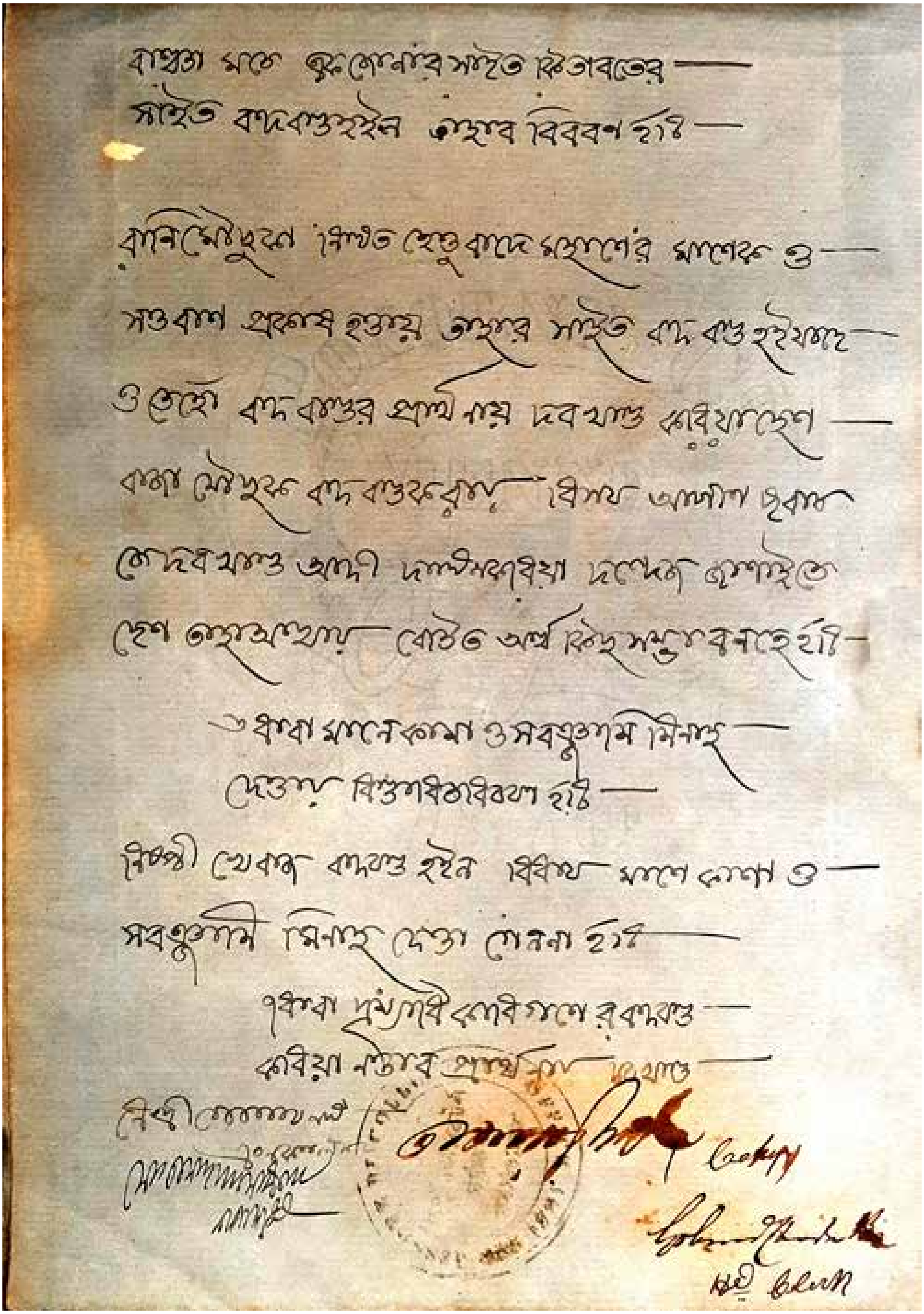
৪ঠা জে দ্রাবির প্রতি এক দেহো —
নিষ্করের দাবী নামে জবাব ন্যায

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
স্থীর হওনান্তে তাহা হইতে দেব্য মজকুবের দাখিনকারি	নিদ্দাবিত= নিদ্দারিত
সববে ফিমত ১০ টাকা হিসাবে ৯৸৶২৸টাকা	কাণে= কালে
মিনাহ দিযা বক্রী ৮৫ টাকা জমা নিদ্দাবিত	
কবিয়া দের্ব্য মজকুবের সহিত আগতো কাণে	
আদানতে কোনো মকদ্দামা উপস্থীত হওা সম্ভাব	
বিবচনায় (ছেডা) বকাষুবাত তাহার দাখিনকারি	
বহাণ বাখিয়া বন্দবস্তকরা (ছেডা) ত জানিয়া উক্ত	
৮৫ ।৶ টাকা জমার বিতমত কবুনিযতে গ্রহণে	
পাট্টা অর্পনকরা গীযাছে ও তাহার নিষ্পীতে	
বানি মৌছফার সহীত বন্দবস্ত হইযাছে আর কাহারো	
এ প্রকার স্বার্ত্ত প্রকাষও প্রমাণ না হওয় দেওাজায়	
নাই ইতি	

৪ ধারা জে ভূমির প্রতি অর্ন্ব্য কেহো
নিস্করের দাবি বাখে তাহার ন্যায়


(Copy)

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
অন্যায় তজবিজের বিববণ ইতি	তজবিজ= বিচারের রায়
	বাজেযাপ্ত= বাজেয়াপ্ত
মহাণ মজকুবের জমি হইতে উপবের নিখিত ১১ এগার	জুঙ্গ= জুগ্য= যোগ্য
বেক্তীর নামে ০॥১॥৶ পাখি জমি নাখেবাজ নেখাইয়া	অনুঙ্গা= অনুজ্ঞা
ছিন কিন্তু তাহাবা এ নামজাবিতে হাজিব হইযা কোণ দনিন ও দস্তাবেজ	
না দেওায় ও আপত্য না কবায়	
ঐ জমি উপবেব নিখিত হেতুতে বাজেযাপ্ত কবিয়া বানি মৌছুফার	
সহিত বন্দবস্ত (ছেড়া) হইয়াছে ইতি	
৫ ধাবা জে সকন বেক্তিব সহিত বন্দবস্ত	
হওাব জুঙ্গ তাহার বিবরণ এবং	
তাহাব দিগের মধ্যে কোনো বিবাদ	
উপস্থীত আছে কীনা এবং সন ১৮৩৩	
সানের ১২ নওম্বাব তাবিখের সদর	
বোবর্ডেব চিটীর ১৩ ধাবায অন্বঙ্গান্বসারে সাবিকি মহাণ তাবত অংগীর	


বাঙ্গালা মতে ... সাহিত কিতাবতের —
সাহিত বন্দবস্ত হইল তাহার বিবরণ হায় —

বানিমৈতুরুল ... হেতু বাদে ... সাথেক ও —
সওবাল প্রকাশ হওয়ায় তাহার সাহিত বন্দবস্ত হইয়াছে —
ও তেহো বন্দবস্তর প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছেন —
বাকা মৈতুরুল বন্দবস্ত করণ — বিসয় আদালত হুকুম
সে দরখাস্ত আদালত দাখিল করিয়া ... হইতে
হেন তাহা অস্থায় — বোর্ড অর্থ কিছু সম্ভাবনা হয় —

ও বাকা মহালের কালা ও সরবুকুলাম মিনাহ —
দেওয়ায় বিস্তারিত বিবরণ হায় —

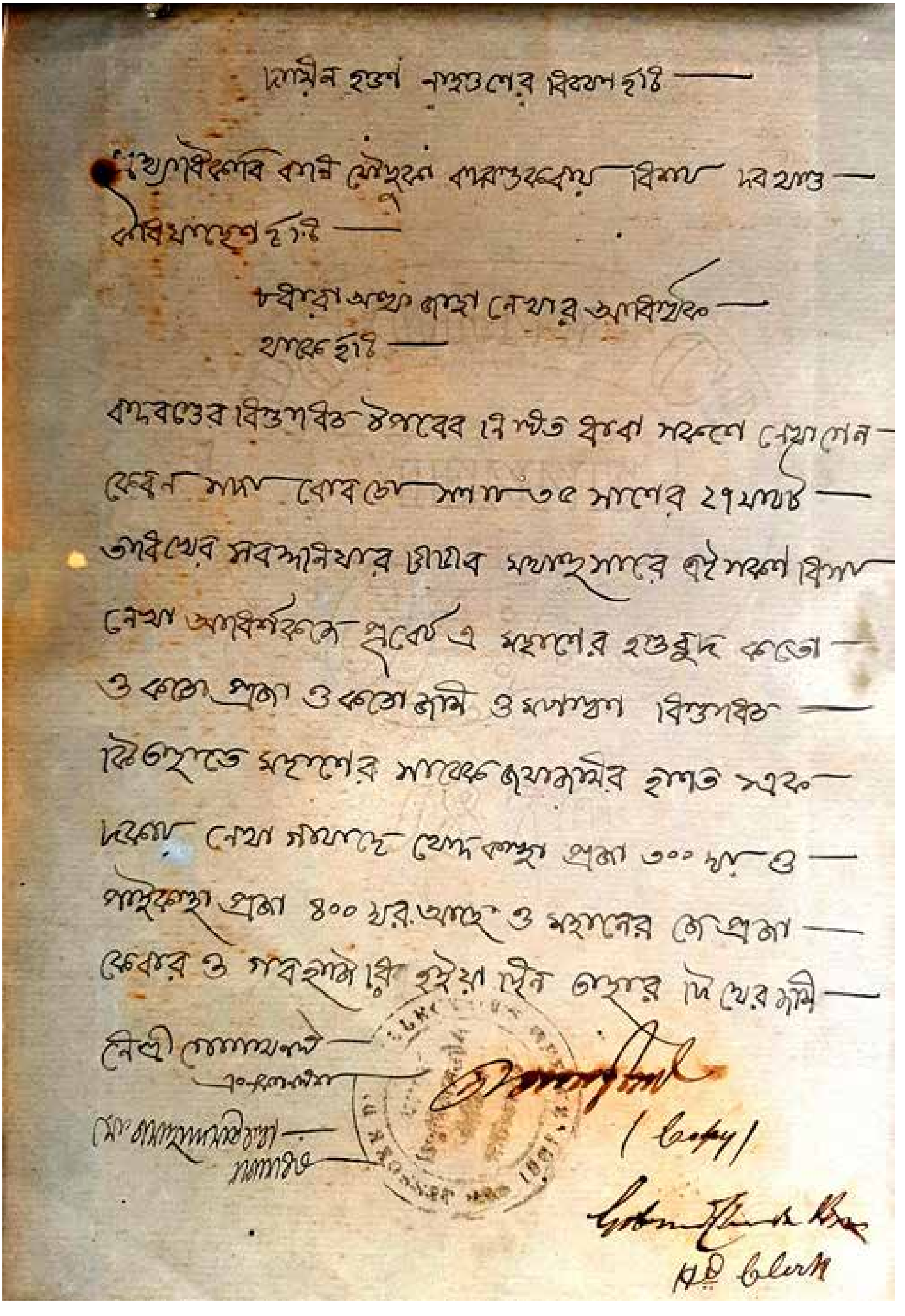
বিস্তারী খেবাক বন্দবস্ত হইল বিষয় মহাল কালা ও —
সরবুকুলামী মিনাহ দেওয়া গেলনা হায় —

৭ বাকা দুম্যালী করবিগণের বন্দবস্ত —
করিয়া তাহার প্রার্থনা ... দরখাস্ত —

Copy

Head Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বাঞ্চা মতে এক জোনার সহিত কি তাবতের সহিত বন্দবস্ত হইন তাহাব বিববণ ইতি রানি মৌছুফা নিখিত হেতুবাদে মহাণের মাণেক ও সত্তবান প্রকাষ হওায় তাহার সহিত বন্দবস্ত হইযাছে ও তেঁহো বন্দবস্তের প্রার্থনায় দবখাস্ত করিয়াছেন বাজা মৌছফ বন্দবস্ত করায় বিসয আপীণ ষুবাাত জে দবখাস্ত আদী দাখিন করিয়া দন্দেজ জানাইতে ছেন তাহা অন্যায় বেতিত অর্ন্য কিছ সম্ভাব নহে ইতি	মাণেক= মালেক তেঁহো= ? দন্দেজ= দন্দ
৬ ধাবা মানেকানা ও সবঞ্জামি মিনাহ দেওায় বিস্তাবিত বিববণ ইতি	
নিষ্পী খেবাজ বন্দবস্ত হইন বিধায মাণেকাণা ও সবঞ্জামি মিনাহ দেওা গেননা ইতি	
৭ ধাবা ভূম্যাধিকাবিগণের বন্দবস্ত কবিয়া নওাব প্রার্থনব দবখাস্ত	


দামিন হক্ত পাহাড়ের বিবরণ হয় —

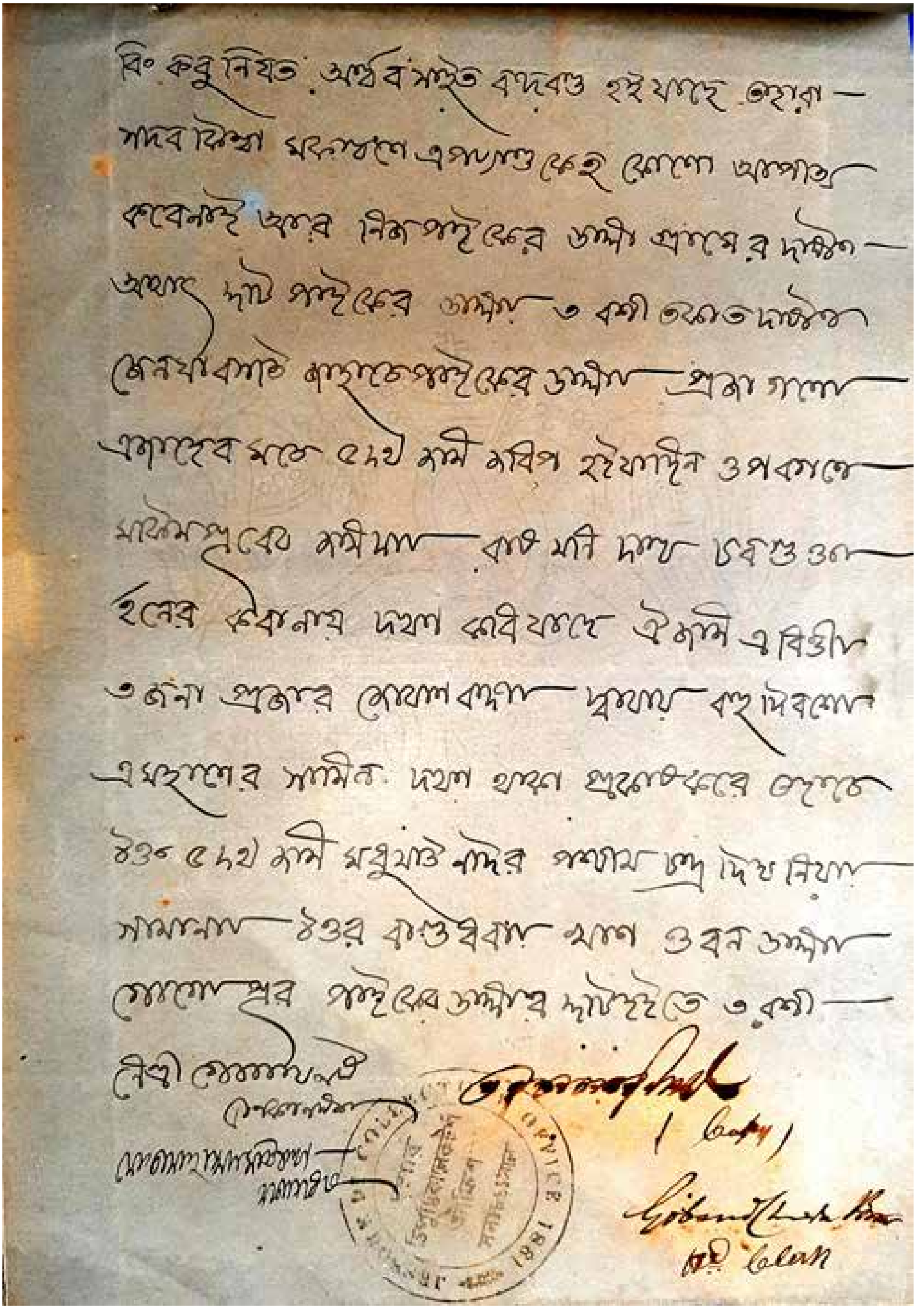
খোদাবন্দ [illegible] বাবু [illegible] পরগণ্যয় বিষয় দরখাস্ত —
[illegible] হয় —

তাঁহারা [illegible] ভাষা লেখার আবিশ্যক —
থাকে হয় —

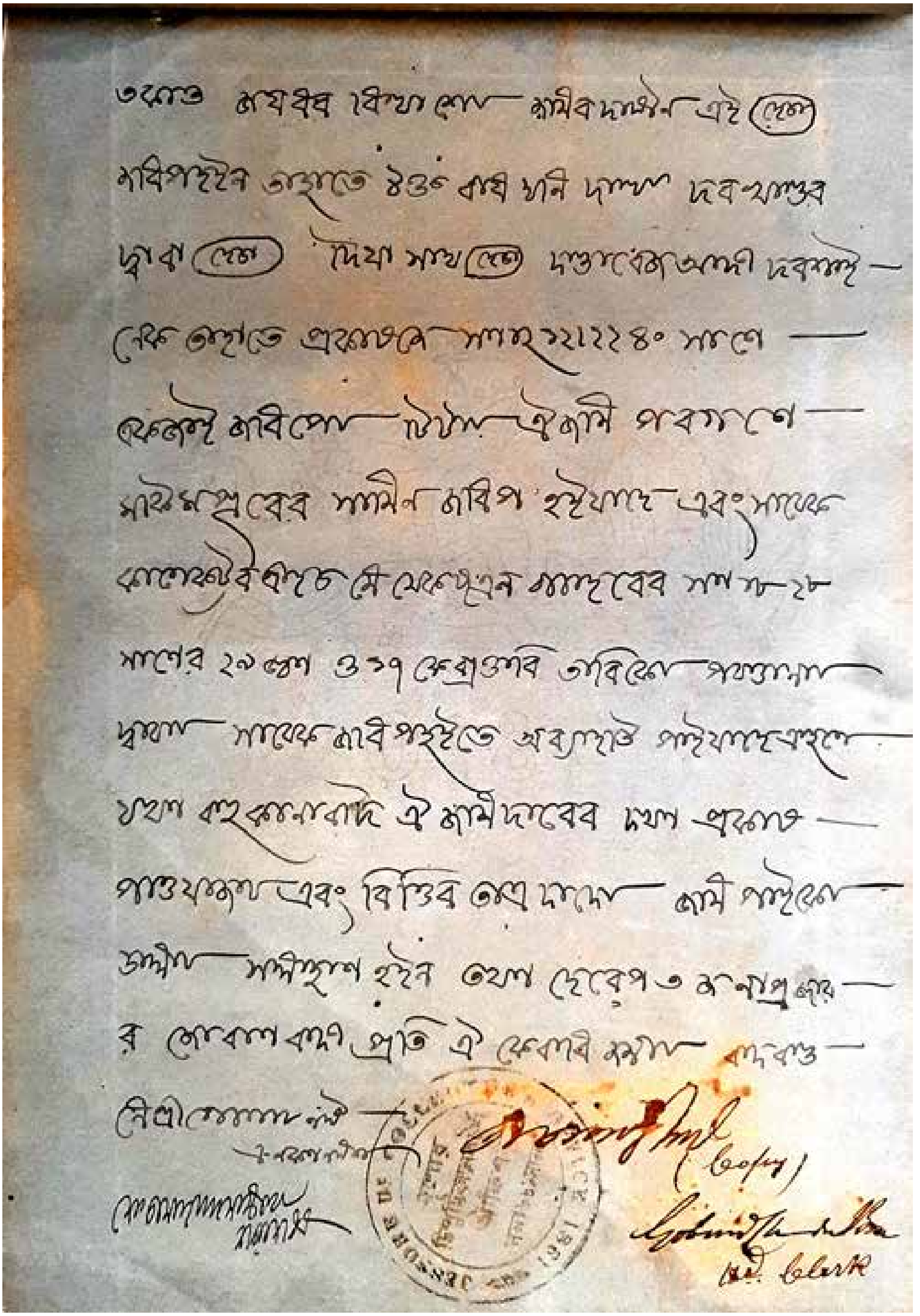
[illegible] বিস্তারিত উপরের লিখিত থাকা সকলে লেখালেন —
কেবল [illegible] সন ৩৫ সালের ২৭ মাঘ —
তারিখের [illegible] মধ্যানুসারে ওই সকল বিষয় —
লেখা আবিশ্যকে পূর্বে এ মহালের হদ্দ কতো —
ও কতো প্রজা ও কতো জমি ও [illegible] বিস্তারিত —
লিখিতে মহালের সাহেব জমাজমির হাল ১এক —
[illegible] লেখা যাইতেছে খোদ কাস্তু প্রজা ৩০০ ঘর ও —
পাইকাস্ত প্রজা ৪০০ ঘর আছে ও মহালের জে প্রজা —
[illegible] ও [illegible] হইয়া তিন ভাগের [illegible] জমি —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible]

(Copy)
[illegible]
H.D. Clerk

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
দাখিন হওণ না হওণের বিববণ ইতি ভুম্যাধিকাবি বানি মৌছুফা বন্দবস্তকবায় বিশয দবখাস্ত কবিয়াছেণ ইতি ৮ ধারা অন্যা জাহা নেখার আবির্স্যক থাকে ইতি বন্দবস্তের বিস্তাবিত উপবেব নিখিত ধাবা সকণে নেখা গেন কেবন সদব বোবডেব সণ ১৮৩৫ সাণের ২৭ মাবর্চ তাবিখের সবদ্দনিযার চীটীব মথানুসারে এই সকণ বিসয নেখা আবির্শক জে পূর্বেব এ মহাণের হস্তবুদ কতো ও কতো প্রজা ও কতো জমি ও মপস্বণ বিস্তাবিত কি তাহাতে মহাণের সাবেক জমাজমির হাণত ১ এক দফায় নেখা গীযাছে খোদকস্থা প্রজা ৩০০ ঘর ও পাইকস্থা প্রজা ৪০০ ঘর আছে ও মহানের জে প্রজা ফেবার ও গবহাজিরি হইয়াছিন তাহার দিঘের জমি	হাণত= হালত ফেবার= ফেরার গবহাজিরি= গরহাজিরি খোদকস্থা= খোদকস্তা= স্থানীয় প্রজা যে নিজ জমি চাষ করে। পাইকস্থা= পাইকস্তা= এক জমিদারের অধীনস্ত জমি চাষ করে।



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বিং কবুনিযত অর্ব্বব সহিত বন্দবস্ত হইযাছে তাহারা	অর্ব্বব= অর্ব্বর
সদব কিম্বা মফস্বণে এ পয্যান্ত কেহ কোণো আপীত্য	এজাহেব= এজাহের
কবেনাই আর নিজ পাইকেরডাঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ	চব শুক্তাইন= চর শুক্তাইল
অথাৎ কুটি পাইকেরডাঙ্গায় ৩ বশী তফাত দক্ষিণ	কবানায়= কবালায়
জে নযা বসতি জাহাতে পাইকের ডাঙ্গাব প্রজাগণেব	দিবশেব= দিবশের
এজাহেব মতে ৫৸৶ জমি জবিপ হইয়াছিন ও পবগণে	খাণ= খাল
মকিমপুবেব জমিদাব রাষমনি দাস্য চব শুক্তা	
ইনের কবানায় দখণ কবিযাছে ঐ জমি এ বিত্তীয	
৩ জনা প্রজার জোবান বন্দীব দ্বাবায় বাহু দিবশেব	
এ মহাণের সামিন দখন থাকা প্রকাষ করে তাহাতে	
উক্ত ৫৸৶ জমি মধুমতি নদির পশ্চীম চন্দ্র দিঘনিয়ার	
সীমানাব উত্তর বাস্তধবায় খাণ ও বন ডাঙ্গাব	
গোগেযপুর পাইকের ডাঙ্গার কুটি হইতে ৩ রশী	

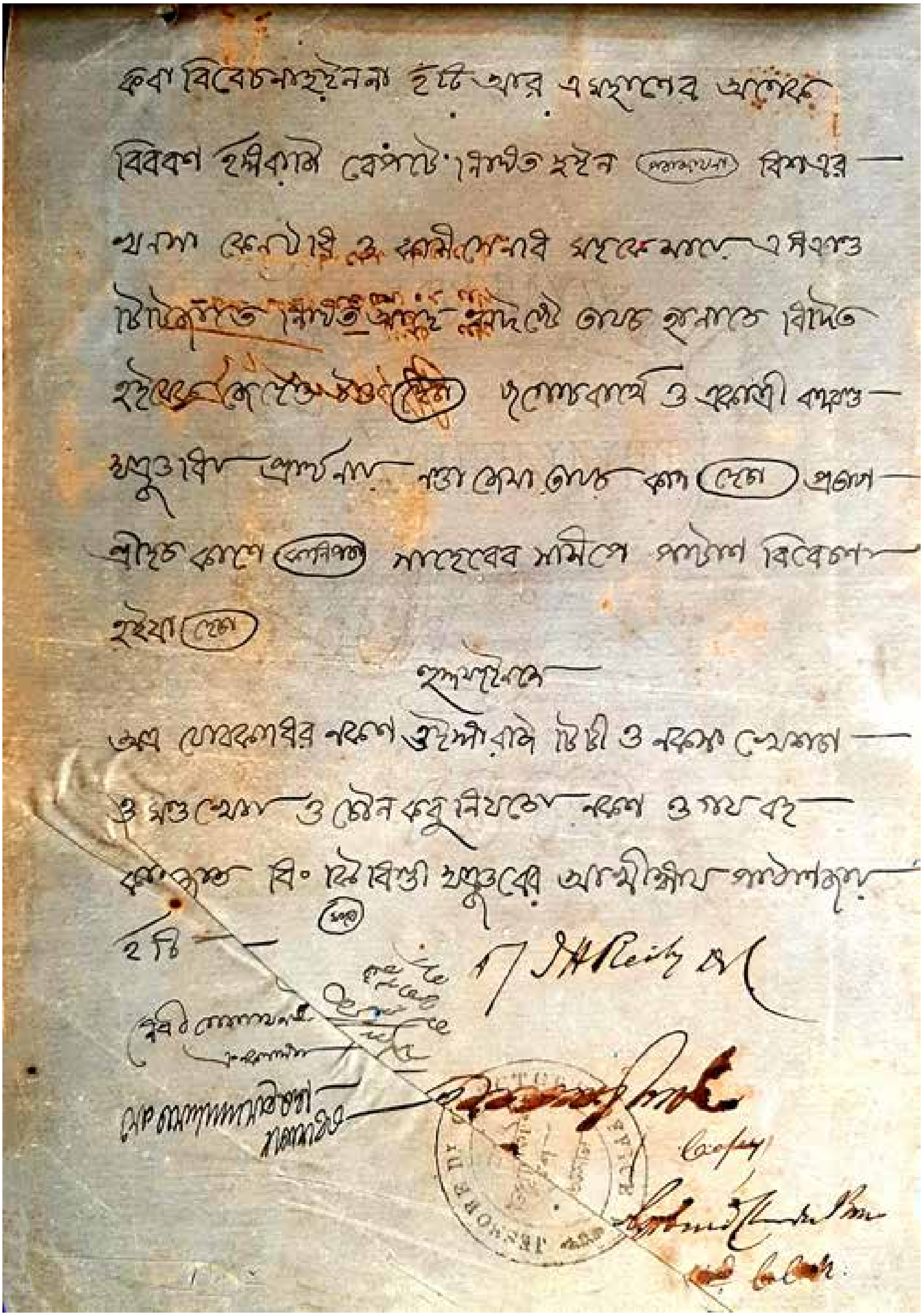

তদন্ত [illegible] লিখা শেষ জমিদারগণ এই (চেক)
জরিপ হইবে তাহাতে ৪৩০ [illegible] দাগ [illegible]
দ্বারা (চেক) দিয়া সাথে (চেক) [illegible] দরখাস্ত —
[illegible] তাহাতে প্রকাশ সন ১২২৪০ সালে —
[illegible] জরিপ [illegible] ঐ জমি [illegible] —
[illegible] সাকিন জরিপ হইয়াছে এবং [illegible]
[illegible] সাহেবের সন ৮-২৮
সালের ২৯ শে ও ৩১ ফেব্রুয়ারি তারিখে [illegible] —
দ্বারা [illegible] জরিপ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এক্ষণে —
যখন [illegible] ঐ জমিদারের দখল প্রকাশ —
পাওয়া যায় এবং [illegible] জমি পাইবে —
[illegible] হইবে তখন [illegible] —
র [illegible] প্রতি ঐ [illegible] —
শ্রী [illegible] —
[illegible]
(Copy)
[illegible] Clerk

পাঠ

৩ কাত জযধব বিস্যাশেব জমিব দক্ষিন এই (ছেডা) জবিপ হইন তাহাতে উক্ত বাষ মনি দাস্যব দবখাস্তর দ্বাবা (ছেডা) দিযা সাথ (ছেডা) দস্তাবেজ আদী দবশাই নেক তাহাতে প্রকাষ জে সণ ১২১২। ২২৪○ সাণে একজাই জবিপেব চিটায ঐ জমি পবগণে মকিমপুবের সামিন জবিপ হইযাছে এবং সাবেক কাণেকটর শ্রীহত মেঁ মেকষুএন সাহেবেব সণ ১৮২৮ সাণের ২৯ জুন ও ১৭ ফেব্রওাবি তাবিকেব পবওানাব দ্বাবায সাবেক জবিপ হইতে অব্যাহতি পাইযাছে এ স্থণে যখন বহু কানাবদি ঐ জমিদাবেব দখণ প্রকাষ পাওযা জায এবং বিত্তিব তাএদাদেব জমি পাইকেব ডাঙ্গায সঙ্গস্থাণ হইন তখন ছেরেপ ৩ জনা প্রজার র জোবাণ বন্দী প্রতি ফেরাবি জমীব বন্দবস্ত

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

বাষ= রাষ
দবশাইনেক= দরশাইনেক
মকিমপুবের= মকিমপুরের
পবওানাব= পরওানার
কানাবদি= কালাবদি
সঙ্গস্থান= সংস্থান


করা বিবেচনা হইবেক ইতি আর এ মহালের [illegible]

বিবরণ [illegible] রেপোর্টে লিখিত হইল [illegible] বিশেষ —

[illegible]

[illegible] বিদিত

হইবেক [illegible] ও [illegible] —

হুজুর [illegible] গেল [illegible] —

শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের সমিপে পাঠান বিবেচনা —

হইয়া গেল

[illegible] —

এই মোকদ্দমার নকল [illegible] ও [illegible] —

ও [illegible] ও [illegible] নকল ও [illegible] —

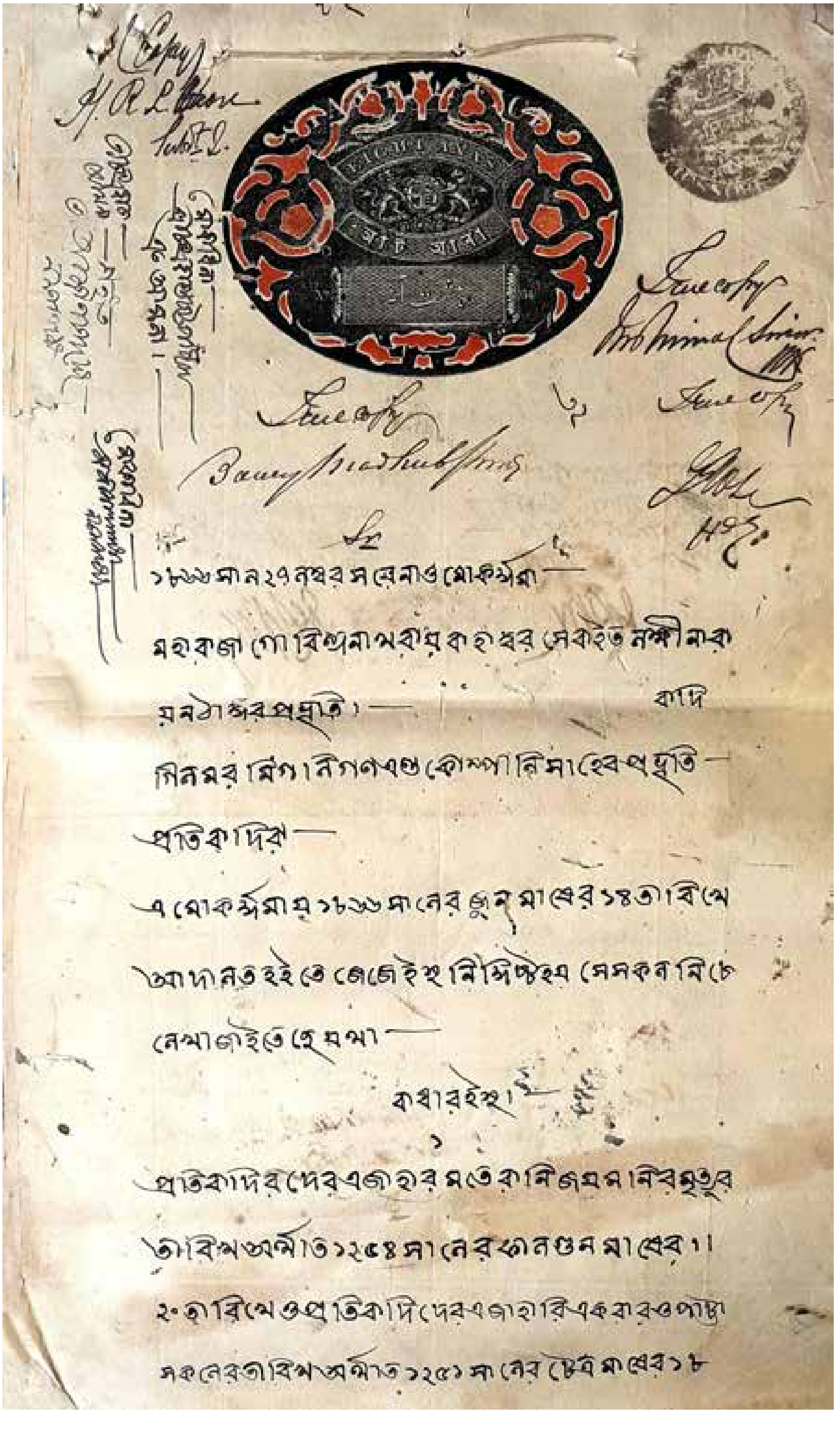
[illegible] হুজুরে [illegible] —

ইতি —

[illegible]

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
কবা বিবেচনা হইননা ইতি আর এ মহাণের অণেক বিববণ ইঙ্গঁরাজি বেপটে নিখিত হইন (পডা জায়না) বিশএর খনসা কেনট্টরি ও কমিসেনবি মহকেমায়ে এ সঁক্রান্ত চিটেজাতে নিখিত আছে ন্বদিষ্টে তাবত হানাতে বিদিত হইবেক জে হেতু উক্ত (ছেড়া) ষুগোচবার্থে ও একাত্রী বন্দবস্ত মঞ্জুবিব প্রার্থনায় নওা জেমা তাবত কাগ (ছেড়া) প্রতাপ শ্রীহত কাণে (কানিপডা) সাহেবেব সমিপে পাটাণ বিবেচণা হইযা (ছেড়া) হুকুম হইন জে অত্র বোবকাবির নকণ ও ইঙ্গরেজি চিটী ও নকসা খেশতা ও মন্ত খেতা ও তৌন কবুনিযতের নকন ও গযবহ কাগজাত বিং ফিবিস্তী মঞ্জুবের আখাঙ্কায পাঠান জায ইতি (মহর)	হানাতে= হালাতে কানিপডা= কালিপড়া অখাঙ্কায= আকাঙ্খায় খেশতা= কাশিদা (?)= নত্র তৌন= তৈন= তৈনাত= নিয়োগপ্রাপ্ত/ বহালকৃত (?) সঁক্রান্ত= সংক্রান্ত

নথি নং ০২


১৮৬৬ সাল ২৭ নম্বর সরেনাও মোকদ্দমা —

মহারাজা গোবিন্দনাথ রায় বাহাদুর সেবাইত লক্ষ্মীনারা

মদনগোপাল প্রভৃতি। — বাদি

মিনসর মিগারিগণ এণ্ড কোম্পানি সাহেব প্রভৃতি —

প্রতিবাদির —

এ মোকদ্দমায় ১৮৬৬ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে

আদালত হইতে জেজেইস নিস্পত্তি হয় সেনকল নিচে

লেখাজাইতেছে যথা —

কবারইস্থা।

১

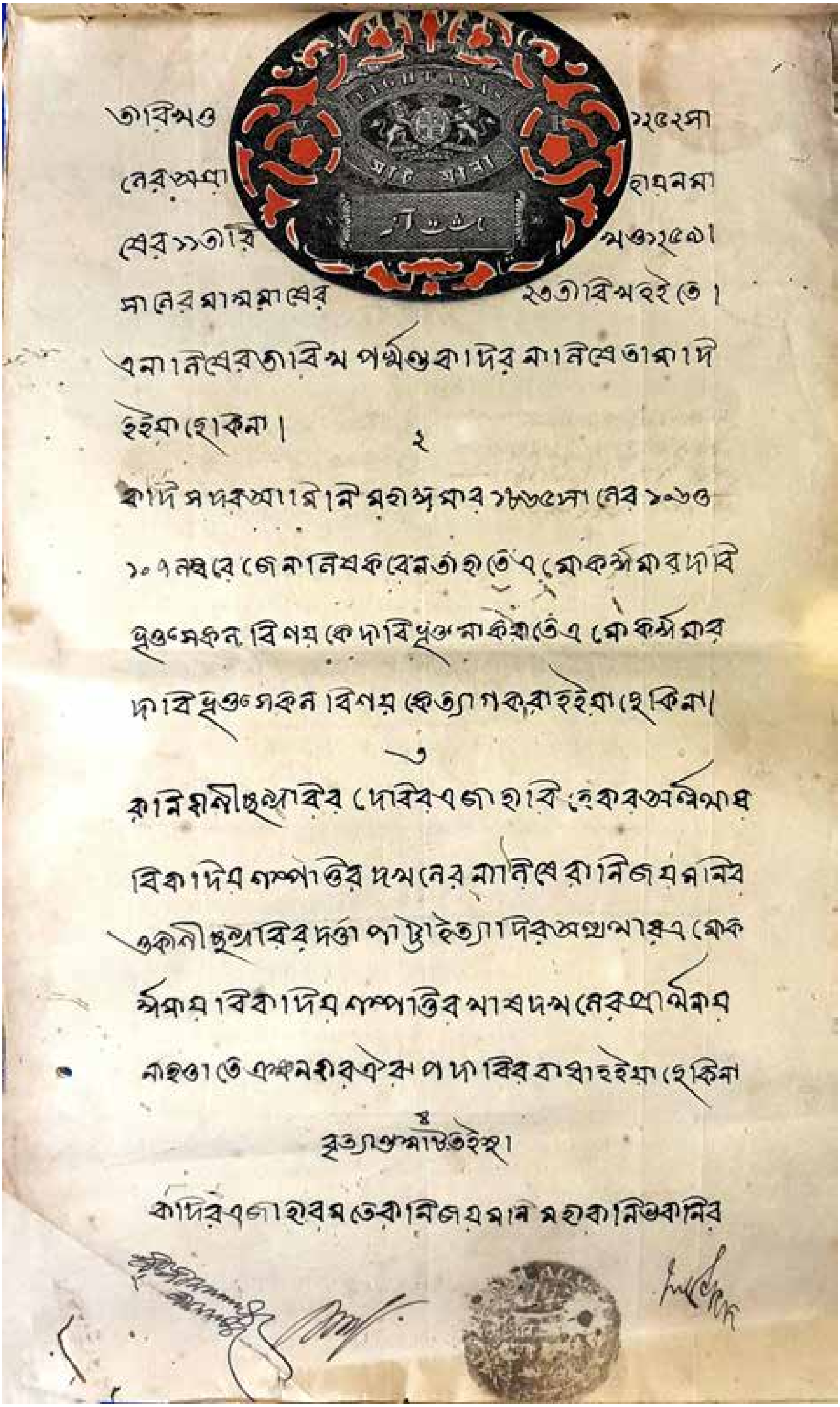
প্রতিবাদিরদের এজাহার মতে কানিজমন নিবন্তুর

তারিখ অর্থাত ১২৫৪ সালের ফাল্গুন মাসের ২।

২০ তারিখে ও প্রতিবাদিদের এজাহারি একরার ও পাট্টা

সকলের তারিখ অর্থাত ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের ১৮

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
মোকাবিনা শ্রী চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঐ আমনা। ৩২ ১৮৬৬ সান ২৭ নম্বর সরেনাও মকৰ্দ্দমা মহারাজা গোবিন্দনাথ রায় বাহাদ্বর সেবাইত লক্ষীনারায়ন ঠাকুর প্রভৃতি- বাদি গিনমর মিগনিগন এন্ড কোম্পানি সাহেব প্রভৃতি প্রতিবাদিরা এ মকৰ্দ্দমায় ১৮৬৬ সানের জুন মাষের ১৪ তারিখে আদানত হইতে জে জে ইসু নিৰ্দ্দিষ্ট হয় সেসকন নিচে নেখা জাইতেছে যথা- বাধার ইসু ১ প্রতিবাদির দের এজাহার মতে রানি জয়মনির মৃত্যুর তারিখ অর্থাত ১২৫৪ সানের ফানগুন মাষের ২০ তারিখে ও প্রতিবাদিদের এজাহারি একরার ও পাট্টা সকনের তারিখ অর্থাত ১২৫১ সানের চৈত্র মাষের ১৮	মোকাবিনা= মোকাবিলা আমনা= আমলা বাহাদ্বর= বাহাদুর সকন= সকল নেখা= লেখা সানের= সালের ফানগুন= ফালগুন

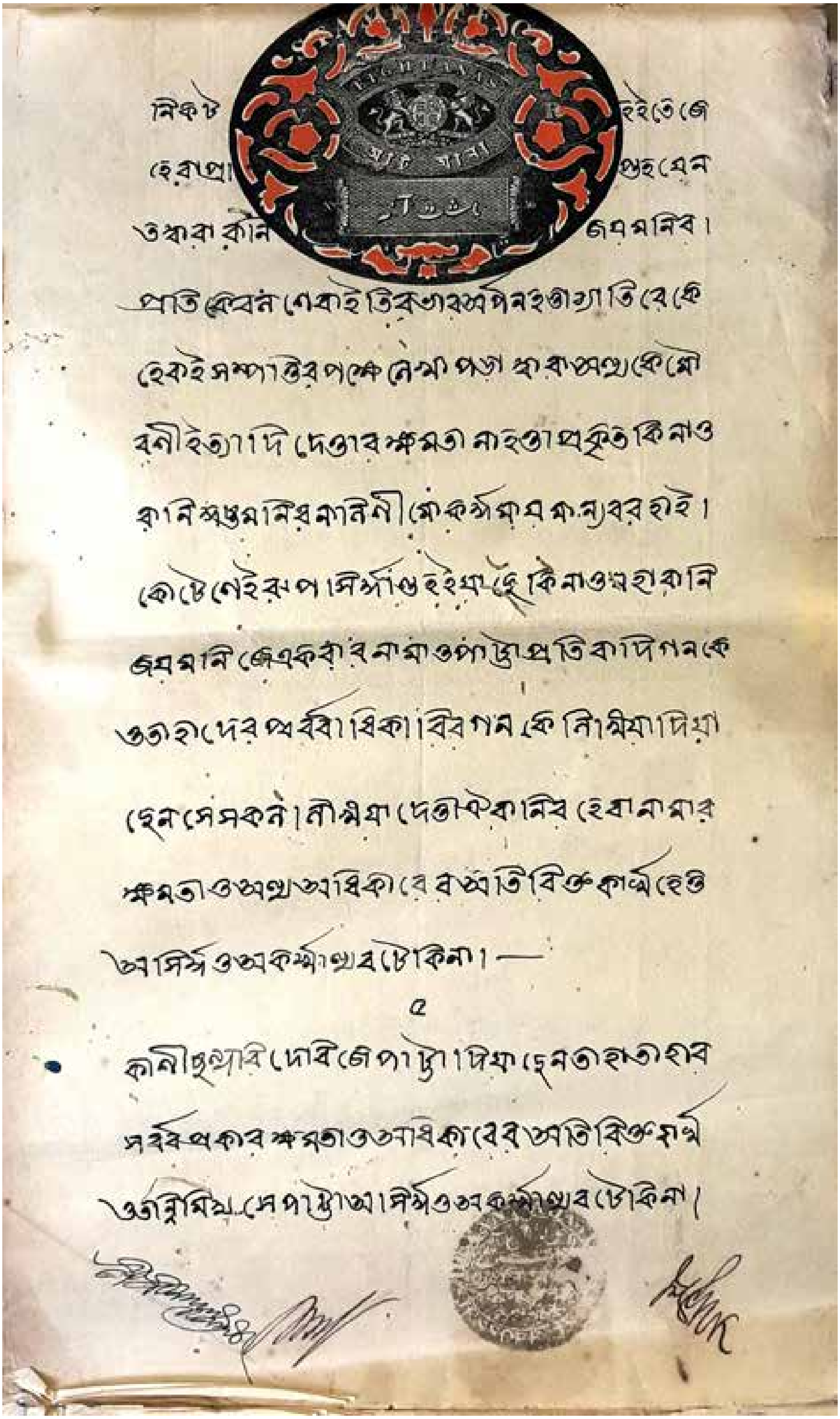

তারিখও ... ১২৫২সা
লের অগ্র ... হায়নমা
ষের ১১তারি ... খও ১২৫৯।
সালের মাঘমাষের ... ২৩তারিখহইতে।
এনামীষের তারিখ পর্য্যন্ত বাদীর নামীষে তামাদি
হইয়াছে কিনা।
২
বাদী সদরআমীন মহাশয়ের ১৮৬৫সালের ১০৩
১০৭ নম্বরে যে নালিশ করেন তাহাতে এ মোকদ্দমার দাবি
ভুক্ত সকল বিষয়কে দাবিভুক্ত না করাতে এ মোকদ্দমার
দাবিভুক্ত সকল বিষয় ত্যাগ করা হইয়াছে কিনা।
৩
বাদি বাদীগুলারির দোবির এজাহার হেকবত অস্নিমার
বিবাদির সম্পত্তির দখলের নালিষে বাদি জয় লাভির
ওকালীতুল্যাবির দত্তা পাট্টা ইত্যাদির অবস্থামতে এ মোক
দ্দমায় বিবাদির সম্পত্তির খাসদখলের প্রার্থনায়
না হওয়াতে এক্ষন বাব এরূপ দাবির বাধা হইয়াছে কিনা
৪
বৃত্যান্ত সাব্যস্ত হইল।
বাদির এজাহার মতে বাদি জয়মান মহকা নিভবাদির

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
তারিখ ও ১২৫২ সা নের অগ্রাহায়ন মা ষের ১১ তারিখ ও ১২৫৯ সানের মাঘ মাষের ২৩ তারিখ হইতে। এ নানিষের তারিখ পর্যন্ত বাদির নানিষে তামাদি হইয়াছে কিনা।	নানিষ= নালিষ= নালিশ দখনের= দখলের

২
বাদি সদর আমিনি মহাকুমার ১৮৬৫ সানের ১০৬ ও ১০৭ নম্বরে জে নানিষ করেন তাহাতে এ মেকার্দ্দমার দাবি ভুক্ত সকন বিশয় কে দাবি ভুক্ত না করাতে এ মকর্দ্দমার দাবি ভুক্ত সকন বিশয় কে ত্যাগ করা হইয়াছে কিনা।

৩
রানি বানী ষুন্দরির দেবির এজাহারি হেবার অর্ন্যথায় বিবাদিয় শম্পত্তির দখনের নানিষে রানি জয়মনির ও কাশী ষুন্দরির দর্ত্তা পাট্টা ইত্যাদির অন্যথায় এ মোক
র্দ্দমায় বিবাদিয় শম্পত্তির খাষ দখনের প্রার্থনায়
না হওাতে এক্ষন কার ঐরূপ দাবির বাধা হইয়া ছে কিনা

৪
বৃত্যান্ত ঘটিত ইসু।
বাদির এজাহার মতে রানি জয়মনি মহারানি ভবানির



নিকট … হইতে জে

হেরাপ্রা … প্তহয়েন

ওদ্বারা কৌন … জপমনির।

প্রাতি কেবল নেকাই তিরতাবসম্পন্ন হত্তাদ্যাতিরেকে

হেকাই সম্পাত্তির পক্ষে লেখা পড়া দ্বারা প্রস্তুত কৌশ

বনী ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষমতা নাহওয়া প্রভৃতি কিনাও

কানিশ্চয় মানির বানিবী কোকন্ঠ দাম কন্যবর হইই।

কোর্টে সেইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে কিনাও মহাকানি

জপমানি জে একবার নামাও পাত্রা প্রতিবাদিগনকে

ওতাহাদের পূর্ব্বাধিকারিগনকে নিষ্কাদিয়া

ছেন সে সকল নিষ্কা দেওয়াইবা নিব হেবা নামার

ক্ষমতা ও অন্য অধিকারের ব্যতিরিক্ত কার্য্য হেতু

অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য বটে কিনা। —

৫

কানীচন্দ্রাবি দোবিজে পাত্রা দিয়াছেন তাহা তাহার

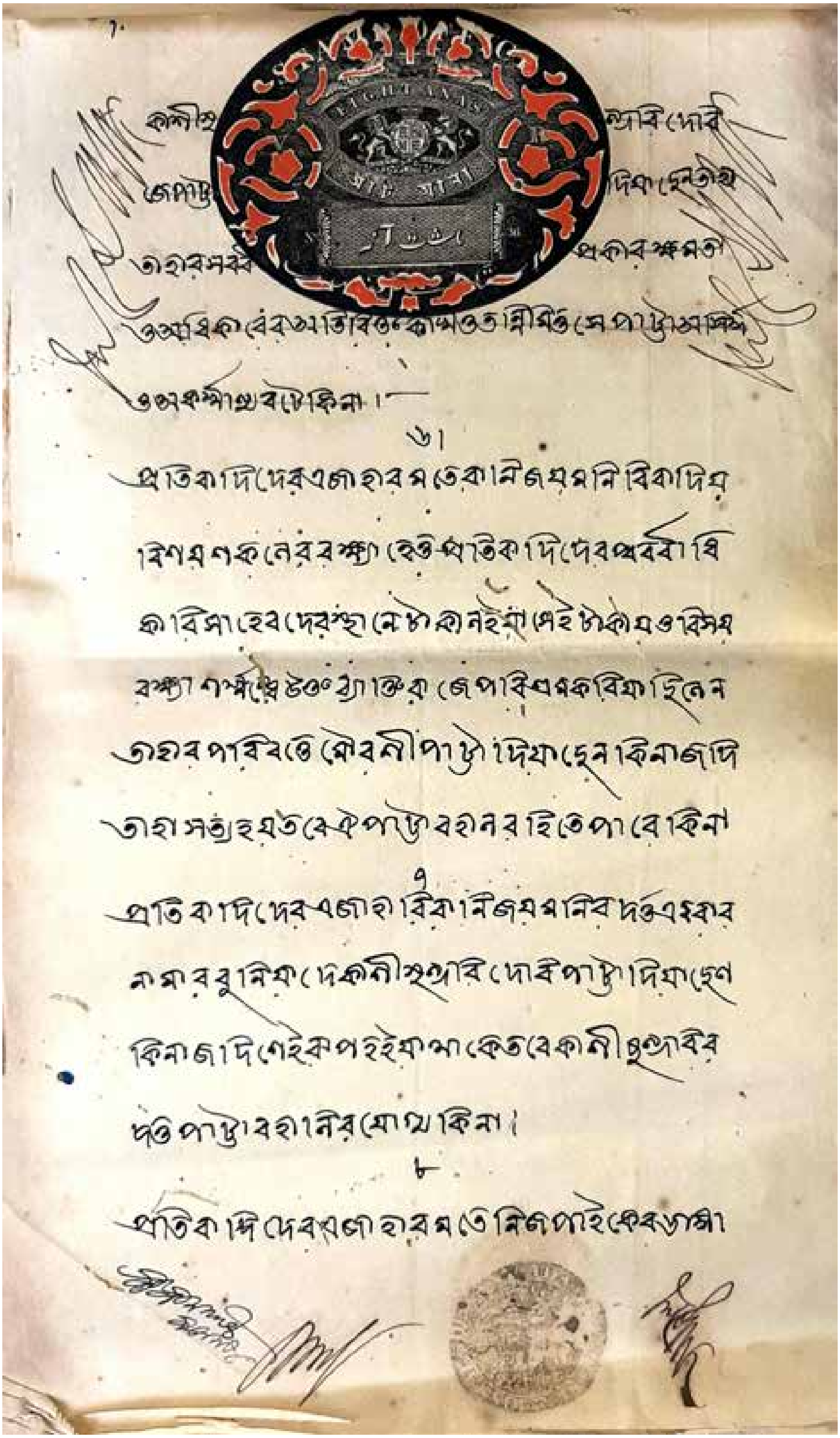
সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা ও অধিকারের অতিরিক্ত কার্য্য

ও তন্নিমিত্ত সে পাত্রা অসিদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য বটে কিনা।

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
নিকট হইতে জে	কেবন= কেবল
হেবা প্রাপ্ত হয়েন	হওা= হওয়া
ত দ্বারা রানি জয় মনির	দেওার= দেওয়ার
প্রতি কেবন শেবাইতির ভার অর্পন হওা ব্যতিরেকে	প্ব্বর্ব্বা= পূর্বা
হেবাই সম্পত্তির পক্ষে নেখাপড়া দ্বারা অন্যকে মৌ	নিখিয়া= লিখিয়া
রশী ইত্যাদি দেওার ক্ষমতা না হওা প্রকৃত কিনাও	সকন= সকল
রানি কৃষ্ঞ মনির নানিশী মোকর্দ্দমায় মান্যবর হাই	ঙ্গপ্ত= গুপ্ত ?
কোর্টে শেইরূপ সির্দ্দান্ত হইয়াছে কিনা ও মহারানি	
জয়মনি জে একরারনামা ও পাট্টা প্রতিবাদি গনকে	
ও তাহাদের প্ব্বর্ব্বা ধিকারিরগন কে নিখিয়া দিয়া	
ছেন সেসকন নিখিয়া দেওা ও ঐরানির হেবানামার	
ক্ষমতা ও অন্য অধিকারের অতরিক্তি কার্য হেতু	
অসির্দ্দ ও অকর্ম্মান্য বটে কিনা।	

৫

কাশী যুন্দরি দেবি জে পাট্টা দিয়াছেন তাহা তাহার
সর্বব প্রকার ক্ষমতা ও অধিকারের অতরিক্তি কার্য
ও তান্নিমিত্য সে পাট্টা অসির্দ্দ ও অকর্ম্মান্য বটে কিনা।



কালীকু[illegible]ঙারি দোবি

জেপাট্টা [illegible] দিকা দেনতাহা

তাহারসর্ব [illegible] প্রকার ক্ষমতা

ও অধিকারের অতিরিক্ত কোন ও তাঁহার নিমিত্তে সে পাট্টা সম্বন্ধে

ওজরক্ষা গ্রাহ্য হবে কিনা।

৬।

প্রতিবাদিদের এজাহার মতে কোন নিজ যমানি বিবাদির

বিশয় গকনের রক্ষা হেতু প্রতিবাদিদের পূর্ব্ববাদি

কারিসাহেবদের স্থানে টাকা নইয়া সেই টাকা ও বিসয়

রক্ষা সম্বন্ধে উক্ত ব্যাক্তির জে পারিশ্রম করিয়াছিলেন

তাহার পারিবর্তে মৌরসী পাট্টা দিয়াছেন কিনা জদি

তাহা সত্য হয় তবে ঐ পাট্টা বহাল রহিতে পারে কিনা

৭

প্রতিবাদিদের এজাহারি কোন নিজ যমানির দত্ত এহরার

নামার বুনিয়াদে কালীকুঙারি দোবি পাট্টা দিয়াছেন

কিনা জদি সেইরূপ হইয়া থাকে তবে কালী কুঙারির

দত্ত পাট্টা বহালির যোগ্য কিনা।

৮

প্রতিবাদিদের এজাহার মতে নিজ পাইকের জাম্মা

পাঠ

~~কাশী যুন্দরি দেবি~~
~~জে পাট্টা দিয়াছেন~~
~~তাহা তাহার সর্ব্বব প্রকার ক্ষমতা~~
~~ও অধিকারের অতরিক্তি কার্য ও তান্নিমিত্য সে পাট্টা অসির্দ্দ~~
~~ও অকর্ম্মান্য বটে কিনা~~।

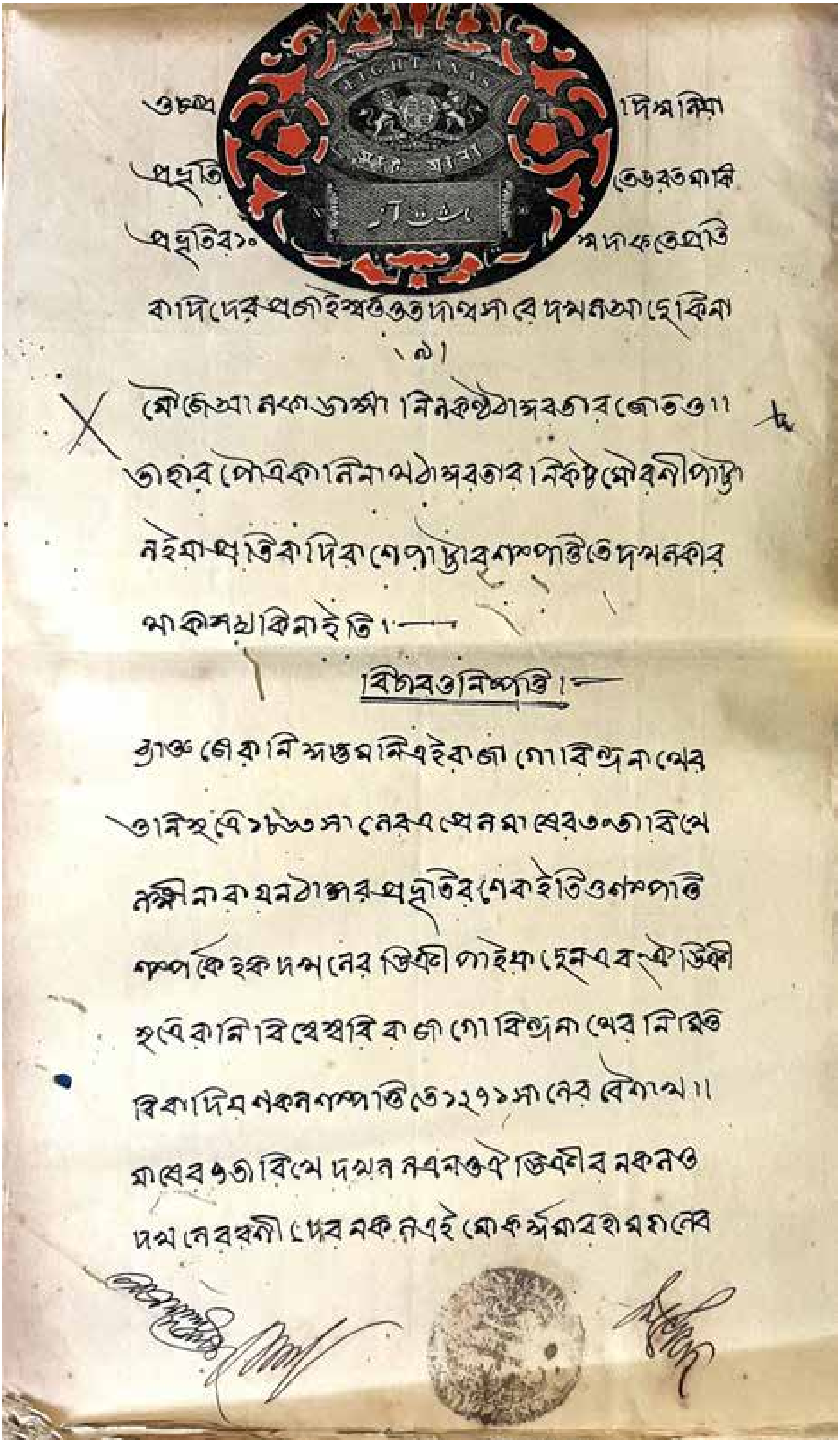
৬
প্রতিবাদিদের এজাহার মতে রানি জয়মনি বিবাদিয় বিশয়
শকনের রক্ষ্যা হেতু প্রতিবাদিদের প্ব্ববাধি
কারি সাহেবদের স্থানে টাকা নইয়া সেই টাকায় ও বিসয়
রক্ষ্যা শর্ম্মন্ধে উক্ত ব্যক্তিরা যে পরিশ্রম করিয়া ছিনেন তাহার
পরিবত্তে মৌরশী পাট্টা দিয়াছেন কিনা জদি
তাহা সত্য হয় তবে ঐ পাট্টা বহান রহিতে পারে কিনা।

৭
প্রতিবাদিদের এজাহারি রানি জয়মনির দর্ত্ত একরার নামার
বুনিয়াদে কাশী সুন্দরি দেবি পাট্টা দিয়াছেন
কিনা জদি শেইরূপ হইয়া থাকে তবে কাশী যুন্দরির
দত্ত পাট্টা বহানির যোগ্য কিনা

৮
প্রতবাদিদের এজাহার মতে নিজ পাইকের ডাঙ্গা

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

শকনের= সকলের
প্ব= পূ
নইয়া= লইয়া
ছিনেন= ছিলেন
বহান= বহাল



ওগয়রহ ... দিগকিম্বা

প্রভৃতি ... তেওরতমাদি

প্রভৃতির ... সদাকতেপ্রতি

বাদিদের প্রজাইস্বত্ত্বে তদাধসারে দখল আছে কিনা

৩।

মৌজেআনকাডাঙ্গা নিলকণ্ঠঠাকুরতার জোতও।।

তাহার পৌত্রিকা নিলামঠাকুরতার। নিকট মৌরশীপাট্টা

লইয়াপ্রভৃতিবাদিরা সেপাট্টার সম্পত্তিতে দখলকার

আকস থাকিনাইতি।—

বিচারওনিষ্পত্তি।—

প্রাপ্ত সেকালিসন্তমনিএইরাজা গোবিন্দনাথের

তালিখহবে ১৮৬৩ সালেরএপ্রেলমাসেরত তারিখে

নন্দীনাকাথনঠাকুর প্রভৃতির সেকইতিও সম্পত্তি

সম্পর্কে ইহক দখলের ডিক্রী পাইয়াছেনএবংঐ ডিক্রী

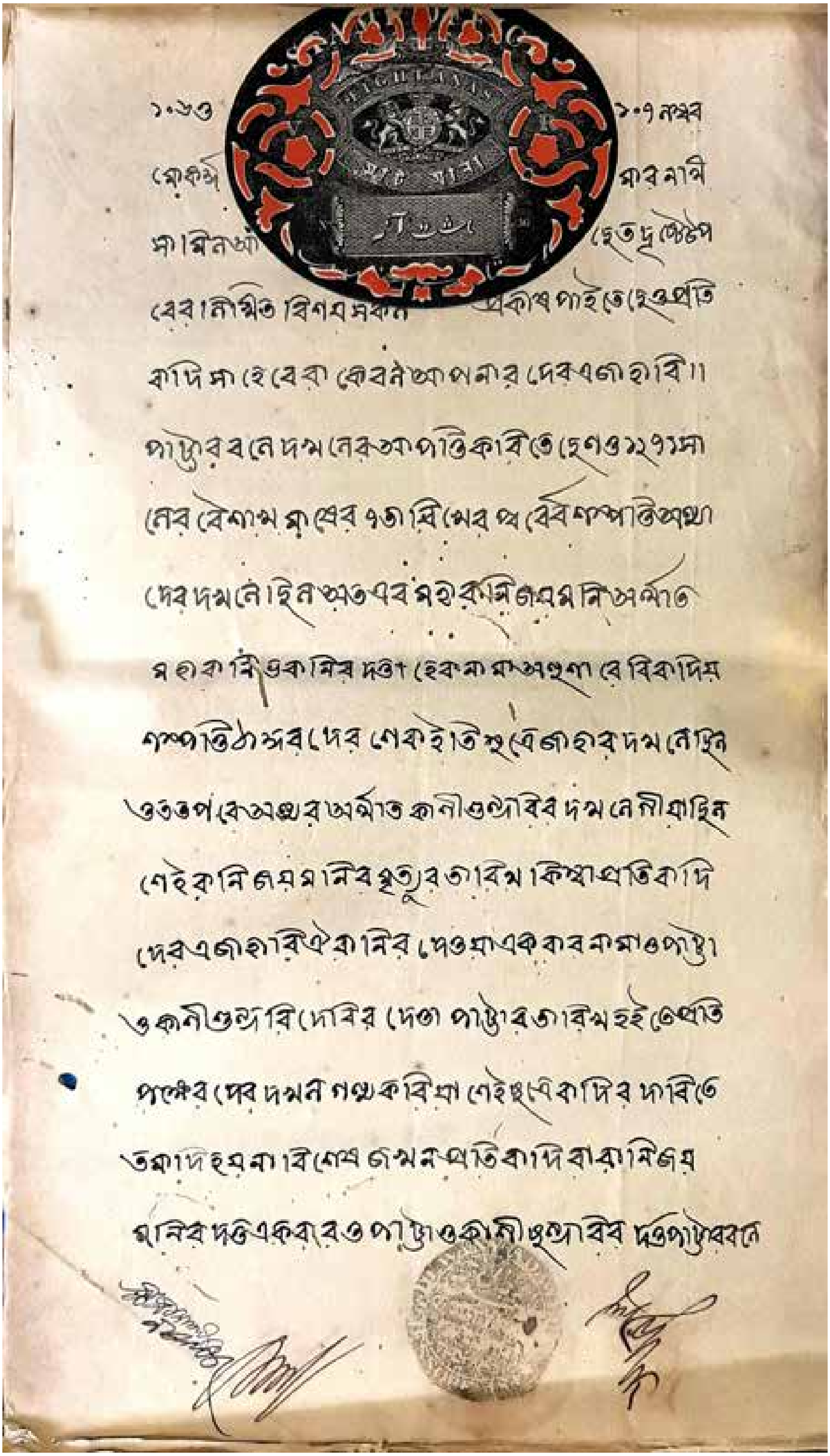
হবে রানি বিশ্বেশ্বরি রাজা গোবিন্দনাথের নিকট

বিবাদিয় সকল সম্পত্তিতে ১২৭১ সালের বৈশাখ।।

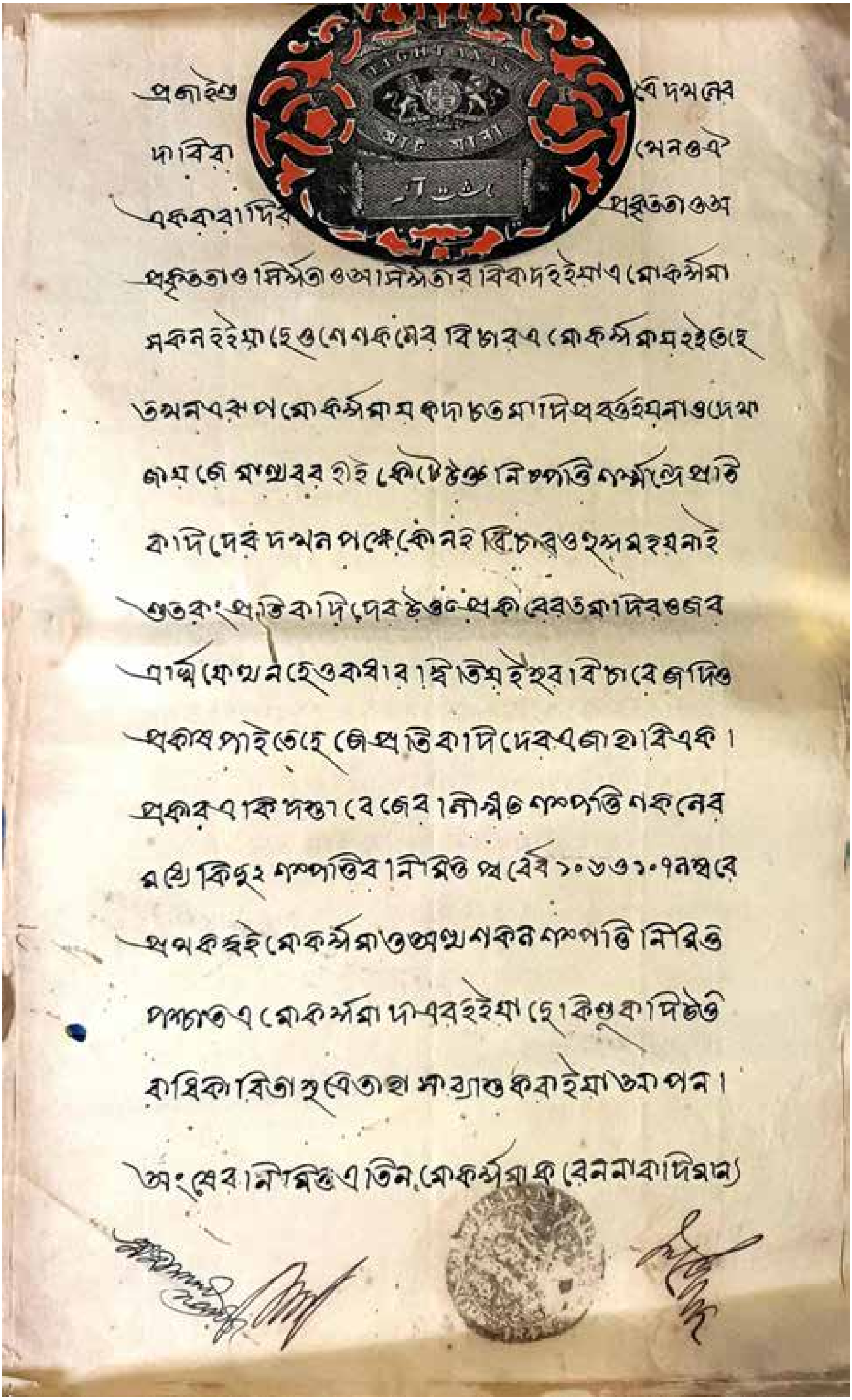
মাসের ৬ তারিখে দখল লএনওঐ ডিক্রীর নকলও

দখলের রুবকারী দের নকলএই মোকর্দ্দমার হাম হালের

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ও চন্দ্র দিঘনিয়া প্রভৃতিতে ভরত মাঝি প্রভৃতির ১০ম দাকতে প্রতি বাদিদের প্রজাই স্বর্ত্ত ওতদান্বসারে দখন আছে কিনা ৯ x মৌজে আনফাডাঙ্গা নিনকণ্ঠ ঠাকুরতার জোতও x তাহার পৌত্রকানিনাথ ঠাকুরতার নিকট মৌরশীপাট্টা নইয়া প্রতিবাদিরা শেপাট্টার শম্পত্তিতে দখনকার থাকা সত্য কিনা ইতি। বিচার ও নিস্পত্তি ব্যক্ত জে রানী কৃষ্ণ মনি এই রাজা গোবিন্দ নাথের ওনি সূত্রে ১৮৬৩ সানের এপ্রেন মাষের ৩০ তারিখে লক্ষীনারায়ন ঠাকুর প্রভৃতির শেবাইতি ও শম্পত্তি শর্ম্পকে হক দখনের ডিক্রী পাইয়াছেন এবং ঐ ডিক্রী সুত্রে রানি বিস্বেস্বরি রাজা গোবন্দিনাথের নিমিত্ত বিবাদিয় শকন শম্পত্তিতে ১২৭১ সানের বৈশাখ মাষের ৭ তারিখে দখন নএন ও ঐ ডিক্রীর নকন ও দখনের রশীদের নকন এই মোকর্দ্দমার হামবানের	তদান্বসারে= তদানুসারে দখন= দখল নিনকণ্ঠ= নিলকণ্ঠ কানিনাথ= কালিনাথ নইয়া= লইয়া সানের= সালের এপ্রেন= এপ্রিল



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
১০৬ ও ১০৭ নম্বর	সামিন= সামিল
মোকর্দ্দমার নথি	নিখিত= লিখিত
সামিন আছে তদৃষ্টে উপ	সকন= সকল
রের নিখিত বিশয় সকন প্রকাষ পাইতেছে ও প্রতি	কেবন= কেবল
বাদি সাহেবেরা কেবন আপনার দের এজাহারি	বনে= বলে
পাট্টার বনে দখনের আপত্তি করিতেছেন ও ১২৭১ সা	দখনের= দখলের
নের বৈশাখ মাষের ৭ তারিখের প্র্বের শম্পত্তি অন্যা	প্র্বের= পূর্বের
দের দখনে ছিন অতএব মহারানি জয়মনি অর্থাত	ছিন= ছিল
মহারানি ভবানির দত্তা হেবা নামা অনুশারে বিবাদিয়	দেওা= দেওয়া
শম্পত্তি ঠাকুরদের শেবাইতি সুত্রে জাহার দখনে ছিন	
ওততপরে অন্যর অর্থাতকানী শুন্দরির দখনে গীয়াছিন	
শেই রানি জয়মনির মৃত্যুর তারিখ কিম্বা প্রতিবাদি	
দের এজাহারি ঐ রানির দেওয়া একরারনামা ও পাট্টা	
ও কাশী শুন্দরি দেবির দেওা পাট্টার তারিখ হইতে প্রতি	
পক্ষের দের দখন গন্য করিয়া শেই ষুত্রে বাদির দাবিতে	
তমাদি হয়না বিশেষ জখন প্রতিবাদিরা রানি জয়	
মনির দত্ত একরার ও পাট্টা ও কাশী ষুন্দরির দত্ত	
পাট্টারবনে	



প্রকাশ্য ... যে দখলের

দাবিরা ... সেনত এই

একরবাদির ... প্রকৃততাও

প্রকৃততাও নিশ্চিততা ও আসলতার বিবাদ হইয়াও মোকদ্দমা

সকল হইয়া হেতু শেখরদের বিচার মোকদ্দমায় হইতেছে

তখন এরূপ মোকদ্দমায় কদাচ তমাদি প্রবর্ত্ত হয় নাও দেখা

জায় জে মাথবর হাই কোর্টের নিষ্পত্তি শর্ম্মার প্রতি

বাদিদের দখল পক্ষে কোন হ বিচার ও হস্ত ম হয় নাই

অতএব প্রতিবাদিদের উত্তর প্রকারের তমাদির ওজর

গ্রাহ্য যোগ্য নহে তৎ কবার দ্বিতীয় ইস্যুর বিচারে জদিও

প্রকাশ পাইতেছে জে প্রতিবাদিদের একাহাবি এক।

প্রকার এক দস্তাবেজের লিখিত সম্পত্তি সকলের

মধ্যে কিছু২ সম্পত্তির লিখিত পূর্বের ১০৬৩১০৭নম্বরে

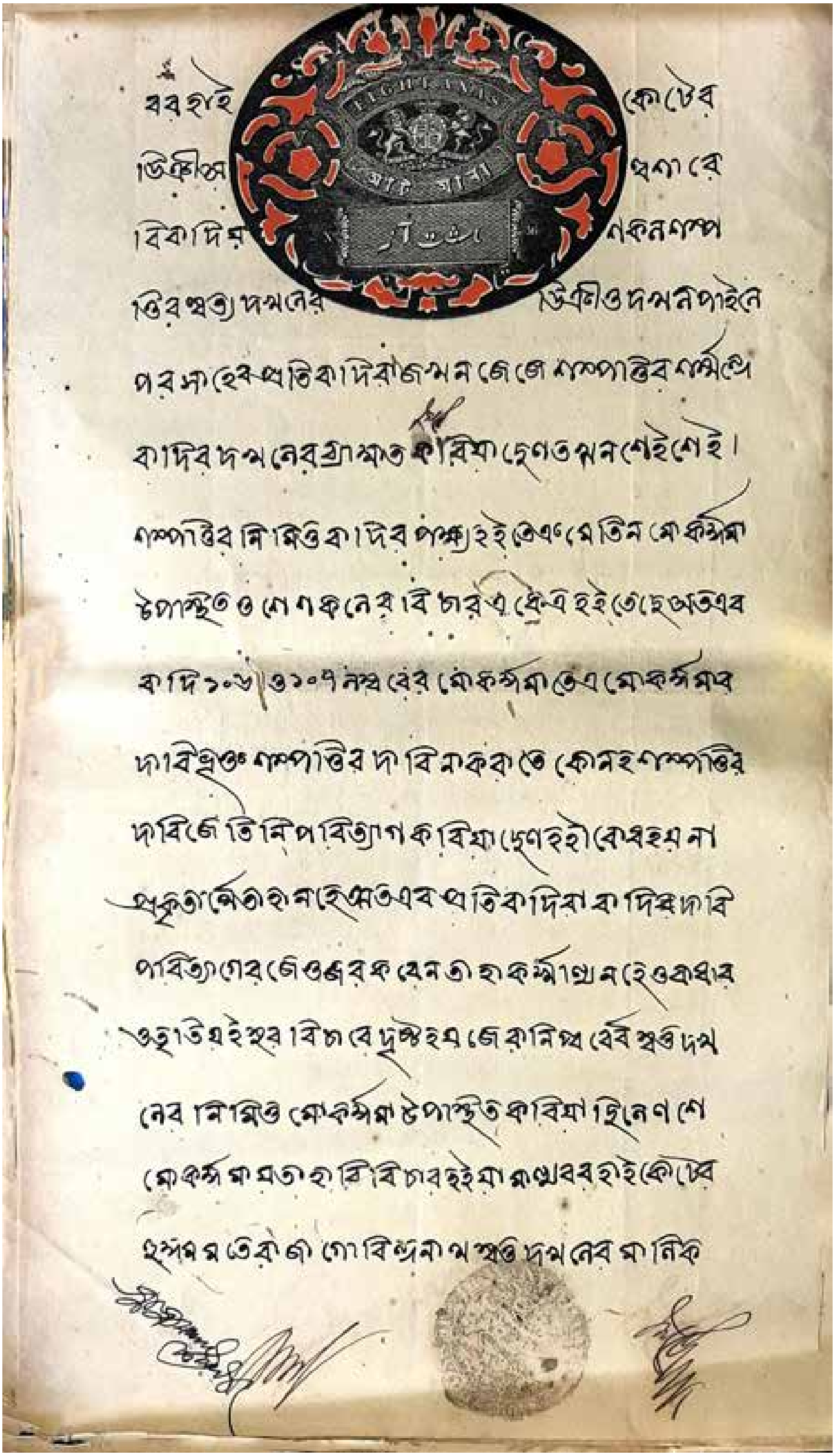
প্রথম কদ্দই মোকদ্দমাও অন্য সকল সম্পত্তি লিখিত

পশ্চাত এ মোকদ্দমা দায়ের হইয়া হেতু কিন্তু বাদিউত্তি

বাধিকারিতা হুবেতাহা সাব্যস্ত করাইয়া তাপন।

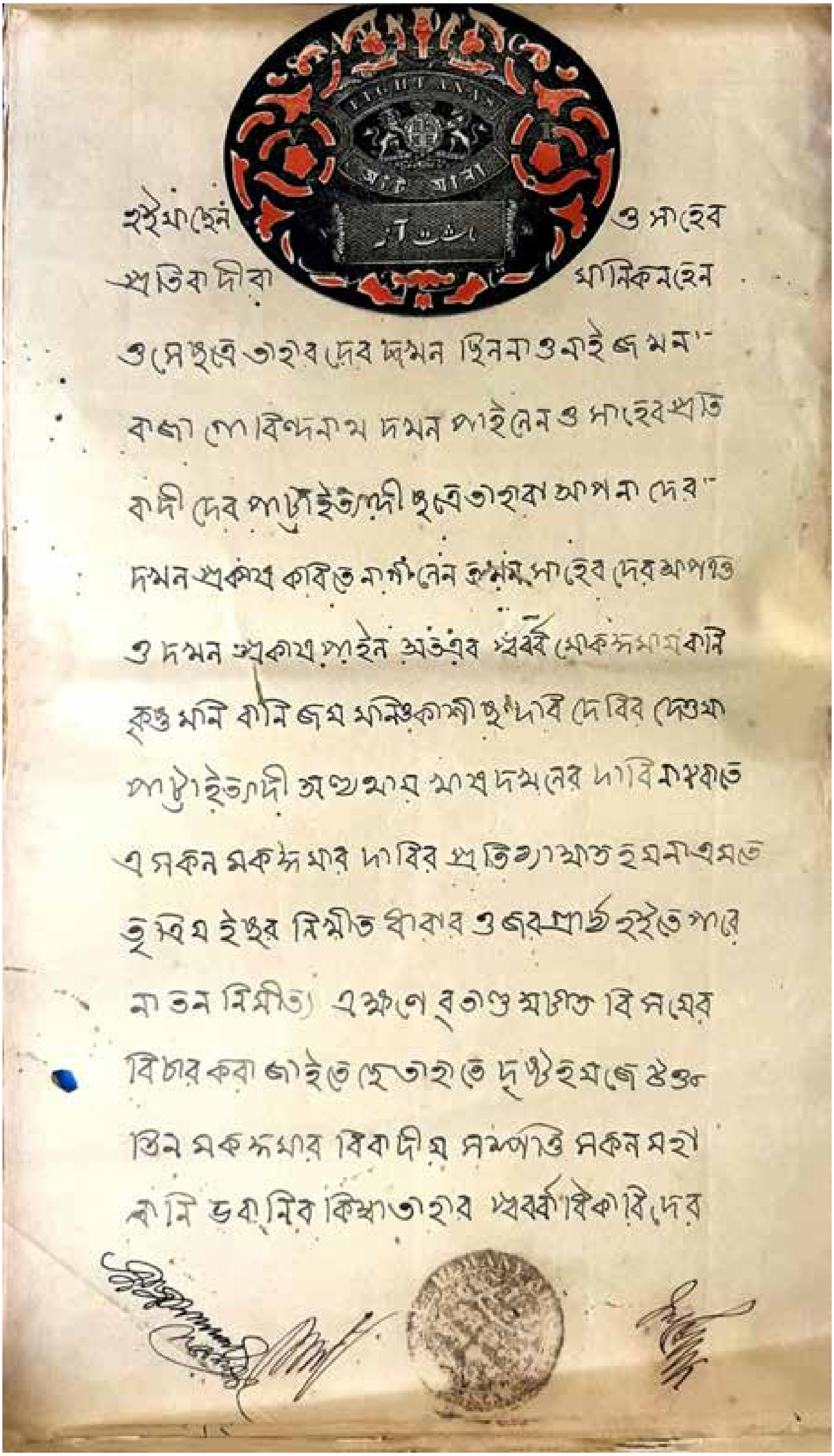
অংশের লিখিত এ তিন মোকদ্দমার ক্রেনমা বাদিমান্য

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
প্রজাই শুত্রে দখনের দাবি রাখেন ও ঐ একরা রাদির প্রকৃততা ও অ প্রকৃততা ও শির্দ্দতা ও অসির্দ্দতার বিবাদ হইয়া এ মোকর্দ্দমা সকন হইয়াছে ও শে শকনের বিচার এ মোকর্দ্দমায় হইতেছে তখন এরূপ মোকর্দ্দমায় কদাচ তমাদি প্রবর্ত্ত ও হয়না ও দেখা জায় জে মান্যবর হাই কোটে উক্ত নিস্পত্তি শর্ম্মন্দে প্রতি বাদিদের দখন পক্ষে কোনহ বিচার ও হুকুম হয় নাই শুতরাং প্রতিবাদিদের উক্ত প্রকারের তমাদির ওজর প্রার্থ ঘোন্য নহে ও বাধার দ্বিতিয় ইসুর বিচারে জদিও প্রকাষ পাইতেছে জে প্রতিবাদিদের এজাহারি এক প্রকার একি দস্তাবেজের নিখিত শম্পত্তি শকনের মধ্যে কিছুহ শম্পত্তির নিমিত্ত প্ব্বের ১০৬ ও ১০৭ নম্বরে প্রথক দ্বই মোকর্দ্দমা ও অন্য শকন শম্পত্তি নিমিত্ত পশ্চাত এ মোকর্দ্দমা দাএর হইয়াছে কিন্তু বাদি উত্ত রাধিকারিতা সুত্রে তাহা সাব্যাস্ত করাইয়া আপন অংষের নিমিত্ত এ তিন মোকর্দ্দমা করেন না বাদি মান্য	শকনের= শকলের দ্বই= দুই অংষের= অংশের

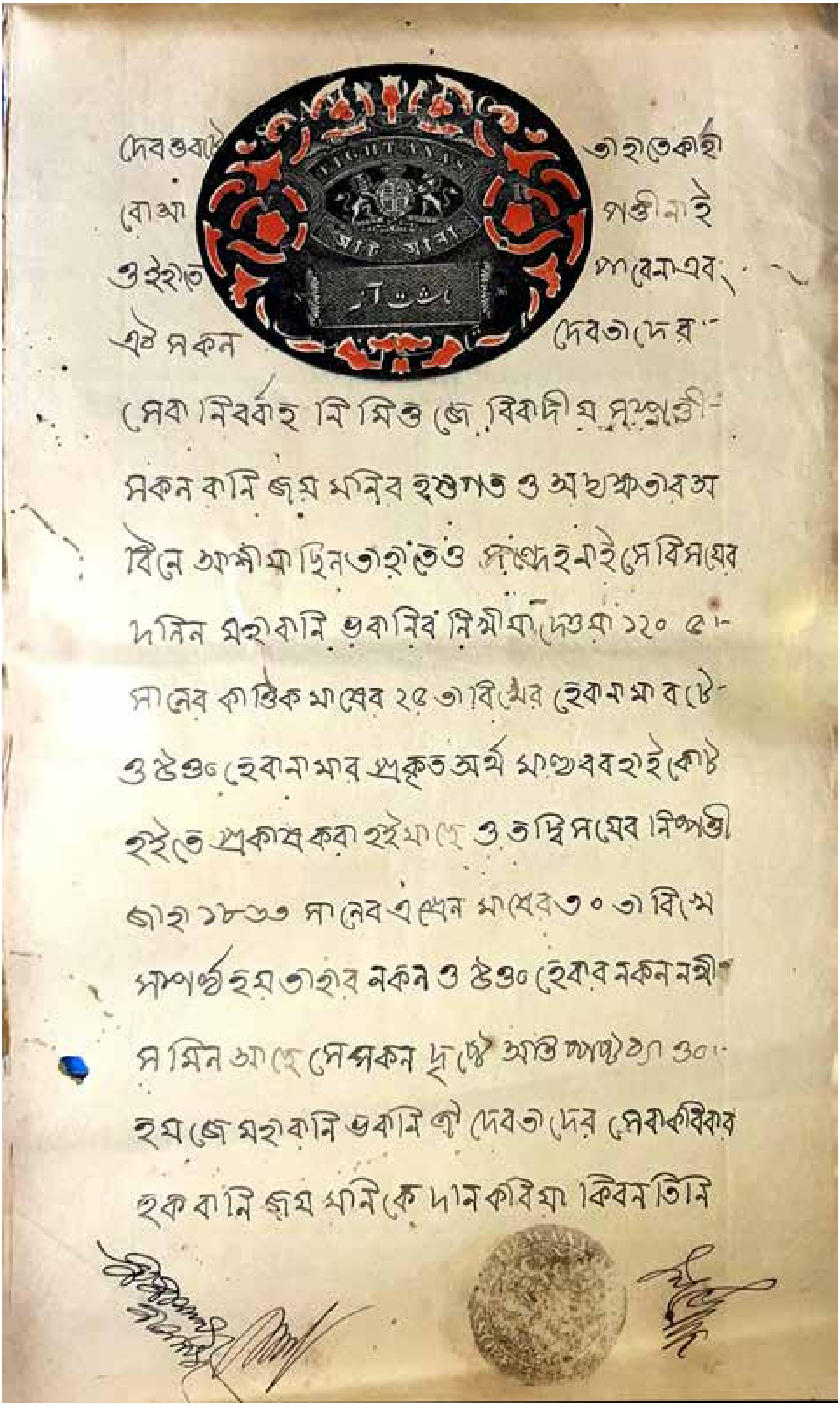


বরহাই ... কোর্টের
ডিক্রীস ... ধিকারে
বিবাদির ... নকন সম্প
ত্তির স্বত্ব দখলের ... ডিক্রী ও দখল না পাইলে
পর সাহেব প্রতিবাদিরা জমন যে যে সম্পাত্তির সম্মন্ধে
বাদির দখলের ব্যাঘাত করিয়াছেন তৎসমন সেই সেই।
সম্পাত্তির নিমিত্ত বাদির পক্ষ্য হইতে এবং যে তিন মোকদ্দমা
উপাস্থিত ও সেই সকলের বিচার এক্ষেত্রে হইতেছে অতএব
বাদি ১০৬ ও ১০৭ নম্বরের মোকদ্দমাতে এ মোকদ্দমার
দাবিভুক্ত সম্পাত্তির দাবি নাকরাতে কোন২ সম্পাত্তির
দাবি যে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা বোধ হয় না
প্রকৃত জ্ঞাত হয় নাহে অতএব প্রতিবাদিরা বাদির দাবি
পরিত্যাগের যে ওজর করে যেন তাহা কর্মাগ্য নহে ও এ বাব
ওজুহাতে বর্হিস্কার বিচারে দৃষ্টহয় যে বাদি পূর্বের স্বত্ব দখ
লের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ছিলেন সে
মোকদ্দমায় তাহার বিচার হইয়া মজ্জুর হাইকোর্টে
হুমম তেরাজী গোবিন্দনাথ স্বত্ব দখলের মালিক

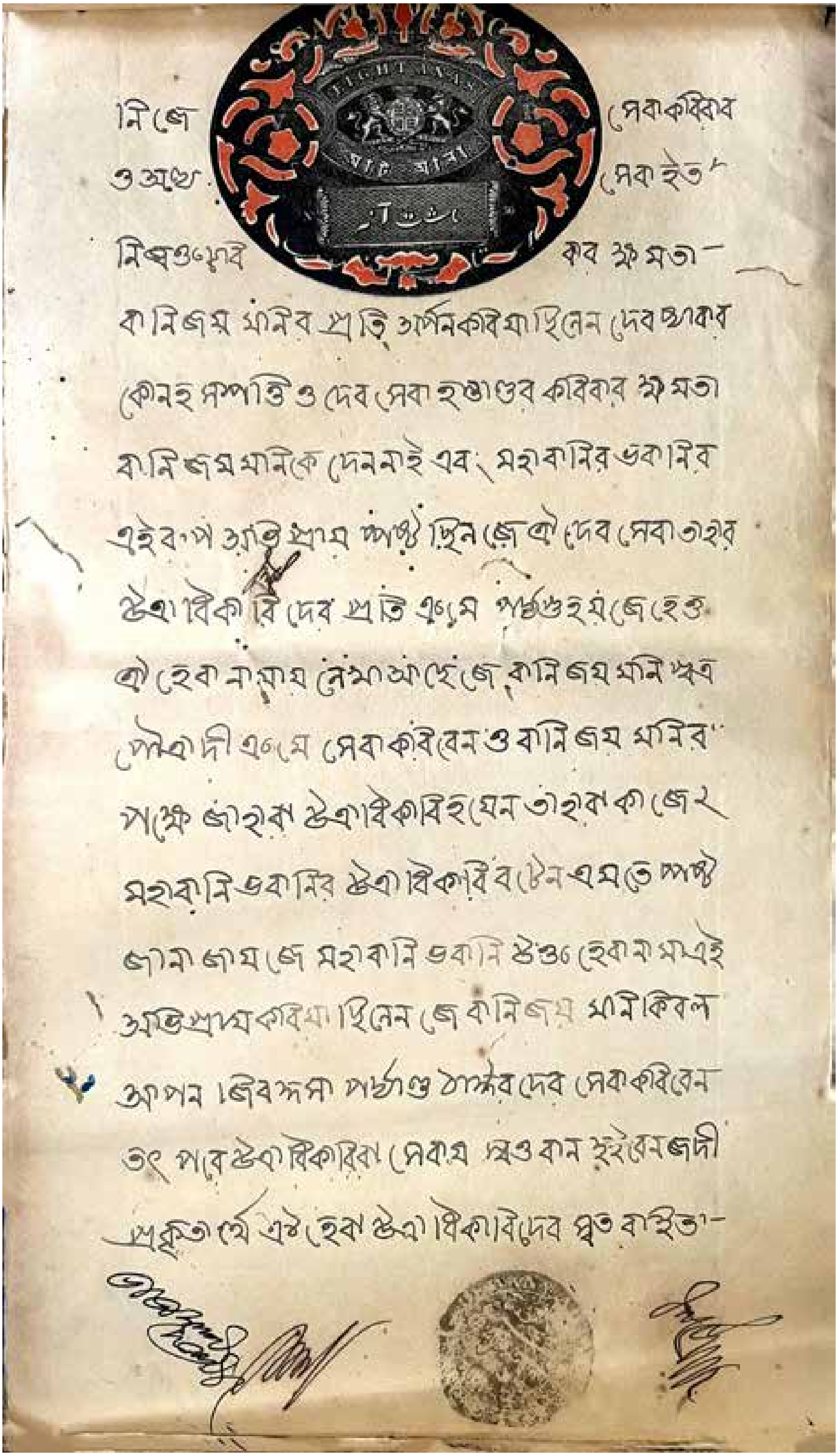
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বর হাই কোর্টের ডিক্রী অন্বশারে বিবাদিয় শকন শম্পত্তির স্বত্য দখনের ডিক্রী ও দখন পাইনে পর সাহেব প্রতিবাদিরা জখন জে জে শম্পত্তির শর্ম্মন্দে বাদির দখনের ব্যাঘাত করিয়াছেন তখন শেই শেই শম্পত্তির নিমিত্ত বাদির পক্ষ্য হইতে ক্রমে তিন মোকর্দ্দমা উপস্থিত ও শে শকনের বিচার একেত্র হইতেছে অতএব বাদি ১০৬ ও ১০৭ নম্বরের মোকর্দ্দমাতে এ মোকার্দ্দামার দাবিভূক্ত শম্পত্তির দাবি না করাতে কোনহ শম্পত্তির দাবি জে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহা বোধ হয় না প্রকৃতার্থে তাহা নহে অতএব প্রতিবাদিরা বাদির দাবি পরিত্যাগের জে ওজর করেন তাহা কর্ম্মান্য নহে ও বাধার ও তৃতিয় ইসুর বিচারে দৃষ্ট হয় জে রানি প্ব্র্ব্বে স্বত্ত দখ নের নিমিত্ত মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া ছিনেন শে মোকর্দ্দমায় তাহারি বিচার হইয়া মান্যবর হাইকোর্টের হুকুম মতে রাজা গোবিন্দ নাথ স্বত্ত দখনের মানিক	অন্বশারে= অনুশারে পাইনে= পাইলে প্ব্র্ব্বে= পূর্ব্বে মানিক= মালিক


হইয়াছেন ও সাহেব
প্রতিবাদীরা মালিক নহেন
ও সেই সূত্রে তাহারদের দখল ছিলনা ও নাই এমত
কান্তা গোবিন্দরাম দখল পাইলেন ও সাহেব প্রতি
বাদীদের পাট্টাইত্যাদী সূত্রে তাহারা আপনাদের
দখল প্রকাশ করিতে না পারিলেন [illegible] সাহেবদের আপত্ত
ও দখল প্রকাশ পাইল অতএব পূর্ব্ব মোকদ্দমায় কারি
ক্রুত মানি কানি জয় মানিককাশী ও দাবি দেবির দেওয়া
পাট্টাইত্যাদী অগ্রাহ্য মাত্র দখলের দাবি সম্বন্ধে
এ সকল মকদ্দমার দাবির প্রতিবন্ধক হয়না এমতে
ভূমির ইজুর নির্মীত থাকার ও উহা প্রাপ্ত হইতে পারে
না তন্নিমিত্ত এক্ষণে বক্তব্য মাত্র বিষয়ের
বিচার করা জাইতে হে তাহাতে দৃষ্ট হয় জে উক্ত
তিন মকদ্দমার বিবাদীয় সম্পত্তি সকল মহা
রানি ভবানির কিম্বা তাহার পূর্ব্বাধিকারিদের

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
হইয়াছেন ও সাহেব	নাগীনেন= লাগীলেন
প্রতিবাদীরা মানিক নহেন	জয= জয়
ও সে ষুত্রে তাহার দের দখন ছিননা ও নাই জখন	দেওযা= দেওয়া
রাজা গোবিন্দনাথ দখন পাইনেন ও সাহেব প্রতি	বিসযের= বিসয়ের
বাদীদের পাট্টা ইত্যাদী ষুত্রে তাহারা আপনাদের	হয= হয়
দখন প্রকাষ করিতে নাগীনেন তখন সাহেবদের আপত্তি	
ও দখন প্রকাষ পাইন অতএব পূর্ব্ব মোকাদ্দমায় রানি	
কৃষ্ণ মনি রানি জয মনি ও কাশী ষুন্দরি দেবির দেওযা	
পাট্টা ইত্যাদি অন্যথ্যায় খাষ দখনের দাবি না করাতে	
এ সকন মকর্দ্দমার দাবির প্রতিব্যাঘাত হয়না এমতে	
তৃতীয় ইষুর নিখীত ধারার ওজর প্রার্থ হইতে পারে	
না তন নিমীত্য এক্ষণে বৃতান্ত ঘটীত বিসযের	
বিচার করা জাইতেছে তাহাতে দৃষ্ট হয জে উক্ত	
তিন মকদ্দমার বিবাদীয় সম্পত্তি সকন মহা	
রানি ভবানির কিম্বা তাহার পূর্ব্বাধিকারিদের	

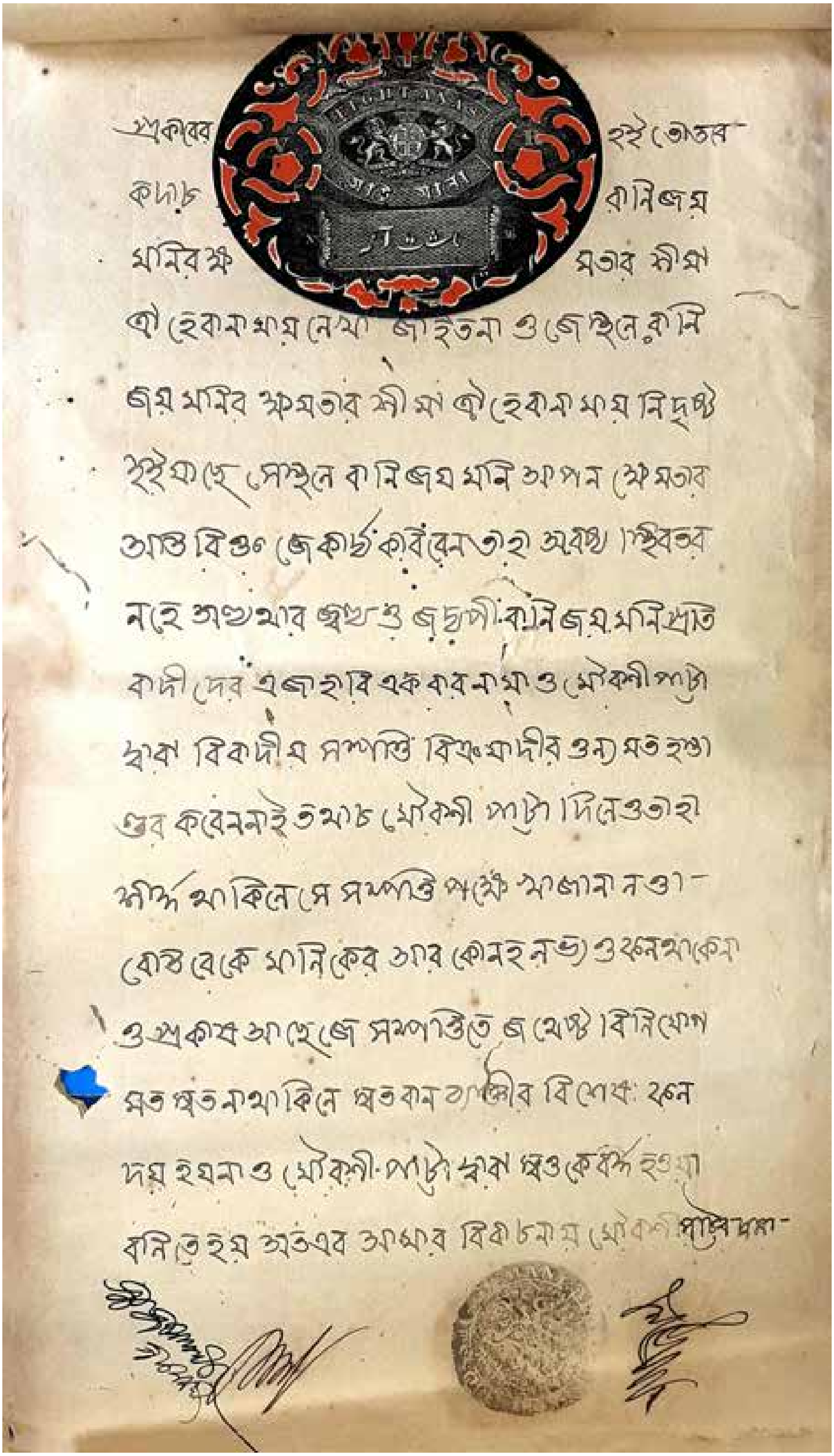

দেবত্রবাটী ... তাহাতেকাহা
রো আ ... পাত্তিনাই
ও ইহাতে ... পারেনাএবং
এই সকল ... দেবতাদের
সেবা নির্বাহ নিমিত্ত জে বিবাদীর সম্পত্তী
সকল কানি জয় মনির হস্তগত ও অধ্যক্ষতারস
বিনে আশীয়া ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই সেবিসয়ের
দলিল মহাকালি ভবানির নিজীয় দেওয়া ১২০ ৫
সালের কার্ত্তিক মাসের ২৫ তারিখের হেবানামা বটে
ও উক্ত হেবানামার প্রকৃত অর্থ মাঞ্চবর হাই কোর্ট
হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে ও তদ্বিসয়ের নিস্পত্তী
জাহা ১৮৩৩ সালের এপ্রেল মাসের ৩০ তারিখে
সম্পর্ণ হয় তাহার নকল ও উক্ত হেবার নকল নথী
সামিল আছে সেসকল দৃষ্টে আমি সাব্যস্ত করি
হয় জে মহাকালি ভবানি শ্রী দেবতাদের সেবার্থকার
হক কানি জয় মানিকে দান করিয়া কিবল তিনি

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
দেবত্ত বটে তাহাতে কাহা	আশীয়াছিন= আশীয়াছিল
রো আপত্তী নাই	দনিন= দলিল
ও ইহাতে পারেনা এবং	নকন= নকল
ঐ সকন দেবতাদের	সকন= সকল
সেবা নির্ব্বাহ নিমিত্ত জে বিবাদীয় সম্পত্তী	কবিবার= করিবার
সকন রানি জয় মনির হস্তগত ও অদ্যক্ষতার অ	বানি= রানি
ধিনে আশীয়াছিন তাহাতেও সন্দেহ নাই সেবিসয়ের	কবিয়া= করিয়া
দনিন মহারানি ভবানির নিখীয়া দেওয়া ১২০৫	
সানের কাত্তিক মাষের ২৫ তারিখের হেবা নামা বটে	
ও উক্ত হেবানামার প্রকৃত অর্থ মান্যবর হাই কোট	
হইতে প্রকাষ করা হইয়াছে ও তদ্বিসয়ের নিস্পত্তী	
জাহা ১৮৬৩ সানের এপ্রেন মাষের ৩০ তারিখে	
সম্পর্ন্য হয় তাহার নকন ও উক্ত হেবার নকন নথী (র)	
সমিন আছে সে সকন দৃষ্টে অতি স্পষ্ট ব্যাক্ত	
হয় জে মহারানি ভবানি ঐ দেবতাদের সেবা কবিবার	
হক বানি জয়মনিকে দান কবিয়া কিবন তিনি	

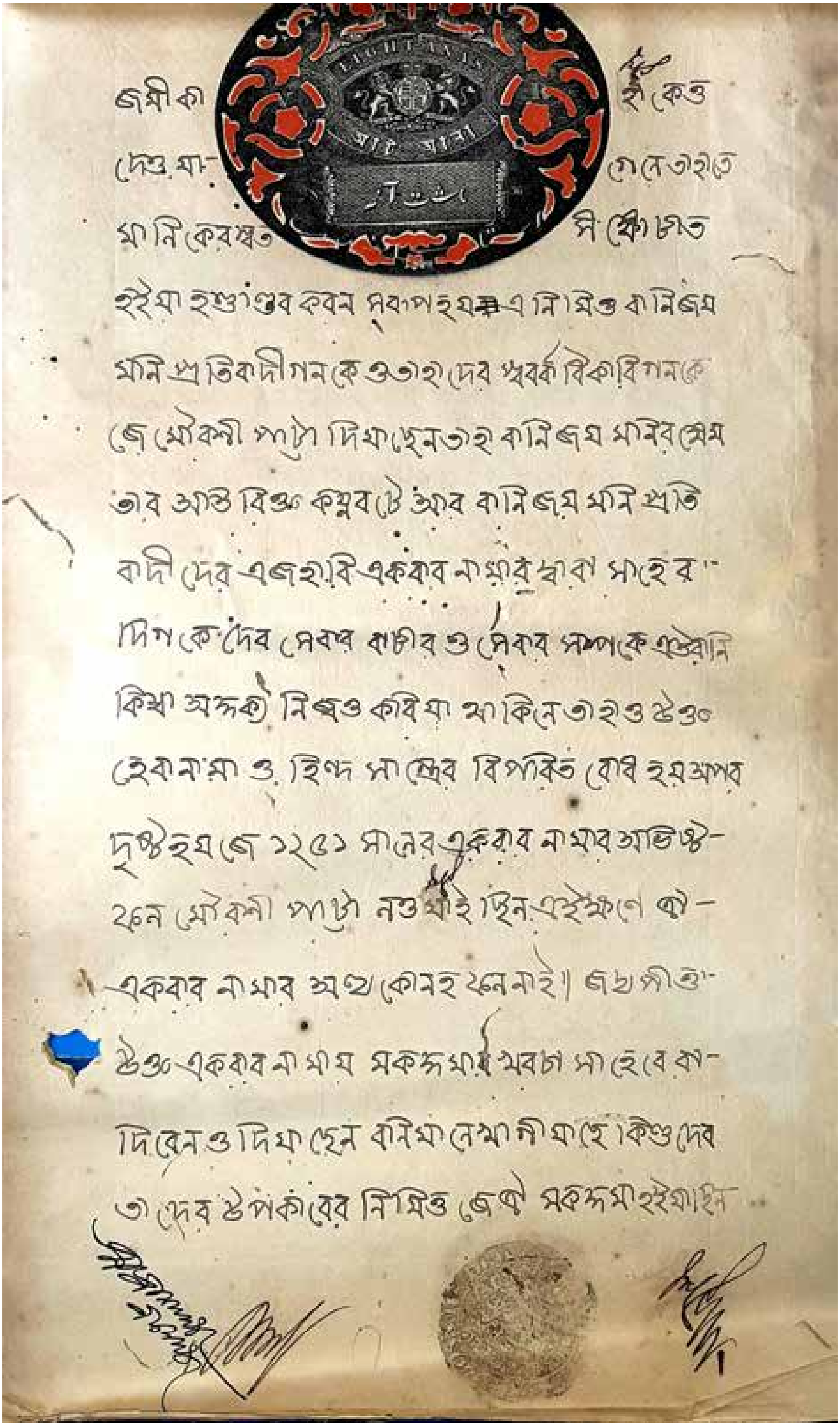


নিজে সেবাকরিবার
ও অন্য সেবাইত
নিযুক্তকরিবার কর ক্ষমতা
কালিজয় মানির প্রতি অর্পনকরিয়াছিলেন দেব স্থাবর
কোনহ সম্পত্তি ও দেব সেবা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা
কালিজয় মানিকে দেন নাই এবং মহাকালির ভকালির
এইরূপ অভিপ্রায় স্পষ্ট ছিল জে ঐ দেব সেবা তাহার
উত্তরাধিকারি দের প্রতি ক্রমে পর্য্যন্ত হয় জেহেতু
ঐ হেবা নামায় লেখা আছে জে কালিজয় মানি স্বত্ব
পৌত্রাদী ক্রমে সেবা করিবেন ও কালিজয় মানির
পক্ষে জাহারা উত্তরাধিকারি হয়েন তাহারা কাজে২
মহাকালি ভকালির উত্তরাধিকারি বটেন এমতে স্পষ্ট
জানা জায় জে মহাকালি ভকালি উক্ত হেবানামা এই
অভিপ্রায়করিয়া ছিলেন জে কালিজয় মানি কেবল
আপন জিবদ্দশা পর্য্যন্ত তাহার দেব সেবা করিবেন
তৎ পরে উত্তরাধিকারিরা সেবায় স্বত্ববান হইবেন জদী
প্রকৃতার্থে এই হেবা উত্তরাধিকারিদের স্বত্ব বর্হিতা-

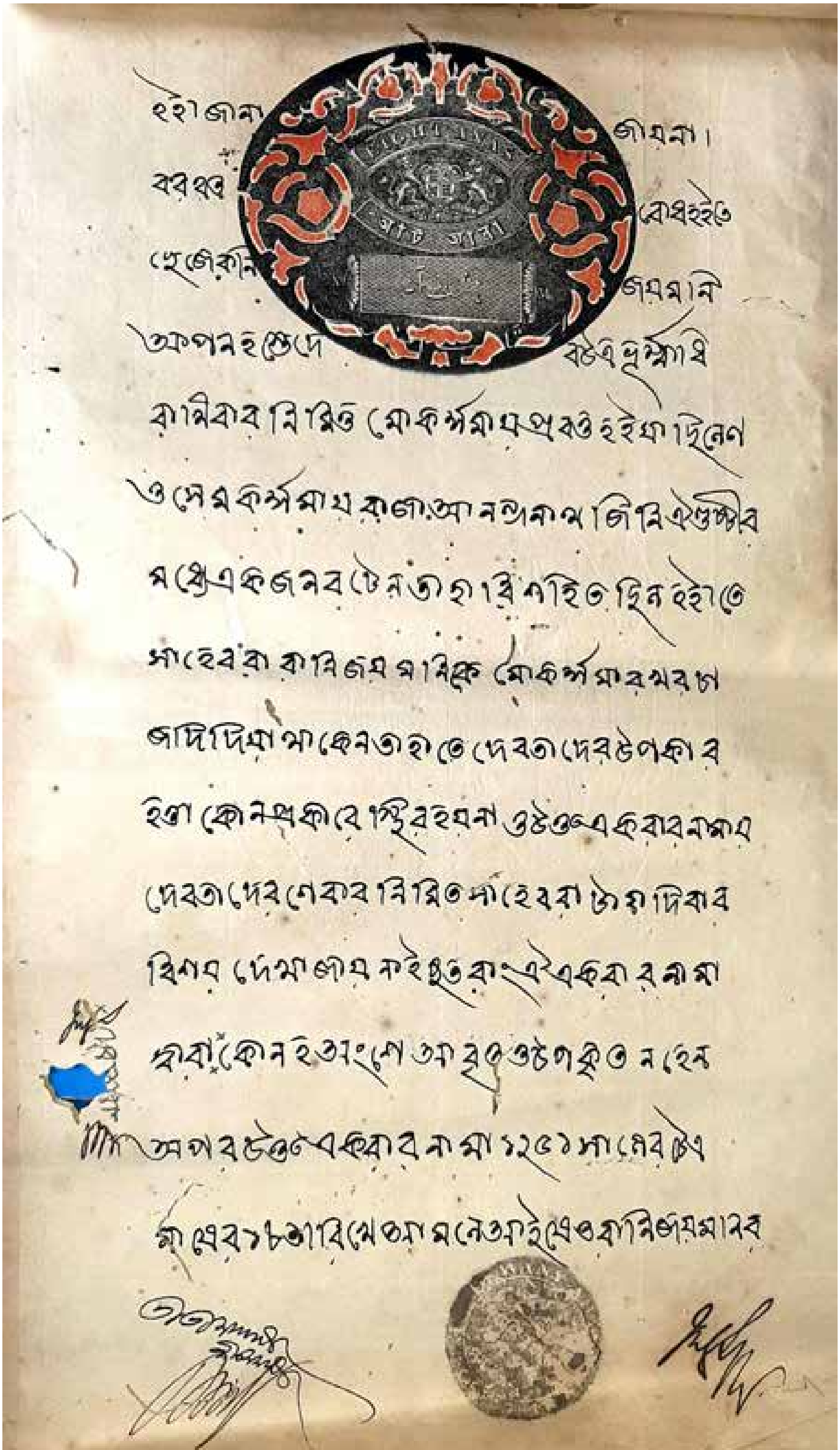
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
নিজে সেবা করিবার	নিজ্বক্ত= নিজুক্ত
ও অন্য সেবাইত	কবিবার= করিবার
নিজ্বক্ত কবিবার ক্ষমতা	ছিন= ছিল
রানি জয় মনির প্রতি অর্পন করিয়াছিনেন দেবষ্যাবার	প্ব্ত্র= পুত্র
কোনহ সম্পত্তিও দেব সেবা হস্তান্তর কবিবার ক্ষমতা	হযেন= হয়েন
বানি জয়মনিকে দেন নাই এবং মহাবানির ভবানির	জায= জায়
এই রূপ অভিপ্রায় স্পষ্ট ছিন জে ঐ দেব সেবা তাহার	অভিপ্রায= অভিপ্রায়
উত্রাধিকারিদের প্রতি ক্রমে পর্যস্ত হয় জে হেতু	কবিবেন= করিবেন
ঐ হেবা নামায় নেখা আছে জে বানি জয়মনি প্ব্ত্র	সেবায= সেবায়
পৌত্রাদী ক্রমে সেবা করিবেন ও বানি জয় মনির	উত্রাধিকারি= উত্তরাধিকারি
পক্ষে জাহারা উত্রাধিকারি হযেন তাহারা কাজেহ মহারানি	
ভবানির উত্রাধিকারি বটে নএমতে স্পষ্ট	
জানা জায জে মহাবানি ভবানি উক্ত হেবা নামা এই	
অভিপ্রায করিয়াছিনেন জে বানি জয়মনি কিবল	
আপন জিবদ্দসা পর্য্যন্ত ঠাকুরদের সেবা কবিবেন	
তৎ পরে উত্রাধিকারিরা সেবায স্বত্তবান হইবেন জদী	
প্রকৃতার্থে ঐ হেবা উত্রাধিকারিদের স্বত রহিত	


প্রকারের হইতে তাহার
কদাচ কানিজয়
মানির ক্ষ মতার সীমা
বা হেবানামায় লেখা জাইতনা ও জেহেতুক কানি
জয় মানির ক্ষমতার সীমা বা হেবানামায় নির্দ্দিষ্ট
হইয়াছে সেইহেতু কানিজয় মানি আপন ক্ষমতার
অতিরিক্ত জেকার্য্য করিবেন তাহা অবশ্য স্থির তর
নহে অতএব স্বত্ব ও স্বত্বী কানিজয় মানি প্রতি
বাদীদের এজাহারি একরারনামা ও মৌরসী পাট্টা
দ্বারা বিবাদীর সম্পত্তি বিবাদীর অন্যমত হস্তা
ন্তর করেন নাই তথাচ মৌরসী পাট্টা দিলেও তাহা
সীদ্ধ থাকিলে সে সম্পত্তি পক্ষে আজানা নওয়া-
বোস্ত বেকে মালিকের তাহার কোনহ লভ্য ও ফল থাকে না
ও প্রকাশ আছে জে সম্পত্তিতে জ ষেষ্ট বিনিযোগ
মত স্বত্ব না থাকিলে স্বত্ববান ব্যক্তির বিশেষ ফল
দায় হয় না ও মৌরসী পাট্টা দ্বারা স্বত্ব কেবল হওয়া
বনিতে হয় অতএব আমার বিবেচনায় মৌরসী পাট্টা দাতা-

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
প্রকারের হইতো তবে কদাচ রানি জয় মনির ক্ষমতার শীমা ঐ হেবা নামায় নেখা জাইতনা ও জে স্থনে রানি জয়মনির ক্ষমতার শীমা ঐ হেবা নামায় নিদৃষ্ট হইয়াছে সে স্থনে বানি জয়মনি আপন ক্ষেমতার অতিরিক্ত জে কার্য কবিবেন তাহা অবষ্য স্থিবতর নহে অন্যথার জ্বন্য ও জদ্যপী বানি জয়মনি প্রতি বাদীদের এজাহারি একরারনামা ও মৌরশী পাট্টা দ্বারা বিবাদীয় সম্পত্তি বিক্রযাদীর ওন্য মত হস্তা ন্তর করেন নাই তথাচ মৌরশী পাট্টা দিনেও তাহা শীর্দ্ধ থাকিনে সে সম্পত্তি পক্ষে খাজানা নওা বেতিবেকে মানিকের আর কোনহ নভ্যওফন থাকেনা ও প্রকাষ আছে জে সম্পত্তিতে জথেষ্ট বিনিযোগ মত স্বত না থাকিনে স্বতবান ব্যাক্তীর বিশেষঃ ফন দয় হয়না ও মৌরশী পাট্টা দ্বারা স্বওকে বর্দ্ধ হওয়া বনিতে হয় অতএব আমার বিবীচনায় মৌরশী পাট্টব দ্বারা	নেখা= লেখা স্থনে= স্থলে কবিবেন= করিবেন স্থিব= স্থির বিক্রযাদীব= বিক্রয়াদীর দিনে= দিলে থাকিনে= থাকিলে নওা= নওয়া বেতিবেকে= বেতিরেকে ফন= ফল বিনিযোগ= বিনিয়োগ বনিতে= বলিতে


জমীকা ... ই ক্ষেত্র
দেওয়া ... লেনে তাহাতে
মানি কেরস্বত ... সি স্কো চত
হইয়া হস্তান্তর করন সবাপহয় এ নিমিত্ত কানিজম
মানি প্রতিবাদীগনকে ও তাহাদের পূর্ব্ব বিকারিগনকে
জে মৌকরী পাট্টা দিয়াছেন তাহা কানিজম মানির স্নেম
তার আন্ত বিক্রি করুন বটে আর কানিজম মানি প্রতি
বাদী দের এজহারি একরার নামার দ্বারা সাহেব
দিগকে দেব সেবার বাটীর ও সেবার সম্পকে এতদ্রানি
কিম্বা সম্বন্ধ নিস্ত করিয়া থাকিলে তাহাও উক্ত
হেবানামা ও হিন্দ সাস্ত্রের বিপরিত বোধ হয় আর
দৃষ্ট হয় জে ১২৫১ সালের একরার নামার অভিপ্রা-
য়ন মৌকরী পাট্টা নস্ত নাই ছিল এইক্ষণে ঐ-
একরার নামার অন্য কোনহ ফল নাই। অতএব
উক্ত একরার নামায় মকদ্দমার খরচা সাহেবে বা-
দিবেন ও দিয়াছেন বনিয়াদে আমি যাহে কিংবা দেব
তাদের উপকারের নিমিত্ত জেবৎ মকদ্দমা হইয়াছিল

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
জমী কাহাকেও	দেওযা= দেওয়া
দেওযা গেনে তাহাতে	গেনে= গেলে
মানিকের স্বত সংক্ষোচীত	হস্তান্তব= হস্তান্তর
হইয়া হস্তান্তব করন সরূপ হয এ নিমিত্ত বানি জয়	হয= হয়
মনি প্রতিবাদীগনকে ও তাহাদের প্বর্ব্বাধিকারিগনকে	
জে মৌরশী পাট্টা দিযাছেন তাহা বানি জয় মনির ক্ষেম	
তার অতিরিক্ত কর্ম্ম বটে আর বানি জয়মনি প্রতি	
বাদীদের এজহারি একরারনামার দ্বারা সাহেব	
দিগকে দেব সেবার বাটীর ও সেবার সম্পকে ঐ রানি	
কিম্বা অদ্দক্য নিজ্বক্ত করিয়া থাকিনে তাহাও উক্ত	
হেবানামা ও হিন্দ সাস্ত্রের বিপরিত বোধ হয় অপর	
দৃষ্ট হয জে ১২৫১ সানের একবার নামার অভিষ্ট	
ফন মৌরশী পাট্টা নওয়াই ছিন এইক্ষণে ঐ	
একরারনামার অন্য কোনহ ফন নাই। জদ্যপীও	
উক্ত একরারনামায় মকদ্দমার খরচা সাহেবেরা	
দিবেন ও দিযাছেন বনিযা নেখা গীযাছে কিন্তু দেব	
তা দের উপকারের নিমিত্ত জে ঐ মকদ্দমা হইযাছিন	


ইহা জানা ... জীয়না।
বরঞ্চ ... হোইহইতে
খেজেকানি ... জয়মানি
অপনহস্তেদে ... বর্তবৃন্দাগির
কানিকার নিমিত্ত মোকর্দ্দমায় প্রবর্ত হইয়াছিলেন
ও সেই কর্ম্মমায় কাজেআনন্দকাম ... এতক্ষীর
মধ্যে একজন বটেন তাহার শাহিত ছিল ইহাতে
সাহেবরা কানিজয় মানিক্ক মোকর্দ্দমার খরচ
আদিদিয়া থাকেন তাহাতে দেবতাদের উপকার
ইতা কোন প্রকারে স্থির হয়না উচিতে একরারনামায়
দেবতাদের সেবার নিমিত্ত সাহেবরা চাঁদা দিবার
খিলাব দেখা জায় কইছুত কা- এই একরারনামা
কারা কোন ইতাংশে অবুদ্ধ উপকৃত নহেন
অপর উক্তে একরারনামা ১২৬১ সালের চৈত্র
মাসের ১৮ তারিখে আমনেতাইসেও কানিজয়মানর

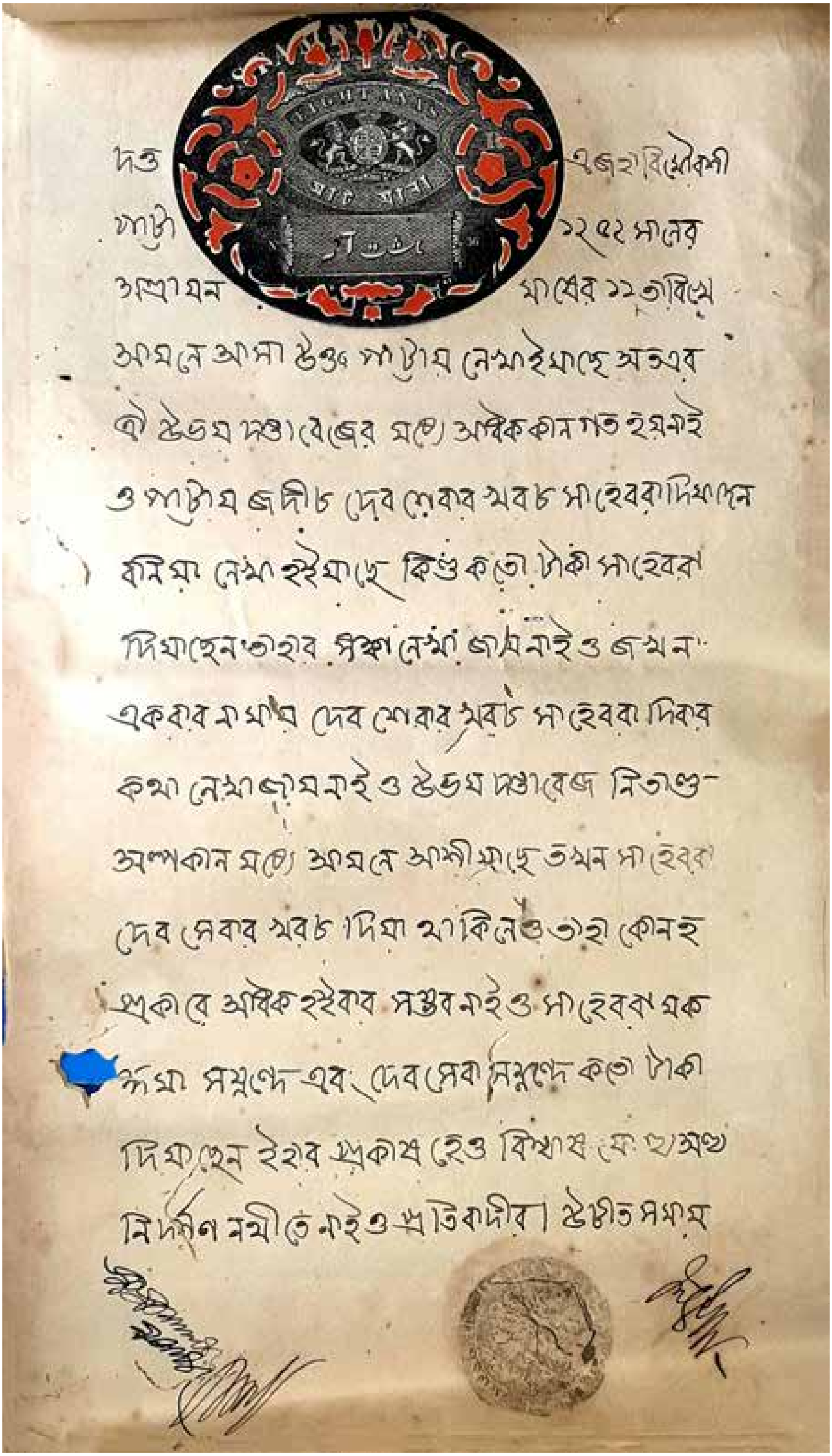
পাঠ

ইহা জানা জায়না
বরঞ্চ বোধ হইতে
ছে জে রানি জয়মনি
আপন হস্তে দেবউত্র ভূর্ম্মাধি
রাখিবার নিমিত্ত মোকর্দ্দমায় প্রবত্ত হইয়া ছিনেণ
ও সে মকর্দ্দমায় রাজা আনন্দ নাথ জিনি ঐন্তষ্টীর
মধ্যে একজন বচৈন তাহারি শহিত ছিন ইহাতে
সাহেবরা রানি জয়মনিকে মোকর্দ্দমার খরচা
জদি দিয়া থাকেন তাহাতে দেবতাদের উপকার
হওা কোন প্রকারে স্থির হয়না ও উক্ত একরারনামায়
দেবতাদের শেবার নিমিত সাহেবরা টাকা দিবার
বিশয় দেখা জায় নাই ষুতরাং ঐ একরারনামা
দ্বারা কোনহ অংশে আবৃত্ত ও উপকৃত নহেন
অপর উক্ত একরারনামা ১২৫১ সানের চৈত্র
মাষের ১৮ তারিখে আমনে আইষে ও রানি জয়মনির

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

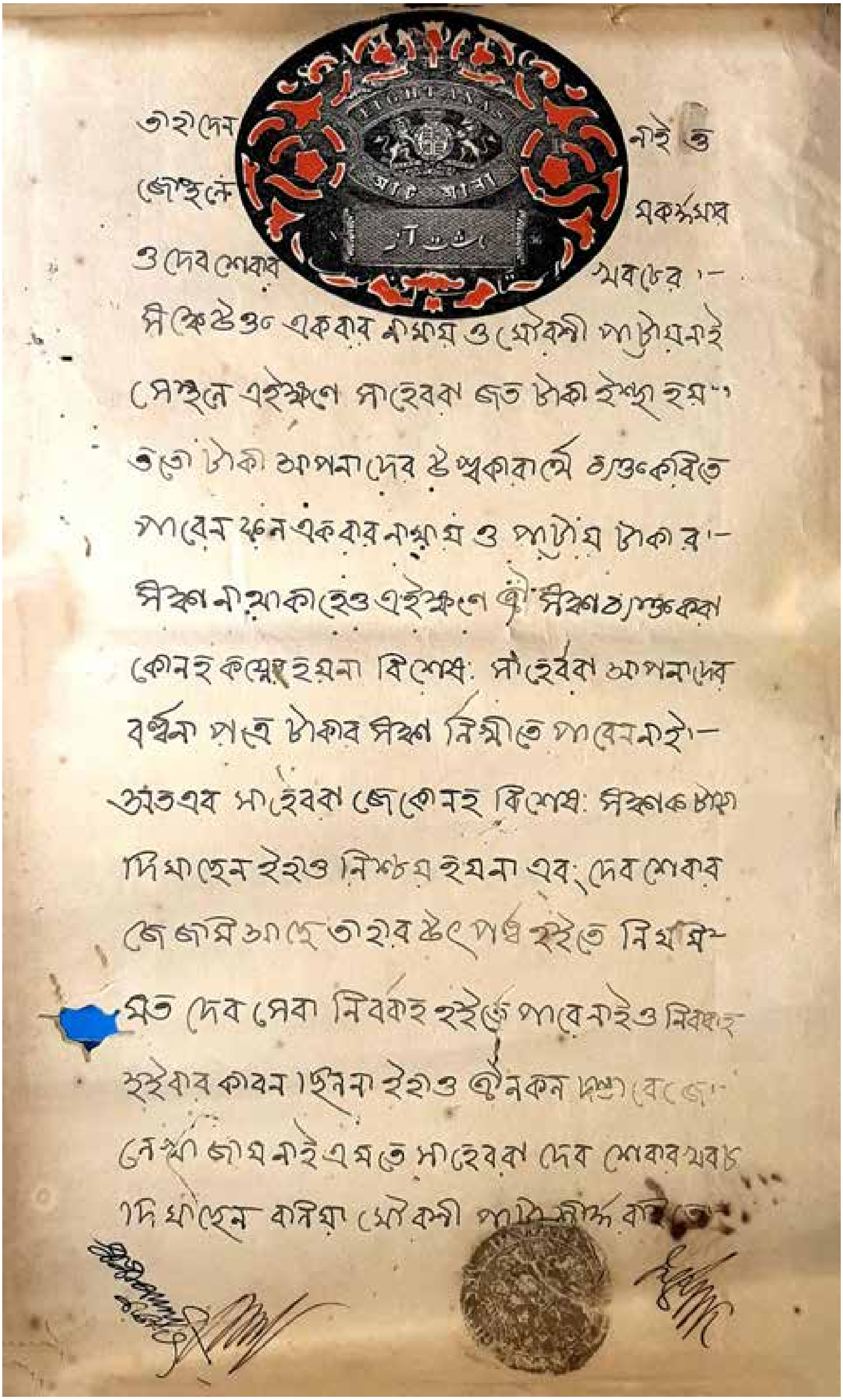
দেওযা= দেওয়া
গেনে= গেলে
হস্তান্তব= হস্তান্তর
হয= হয়
হওা= হওয়া

দেবতারা

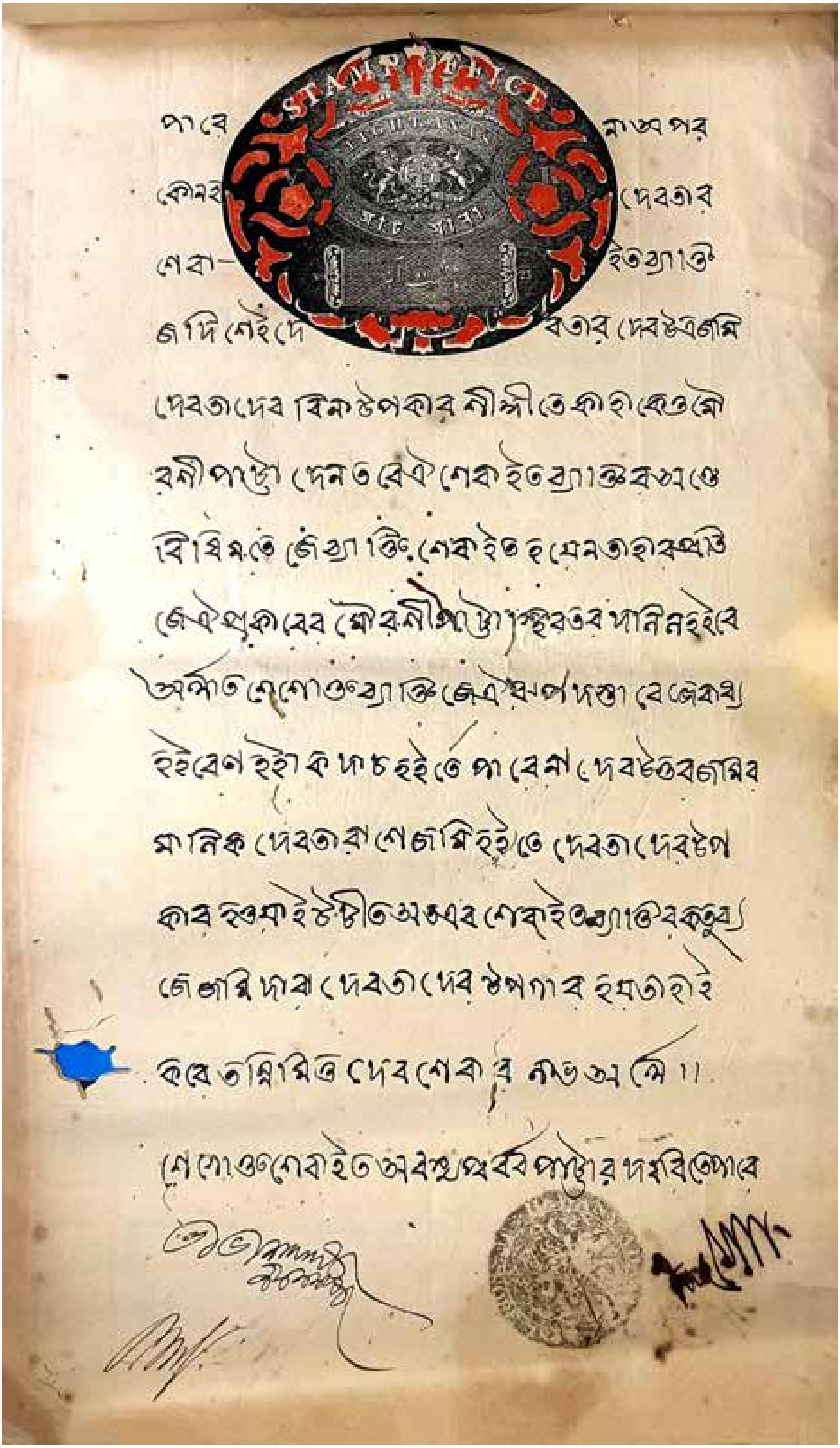


দস্ত এজহারি মোকশী
পাট্টা ১২৫২ সালের
ওস্তাগন মাঘের ১২ তারিখে
আসলে আসা উক্ত পাট্টায় লেখাইয়াছে অতএব
ঐ উভয় দস্তাবেজের মধ্যে অধিককানগত হয়নাই
ও পাট্টায় জমীর দেব সেবার খরচ সাহেবরা দিয়াছেন
বলিয়া লেখা হইয়াছে কিন্তু কতো টাকা সাহেবরা
দিয়াছেন তাহার সংখ্যা লেখা যায় নাই ও যখন
একবার না যায় দেব সেবার খরচ সাহেবরা দিবার
কথা লেখা যায় নাই ও উভয় দস্তাবেজ নিতান্ত
অল্পকাল মধ্যে আসলে আসিয়াছে তখন সাহেবরা
দেব সেবার খরচ দিয়া থাকিলেও তাহা কোনহ
প্রকারে অধিক হইবার সম্ভব নাই ও সাহেবরা যে
জমা সম্বন্ধে এবং দেব সেবা সম্বন্ধে কতো টাকা
দিয়াছেন ইহার প্রকাশ হেতু বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ
নিদর্শন নথীতে নাই ও প্রতিবাদীরা উচিত সময়

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
দত্ত এজাহারি মৌরশী	অগ্রাযন= অগ্রায়ন= অগ্রহায়ণ
পাট্টা ১২৫২ সানের	আমনে= আমলে
অগ্রাযন মাষের ১১ তারিখে	নেখাইযাছে= লেখাইয়াছে
আমনে আসা উক্ত পাট্টায় নেখাইযাছে অতএব	কান= কাল
ঐ উভয় দস্তাবেজের মধ্যে অধিক কান গত হযনাই	দিযাছেন= দিয়াছেন
ও পাট্টায় জদীচ দেব শেবার খরচ সাহেবরা দিযাছেন	হইযাছে= হইয়াছে
বনিয়া নেখা হইযাছে কিন্তু কতো টাকা সাহেবরা	সঁঙ্কা= সংখ্যা
দিযাছেন তাহার সঁঙ্কা নেখা জায নাই ও জখন	জায= যায়
একরার নামায় দেব শেবার খরচ সাহেবরা দিবার	অল্পকান= অল্পকাল
কথা নেখা জায নাই ও উভয় দস্তাবেজ নিতান্ত	আশযাছে= আশীয়াছে
অল্পকান মধ্যে আমনে আশীযাছে তখন সাহেবরা	অগ্রাযন= অগ্রগায়ন
দেব সেবার খরচ দিয়া থাকিনেও তাহা কোনহ	
প্রকারে অধিক হইবার সম্ভব নাই ও সাহেবরা মক	
দ্দমা সম্নন্দে এবং দেব সেবা সম্নন্দে কতো টাকা	
দিযাছেন ইহার প্রকাষ হেতু বিস্বাষযোগ্য অন্য	
নিদর্শন নথীতে নাইও প্রতিবাদীরা উচীত সমায়	

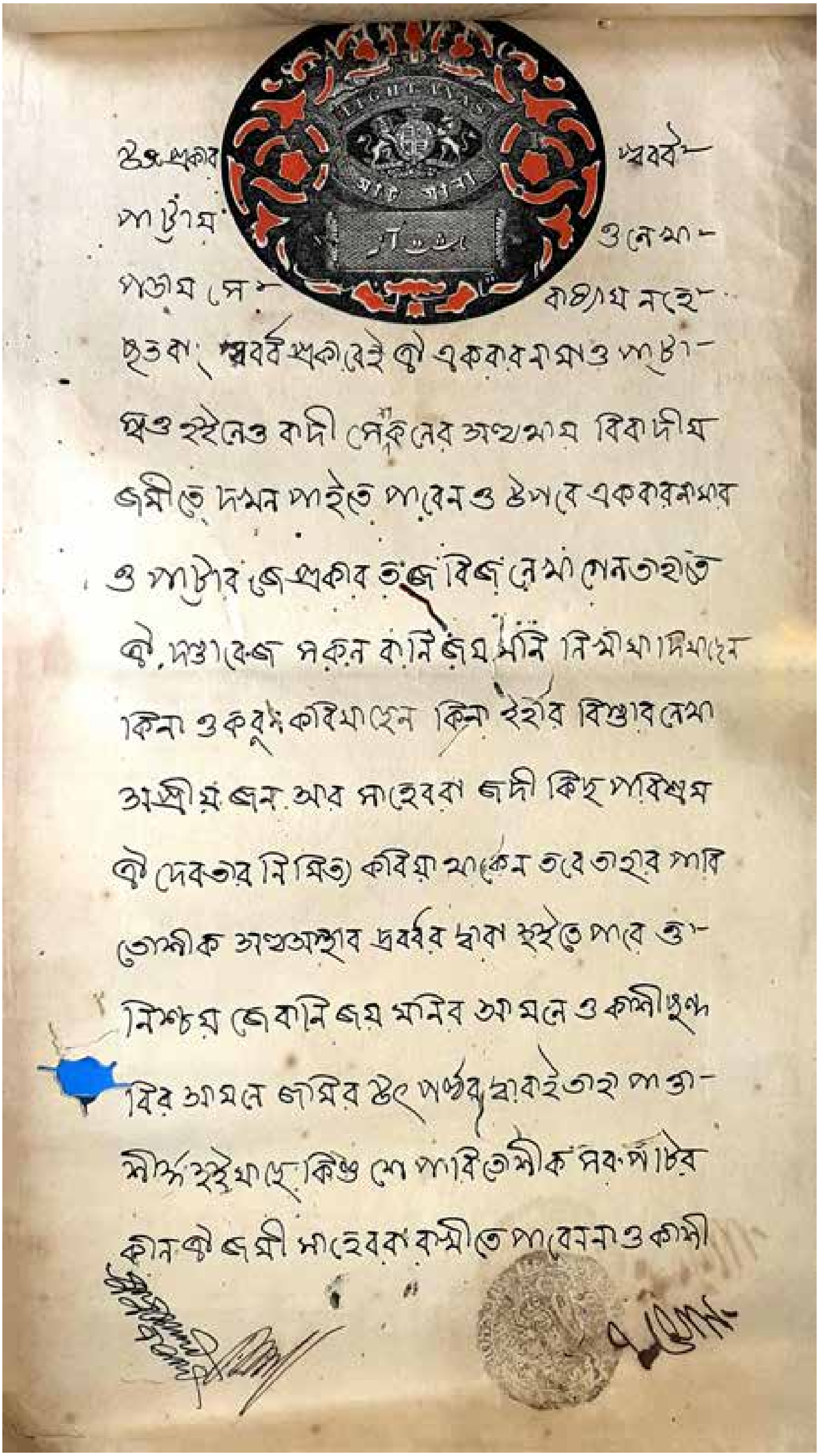

তাহাদের ... নাই ও
জেষ্টকে ... সকর্ম্মের
ও দেব শেবার ... খরচের —
সিক্কেউ ৩০ একবার নাস্নায় ও চৌকশী পাটায় নাই
সেইহেতু এইক্ষণে সাহেবরা জত টাকা ইচ্ছা হয় —
ততো টাকা আপনাদের উপস্থকারার্থে হস্তকরিতে
পারেন কেননা একবার নাস্নায় ও পাটায় টাকার —
সিক্কা না থাকাহেতু এইক্ষণে ঐ সিক্কা হস্তকরা
কোনই কষ্টের হয়না বিশেষ: সাহেবরা আপনাদের
বর্দ্ধনা পত্রে টাকার সিক্কা নিষ্মীতে পারেননাই —
অতএব সাহেবরা জে কোনহ বিশেষ: সিক্কাক টাকা
দিয়াছেন ইহও নিশ্চয় হয়না এবং দেব শেবার
জে জমি আছে তাহার উৎপেণ্ড হইতে নিয়ম-
মত দেব সেবা নির্ব্বাহ হইতে পারেনাই ও নির্ব্বাহ
হইবার কারন ছিলনা ইহও ঐনকন দশ্য রেজো-
গেশ্য জায়নাই এমতে সাহেবরা দেব শোবার খরচ
দিয়াছেন বলিয়া চৌকশী পাটা নীর্দ্দ বলিতে ...

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
তাহা দেন নাই ও	ফন= ফল
জে স্থনে মকৰ্দ্দমার	নিখীতে= লিখীতে
ও দেব শেবার খরচের	কাবন= কারণ
সঁঙ্কে উক্ত একরারনামায় ও মৌরশী পাট্টায় নাই	নকন= নকল
সে স্থনে এই ক্ষণে সাহেবরা জত টাকা ইশ্ছা হয়	বনিয়া= বলিয়া
ততো টাকা আপনাদের উপ্বকারার্থে ব্যক্ত করিতে	স্থনে= স্থলে
পারেন ফন একরারনামায় ও পাট্টায় টাকার	সঁঙ্কা= সংখ্যা
সঁঙ্কা না থাকা হেতু এই ক্ষণে ঐ সঁঙ্কা ব্যাক্ত করা	বর্ণ্ণনা= বর্ণনা
কোনহ কৰ্ম্মের হয়না বিশেষ সাহেবরা আপনাদের	
বর্ণ্ণনা পত্রে টাকার সঁঙ্কা নিখীতে পাবেন নাই।	
অতএব সাহেবরা জে কোনহ বিশেষঃ সঁঙ্কাক টাকা	
দিযাছেন ইহাও নিশ্চয় হয না এবং দেব শেবার	
জে জমি আছে তাহার উৎপর্ণ্ণ হইতে নিযম	
মত দেব সেবা নিৰ্ব্বাহ হইতে পারে নাই ও নিব্বাহ	
হইবার কাবন ছিননা ইহাও ঐ নকন দস্তাবেজে	
নেখা জায় নাই এমতে সাহেবরা দেব শেবার খরচ	
দিযাছেন বনিয়া মৌরশী পাট্টা শীৰ্দ্দ রহিতে	


STAMP OFFICE
EIGHT ANNAS
আট আনা

পারে ... ন্যঙ্গপর
কোনহ ... দেবতার
সেবা— ... ইতব্যাক্তি
জদি সেই দে ... বতার দেবউত্তর জমি
দেবতাদের বিনা উপকার নীমীতে কাহাকেও কো
রনী পাট্টা দেন তবে সেবাইত ব্যাক্তি রসঙ্গে
বিবিমতে জেব্যাক্তি সেবাইত হয়েন তাহারদিগের
জেই প্রকারের কৌরনী পাট্টা স্থির তর দাখিল হইবে
অর্ম্মাত সেসোক্ত ব্যাক্তি জেই অপদস্তা বেজেরব্ব
হইবেন ইহা কি দাত হইতে পারেনা দেবউত্তর জমির
মালিক দেবতা সে জমি হইতে দেবতাদের উপ
কার হওয়াই উচিত অতএব সেবাইত ব্যাক্তির কর্ত্তব্য
জে জমি দ্বারা দেবতাদের উপকার হয় তাহাই
করে তন্নিমিত্তে দেব সেবার লভ্য অস্মি ।।
সেসোক্ত সেবাইত অবশ্য পূর্ব্ব পাট্টার দাখিল লোপে

পাট	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
পারেনা অপর কোনহ দেবতার শেবাইত ব্যাক্তি জদি শেই দেবতার দেবউত্র জমি দেবতাদের বিনা উপকার শীদ্দীতে কাহাকেও মৌ রশী পাট্টা দেন তবে ঐ শেবাইত ব্যাক্তির অন্তে বিধিমতে জে ব্যাক্তি শেবাইত হয়েন তাহার প্রতি জে ঐ প্রকারের মৌরশী পাট্টা স্থিরতর দনিন হইবে অর্থাত শেশোক্ত ব্যাক্তি জে ঐরূপ দস্তাবেজে বাধ্য হইবেণ ইহা কদাচ হইতে পারেনা দেব উত্তর জমির মানিক দেবতারা শে জমি হইতে দেবতাদের উপ কার হওয়াই উচীত অতএব শেবাইত ব্যাক্তির কতুব্য জে জমি দ্বারা দেবতাদের উপগার হয় তাহাই করে তন্নিমিত্ত দেব শেবার নাভ অর্থে। শেশোক্ত শেবাইত অবস্যপ্ব্র্ব পাট্টা রদ করিতে পারে	দনিন= দলিল মানিক= মালিক অর্থাত= অর্থাৎ শেশোক্ত= শেষোক্ত



উক্ত প্রকার ... পূর্ব্বর্ব-

পাট্টায় ... ও লেখা-

পড়ায় সে ... কচ্যায় নহে

সুতরাং পূর্ব্বর্ব প্রকারেই ঐ একরারনামাও পাট্টা-

প্রাপ্ত হইলেও বাদী সেকেলের অস্থায় বিবাদীয়

জমীতে দখল পাইতে পারেন ও উপরে একরারনামার

ও পাট্টার জে প্রকার তজ বিজ লেখা গেল তাহাতে

ঐ দস্তাবেজ সকল বানিজ্য মানি নিরীখা দিয়াছেন

কিনা ও কবুল করিয়াছেন কিনা ইহার বিস্তার লেখা

আশ্রীয় জন আর সাহেবরা জদী কিছু পরিশ্রম

ঐ দেবত্তর নিমিত্ত করিয়া থাকেন তবে তাহার পারি

তোষীক অশুঅস্থার দ্রব্বর দ্বারা হইতে পারে ও-

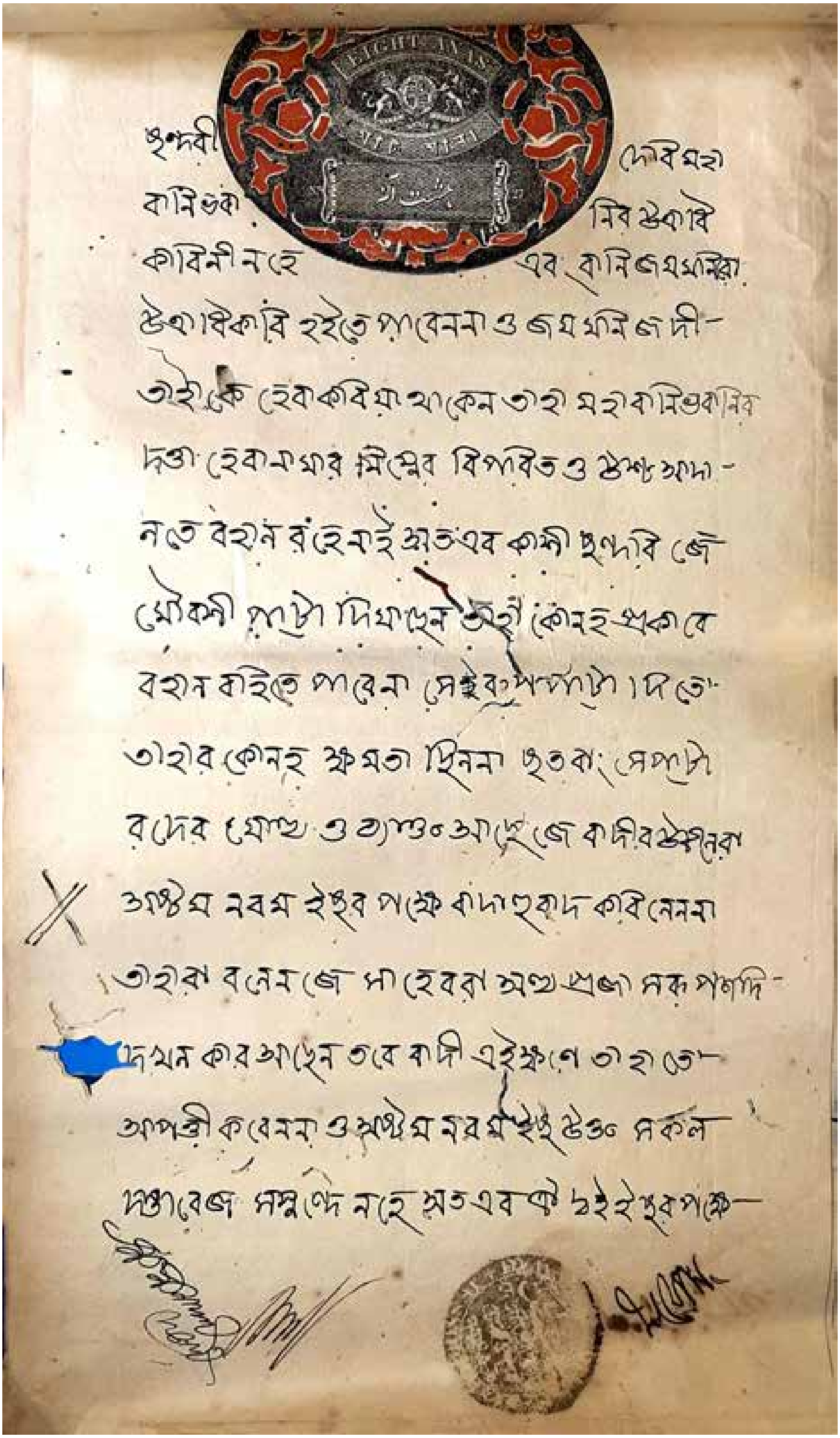
নিশ্চয় জে বানিজ্য মানির আমলে ও কর্ম্মীবৃন্দ

বির আমলে জমির উৎপন্ন দ্বারাইতেহ পাত্তা-

শীর্ষ হইয়াছে কিন্তু সে পারিতোষীক সব পাট্টার

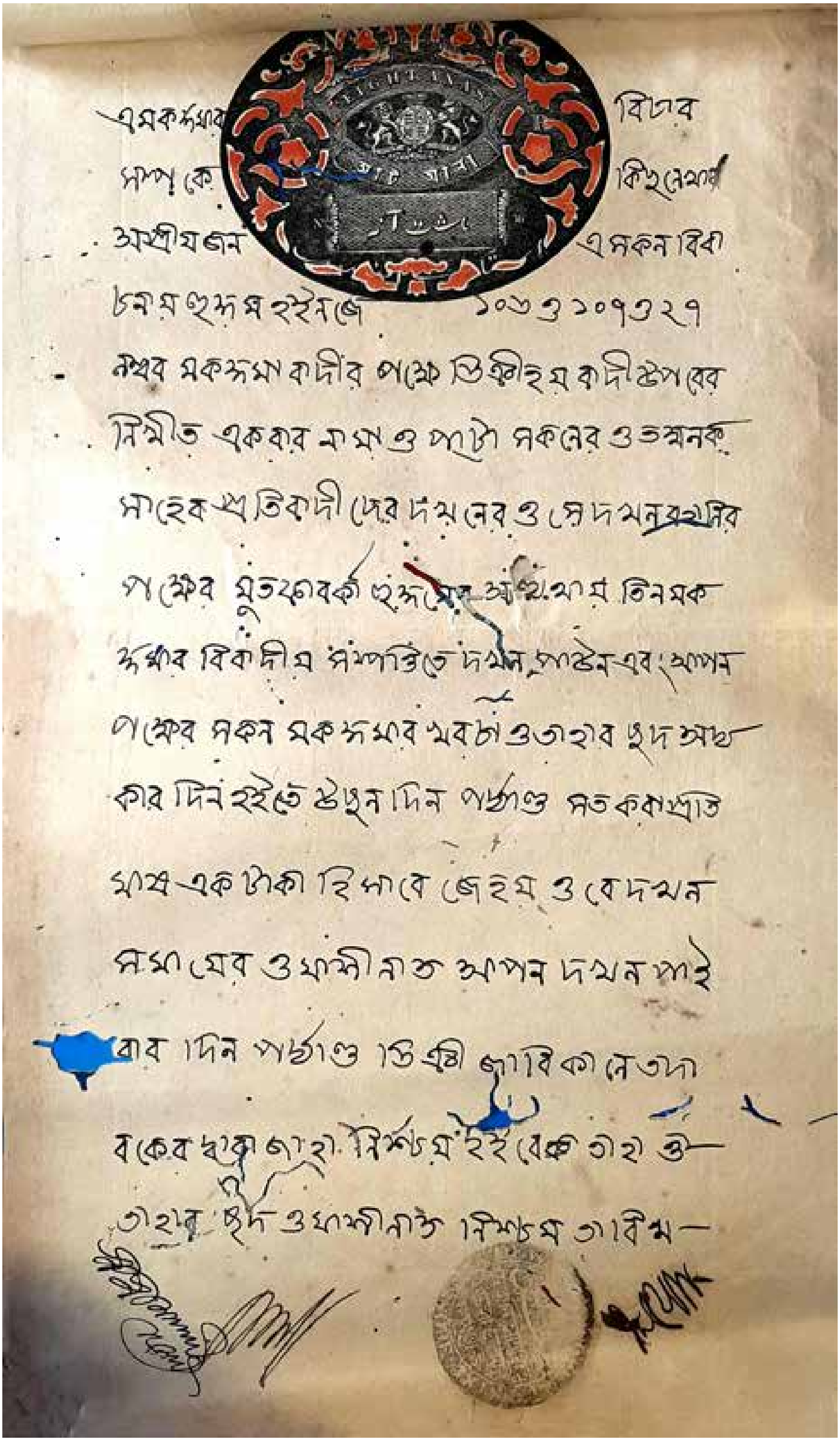
কানক্ত জমী সাহেবরা রক্ষীতে পারেননা ও কর্ম্মী

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
উক্ত প্রকার প্ব্বর্ব	পড়ায= পড়ায়
পাট্টায় ও নেখা	ষুতবাং= সুতরাং
পড়ায সে বাধ্যায নহে	হইনেও= হইলেও
ষুতবাং ষর্ব্ব প্রকারেই ঐ একরারনামা ও পাট্টা	সেশকনের= সেসকলের
স্বত্ত হইনেও বাদী সেশকনের অন্যথায় বিবাদীয	বিবাদীয= বিবাদীয়
জমীতে দখন পাইতে পাবেন ও উপবে একবারনামার	দখন= দখল
ও পাট্টার জে প্রকার তজবিজ নেখা গেন তাহাতে	পাবেনা= পারেনা
ঐ দস্তাবেজ সকন বানি জয়মনি নিখীযা দিযাছেন	উপবে= উপরে
কিনা ও কবুল করিযাছেন কিনা ইহার বিস্তার নেখা	একবার নামা= একরার নামা
অপ্রীয়জন আরও সাহেবরা জদী কিছ পরিশ্রম	গেন= গেল
ঐ দেবতার নিমিত্য কবিয়া থাকেন তবে তাহার পরি	সকন= সকল
তোশীক অন্য অস্থাবদ্রর্ব্বর দ্বারা হইতে পারে ও	কবিয়া= করিয়া
নিশ্চয় জে রানি জয়মনির আমনে ও কাশী ষুন্দ	ষুন্দবির= সুন্দরির
বির আমনে জমির উৎপর্ণ্যর দ্বারাই তাহা পাওা	পাওা= পাওয়া
শীর্দ্দ হইযাছে কিন্তু শে পারিতোশীক সরূপ চির	চিরকান= চিরকাল
কান ঐ জমী সাহেবরা রাখীতে পাবেননা ও কাশী	পাবেন না= পারেন না



সুন্দরী দেবী মহা
রানি ভবানির উত্তরাধি
কারিনী নহে এবং রানি জয়মনিরা
উত্তরাধিকারি হইতে পারেননা ও জয়মনি জমী-
দারী কে হেবা করিয়া থাকেন তাহা মহারানি ভবানির
দত্ত হেবানামার মিস্লের বিপরিত ও উপযুক্ত আদা-
লতে বহাল রহেনাই অতএব কাশী সুন্দরি জে
মৌকরী পাট্টা দিয়াছেন তাহা কোনহ প্রকারে
বহাল রহিতে পারেনা সেইরূপ পাট্টা দিতে
তাহার কোনহ ক্ষমতা ছিলনা সুতরাং সেপাট্টা
রদের যোগ্য ও আশ্চর্য আছে জে বাদীর উকিলেরা
অষ্টম নবম ইছুর পক্ষে বাদানুবাদ করিলেননা
তাহারা বলেন জে সাহেবরা অনু প্রজা সকল পাট্টাদি-
দখল কর আছেন তবে বাদী এইক্ষণে তাহাতে
আপত্তী করেননা ও অষ্টম নবম ইছু উক্ত সকল
দস্তাবেজ সম্বন্ধে নহে অতএব ঐ ২ই ইছুর পক্ষে—

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ষুন্দরী দেবি মহা	বানি= রানি
বানি ভবানির উত্রাধি	উত্রাধিকাবিনী= উত্তরাধিকারিনী
কাবিনী নহে এবং রানি জযমনিরো	পাবেন না= পারেন না
উত্রাধিকারি হইতে পাবেননা ও জযমনি জদী	জযমনি= জয়মনি
তাহাকে হেবা কবিয়া থাকেন তাহা মহাবানি ভবানির	কবিয়া= করিয়া
দত্তা হেবানামার মম্মের বিপরিত ও উশ্চ আদা	আদানত= আদালত
নতে বহান রহেনাই অতএব কাশী ষুন্দরি জে	বহান= বহাল
মৌরশী পাট্টা দিযাছেন তাহা কোনহ প্রকাবে	প্রকাবে= প্রকারে
বহান বহিতে পাবেনা সেই রূপ পাট্টা দিতে	বহিতে= রহিতে
তাহার কোনহ ক্ষমতা ছিননা ষুতরাং সে পাট্টা	ছিননা= ছিলনা
রদের যোগ্য ও ব্যাক্ত আছে জে বাদীর উকীনেরা	উকীনেরা= উকিলেরা
অষ্টম নবম ইষুর পক্ষে বাদানুবাদ করিনেন না	বনেন= বলেন
তাহারা বনেন জে সাহেবরা অন্য প্রজা সরূপ জদি	দখনকার= দখলকার
দখনকার আছেন তবে বাদী এইক্ষণে তাহাতে	কবেন না= করেন না
আপত্তী কবেননা ও অষ্টম নবম ইষু উক্ত সকল	উশ্চ= উচ্চ
দস্তাবেজ সম্নন্দে নহে অতএব ঐ দ্বই ইষুর পক্ষে	আপত্তী= আপত্তি



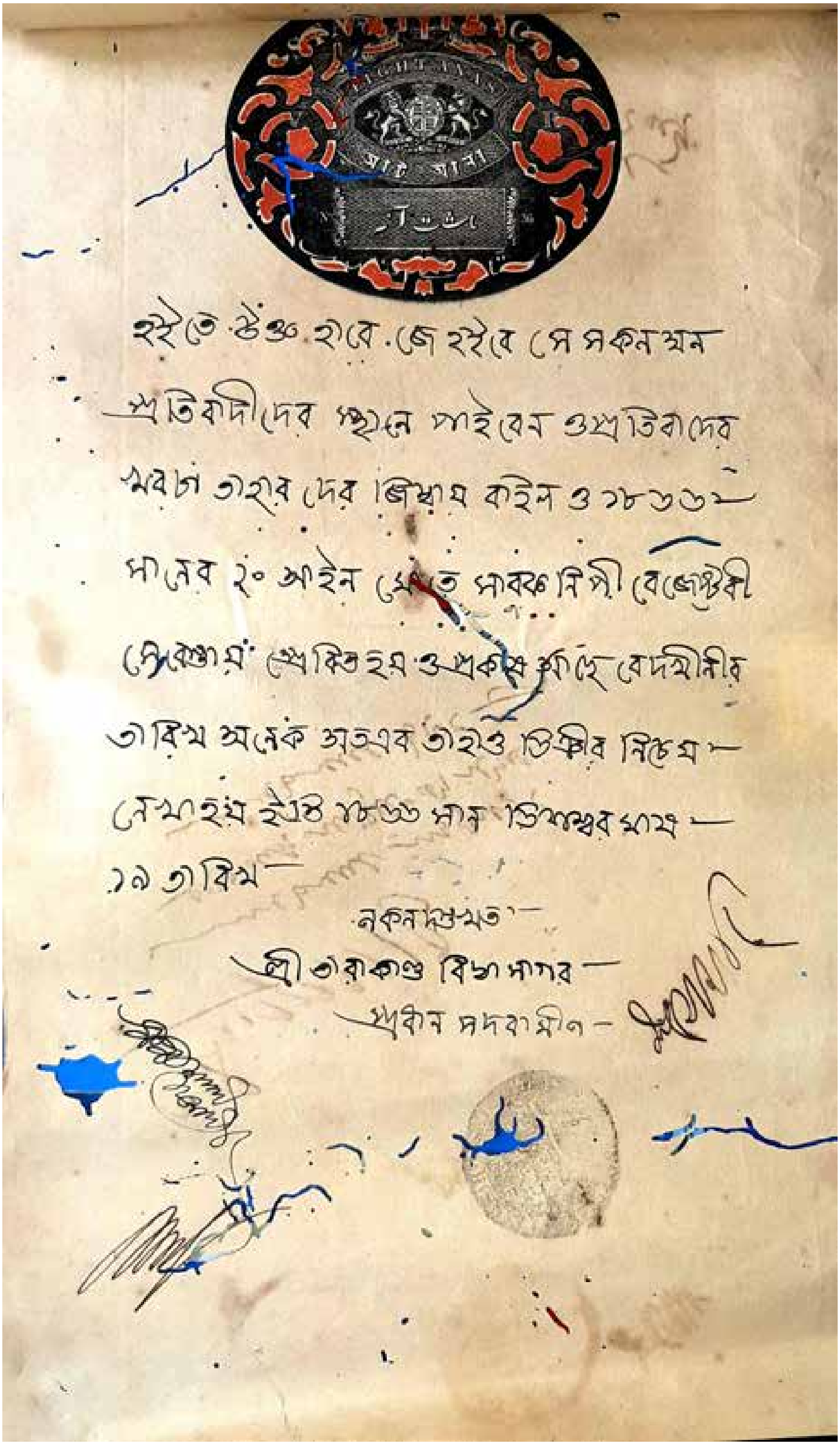
এ মকর্দ্দমার বিচার
সম্পর্কে কিছু লেখার
আত্মীয়গণ এ সকল বিবা
চন সমুদয় হইলে যে ১০৬৩ ও ১০৭৩২৭
নম্বর মকদ্দমা বাদীর পক্ষে ডিক্রী হয় বাদী উপরের
লিখিত একরার নামা ও পাট্টা সকলের ও তহনক
সাহেব প্রতিবাদীদের দখলের ও সে দখলের
পক্ষের মুতফরক্কা হুকুমের অধিকার তিন সক
ওয়ার বিবাদীর সম্পত্তিতে দখল পাইবে এবং আপন
পক্ষের সকল মকদ্দমার খরচা ও তাহার সুদ আর্জ্জি
দাখিলের দিন হইতে উসুল দিন পর্য্যন্ত শতকরা প্রতি
মাস এক টাকা হিসাবে জেহয় ও বেদখল
সময়ের ওয়াশীলাত আপন দখল পাই
বার দিন পর্য্যন্ত ডিক্রী জারিকালে তদা
রকের দ্বারা যাহা নিশ্চয় হইবেক তাহা ও
তাহার সুদ ও ওয়াশীলাত নিশ্চয় তারিখ—

পাঠ

এ মকর্দ্দমার বিচার
সম্পকে কিছ নেখার
অপ্রীযজন এ সকন বিবা
চনায় হুকুম হইন জে ১০৬ ও ১০৭ ও ২৭
নম্বর মকদ্দমা বাদীর পক্ষে ডিক্রী হয় বাদী উপবের
নিখীত একরারনামা ও পাট্টা সকনের ও তথর্নক
সাহেব প্রতীবাদীদের দখনের ও সে দখন বহানির
পক্ষের মুতফাবর্কা হুকুমের অন্যথায় তিন মক
র্দ্দমার বিবাদীয় সম্পত্তিতে দখন পাউন এবং আপন
পক্ষের সকন মকদ্দমার খবচা ও তাহার ষুদ অদ্য
কারদিন হইতে উষুন দিন পর্য্যন্ত সতকরা প্রতি
মাষ এক টাকা হিসাবে জে হয় ও বেদখন
সমাযের ওযাশীনাত আপন দখন পাই
বার দিন পর্য্যন্ত ডিক্রী জাবি কানে তদা
বকের দ্বারা জাহা নিশ্চয হইবেক তাহা ও
তাহার ষুদ ওযাশীনাত নিশ্চয তাবিখ

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

নেখার= লেখার
অপ্রীযজন= অপ্রয়োজন
হইন= হইল
উপবের= উপরের
দখন= দখল
বহান= বহাল
মুতফাবর্কা= মুতফারর্কা = মুতফরাক্কা= বিবিধ
খবচা= খরচা
সমাযের= সমায়ের
ওযাশীনাত= ওয়াশীলাত
জাবি= জারি
কানে= কালে
তদাবকের= তদারকের
নিশ্চয= নিশ্চয়
তাবিখ= তারিখ
মাষ= মাস
ষুদ= সুদ



হইতে উঠও হবে জে হইবে সে সকল খন
প্রতিবাদীদের স্থানে পাইবেন ও প্রতিবাদের
খরচা তাহার দের জিম্মায় রহিল ও ১৮৩৩
সালের ২০ আইন মোতে সাবক নিপী রেজেষ্টরী
সেরেস্তায় প্রেরিত হয় ও একর্ষ কাছে বেদখলীর
তারিখ অনেক অতএব তাহাও ডিক্রীর নিচে যে—
লেখা হয় ইতি ১৮৩৩ সাল ডিসেম্বর মাস—
১৯ তারিখ—

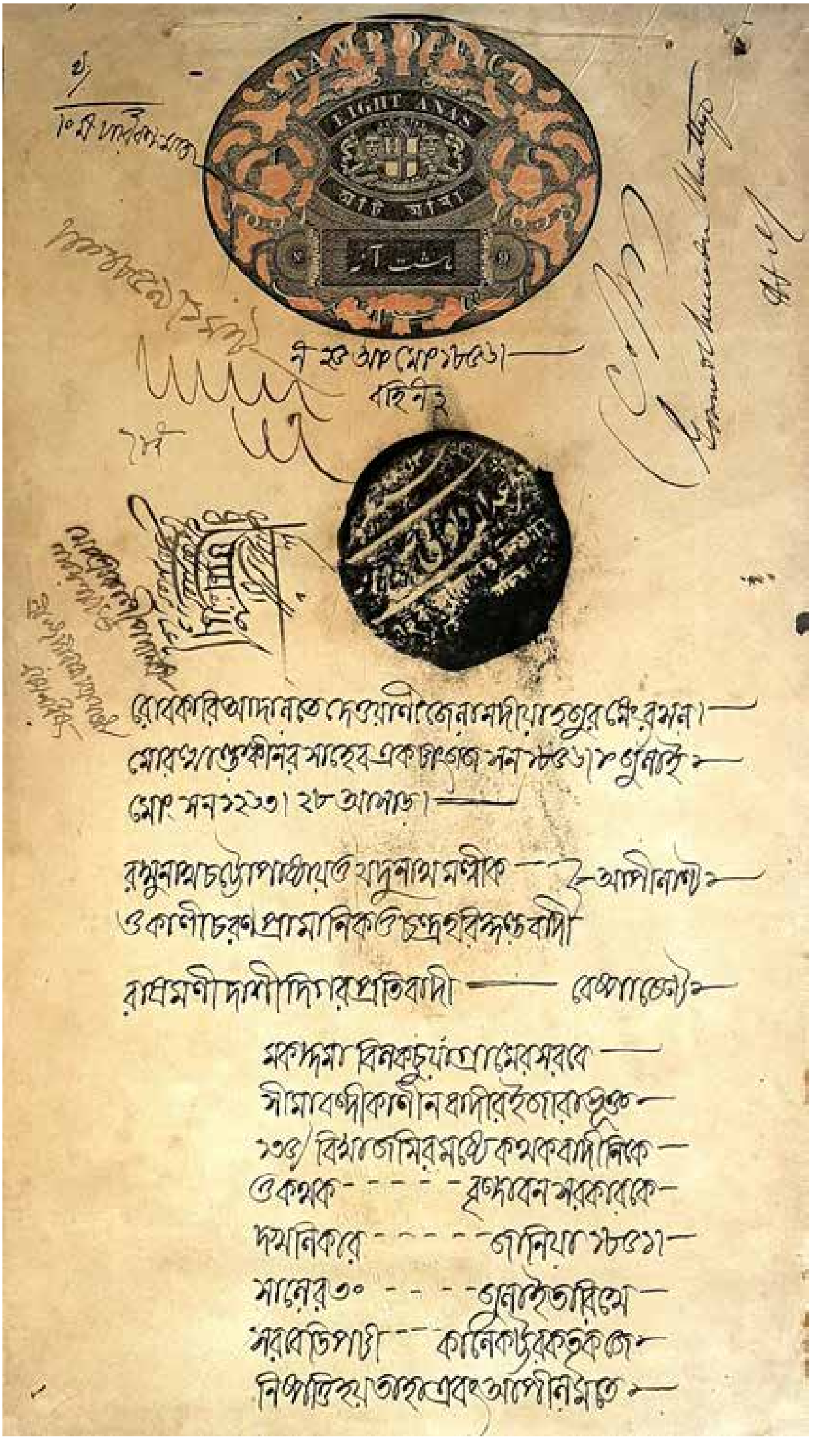
নকল দুরুস্ত—

শ্রী তারাকান্ত বিদ্যাসাগর—

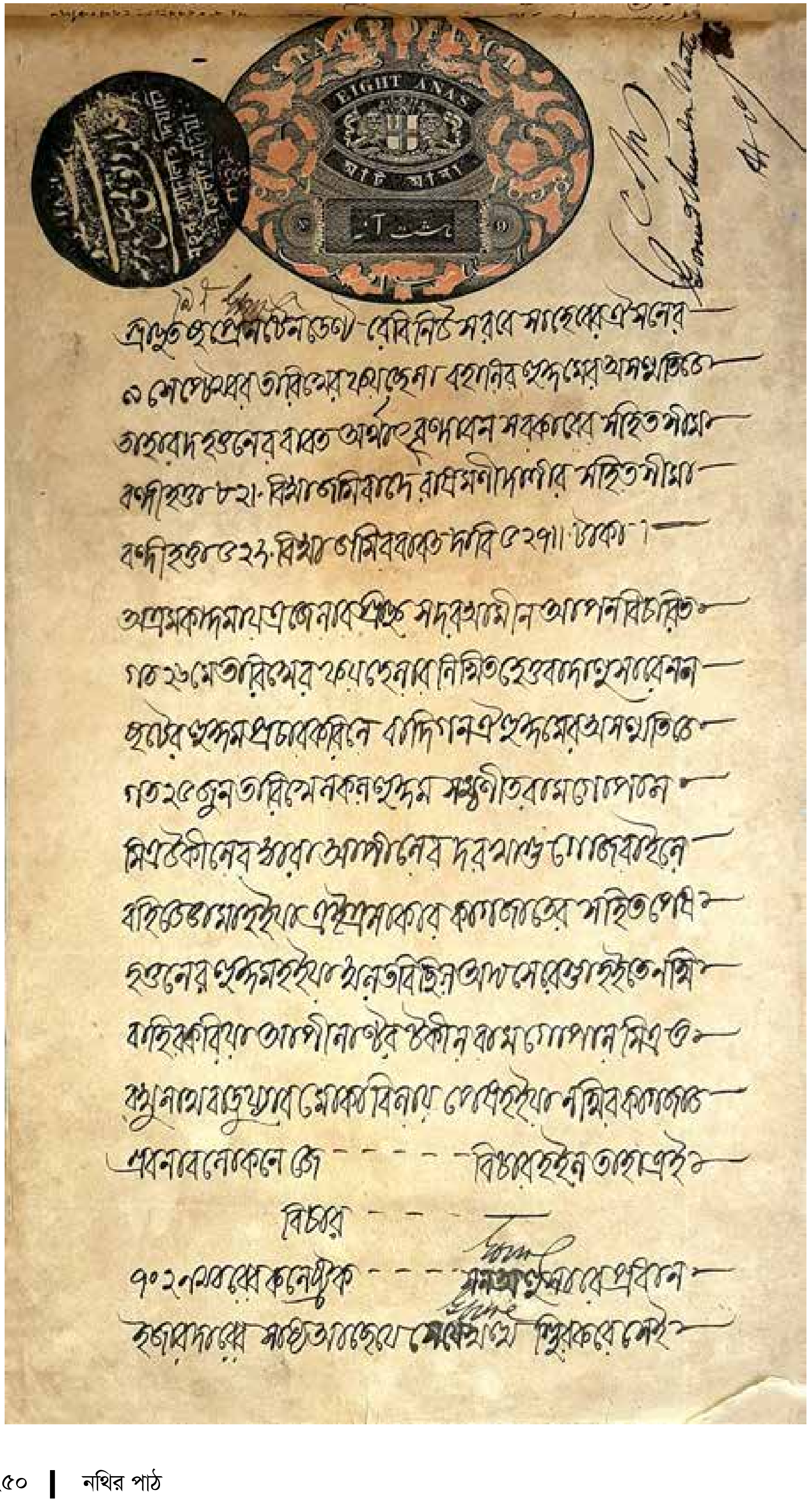
প্রধান সদরামিন—

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
হইতে উক্ত হারে জে হইবে সে সকন ঘন প্রতিবাদীদের স্থানে পাইবেন ও প্রতিবাদের খরচা তাহারদের জিম্বায় বহিল ও ১৮৬৬ সানের ২০ আইন মোতে সাবক নিপী বেজেষ্ট্রবী সেবেস্তায় প্রেবিত হয ও প্রকাষ আছে বেদখীনীর তারিখ অনেক অতএব তাহাও ডিক্রীর নিচেয নেখা হয় ইতি ১৮৬৬ সান ডিশম্বর মাষ ১৯ তাবিখ নকন দস্তখত শ্রী তারাকান্ত বিদ্যাসাগর প্রধান সদবামীন	বহিল= রহিল সাবক= স্মারক বেজেষ্ট্রবী= রেজেষ্ট্ররী= রেজিস্ট্রি সেবেস্তায়= সেরেস্তায় প্রেবিত= প্রেরিত হয= হয় নিচেয= নিচেয় তাবিখ= তারিখ নকন= নকল সদবামীন= সদরামীন

নথি নং ০৮


STAMP OFFICE
EIGHT ANAS
জেবকরিআদালতে দেওয়ানীজেলানদীয়াহুজুর মেং রমন। —
মোরখাস্তেস্কীনর সাহেব এক কাগজ সন ১৮৩১। ৮ জুলাই —
মো: সন ১২৩৮। ২৮ আসাড়। —
রঘুনাথচট্টোপাধ্যায়ও যদুনাথমল্লীক — আপীলান্ট —
ও কালীচরণপ্রামানিকও চন্দ্রহরিকুণ্ডবাদী
রাধামণীদাসীদিগেরপ্রতিবাদী — রেস্পান্ডেন্ট —
মকদ্দমা বিলকচুয়াগ্রামেরসরবে —
সীমাবন্দীকালীন থাদীরইজারাভুক্ত —
১৩৫/ বিঘা জমিরমধ্যে কথকবাদীলিকে —
ও কথক - - - - বৃন্দাবন সরকারকে —
দখলিকরে - - - - জানিয়া ১৮৩১ —
সালের ৩০ - - - জুনহইতারিখে —
সরবেতিপার্টী - - কালেক্টরকর্ত্তৃক জে —
নিস্পত্তিহয় আহ এবং আপীলমত —

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৯ ।০ ম চারিবন্দ মাত্র নঁ ২৫ আঁ মোঁ ১৮৫৬ বহি নঁ ২ রোবকারি আদনতে দেওয়ানী জেনা নদীয়া হজুর মেঁ রসন মোরন্যান্তস্কীনর সাহেব একটাং জজ সন ১৮৫৬, ১০ জুনাই মোং সন ১২৬৩, ২৮ আসাড় রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ মল্বীক } আপীনান্ট ও ৩ কালীচরণ প্রামানিক ও চন্দ্র হরিকুন্ড বাদী রাষমনী দাশীদিগর প্রতিবাদী -- বেম্পাতেন্ট মকাদ্দমা বিনকচুয়া গ্রামের সরবে সীমাবন্দীকানীন বাদীর ইজারাভূক্ত ১৩৫/ বিঘা জমির মধ্যে কথক বাদীনিকে ও কথক ----- বৃন্দাবন সরকারকে দখনিকার -----জানিয়া ১৮৫১ ।- সানের ৩০----- জুনাই তারিখে সরবে ডিপটি -----কানেকটর কতৃক জে নিষ্পত্তি হয় তাহা এবং আপীন মতে	আদানত= আদালত জেনা= জেলা জুনাই= জুলাই বিনকচুয়া= বিল কচুয়া কানীন= কালিন দখনিকার= দখলিকার আপীন= আপীল হারিদ্দন্ত= হরিদত্ত ?



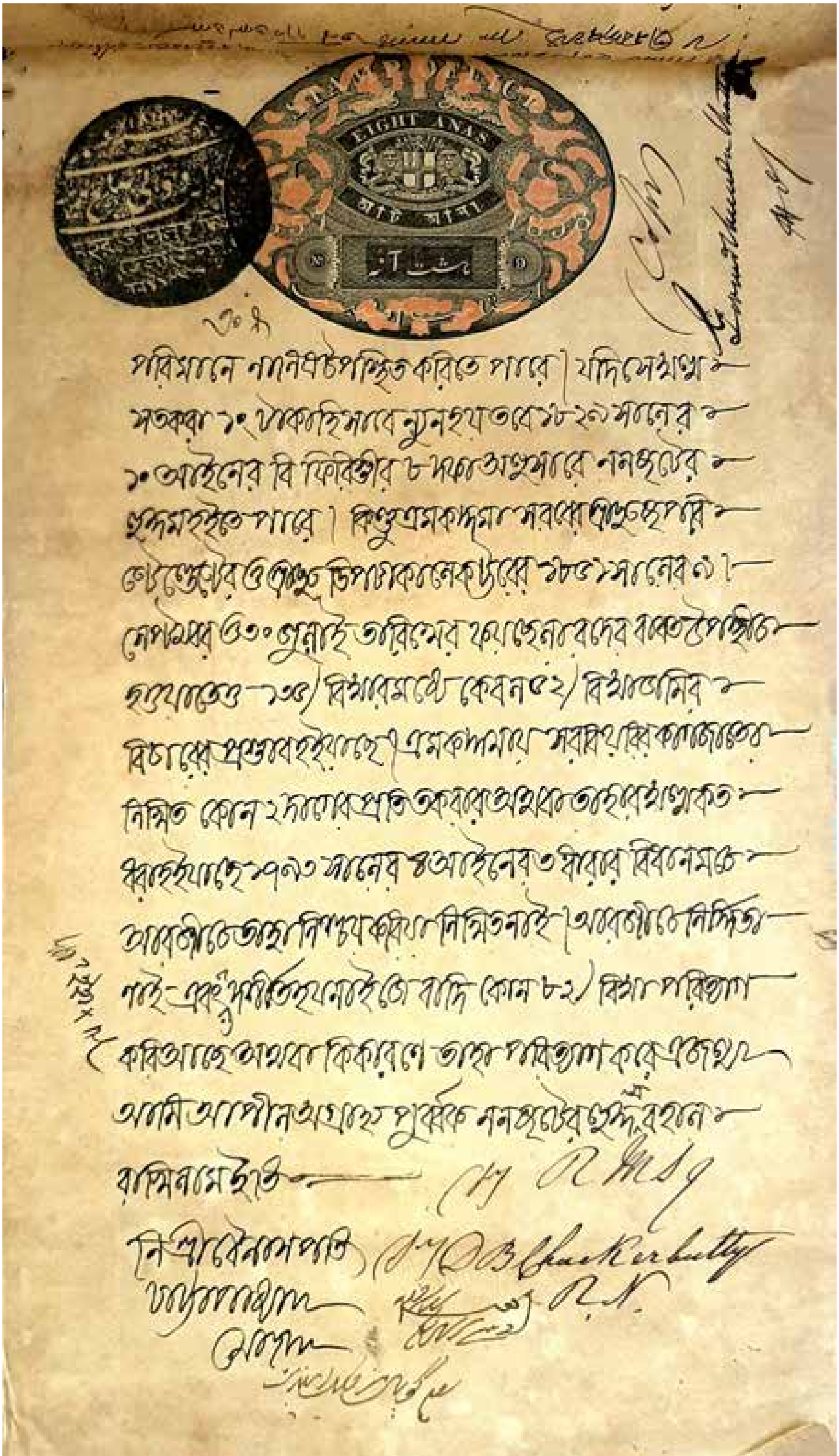
প্রভুত ও প্রেমচাঁদ ডেভেরিনিট সরর সাহেবের এজলাসের
৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়সালা বহালির হুকুমের অসম্মতিতে
অতএব দেওনের বাবত অর্থাৎ ব্রজমোহন সরকারের সহিত সীমা
বন্দী হওন ৮২১ বিঘা জমিবাদে রাধামণী দাসীর সহিত সীমা
বন্দী হওন ৩২২ বিঘা জমির বাবত দাবি ৫২৭॥ টাকা।
অত্র মকদ্দমায় এজেনাব প্রিন্সিপাল সদর আমীন আপন বিচারিত
গত ২৬ মে তারিখের ফয়সালার নিশ্চিত হেতুবাদানুসারে নাল
ছুটের হুকুম প্রচার করিলে বাদিগণ এ হুকুমের অসম্মতিতে
গত ২৫ জুন তারিখে নকল হুকুম সম্বলিত রামগোপাল
মিত্র উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্ত গোজরাইলে
রহিতের মাসাইয়া এ আপীলের কাগজাতের সহিত পেশ
হওনের হুকুম হইয়া অনন্তর বিজ্ঞ আপ সেরেস্তা হইতে নথি
বাহির করিয়া আপীলান্টের উকীল রামগোপাল মিত্র ও
রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মোকাবিলায় পেশ হইয়া নথির কাগজাত
শ্রবণ অবলোকনে যে - - - - - - বিচার হইল তাহা এই
বিচার - - - -
৭০২ নম্বরের কনেষ্টুক - - - - - - আপীলের প্রবিণ
হজারদারের সাহেব আরজের মোকদ্দমা স্থির করে নেই

পাঠ

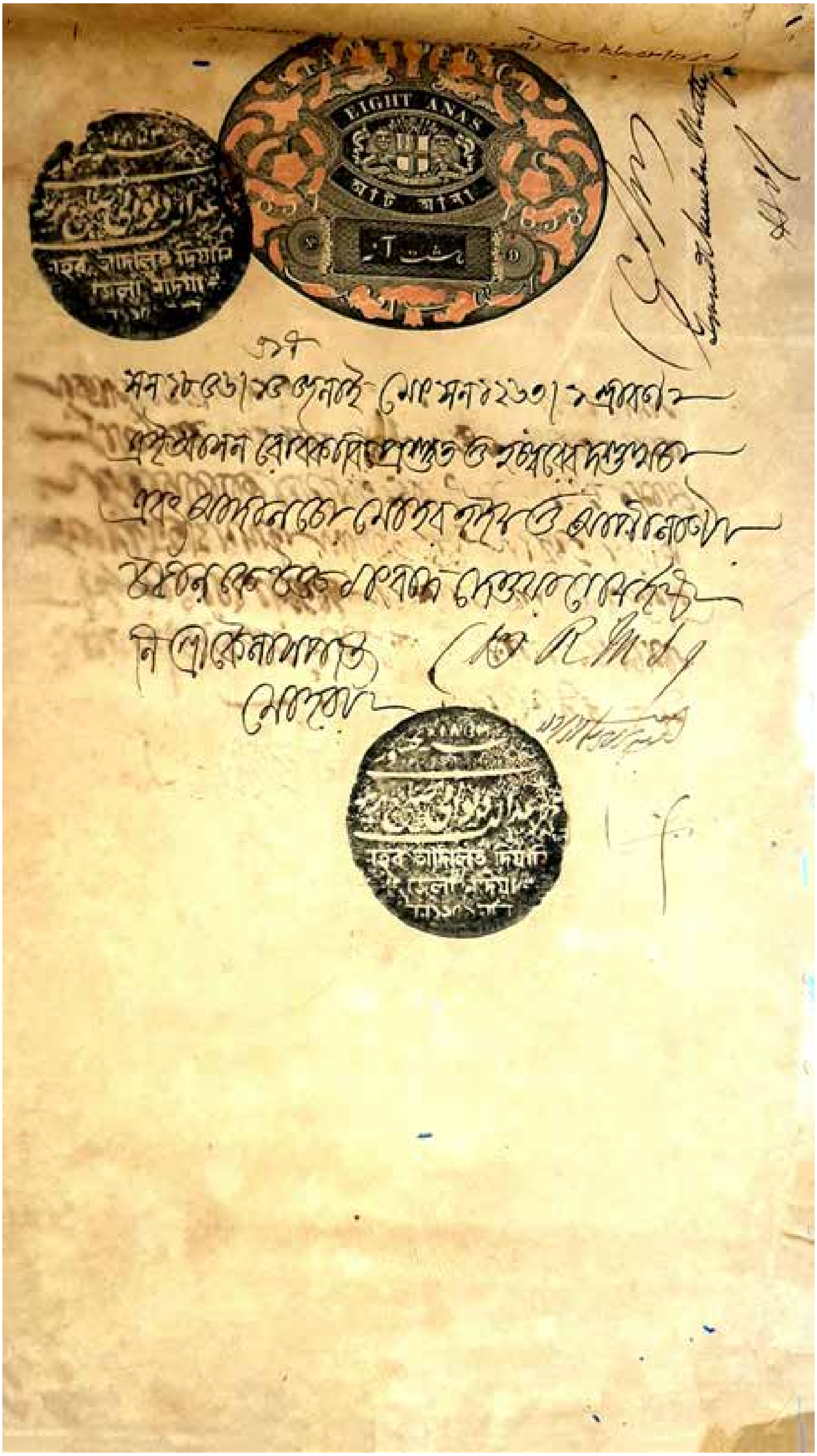
শ্রী হত ষুপ্রেনটেনডেন্ট রেবিনিউ সরবে সাহেবের ঐ সনের
৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ফয়ছেনা বহানের হুকুমের অসম্মতিতে
তাহা রদ হওনের বাবত অর্থাৎ বৃন্দাবন সরকারের সহিত সীমা
বন্দী হওা ৮২ ।- বিঘা জমি বাদে রাষমনীদাশীর সহিত সীমা
বন্দী হওয়া ৫২ ।- বিঘা জমির বাবত দাবি ৫২৭ । । টাকা
অত্রমকদ্দমায় এ জেনার শ্রীহত সদর আমীন আপন বিচারিত
গত ২৬ মে তারিখের ফয়ছেনার নিখিত হেওবাদানুসারে নন
ষুটের হুকুম প্রচার করিনে বাদিগণ ঐ হুকুমের অসম্মতিতে গত
২৫ জুন তারিখে নকন হুকুম সম্বনীত রাম গোপান মিত্র উকীনের
দ্বারা আপীনের দরখাস্ত গোজরাইনে
বহিতে জমা হইয়া এই এনাকার কাগজাতের সহিত পেষ হওনের
হুকুম হইয়া মনতবি ছিন অদ্য সেরেস্তা হইতে নথি
বাহির করিয়া আপীনান্টর উকীন রাম গোপান মিত্র ও রঘুনাথ বাড়ু
য্যার মোকাবিনায় পেষ হইয়া নথির কাগজাত শ্রবনার নোকনে জে
----- বিচার হইন তাহা এই বিচার----
৭০২ নম্বরের কন্ট্রেক----- সন অনুসারে প্রধান
ইজারাদারের সাধ্য আছে যে সে যে মূন্য স্থির করে সেই

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

ষুপ্রেনটেডেন্ট= সুপারিন্টেন্ডেন্ট
বেবিনিউ= রেবিনিউ= রেভেনিউ
ফয়ছেনা= ফয়ছেলা= ফয়সালা
বহানের= বহালের
নিখিত= লিখিত
হেত্ত= হেতু
করিরেন= করিলে
নকন= নকল
সম্বনীত= সম্বলিত
গোপান= গোপাল
উকীনের= উকিলের
আপীনের= আপিলের
গোজরাইনে= গোজরাইলে
এনাকার= এলাকার
মনতবি= মলতবি= মুলতুবি
ছিন= ছিল
মোকাবিনা= মোকাবিলা
নোকনে= নোকলে= নকলে
হইন= হইল
মূন্য= মূল্য

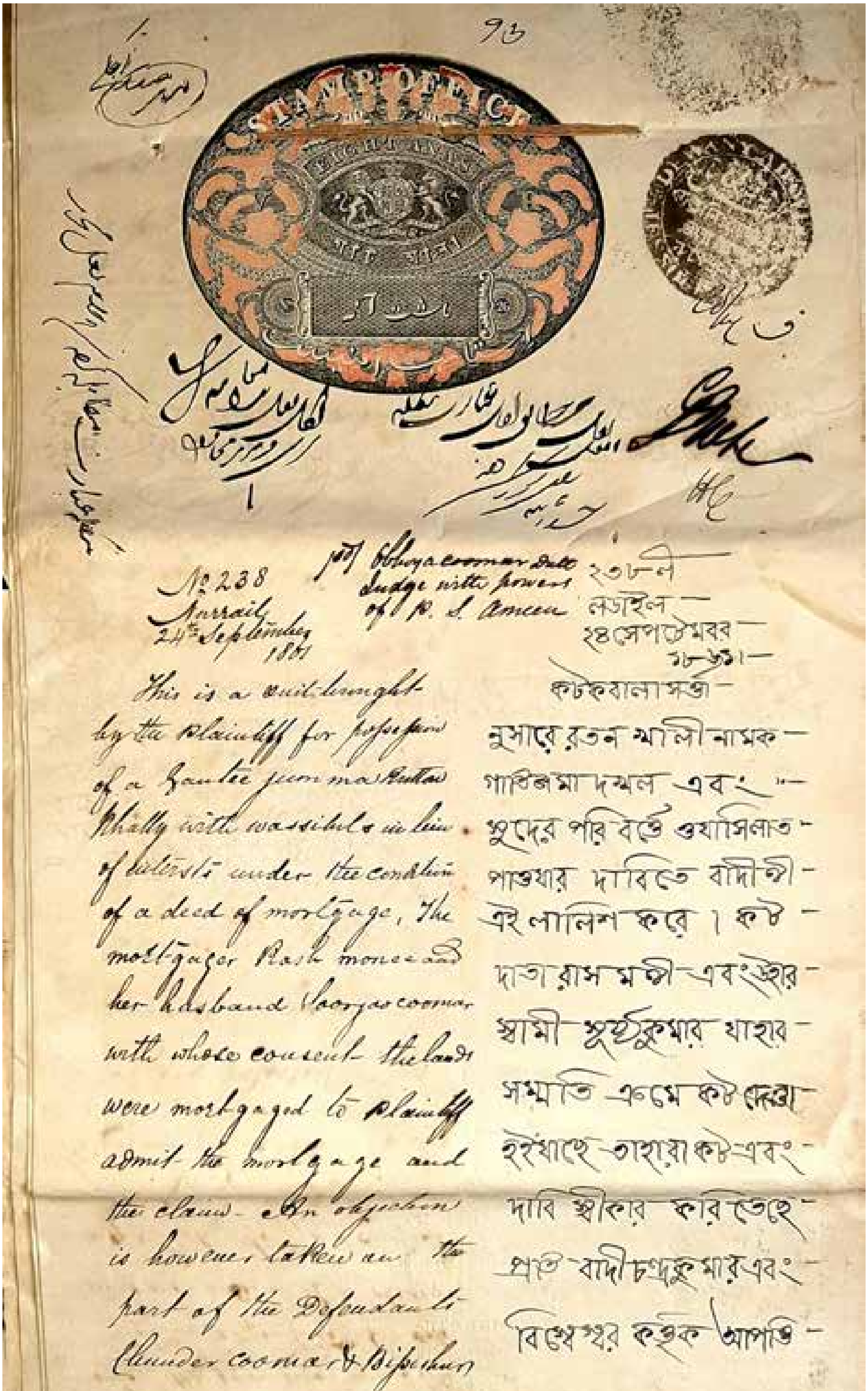

EIGHT ANAS
আট আনা
পরিমাণে নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। যদি সেমাগ্র
সতকরা ১০ টাকা হিসাবে ন্যুন হয় তবে ১৮২৯ সালের
১০ আইনের বি ফিরিস্তীর ৮ দফা অনুসারে নামঞ্জুরের
হুকুম হইতে পারে। কিন্তু এমকদ্দমা সরবের
কোর্ট কৌন্সেলের ও প্রভু ডিপটিকলেকটরের ১৮৩৭ সালের ৩।
সেপ্তেম্বর ও ৩০ জুলাই তারিখের ফয়সলা
হওয়াতেও ১৩৬/ বিঘার মধ্যে কেবল ৫২/ বিঘা
বিচারের প্রস্তাব হইয়াছে। এমকদ্দমায় সরবরাহির কাগজের
নিশ্চিত কোন ২ সত্যের প্রতি অবধারে অথবা তাহার মধ্যে কত
স্থির হইয়াছে ১৭৯৩ সনের ৪ আইনের ৩ ধারার বিধানমতে
অবধারিতে তাহা নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিত নহে। অবধারিতে নিশ্চিত
নহে এবং প্রতীত হয় নাই যে বাদি কোন ৮২/ বিঘা পরিত্যাগ
করিয়াছে অথবা কিকারণে তাহা পরিত্যাগ করে এজন্য
আমি আপীল গ্রাহ্য পূর্ব্বক নামঞ্জুরের হুকুম রহিল
বাকিবাসে ইতি
R M S
D. B. Chuckerbutty
R.N.

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
পরিমানে নানেষ উপস্থিত করিতে পারে। যদি সে মূন্য সতকরা ১০ টাকা হিসাবে ন্যুন হয় তবে ১৮২৯ সানের ১০ আইনের বি ফিরিস্তীর ৮ দফা অনুসারে ননষুটের হুকুম হইতে পারে। কিন্তু এ মকদ্দমা সরবের শীহত ষুপরি ন্টেন্ডেন্টের ও শ্রীহত ডিপটি কানেকটরের ১৮৫১ সানের ৯ সেপ্টেম্বর ও ৩০ জুনাই তারিখের ফয়ছেনা রদ্দের বাবত উপস্থীত হওয়াতে ও ১৩৫/ বিঘার মধ্যে কেবন ৫২/ বিঘা জমির বিচারের প্রস্তাব হইয়াছে এ মকদ্দমায় সরবিয়বির কাগজাতের নিখিত কোন ২ দাগের প্রতি তকরার অথবা তাহার তালু কত ধরা হইয়াছে ১৭৯৩ সানের ৪ আইনের ৩ ধারার বিধান মতে আরজীতে তাহা নিশ্চয় করিয়া নিখিত নাই। আরজীতে জে নির্দ্দিতা নাই এবং ইহা দর্শীত হয়নাই জে বাদি কোন ৮২/ বিঘা পরিত্যাগ করিআছে অথবা কিকারনে তাহা পরিত্যাগ করে এজন্য আমি আপীন অগ্রাহ্য পুর্ব্বক ননষুটের হুকুম বহান রাখিনাম ইতি- নি শ্রী কৈনাসপতি চট্টোপাধ্যায় মোহারর	নানেষ= নালেষ= নালিশ সতকরা= শতকরা জুনাই= জুলাই কেবন= কেবল নিখিত= লিখিত করিআছে= করিয়াছে বহান= বহাল রাখিনাম= রাখিলাম মন্য= মূল্য


EIGHT ANAS

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৩১ নঁ সন ১৮৫৬/১৫ জনাই মোঁ সন ১২৬৩। ১ শ্রাবণ এই আসন রোবকারি প্রশত্তত ও হজুরের দশ্তখত এবং আদানতে মোহর হইন ও আপীনান্ট উকীনকে উক্ত সংবাদ দেওয়া গেন ইতি নি শ্রী কৈনাসপতি মোহরর	প্রশত্তত= প্রস্তুত আদানতে= আদালতে হইন= হইল

নথি নং ১০

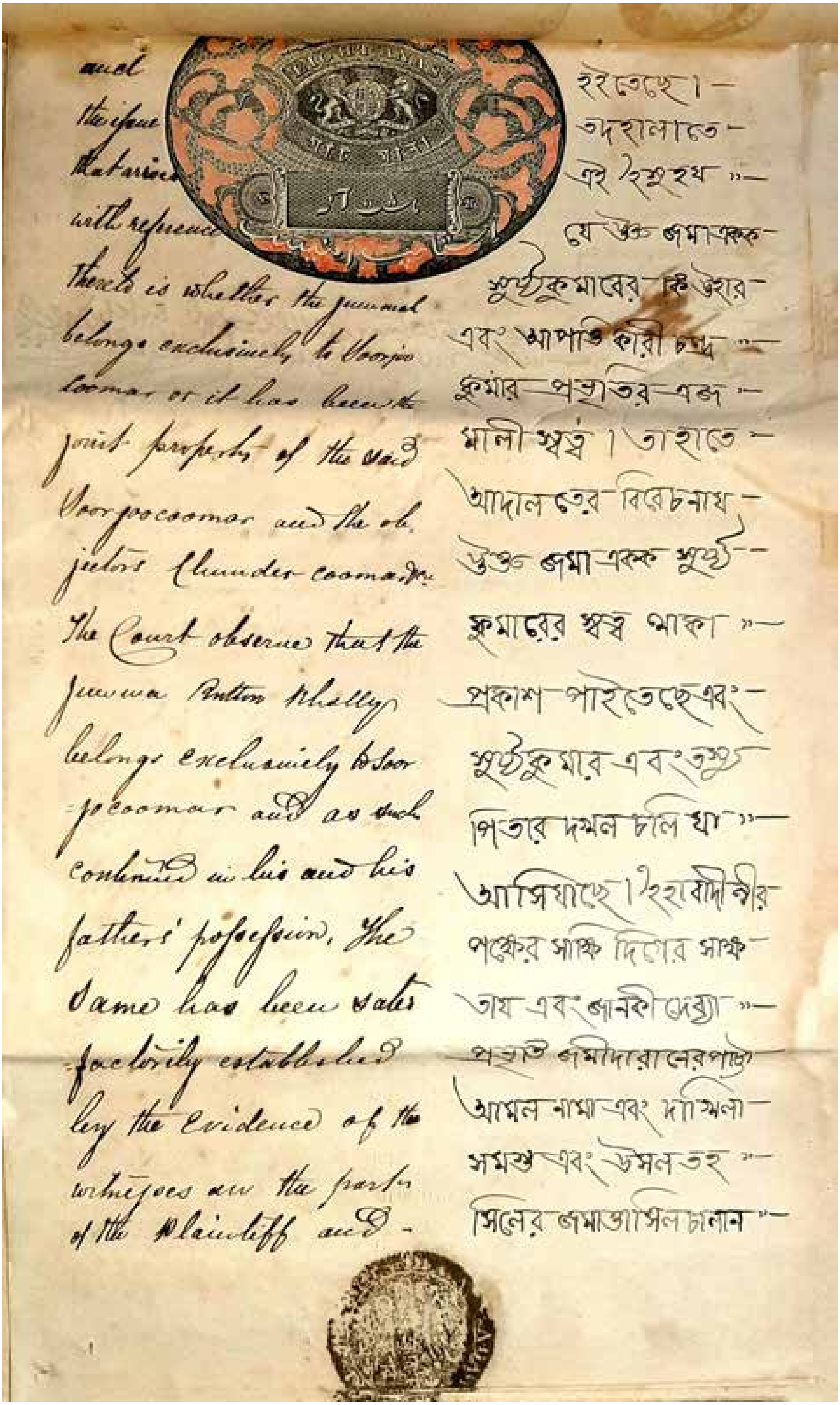

No 238
Narrail
24th September
1861

per Obhyacoomar Dutt
Judge with powers
of P. S. Ameen

This is a suit brought
by the plaintiff for possession
of a Zantee jum ma Kuttaw
Khatty with wassilats in lieu
of interests under the condition
of a deed of mortgage. The
mortgager Rash monee and
her husband Soorjeecoomar
with whose consent the lands
were mortgaged to plaintiff
admit the mortgage and
the claim. An objection
is however taken on the
part of the Defendants
Chunder coomar & Bipinbur

২৩৮নং
নড়াইল
২৪ সেপটেম্বর
১৮৬১
কটকবালা সর্ত্তা
নুসারে রতন খালী নামক
গাতিজমা দখল এবং
সুদের পরিবর্ত্তে ওয়াসিলাত
পাওয়ার দাবিতে বাদী
এই নালিশ করে। কট
দাতা রাসমণী এবং উহার
স্বামী সুর্য্যকুমার যাহার
সম্মতি ক্রমে কট দেওয়া
হইয়াছে তাহারা কট এবং
দাবি স্বীকার করিতেছে
প্রতিবাদী চন্দ্রকুমার এবং
বিপ্রেশ্বর কর্ত্তৃক আপত্তি

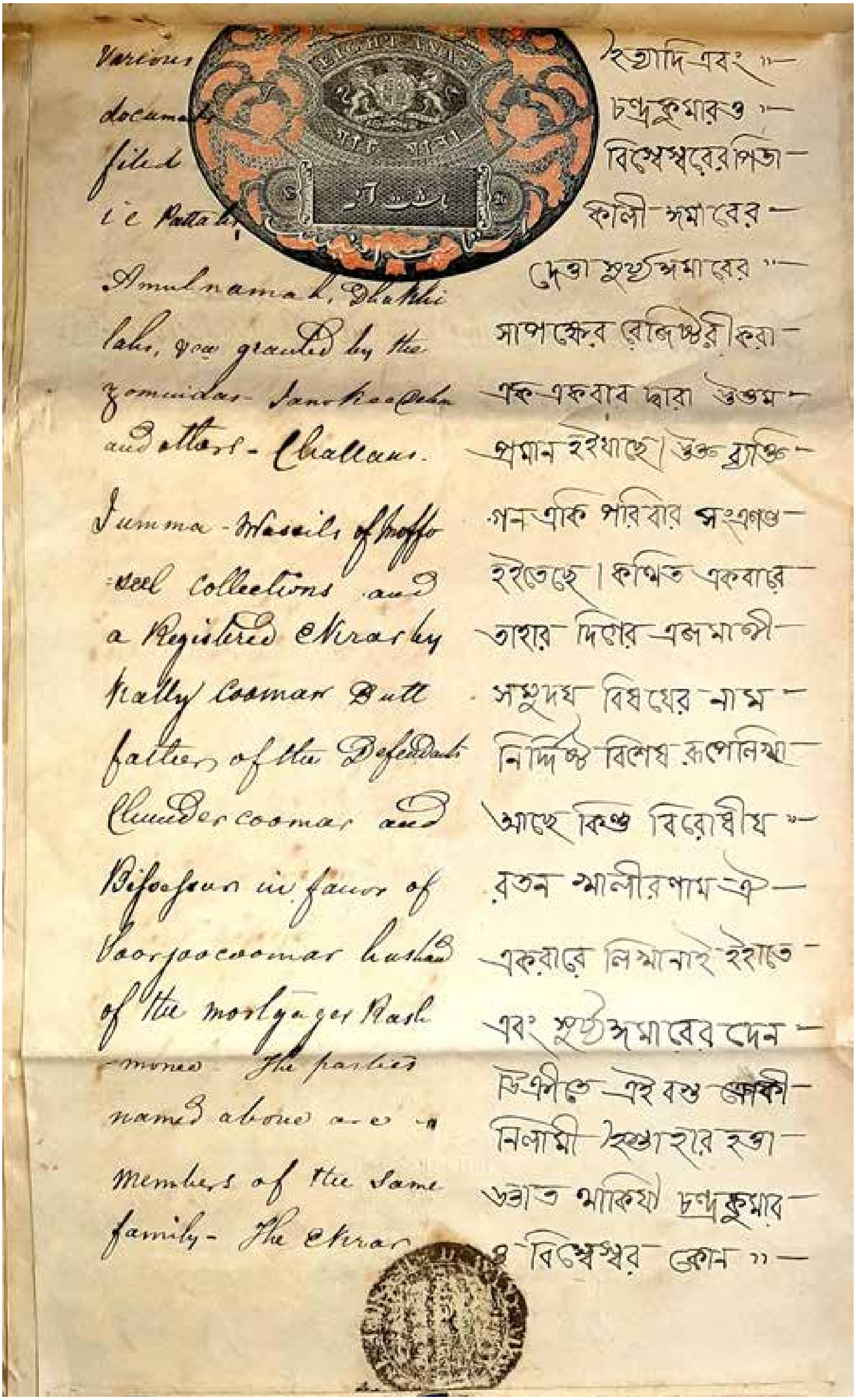
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৭৬ ২৩৮ নঁ লডাইল ২৪ সেপটেমবর ১৮৬১। কটকবালা সর্ত্তা নুসারে রতন খালী নামক গাতিজমা দখল এবং সুদের পরিবর্ত্তে ওয়াসিলাত পাওয়ার দাবিতে বাদীনী এই লালিশ করে। কট দাতা রাস মনী এবং উহার স্বামী সূর্য্যকুমার যাহার সম্মতি ক্রমে কট দেওা হইয়াছে তাহারা কট এবং দাবি স্বীকার করিতেছে প্রতিবাদী চন্দ্রকুমার এবং বিশ্বেস্বর কর্ত্তৃক আপত্তি	লডাইল= নড়াইল লালিশ= নালিশ দেওা= দেওয়া



and the issue that arises with reference thereto is whether the jumma belongs exclusively to Soorjocoomar or it has been the joint property of the said Soorjocoomar and the objectors Chunder coomar &c. The Court observe that the jumma Rutton Khally belongs exclusively to Soorjocoomar and as such continued in his and his fathers' possession. The same has been satisfactorily established by the evidence of the witnesses on the part of the Plaintiff and -

হইতেছে।—
অদহালাতে—
এই হিস্সহয় "—
যে উক্ত জমা একক
সুর্য্যকুমারের কি উহার—
এবং আপত্তিকারী চন্দ্র "—
কুমার প্রভৃতির একত্র —
মালী স্বত্ব। তাহাতে —
আদালতের বিবেচনায় —
উক্ত জমা একক সুর্য্য —
কুমারের স্বত্ব থাকা "—
প্রকাশ পাইতেছে এবং —
সুর্য্যকুমার এবং তস্য
পিতার দখল চলিয়া "—
আসিয়াছে। ইহা বাদীর
পক্ষের সাক্ষি দিগের সাক্ষ্য—
তায় এবং জানকী দেব্যা "—
প্রভৃতি জমীদারানের পাট্টা
আমল নামা এবং দাখিলা—
সমস্ত এবং উসলতহ "—
সিলের জমাওয়াসিল চালান "—

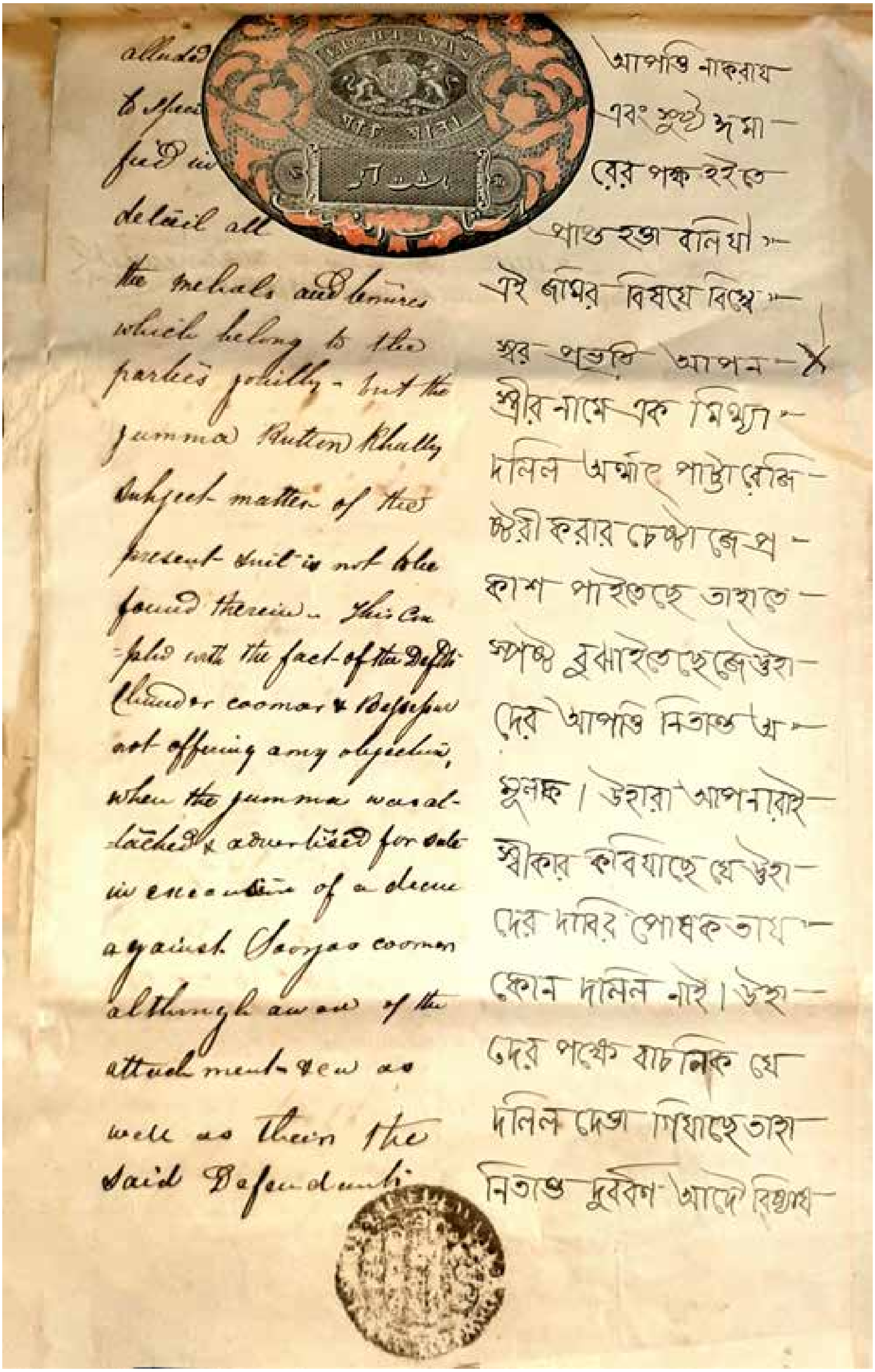
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
হইতেছে	বিবেচনায= বিবেচনায়
তদহালাতে	চলিযা= চলিয়া
এই ইসু হয়	ওাসিল= ওয়াসিল
যে উক্ত জমা একক	
সুর্য্য কুমারের কি উহার	
এবং আপত্তিকারী চন্দ্র	
কুমার প্রভৃতির এজ	
মালী স্বত্ব। তাহাতে	
আদালতের বিবেচনায	
উক্ত জমা একক সুর্য্য	
কুমারের স্বত্ব থাকা	
প্রকাশ পাইতেছে এবং	
সুর্য্য কুমার এবং তস্যু	
পিতার দখল চলিযা	
আসিযাছে। ইহা বাদীনীর	
পক্ষের সাক্ষি দিগের সাক্ষ	
তায এবং জানকী দেব্যা	
প্রভৃতি জামীদারানের পাট্টা	
আমল নামা এবং দাখিলা	
সমস্ত এবং উসলে তহ	
সিলের জমা ওাসিল চালান	



Various documents filed i.e Pattah, Amulnamah, Dhakhila, Sow granted by the Zemindar Sanokeeolla and others - Challans. Jumma-Wasils of Moffo-seel collections and a Registered Ekrar by Kally Coomar Dutt father of the Defendant Chunder coomar and Bisoo… in favor of Poorjoocoomar husband of the mortgager Rash-monee. The parties named above are members of the same family - The Ekrar

ইত্যাদি এবং চন্দ্রকুমারও বিশ্বেশ্বরের পিতা কালী কুমারের দেতা সুর্য্যকুমারের সাপক্ষের রেজিষ্টরী করা এক একরার দ্বারা উত্তম প্রমান হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তিগন একি পরিবার সংক্রান্ত হইতেছে। কথিত একরারে তাহার দিগের এজমালী সমুদয় বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিশেষ রূপে লিখা আছে কিন্তু বিরোধীয় রতন মালীর নাম ঐ একরারে লিখা নাই হইতে এবং সুর্য্যকুমারের দেন ডিক্রীতে এই বস্তু জোকী নিলামী ইস্তাহারে হওা জ্ঞাত থাকিয়া চন্দ্রকুমার ও বিশ্বেশ্বর কোন

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
ইত্যাদি এবং	দেওা= দেওয়া
চন্দ্র কুমার ও	হইযাছে= হইয়াছে
বিস্বেস্বরের পিতা	এজমানী=এজমালী= এজমায়েলি
কালী কুমারের	সমুদয= সমুদয়
দেওা সুর্য্য কুমারের	বিষযের= বিষয়ের
সাপক্ষের রেজিস্টরী করা	বিরোধীয= বিরোধীয়
এক একরার দ্বারা উত্তম	হওা= হওয়া
প্রমান হইযাছে। উক্ত ব্যক্তি	
গন একি পরিবার সংক্রান্ত	
হইতেছে। কথিত একবারে	
তাহার দিগের এজমানী	
সমুদয বিষযের নাম	
নির্দ্দিষ্ট বিশেষ রূপে লিখা	
আছে কিন্তু বিরোধীয	
রতন খালীর ণাম ঐ	
একরারে লিখা নাই ইহাতে	
এবং সুর্য্যকুমারের দেন	
ডিক্রীতে এই বস্ত ক্রোকী	
নিলামী ইস্তাহার হওা	
জ্ঞাত থাকিয়া চন্দ্রকুমার	
ও বিস্বেস্বর কোন	



alluded
to speci-
fied in
detail all
the mehals and tenures
which belong to the
parties jointly - but the
Jumma Ruttun Khally
subject matter of the
present suit is not to be
found therein - This ex-
-plained with the fact of the Deft
Chunder coomar & Bejoypur
not offering any objection,
when the jumma was at-
tached & advertised for sale
in execution of a decree
against Soorjoo coomar
although aware of the
attachment &c as
well as their the
said Defendants

আপত্তি নাকরায-
এবং সুর্য্য কুমা-
রের পক্ষ হইতে
প্রাপ্ত হওয়া বলিয়া-
ঐ জমির বিষয়ে বিশ্বে-
শ্বর প্রভৃতি আপন-
স্ত্রীর নামে এক মিথ্যা-
দলিল অর্থাৎ পাট্টা রেজি-
ষ্টরী করার চেষ্টা জে প্র-
কাশ পাইতেছে তাহাতে-
স্পষ্ট বুঝাইতেছে জে উহা-
দের আপত্তি নিতান্ত অ-
মুলক। উহারা আপনারাই-
স্বীকার করিয়াছে যে উহা-
দের দাবির পোষকতায়-
কোন দলিল নাই। উহা-
দের পক্ষে যাচনিক যে
দলিল দেওয়া গিয়াছে তাহা-
নিতান্ত দুর্ব্বল আদৌ বিশ্বাস-

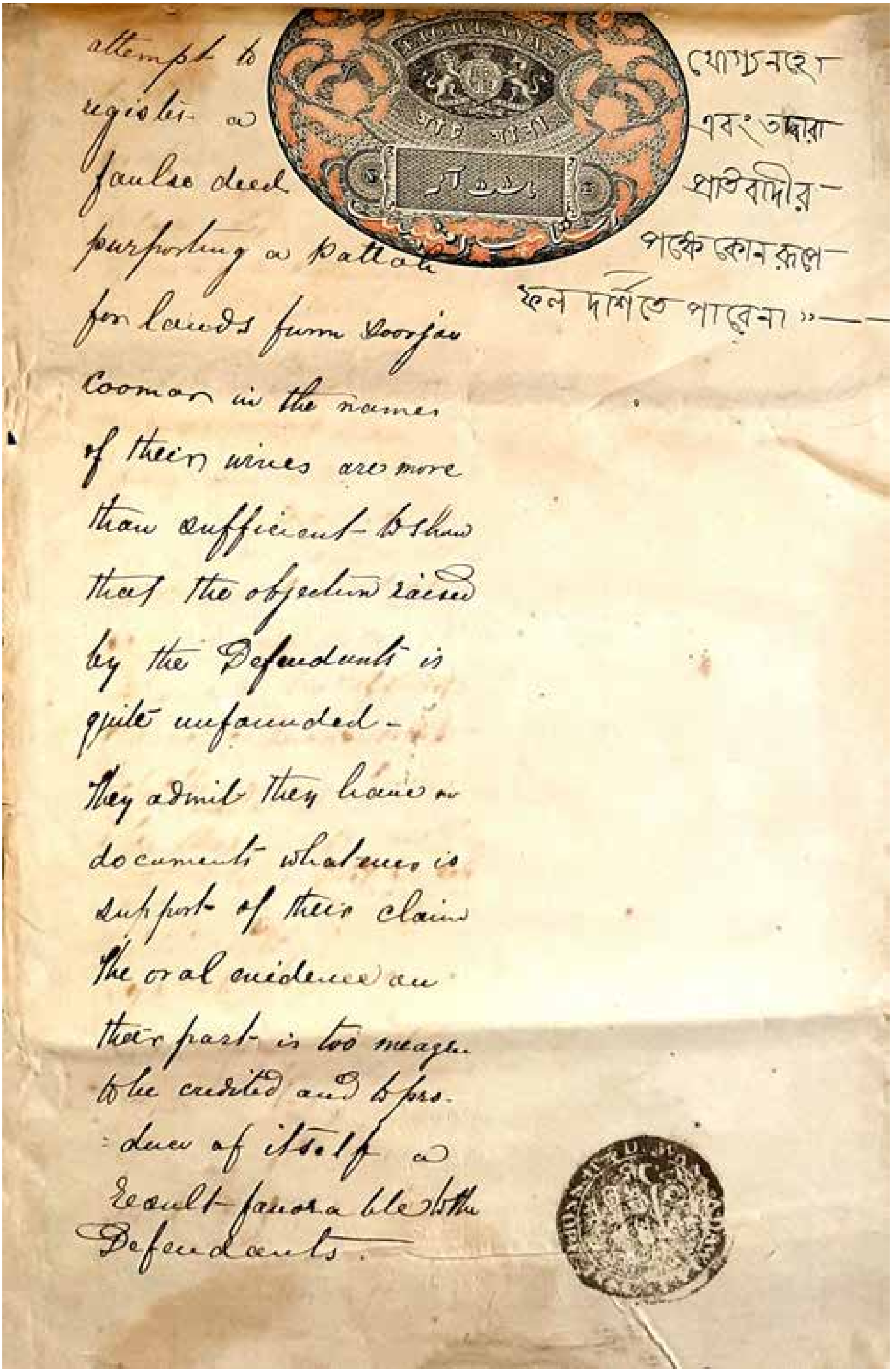
পাঠ

আপত্তি নাকরায
এবং সুর্য্য কুমা
রের পক্ষ হইতে
প্রাপ্ত হওা বলিযা
এই জমির বিষযে বিস্বে
স্বর প্রভৃতি আপন
স্ত্রীর নামে এক মিথ্যা
দলিল অর্থাৎ পাট্টা রেজি
ষ্টরী করার চেষ্টা জে প্র
কাশ পাইতেছে তাহাতে
স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে উহা
দের আপত্তি নিতান্ত অ
মূলক। উহারা আপনারাই
স্বীকার করিয়াছে যে উহা
দের দাবির পোষকতায
কোন দলিল নাই। উহা
দের পক্ষে বাচনিক যে
দলিল দেওা গিযাছে তাহা
নিতান্ত দুর্ব্বণ আদৌ বিষ্যাষ

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

করায= করায়
বলিযা= বলিয়া
বিষযে= বিষয়ে
পোষকতায= পোষকতায়
গিযাছে= গিয়াছে
দুর্ব্বণ= দুর্ব্বল= দুর্বল
বিষ্যাষ= বিশ্বাস

াঠ

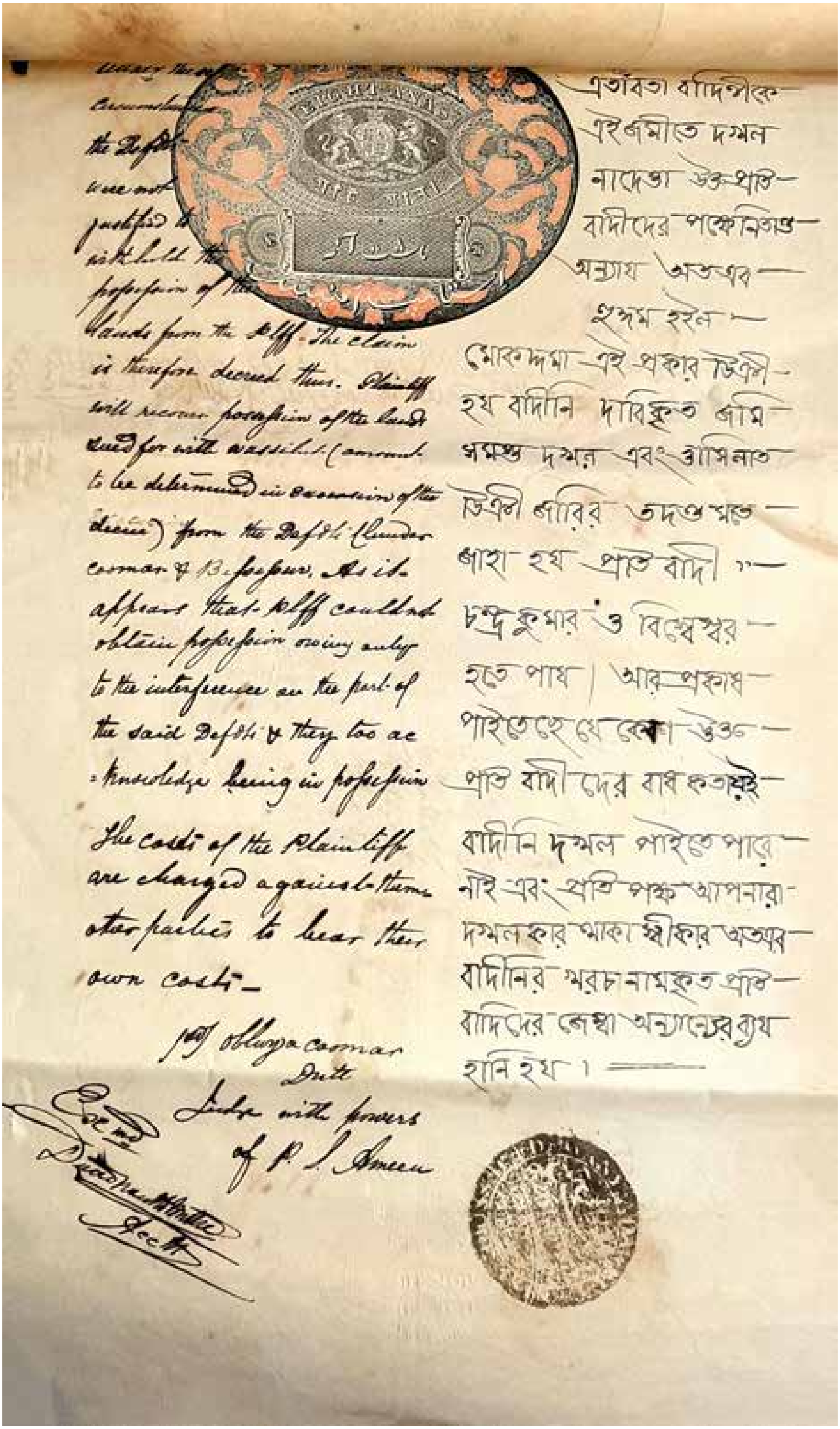


attempt to register a faulse deed purporting a pattah for lands from Soorjan Coomar in the names of their wives are more than sufficient to show that the objection raised by the Defendants is quite unfounded - They admit they have no documents whatever in support of their claim The oral evidence on their part is too meagre to be credited and to pro-:duce of itself a result favorable to the Defendants.

যোগ্যনহে। এবং তাহারা প্রতিবাদীর পক্ষে কোন রূপ ফল দর্শিতে পারেনা ।——

পাঠ

যোগ্য নহে।
এবং তদ্বারা
প্রতিবাদীর
পক্ষে কোন রূপে
ফল দর্শিতে পারেনা।


... the Defdt. were not justified to withhold the possession of the lands from the Pltff. The claim is therefore decreed thus. Plaintiff will recover possession of the land sued for with wassilat (amount to be determined in execution of the decree) from the Defdt. Chunder Coomar & Bisseswur. As it appears that Pltff could not obtain possession owing only to the interference on the part of the said Defdt. & they too acknowledge being in possession.

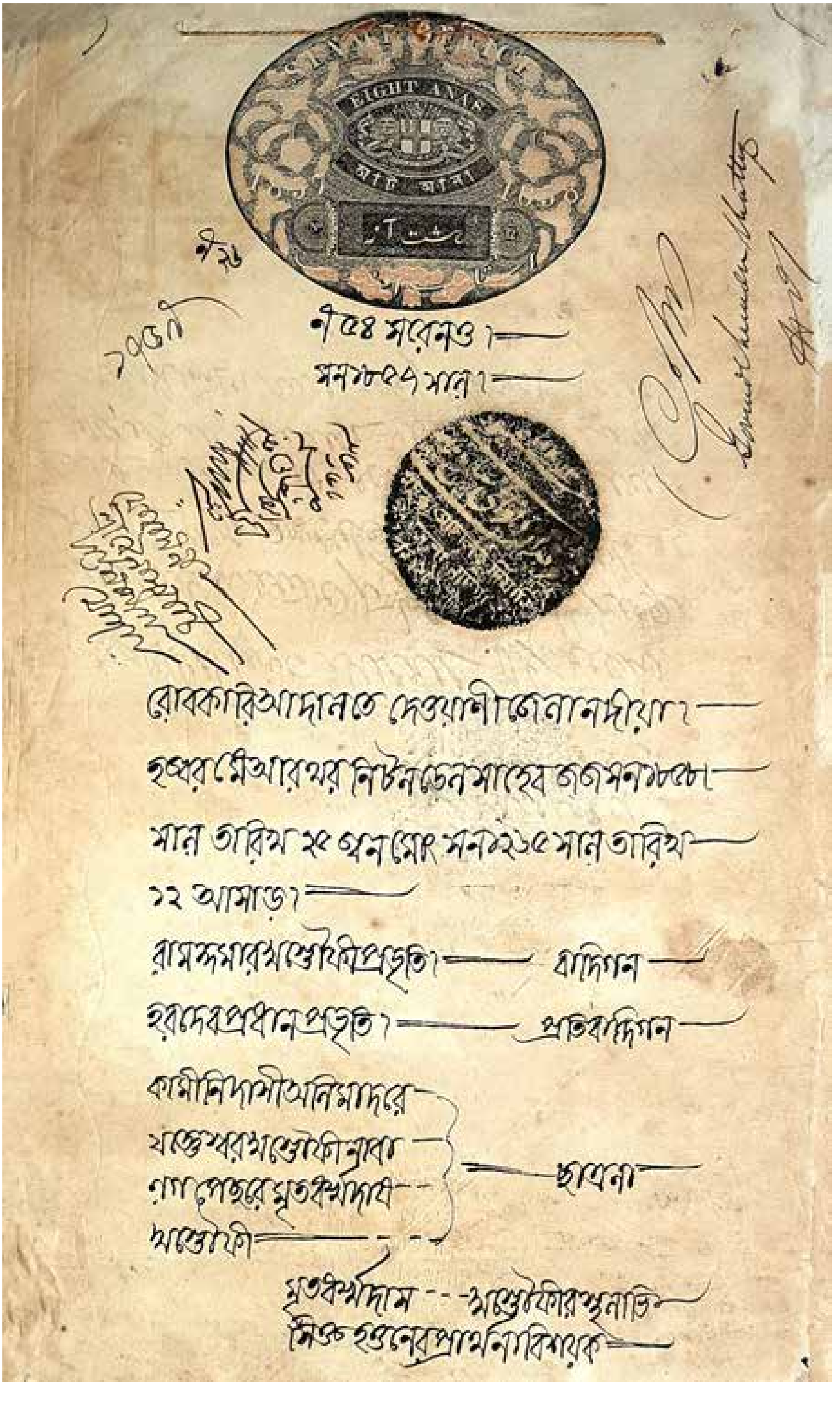
The costs of the Plaintiff are charged against them. Other parties to bear their own costs.

[illegible] Annoda Coomar Dutt
Judge with powers of P. S. Ameen

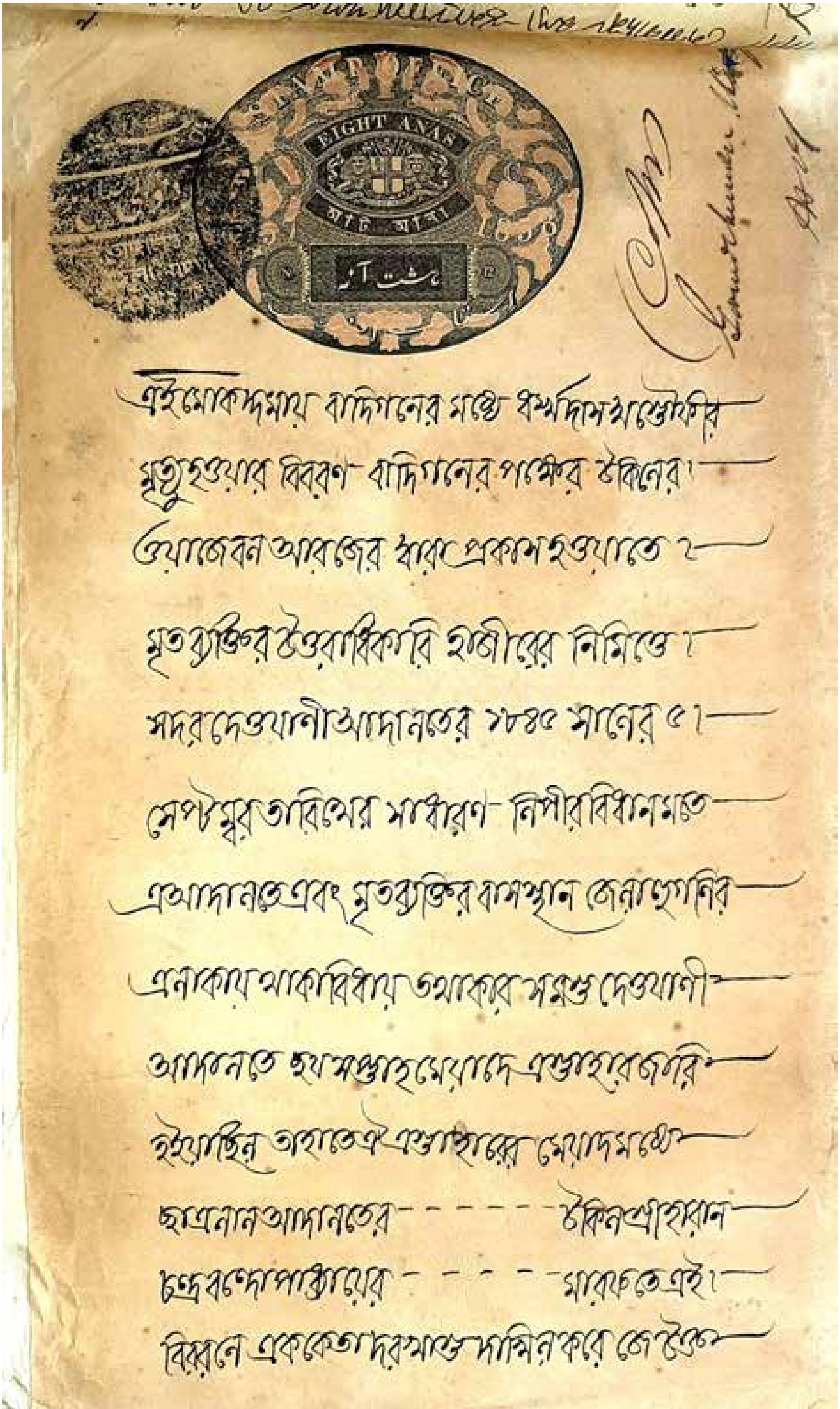
এতাবতা বাদিনীকে
এইজমীতে দখল
নাদেওা উক্ত প্রতি
বাদীদের পক্ষে নিতান্ত
অন্যায় অতএব
হুকুম হইল
মোকদ্দমা এই প্রকার ডিক্রী
হয় বাদীনি দাবিকৃত জমি
সমস্ত দখল এবং ওয়াসিলাত
ডিক্রী জারির তদন্ত মতে
যাহা হয় প্রতিবাদী
চন্দ্র কুমার ও বিশ্বেশ্বর
হইতে পায়। আর প্রকাশ
পাইতেছে যে কেবল উক্ত
প্রতিবাদীদের বাধ করাতেই
বাদীনি দখল পাইতে পারে
নাই এবং প্রতি পক্ষ আপনারা
দখলকার থাকা স্বীকার অতএব
বাদীনির খরচা নামকৃত প্রতি
বাদিদের জেম্মা অন্যান্যের ব্যয়
হানি হয়।

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
এতাবতা বাদিনীকে	অন্যায= অন্যায়
এই জমীতে দখল	হয= হয়
না দেওা উক্ত প্রতি	দখন= দখল
বাদীদের পক্ষে নিতান্ত	ওাসিলাত= ওয়াসিলাত
অন্যায অতএব	হয= হয়
হুকুম হইল –	পায= পায়
মোকদ্দমা এই প্রকার ডিক্রী	কেবণ= কেবল
হয বাদীনি দাবিকৃত জমি	ব্যয= ব্যয়
সমস্ত দখন এবং ওাসিলাত	
ডিক্রী জারির তদন্ত মতে	
জাহা হয প্রতিবাদী	
চন্দ্রকুমার ও বিস্বেস্বর	
হতে পায। আর প্রকাষ	
পাইতেছে যে কেবণ উক্ত	
প্রতিবাদীদের বাধকতায়ই	
বাদীনি দখল পাইতে পারে	
নাই এবং প্রতিপক্ষ আপনারা	
দখলকার থাকা স্বীকার অতএব	
বাদীনির খরচ নামকৃত প্রতি	
বাদিদের জেম্বা অন্যান্যের ব্যয	
হানি হয।	

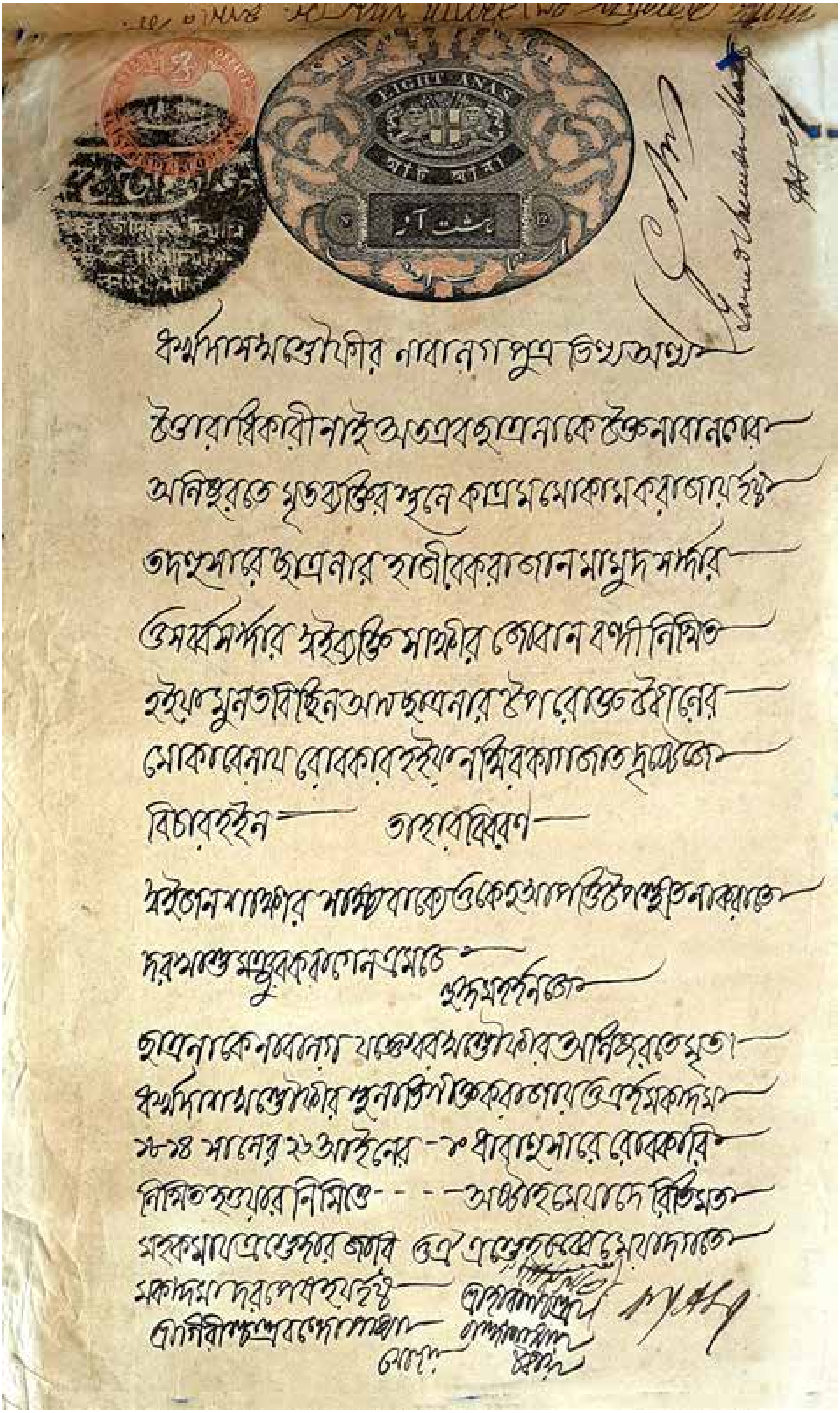
নথি নং ১১


নং ৫৪ সনেও ।
সন ১৮৫৭ সাল ।
রোবকারি আদালতে দেওয়ানী জেলা নদীয়া ।
হুজুর মেঃ আর এস নিউটন জেন সাহেব জজ সন ১৮৫৮
সাল তারিখ ২৫ জুন মোং সন ১২৬৫ সাল তারিখ
১২ আষাঢ় ।
রামকুমার খাস্তোগির প্রভৃতি — বাদিগণ
হরদেব প্রধান প্রভৃতি । — প্রতিবাদিগণ
কামিনি দাসী অনিমাদরে
যজ্ঞেশ্বর খাস্তোগির বাবা
গং পেছরে মৃতধর্ম্মদাস
খাস্তোগি — ছাপেনা
মৃতধর্ম্মদাস — খাস্তোগির স্থলাভি-
সিক্ত হওনের প্রার্থনা বিষয়ক —

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
নঁ ২৬	সান= সাল
নঁ ৫৪ সরেনও	আদানতে= আদালতে
১৭৫ নঁ	জেনা= জেলা
সন ১৮৫৭ সান	নিটন= লিটন?
রোবকারি আদানতে দেওয়ানী জেনা নদীয়া	ডেন= ডেল?
হজুর মে আরথর নিটন ডেন সাহেব জজ সন ১৮৫৮	অনিমাদর= অলিমাদর
সান তারিখ ২৫ জুন মোং সন ১২৬৫ সান তারিখ	স্থনাভিসিক্ত= স্থলাভিসিক্ত= স্থলাভিষিক্ত
১২ আসাড়	জুন= জুন
রামকুমার মস্তৌফী প্রভৃতি–– বাদিগন	ছাএনা= ছাএলা=ছাএল (আপীলকারি)
হরদেব প্রধান প্রভৃতি–– প্রতিবাদিগন	পেছরে= পশ্চাতে?
কামীনি দাসী অনিমাদরে)	আসাড়= আষাঢ়
যজ্ঞেস্বর মস্তৌফী নাবা)	
ণগ পেছরে মৃত ধর্ম্মদাষ)	
মস্তৌফী)	
মৃত ধর্ম্মদাস––মস্তৌফীর স্থানাভি	
সিক্ত হওনের প্রার্থনা বিশয়ক	


এই মোকদ্দমায় বাদিগনের মধ্যে ধর্ম্মদাস মস্তৌফির
মৃত্যু হওয়ার বিবরণ বাদিগনের পক্ষের উকিলের।
ওয়াজেবল আরজের দ্বারা প্রকাশ হওয়াতে ২
মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারি হাজীরের নিমিত্তে।
সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ৫।
সেপ্টম্বর তারিখের সাধারণ লিপীর বিধানমতে
এআদালতে এবং মৃতব্যক্তির বাসস্থান জেলা হুগলির
এলাকায় থাকা বিধায় তথাকার সমস্ত দেওয়ানী
আদালতে ছয় সপ্তাহ মেয়াদে এস্তাহার জারি
হইয়াছিল তাহাতেঐ এস্তাহারের মেয়াদ মধ্যে
ছাএনান আদালতের ------ উকিল প্রাণহরান
চন্দ্রবন্দোপাধ্যায়ের ---- মারফতে এই।
বিরনে এককেতা দরখাস্ত দাখিল করে জে উক্ত

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
এই মোকদ্দমায় বাদিগনের মধ্যে ধর্ম্মদাস মস্তৌফীর মৃত্যু হওয়ার বিবরণ বাদিগনের পক্ষের উকিনের ওয়াজেবন আরজের দ্বারা প্রকাস হওয়াতে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি হাজীরের নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদানতের ১৮৪৫ সানের ৫ সেপ্টম্বর তারিখের সাধারণ নিপীর বিধান মতে এ আদানতে এবং মৃত ব্যক্তির বাসস্থান জেনা হুগনির এনাকায় থাকা বিধায় তথাকার সমস্ত দেওযাণী আদানতে ছয সপ্তাহ মেয়াদে এস্তাহার জারি হইয়াছিন তাহাতে ঐ এস্তাহারের মেয়াদ মধ্যে ছাত্রনান আদানতের ––– উকিন শ্রী হারান চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের–মারফতে এই বিবরনে এক কেতা দরখাস্ত দাখিন করে জে উক্ত	উকিনের= উকিলের ওয়াজেবন= ওয়াজিব= ন্যায়সঙ্গত আদানতের= আদালতের জেনা= জেলা হুগনি= হুগলি এনাকা= এলাকা ছয= ছয় হইয়াছিন= হইয়াছিল কেতা= খন্ড, গোছা দাখিন= দাখিল



ধর্ম্মদাস মণ্ডলোকীর নাবালগ পুত্র ভিন্ন অন্য
উত্তরাধিকারী নাই অতএব ছত্রনাকে উক্ত নাবালগের
অনিচ্ছরতে মৃতব্যক্তির স্থলে কায়েম মোকাম করাণায় হুকুম
তদনুসারে ছত্রনার হাজীরকরাণান মামুদ সর্দ্দার
ও সর্ব্ব সর্দ্দার স্বইচ্ছাতে সাক্ষীর জোবান বন্দী লিখিত
হইয়ে পুনতবিছিন আদ ছত্রনার উপরোক্ত উয়ানের
মোকারেনায় রোবকার হইয়া নথির কাগজাত দৃষ্টে
বিচারহইল — তাহার বিবরণ —
স্বইচ্ছা সাক্ষীর সাক্ষ্য বাক্যে ও কেহ আপত্তি উপস্থিত না করাতে
দরখাস্ত মঞ্জুর করা গেল এমতে — হুকুম হইল যে
ছত্রনাকে নাবালগ যজ্ঞেশ্বর মণ্ডলোকীর অনিচ্ছরতে মৃত
ধর্ম্মদাস মণ্ডলোকীর স্থলাভিষিক্ত করা যায় ও এই মকদ্দমা
১৮১৪ সালের ২২ আইনের — ৮ ধারানুসারে রোবকারি
লিখিত হওয়ার নিমিত্তে — — অগ্রাহ্য মেয়াদে রীতিমত
সহকমায় এতেলার জারি ও এই এতেলানামার মেয়াদ গতে
মকদ্দমা দরপেশ হয় হুকুম —
শ্রী গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

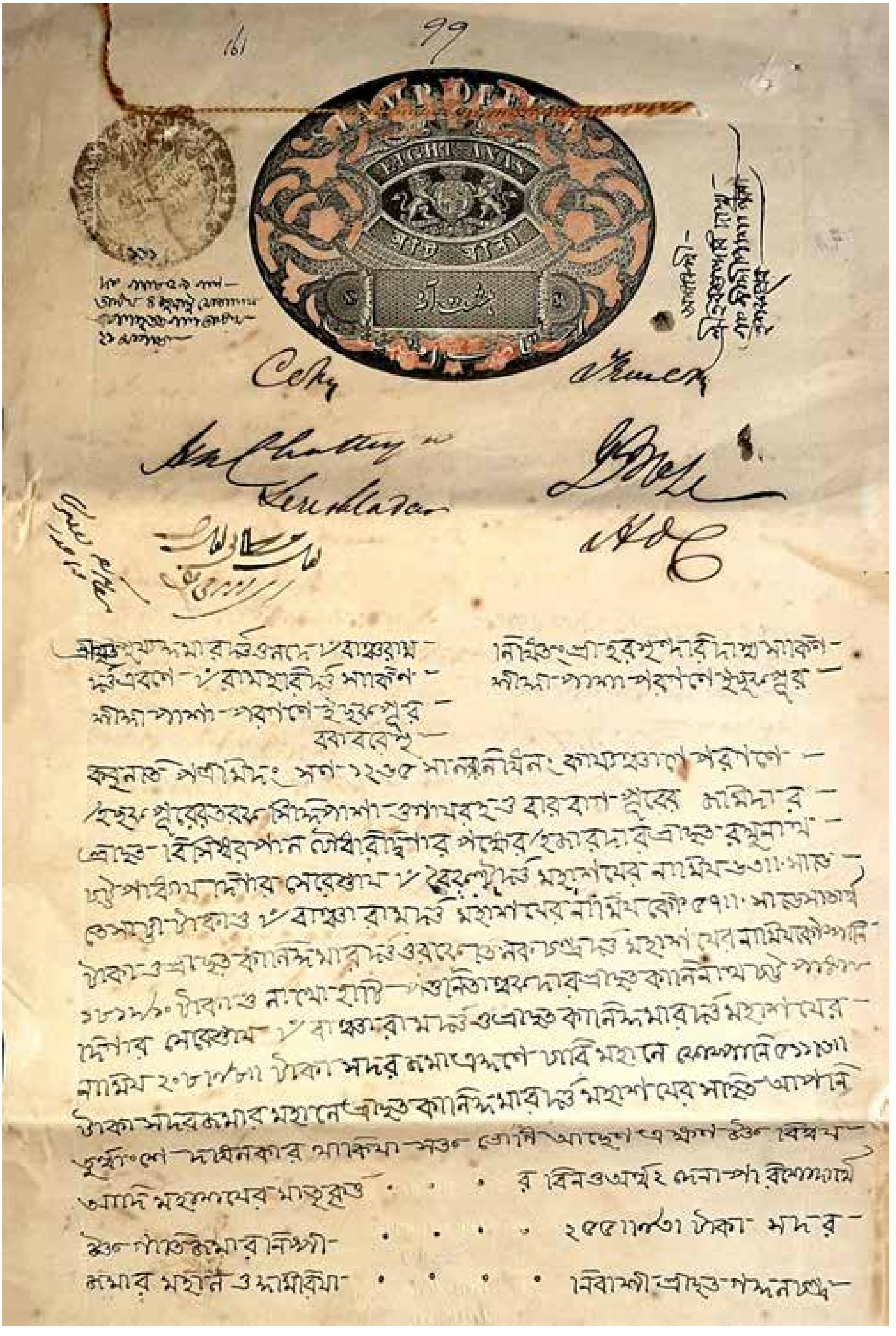
পাঠ

ধর্ম্মদাস মস্তৌফীর নাবানগ পুত্র ভিন্য অন্য
উত্তারাধিকারী নাই অতএব ছাত্রনাকে উক্ত নাবানগের
অনিষুরতে মৃত ব্যক্তির স্থনে কাএম মোকাম করা জায় ইতী
তদানুসারে ছাত্রনার হাজীরকরা জান মামুদ সর্দ্দার
ও সর্ব্ব সর্দ্দার দ্বই ব্যক্তি সাক্ষীর জোবান বন্দী নিখিত
হইয়া মুনতবি ছিন অদ্য ছাত্রনার উপরোক্ত উকীনের
মোকাবেনায় রোবকার হইয়া নথির কাগজাত দৃষ্টে জে
বিচার হইন— তাহার বিবরণ––
দ্বইজন শাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্যেও কেহ আপত্তি উপস্থীত না করাতে
দরখাস্ত মঞ্জুর করা গেন এ মতে
হুকুম হইন জে
ছাত্রনাকে নাবানগ যজ্ঞেস্বর মস্তৌফীর অনিষুরতে মৃত
ধর্ম্মদাশ মস্তৌফীর স্থানভিসীক্ত করা জায় ও এই মকদ্দমা
১৮১৪ সানের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে রোবকারি
নিখিত হওয়ার নিমিত্তে–– অষ্টাহ মেয়াদে রিতিমত
মহকমায় এস্তেহার জারি ও ঐ এস্তেহারের মেয়াদ গতো
মকদ্দমা দর পেষ হয় ইতী

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

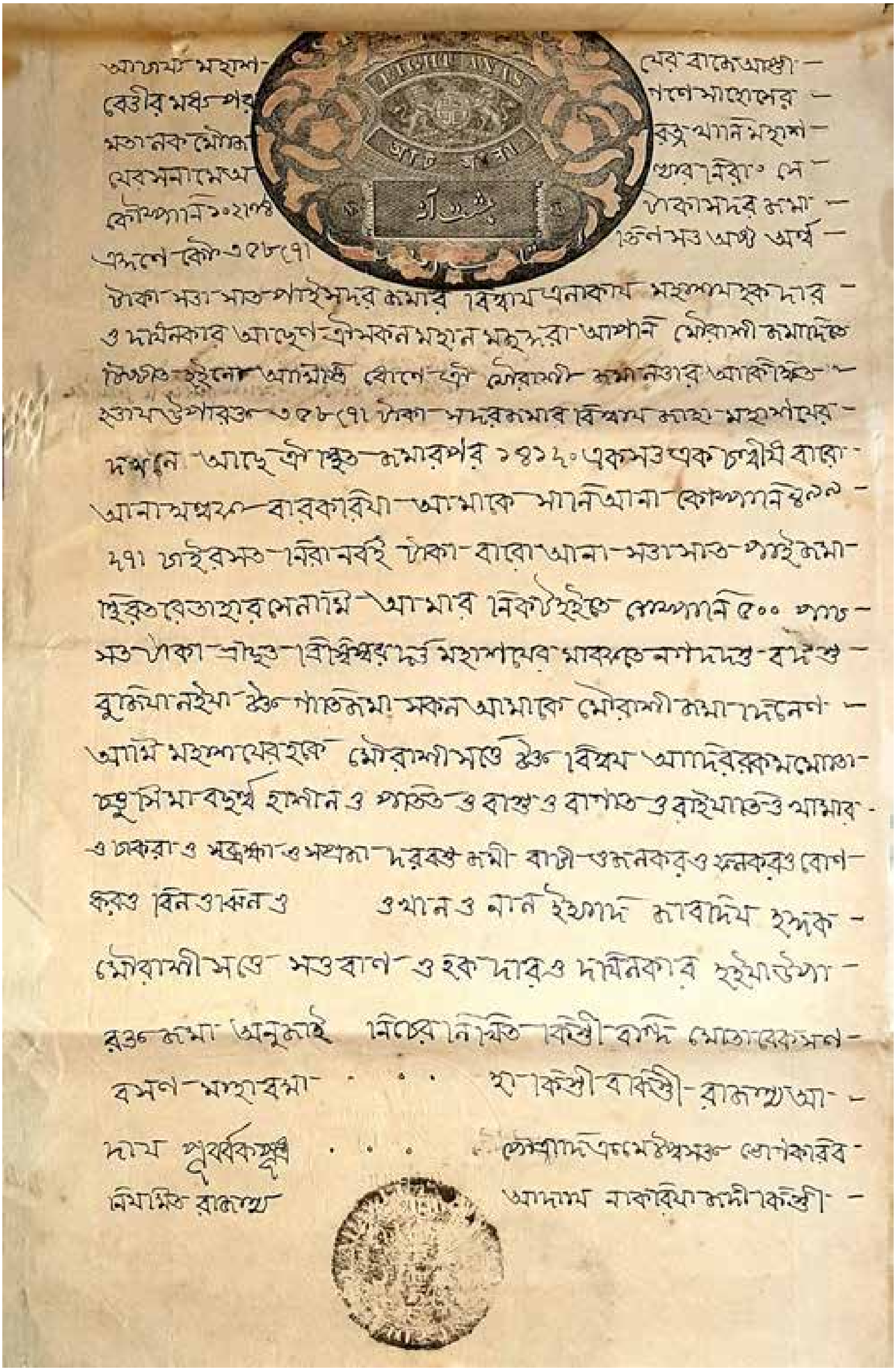
নাবানগ= নাবালক
অনিষুরত= অলিষুরত (?)
স্থনে= স্থলে
কাএম= কায়েম
মুনতবি= মুলতবি
ছিন= ছিল
উকীন= উকীল
মোকাবেনা= মোকাবেলা
হইন= হইল
গেন= গেল
নিখিত= লিখিত
দ্বই= দুই

নথি নং ১২



পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
১৬১	সান= সাল
দাঁ সান ১৮৫৯ সান	জুনাই= জুলাই
তারিখ ৪ জুনাই মোতাবেক সান ১২৬৬	পান= পাল
সান তারিখ	চৌধরি= চৌধুরি
২১ আশাঢ়	তিনক= তিলক
	তান্বক= তালুক
শ্রীযুক্ত সুয্যকুমার দর্ত্ত ওনদে ৺বাঞ্চারাম	কানি= কালি
দত্ত ৺এবনে	মহানে= মহালে
রামহরিদত্ত সাকিণ	দাখিন= দাখিল
শীদ্দী পাশা পরগনে ইছফপূর	বিস্বয= বিষয়
লিখিতং শ্রী হরসুন্দরি দাস্য্য সাকিন	গকুন= গকুল
শীদ্দী পাশা পরগনে ইছফপূর	একুনে= মোট

ববাবরেসু
কবুনতি পত্র মিদং সণ ১২৬৫ সানব নিখিনং কায্যঞ্চাগে পরগণে ইছফপুরের তরফ সিদ্দিপাশা ও গাযরহ ও বারবাগ পূবের জমিদার শ্রীহত বিসিস্বর পান চৌধরি দ্বিগার পক্ষের হাজারদার শ্রীহত রঘুনাথ চট্টপাধ্যায় দিগার সেরেস্তায় ৺বৈকন্ট দত্ত মহাশয়ের নামিয ৬৩ ||৹ সাড়ে তেসট্টী টাকাও ৺বাঞ্চারাম দত্ত মহাশয়ের নামিয় কৌ ৫৭ ||৹ সাড়ে সাতার্ব্ব টাকা ও শ্রীহত কানিকুম দত্ত ওরফে তিনক চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নামিয় কেম্পানি ১৮১৷৴১০ টাকা ও নাখো হাটে পত্তনি তান্বকদার শ্রীহত কানিনাথ চট্টপাধ্যায় দিগার সেরেস্তায় ৺বাঞ্চারাম দত্ত ও শ্রীহত কানিকুমার দত্ত মহাশয়ের নামিয ২০৮।৴৮॥টাকা সদর জমা একুনে চারি মহানে কোম্পানি ৫১১।৬॥ টাকা সদর জমার মহানে শ্রীহত কানিকুমার দর্ত্ত মহাশযের সহিত আপনি তুর্থাংশে দাখিনকার থাকিয়া সক্ত ভোগি আছেন এক্ষণ উক্ত বিস্বয
আদি মহাশয়ের মাতৃ কৃত্ত ,   , , র বিন ও অর্থ ২ দেনা পরিষোদার্থে
উক্ত গাতি জমার নিম্পী ,   , , ২৫৫॥৴৩। টাকা সদর
জমার মহান ও কুমিরিযা ,   , , নিবাসী শ্রীহত গকুন চন্দ্র

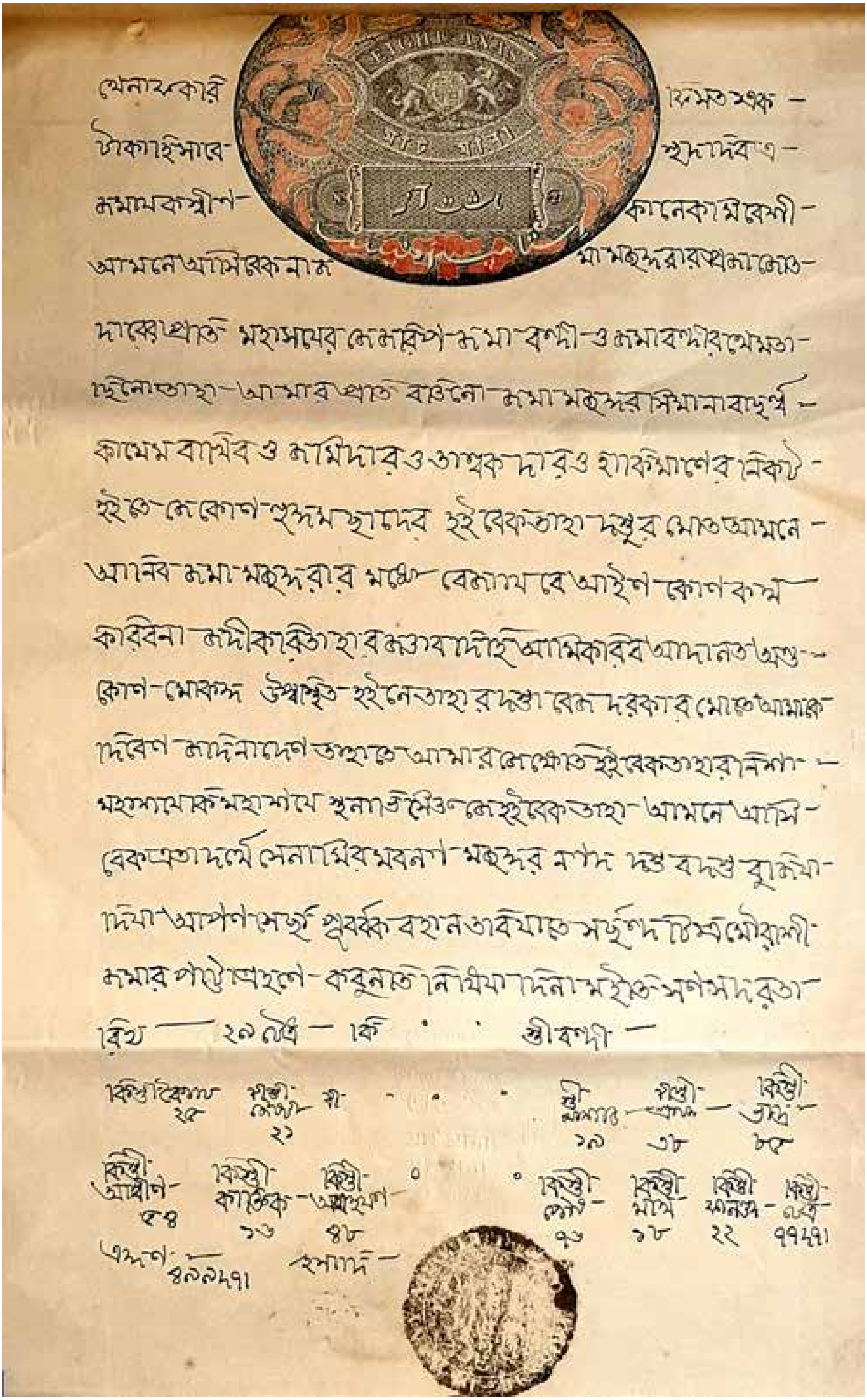


পাঠ

আচায্য মহাশয়ের বাজেআপ্তী
বেত্তীর মধ্য পরগনে সাহোসের
মতানক মৌজ রত্নখানি মহাশ
যের সনামে অন্যার নিরাংসে
কৌম্পানি ১০২ ।৴ ৪ টাকা সদর জমা
একুনে কৌ ৩৫৮(৭) তিন সত্ত অষ্ট অর্ন্ব
টাকা সওা সাত পাই সদর জমার বিস্বায এনাকায মহাশয হকদার
ও দখিনকার আছো ঐ সকন মহান মজুকুরা আপনি মৌরশী জমাদিতে
চিষ্টীত হইনে আমি স্ত্রি বোণে ঐ মৌরাশী জমা নওার আকিক্ষিত
হওায উপারক্ত ৩৫৮(৭) টাকা সদর জমার বিশ্বায জাহা মহাশযের
দখনে আছে ঐ স্থিত জমার পর ১৪১ ৸০ এক সও এক চল্বীস বারো
আনা মন্য ফী বার করিয়া আমাকে সানি আনা কোম্পানি ৪৯৯
৸৭। চাইরসত নিরানর্ব্বই টাকা বারো আনা সওা সাত পাই জমা
স্থিরতরে তাহার সেনামি আমার নিকট হইতে কোম্পানি ৫০০ পাচ
সত টাকা শ্রীহত বিস্বিস্বর দত্ত মহাশয়ের মাবফতে নগদ দত্ত বদস্ত
বুজিয়া নইয়া উক্ত গাতি জমা সকন আমাকে মৌরাশী জমা দিনেণ
আমি মহাশয়ের হকে মৌরাশী সত্তে উক্ত বিস্বয আদির রকম মোতো
চত্তু সিমা বহর্ব্ব হাশীন ও পতিত ও বাস্ত ও বাগাত ও রাইযাতি ও খামার
ও চাকরা ও সব্রক্ষা ও সপ্রজা দরবস্ত জমী বাটী ও জনকর ও ফনকর ও বোন
কর ও বিন ও ঝিন –– ও খান ও নান ইত্ত্যাদি জাবদিয হকুক
মৌরাশী সত্তে সত্তবান ও হকদার ও দখিনকার হইয়া উপা
রক্ত জমা অনুজাই নিচের নিখিত কিস্তী বন্দি মোতাবেক সণ
বসন মাহাব মাহা কিস্তী বাকিস্তী রাজস্য আ
দায পূর্ব্বক পূত্র পৌত্রাদিক্রমে উপ্বসক্ত ভোগ করিব
নিযমিত রাজাস্য আদাযে নাকরিয়া জদী কিস্তী

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

বাজেআপ্তী= বাজেয়াপ্তি
রত্নখানি= রত্নখালি
সওা= সোয়া
এনাকায= এলাকায়
মহাশয= মহাশয়
সকন= সকল
হইনে= হইলে
নওার= নেওয়ার
হওায= হওয়ায়
সওা= সোয়া
সেনামি= সেলামি
মাবফতে= মারফতে
নইয়া= লইয়া
হাশীন= হাসিল
জনকর= জলকর
ফনকর= ফলকর
বিন= বিল
ঝিন= ঝিল
খান= খাল
নান= নাল
জাবদিয= জাবতিয়
নিখিত= লিখিত
মাহাব=মাহার
রাইযাতি= রাইয়াতি
নিযমিত= নিয়মিত
আদাযে= আদায়ে
হকুম= অধিকার/ পাওনা


মেনাফকারি
টাকাইসাবে
জমামকস্বীল
আমনে আসিরকনাম

কিমত সিক্কা
শুমারিবত
কানেকাম বেশী
মা মহুদরার থকা জোত

দাবে প্রতি মহাসয়ের লেখরিপ জমা কমী ও জমাবন্দীর যেমতা
ছিলো তাহা আমার প্রতি বর্তলো জমা মহুদরা সিমানা বাহুর্ব
কায়েম বাকির ও জমিদার ও তালুকদার ও হাকিমানের নিকট
হইতে যে কোন হুকুম জারি হইবেক তাহা দস্তুর মোত আমনে
আনিব জমা মহুদরার মধ্যে বেদায় বে আইন কোন কর্ম
করিব না জমীকারি তাহার বর্তাবাদী হইলে আমি করিব আদালত অন্য
কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার দস্তাবেজ দরকার মোত আমাকে
দিবেন জাদিনা দেন তাহাতে আমার যে ক্ষেতি হইবেক তাহার নিশা
মহাশয় কি মহাশয়ে শুনাইবেন যে হইবেক তাহা আমনে আসি
বেক এতাদর্থে সেনামি কবলা মহুদর নাম দস্ত বদস্ত বুঝিয়া
দিয়া আপন সর্ত পূর্বক বহাল তবিয়তে সর্বদা টিমলী মৌরসী
জমার পাট্টা গ্রহণে কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তা
রিখ — ২৯ চৈত্র — কি · · শ্রী কমী —

কিস্তি বৈশাখ ২৫ · কিস্তি জৈষ্ঠ ২১ · · · · কিস্তি আষাঢ় ১৯ · কিস্তি শ্রাবণ ১৮ · কিস্তি ভাদ্র ৮৫

কিস্তি আশ্বিন ৫৪ · কিস্তি কার্তিক ১৩ · কিস্তি অগ্রহায়ণ ৪৮ · · কিস্তি পৌষ ৭১ · কিস্তি মাঘ ১৮ · কিস্তি ফাল্গুন ২২ · কিস্তি চৈত্র ৭৭

এজমল ৪৯৯ · ইসাদি —

পাঠ

খেনাফ করি ফি মত ১ এক
টাকা হিসাবে সুদ দিব এ
জমায কস্বীণ কানে কমি বেশী
আমনে আসিবেক না জমা মজুকুরার প্রজা জোত
দারের প্রতি মহাসযের জেজরিপ জমা বন্দী ও জমাবন্দীর খেমতা
ছিনো তাহা আমার প্রতি বতিনো জমা মজুকুর সিমানা বাছর্ব্ব
কাযেম বাখিব ও জমিদার ও তাল্বকদার ও হাকিমানের নিকট
হইতে জে কোণ হুকুম ছাদের হইবেক তাহা দস্তুর মোত আমনে
আনিব জমা মজুকুরার মধ্যে বেজাল বে আইন কোণ কম
করিব না জদী করি তাহার জওাবদিহি আমি করিব আদানত অন্ত
কোণ মোকদ্দ উপ্স্থিত হইনে তাহার দস্তাবেজ দরকার মোতে আমাকে
দিবেণ জদি নাদেণ তাহাতে আমার জে ক্ষেতি হইবেক তাহার নিশা
মহাশযে কি মহাশযে স্থনাভিসিক্ত জে হইবেক তাহা আমনে আসি
বেক এতাদর্থে সেনামির মবনগ মজুকুর নগদ দস্ত বদস্ত বুজিযা
দিযা আপন সের্ছা পূর্ব্বক বহান তবিযাতে সর্ব্বন্দ চিত্র মৌরাশী
জমার পাট্টা গ্রহণে কবুনতি নিখিযা দিনাম ইতি সণ সদরতা
রিখ ২৯ চৈত্র কিস্তীবন্দী

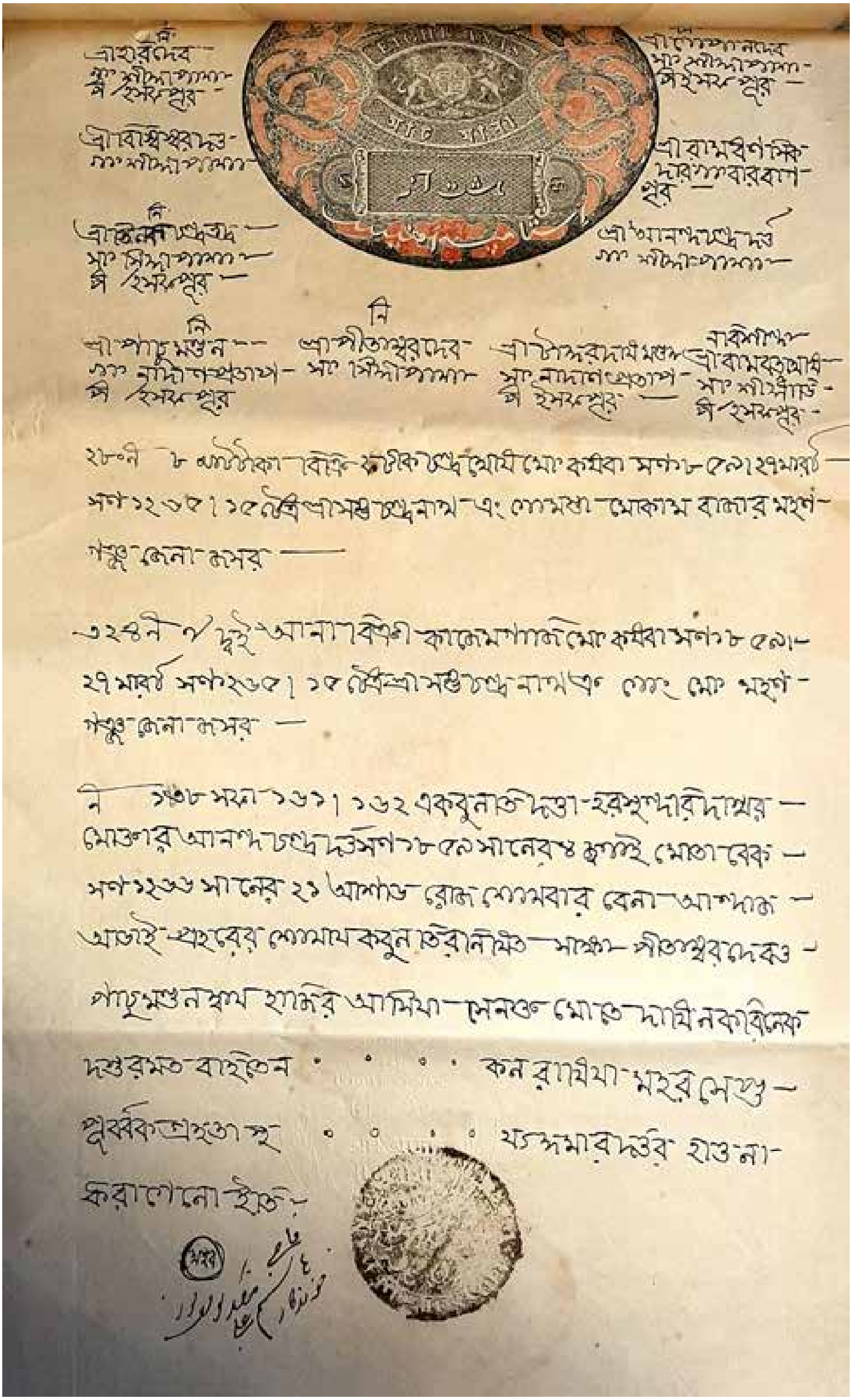
কিস্তী	কিস্তী	. . . কিস্তী	কিস্তী	কিস্তী
বৈশাখ	জৈষ্টী	. . . আশাড	শ্রাবন	ভাদ্র
২৫	২১	১৯	৩৮	৮৫

কিস্তী	কিস্তী	কিস্তী .	. কিস্তী	কিস্তি	কিস্তী	কিস্তী
আস্বীণ	কাত্তিক	অগ্রহযণ	পৌষ	মাঘ	ফানগুন	চৈত্র
৫৪	১৬	৪৮	৭৬	১৮	২২	৭৭ ৳৭।

একুণ ৪৯৯৳৭। ইসাদি

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

জমায= জমায়
কানে= কালে
আমনে= আমলে
মহাসযের= মহাসয়ের
ছিনো= ছিলো
কাযেম= কায়েম
জওাব= জওয়াব
আদানত= আদালত
হইনে= হইলে
মহাশযে= মহাশয়ে
স্থনাভিসিক্ত= স্থলাভিসিক্ত
সেনামির= সেলামির
দিযা= দিয়া
বহান= বহাল
তবিযাতে= তবিয়াতে
নিখিযা= লিখিয়া
দিনাম= দিলাম
অগ্রহযণ= অগ্রহায়ণ
মবনগ= মবলগ = নগদ= মোট
ইসাদি= সাক্ষী



২৮০নী ৮ আটটাকা বিক্রি কাটিক চন্দ্র ঘোষ মো: কশবা সন ১২৮৫। ২৭ মার্চ
সন ১২৬৮। ১৫ চৈত্র শ্রী সম্ভু চন্দ্র নাথ এং গোমস্তা মোকাম বাজার মহগ-
পঞ্জ জেলা জসর —

৩২৪নী ৴ দুই আনা বিক্রি কাজেম গাজি মো: কশবা সন ১২৮৫।
২৭ মার্চ সন ১২৬৮। ১৫ চৈত্র শ্রী সম্ভু চন্দ্র নাথ এং গোং মো: মহগ-
পঞ্জ জেলা জসর —

নি ১৭৮ সন ১৩১। ১৩২ একবুনাত দস্তা হরসুন্দরি দাখের —
মোক্তার আনন্দ চন্দ্র দত্ত সন ১২৮৫ সালের ৪ শ্রাবণ মোতাবেক —
সন ১২৬৬ সালের ২১ আষাড় রোজ সোমবার বেলা আন্দাজ —
আড়াই প্রহরের সোমায় কবুল করিলাম সাক্ষী পীতাম্বর দেবও —
পাচু মণ্ডল স্বয়ং হাজির আসিয়া সেনক্ত মোক্ত দাখিল করিলেক
দস্তুর মত বাহিতেন . . . . কন রাখিয়া মহর সেহ্ন্ত —
পূর্ব্বক প্রেহুতা স্থ . . . . যত্নমার দত্তর হাওলা-
করা গেলো ইতি —

নি
শ্রী হবি দেব
সাঁ শীদ্দীপাশা
পঁ ইসফপুর

শ্রী বিস্বিস্বর দত্ত
সাঃ শীদ্দীপাশা

নি
শ্রী তিনক চন্দ্র শুদ্র
সা শীদ্দীপাশা
পঁ ইসফপুর

নি
শ্রী পাচু মন্ডন
সা নাদান প্রতাপ
পঁ ইসফপুর
নি
শ্রী পীতাম্বর দেব
সা সিদ্দী পাশা

নিঁ
শ্রী গোপান দেব
সা শীদ্দীপাশা
পঁ ইসফপুর

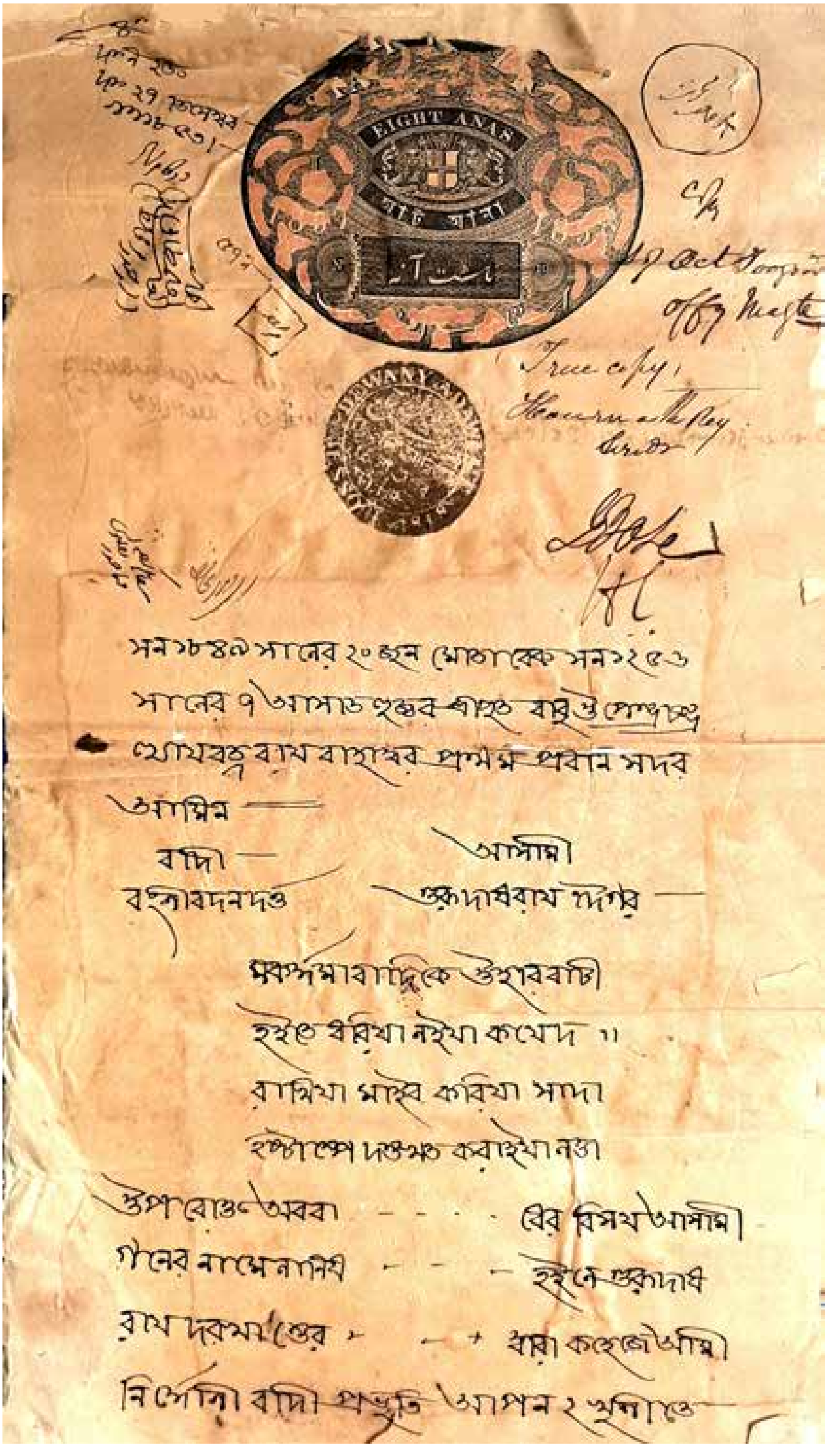
শ্রী রাম ধন সিক
দার সা বারবাগ
পূর

শ্রী আনন্দ চন্দ্র দর্ত্ত
সা শীদ্দীপাশা
শ্রীঁ টাকুর দাষ মন্ডন
সা নাদাণ প্রতাপ
পঁ ইসফ পুর
নবিশীন্দা
শ্রী বামবত্ন ঘোষ
সা শীঙ্গাডি
পঁ ইসফপুর

২৮০ নঁ ৮ আট টাকা বিক্রি ফটীক চন্দ্র ঘোষ মো. কষবা সণ ১৮৫৯ ।২৭ মারর্চ
সণ ১২৬৫ । ১৫ চৈত্র শ্রী সম্ভ চন্দ্র নাথ এং গোমস্তা মোকাম বাজার মহণ
গঞ্জ জেনা জসর
৩২৪৲ নঁ দ্বই আনা বিক্রী কাজেম গাজি মো কষবা সণ ১৮৫৯ ।-
২৭ মারর্চ সণ ১২৬৫ । ১৫ চৈত্র শ্রী সম্ভ চন্দ্র নাথ ক্র গোং মো. মহণ
গঞ্জ জেনা জসর
নঁ ১৩৮ সফা ১৬১ ।১৬২ একবুনতি দত্তা হরসুন্দরি দাস্মর
মোক্তার আনন্দ চন্দ্র দর্ত্ত সন ১৮৫৯ সানের ৪ জ্বণাই মোতাবেক
সণ ১২৬৬ সানের ২১ আশাড রোজ শোমবার বেনা আন্দাজ
আডাই প্রহরের শোমায কবুন তির নিখিত সাক্ষী পীতাম্বর দেব ও
পাচু মন্ডন দ্বয হাজির আসিযা সেনাক্ত মোতে দাখিন করিনেক
দস্তরমত বহিতে নকন রাখিযা মহর সেপ্ত
পূর্ব্বক গ্রহতা সুয্যকুমার দত্তর হাওনা
করা গেনো ইতি

জেনা= জেলা
আশাড= আশাড়= আষাঢ়
বেনা= বেলা
আডাই= আড়াই
শোমায= শোমায়
কবুন= কবুল
মন্ডন= মন্ডল
দ্বয= দ্বয়
আসিযা= আসিয়া
নকন= নকল
রাখিযা= রাখিয়া
হাওনা= হাওলা
গেনো= গেলো
রাখিযা= রাখিয়া
বাম= রাম
টাকুর= ঠাকুর
তিনক= তিলক
গোপান= গোপাল

নথি নং ১৩



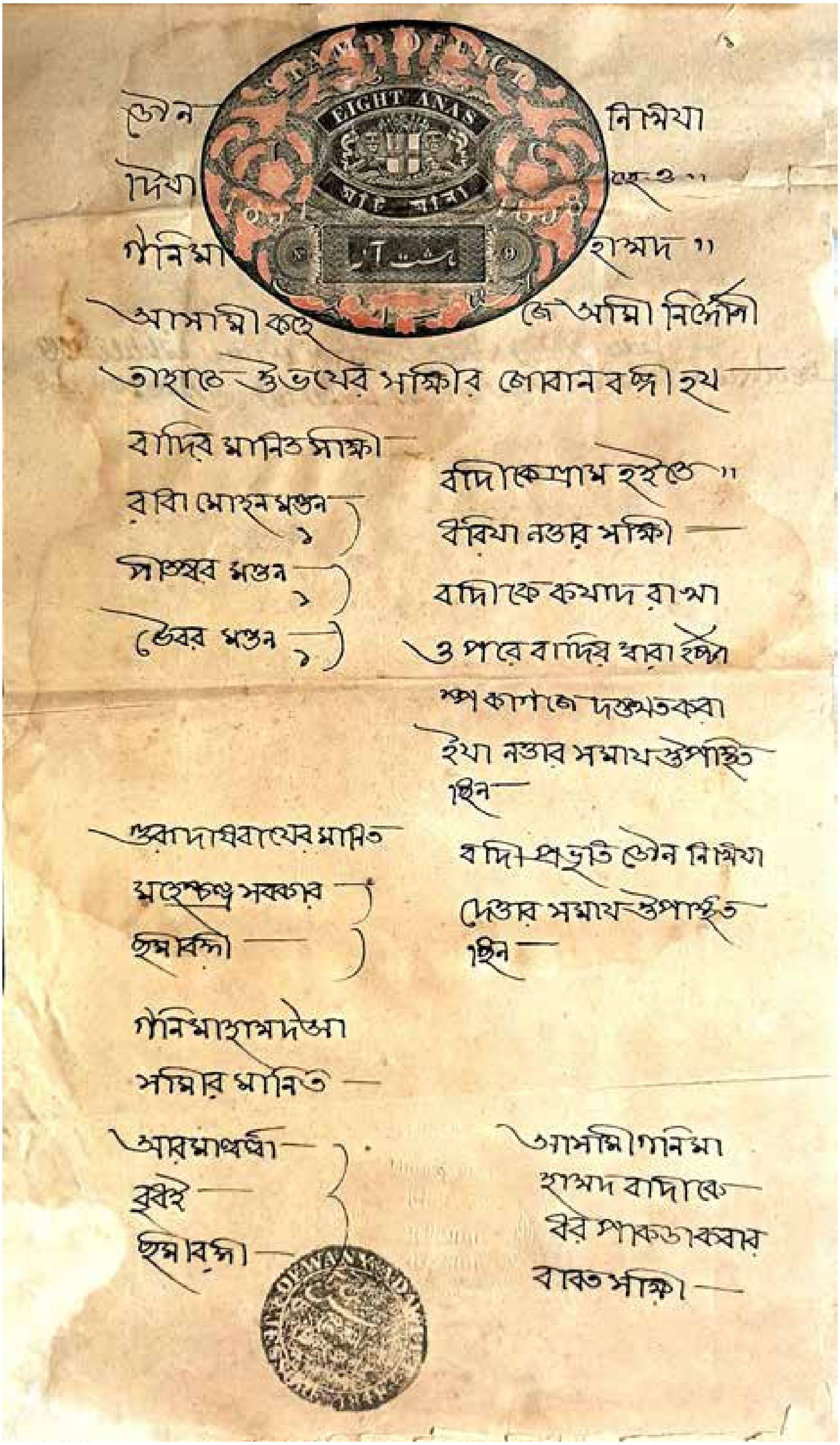
সন ১৮৪৯ সালের ২০ জুন মোতাবেক সন ১২৫৬
সালের ৭ আসাড় হুজুর শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র
ঘোষবসু রায় বাহাদুর প্রিন্সিপাল সদর
আমিন

বাদী — আসামী
বংশীবদন দত্ত — গুরুদাস রায় দিগর

মোকদ্দমা বাদিকে উহার বাটী
হইতে ধরিয়া লইয়া কয়েদ ।।
রাখিয়া মাইর করিয়া সাদা
ইষ্টাম্পে দস্তখত করাইয়া লওয়া

উপরোক্ত অবরা - - - - বের বিসয় আসামী
গানের নামে নালিশ - - - হইলে গুরুদাস
রায় দরখাস্তের - - - দ্বারা কহে যে আমি
নির্দোষী বাদী প্রভৃতি আপন ২ খুসিতে

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
৪৩ দা॑ নঁ ২৬০ দা॑ ২৭ ডিসেম্বর সন ১৮৫৩। ৫৭৯ সন ১৮৪৯ সানের ২০ জুন মোতাবেক সন ১২৫৬ সানের ৭ আসাড় হুজুর শ্রীহত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র ন্যাযবত্ন রায বাহাদ্বর প্রথম প্রধান সদর আমিন—— আসামী বাদী গুরুদাষ রায় দিগর বংশীবদন দত্ত মকর্দ্দমা বাদিকে উহার বাটী হইতে ধরিয়া নইয়া কয়েদ রাখিয়া মাইর করিযা সাদা ইস্টাম্পে দস্তখন করাইযা নওা উপরোক্ত অববাধের বিসয আসামী গনের নামে নানিষ হইনে গুরূদাষ রায় দরখাস্তের দ্বারা কহে জে আমী নির্দ্দোশী বাদী প্রভৃতি আপন হ খুশীতে	রায= রায় নইয়া= লইয়া বিসয= বিসয় নানিষ= নালিষ হইনে= হইলে ন্যাযবত্ন= ন্যায়রত্ন করিযা= করিয়া অববাধের= অবরাধের= অপরাধের


ভৌন নিশিযা

দৈখা

গনিমা হাম্মদ ''

আসামী কওে জে আমি নির্দোষী

তাহাতে উভয়ের সাক্ষীর জোবানবন্দী হয়

বাদির মানিত সাক্ষী

বাবা মোহন মণ্ডল ১

সাগর মণ্ডল ১

ভৈরব মণ্ডল ১

বাদী ক্রোধ্যাম হইতে ''

বিবিযা নওর সাক্ষী

বাদীকে কখাদ রাখা

ও পরে বাদির দ্বারা ইষ্টা

ম্প কাগজে দস্তখত করা

ইযা নওর সমাখ উপস্থিত

ছিল

প্রতিবাদী বাদের মানিত

মহেশচন্দ্র সরকার

ছমিরদ্দী

বাদী প্রভৃতি ভৌন নিশিযা

দেওর সমাখ উপস্থিত

ছিল

গনিমাহাম্মদওযা

সমির মানিত

আরমাদ্ধী

বুধাই

ছমিরদ্দী

আসামী গনিমা

হাম্মদ বাদীকে

বের শাকড়া করার

বাবত সাক্ষী

পাঠ

তৌন নিখিযা
দিযাছে ও
গনি মাহামদ।।
আসামী কহে জে আমী নির্দ্দোশী
তাহাতে উভযের সাক্ষীর জোবানবন্দী হয

বাদির মানিত সাক্ষী
রাধা মোহন মন্ডন)
১
পীতম্বর মন্ডন)
১
তৈবর মন্ডন)
১

বাদীকে গ্রাম হইতে
ধরিয়া নওয়ার সাক্ষী
বাদীকে কয়াদ রাখা
ও পরে বাদির দ্বারা ইষ্টা
ম্প কাগজে দস্তখত করা
ইয়া নওয়ার সময় উপস্থিত
ছিন

গুরুদাষ রাযের মানিত
মহেন্দ্র চন্দ্র সরকার)
ছমীরদ্দী)

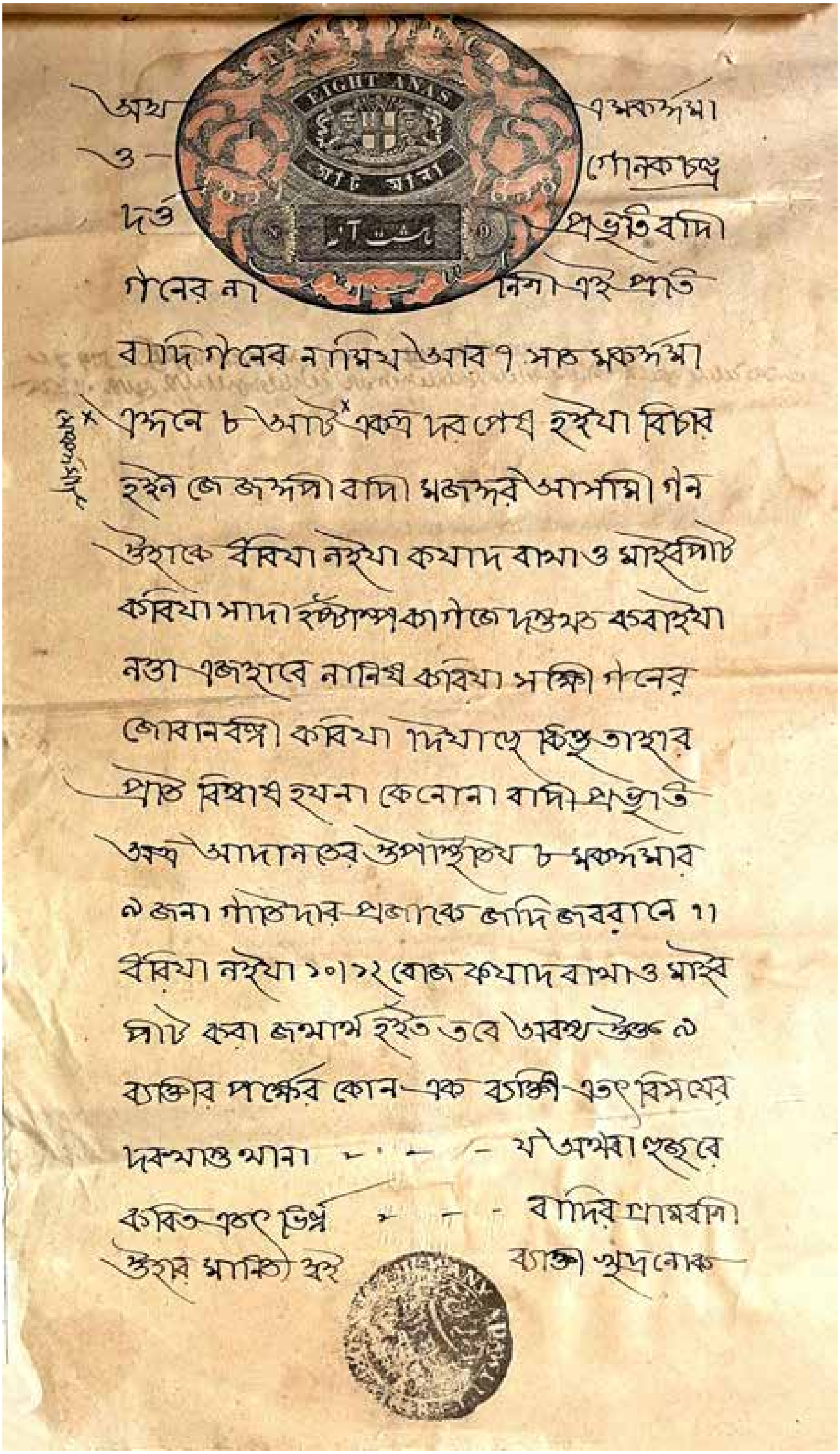
বাদী প্রভৃতি তৌন নিখিয়া
দেওয়ার সময় উপস্থিত
ছিন

গনি মাহামদ আ
সামীর মানিত
আরমান্বর্ব্বা
বুধই)
ছমীরদ্দী)

আসামী গনি মা
হামদ বাদীকে
ধরপাকড়া করার
বাবত সাক্ষী

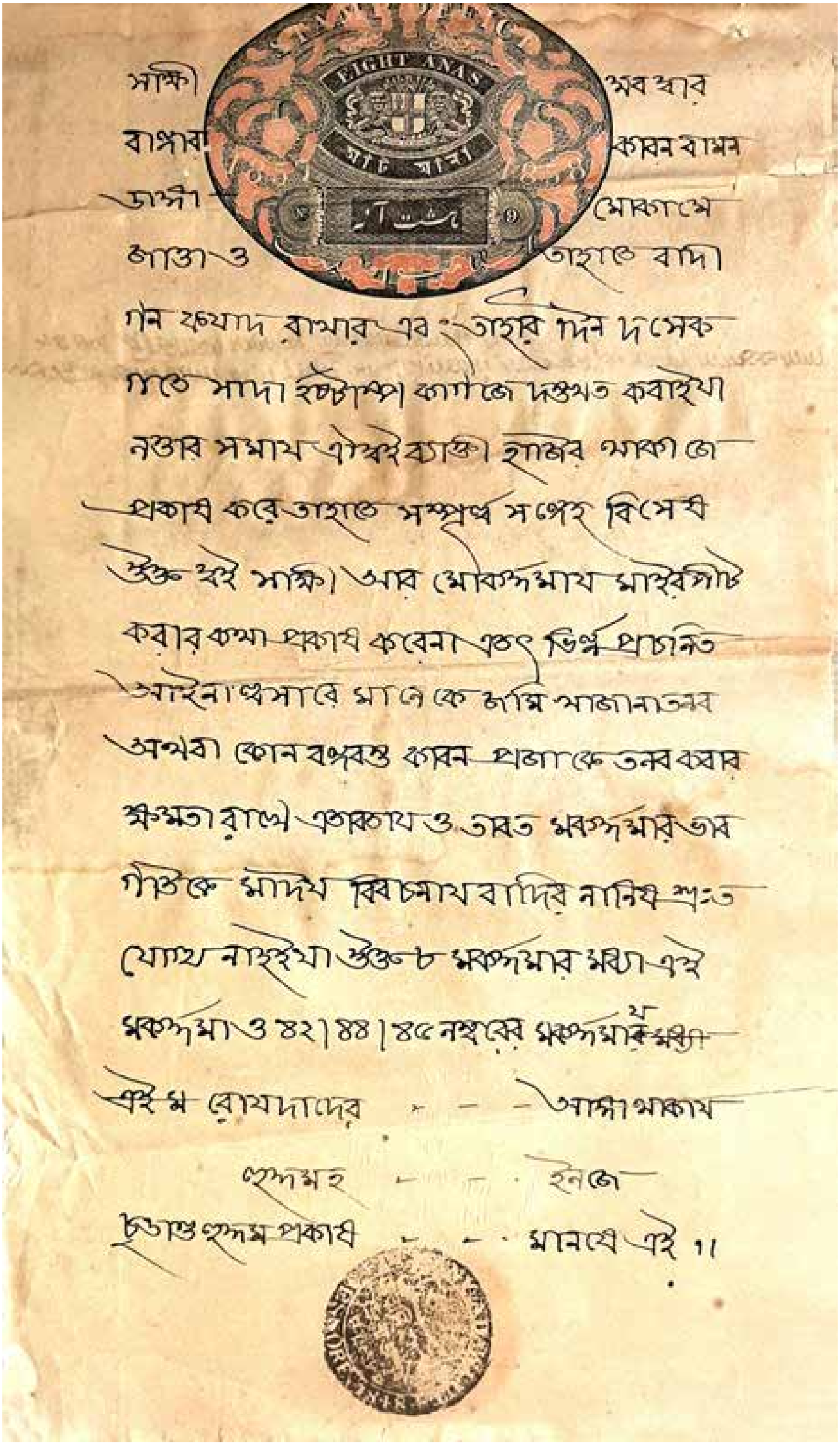
শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

নিখিযা= লিখিয়া
দিযাছে= দিয়াছে
উভযের= উভয়ের
হয= হয়
নওয়ার= লওয়ার
ছিন= ছিল
রাযের= রায়ের
তৌন= তৌল= ওজন



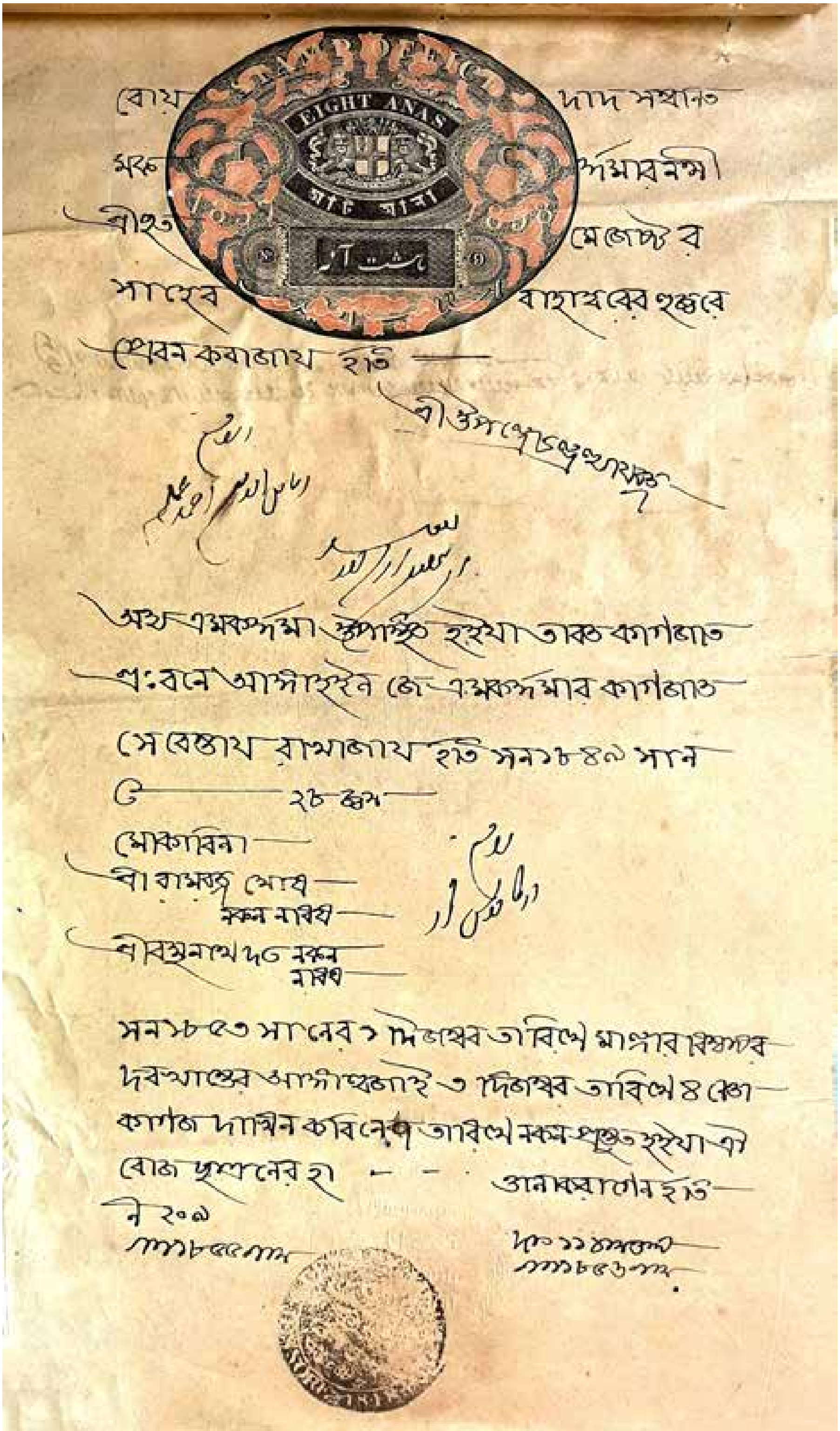
অথ ... একমকদ্দমা
ও ... গোলকচন্দ্র
দত্ত ... প্রভৃতি বাদী
গনের না... নিশ। এই প্রতি
বাদিগনের নালিশ আর ৭ সাত মকদ্দমা
এদনে ৮ আট একত্র দরপেশ হইয়া বিচার
হইল জে জগদীশ বাদী মজকুর আসামী গন
উহাকে বধিয়া লইয়া কয়াদ বাসা ও মাইরপীট
করিয়া সাদা ইষ্টাম্প কাগজে দস্তখত করাইয়া
লত্তা একজহাবে নালিশ করিয়া সাক্ষী গনের
জোবানবন্দী করিয়া দিয়াছে কিন্তু তাহার
প্রতি বিশ্বাস হয় না কেননা বাদী প্রভৃতি
অবধ আদালতের উপাস্থিত ৮ মকদ্দমার
৯ জনা গাতিদার প্রজাকে জদি জবরানে ৭।
বধিয়া লইয়া ১০।১২ রোজ কয়াদ বাসা ও মাইর
পীট করা জমাম হইত তবে অবশ্য উক্ত ৯
ব্যক্তির পক্ষের কোন এক ব্যক্তি এতৎ বিসয়ের
দরখাস্ত আনা ... য অথবা হুজুরে
করিত এতৎ ভিন্ন ... বাদির গ্রামবাসী
উহার সাক্ষী হই ... ব্যক্তি ক্ষুদ্রলোক

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
অদ্য এ মকর্দ্দমা	নানিশী= নালিশী
ও গোনকচন্দ্র	হইন= হইল
দত্ত প্রভৃতি বাদী	নইয়া= লইয়া
গনের নানিশী এই প্রতি	কযাদ= কয়াদ
বাদি গনের নামিয় আর ৭ সাত মকর্দ্দমা	কবিয়া= করিয়া
একুনে ৮ আট x একত্র দর পেষ হইয়া বিচার	করাইযা= করাইয়া
হইন জে জদ্দপী বাদী মজকুর আসামী গন	দিযাছে= দিয়াছে
উহাকে ধরিযা নইয়া কযাদ রাখা ও মাইরপীট	হযনা= হয়না
কবিযা সাদা ইষ্টাম্প কাগজে দস্তখত করাইযা	আদানতের= আদালতের
নওা এজহার নানিষ করিযা সাক্ষী গনের	উপস্থিতিয= উপস্থিতিয়
জোবানবন্দী কবিযা দিযাছে কিন্তু তাহার	ধরিযা= ধরিয়া
প্রতি বিস্বাষ হযনা কেনোনা বাদী প্রভৃতি	নইযা= নইয়া
অত্র আদানতের উপস্থিতিয ৮ মকর্দ্দমার	কযাদ= কয়াদ
৯ জনা গাতিদার প্রজাকে জদি জবরানে	থানায= থানায়
ধরিযা নইযা ১০। ১২ রোজ কযাদ রাখা ও মাইর	জবরান= জবরদস্তি
পীট করা জথার্থ হইত তবে অবস্য উক্ত ৯	কবিত= করিত
ব্যাক্তীর পর্ক্ষের কোন এক ব্যাক্তী এতৎ বিসয়ের	
দরখাস্ত থানায অথবা হুজুরে	
কবিত এতৎ ভির্ন্ব বাদির গ্রামবাসী	
উহার মানিত দুই ব্যাক্তী খুদ্র নোক	



সাক্ষী ... স্বব স্থাব
বাঙ্গাব ... কারন বাসন
ডাঙ্গী ... মোকামে
জাতো ও ... তাহাতে বাদী
গন কয়াদ বাসার এবং তহির দিন দসেক
গতে সাদা ইষ্টাম্প কাগজে দস্তখত করাইযা
নওর সমায এই ব্যক্তি হাজির থাকা যে
প্রকাশ করে তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ বিসেশ
উক্ত হই সাক্ষী আর মোকর্দ্দমায সাইরসীট
করার কথা প্রকাশ করেনা এবং ভিন্ন প্রচলিত
আইনানুসারে মালকে জমি খাজানা তলব
অথবা কোন বন্দবস্ত করন প্রজাকে তলব করার
ক্ষমতা রাখে এতকায ও তরত মকর্দ্দমার তার
গতিকে মোদয বিচারাযবাদির নালিশ শুনতে
যোগ্য নাহইয়া উক্ত৮ মকর্দ্দমার মধ্যে এই
মকর্দ্দমা ও ৪২।৪৪।৪৫ নম্বরের মকর্দ্দমার মধ্যে
এই ম রোযদাদের - - - আজ্ঞা থাকায
হুদ্দমহ - - ইনজে
চুড়ান্ত হুদ্দম প্রকাশ - - মানযে এই ।।

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
সাক্ষী সব দ্বার	সমায= সমায়
বান্দার কারন বামন	প্রচনিত= প্রচলিত
ডাঙ্গা মোকামে	তনব= তলব
জাওা ও তাহাতে বাদী	মদিয= মদিয়
গন কযাদ রাখার এবং তাহার দিন দসেক	বিবেচনায= বিবেচনায়
গতে সাদা ইষ্টাম্প কাগজে দস্তখত করাইযা	মকর্দ্দমায= মকর্দ্দমায়
নওার সমায ঐ দ্বই ব্যাক্তী হাজির থাকা জে	থাকায= থাকায়
প্রকাষ করে তাহাতে সম্পুর্ব্ব সন্দেহ বিসেষ	হইন= হইল
উক্ত দ্বই সাক্ষী আর মোকর্দ্দমায় মাইর পীট	রোযদাদ= রোয়দাদ
করার কথা প্রকাষ করেনা এতৎ ভির্ন্ন প্রচনিত	জাওা= জাওয়া= যাওয়া
আইনান্বসারে মানে কে জমি খাজানা তনব	মদিয= মদিয়= মদীয়= আমার
অথবা কোন বন্দবস্ত কারন প্রজাকে তনব করার	আঙ্গা= আজ্ঞা
ক্ষমতা রাখে এতাবতায় ও তাবত মকর্দ্দমার ভাব	প্রকাষ= প্রকাশ
গতিকে মদিয বিবচনায বাদির নানিষ শ্র:ত	
যোগ্য না হইয়া উক্ত ৮ মকর্দ্দমার মধ্যা এই	
মকর্দ্দমা ও ৪২। ৪৪। ৪৫ নম্বরের মকর্দ্দমায	
রোযদাদের আঙ্গা থাকায	
হুকুম হইন জে	
চুড়ান্ত হুকুম প্রকাষ মানষে এই	



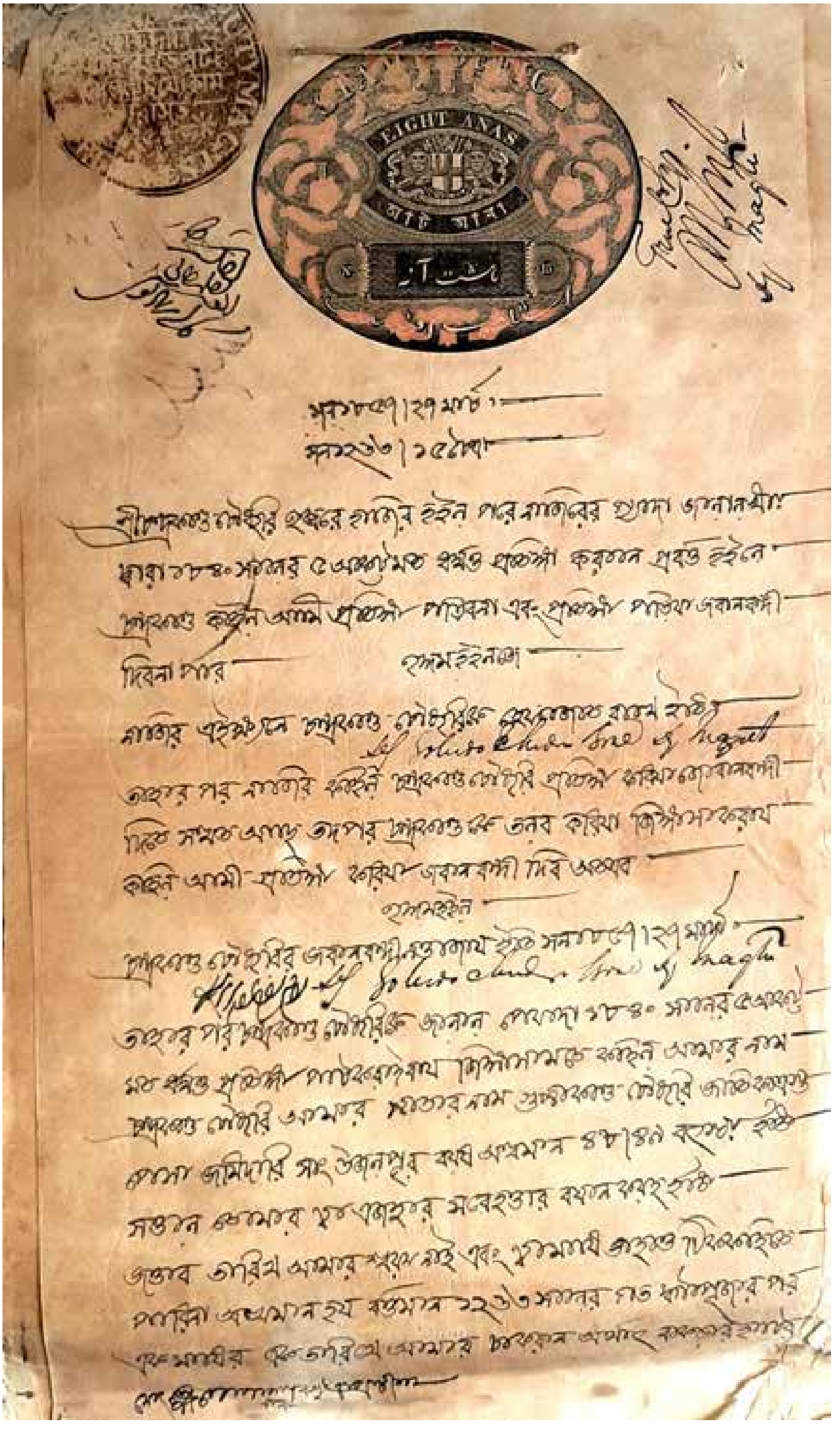
EIGHT ANAS
আট আনা
هشت آنه

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বোয়দাদ সম্বনিত	বোয়দাদ= রোয়দাদ= উপস্থাপিত
মকর্দ্দমার নথী	হইযা= হইয়া
শ্রীহত মেজেষ্টর	সেরেস্তায= সেরেস্তায়
সাহেব বাহাদ্বরের হুজ্বরে	জায= জায়
প্রেবন করা জায ইতি–	করিনে= করিলে
অদ্য এ মর্কদ্দমা উপস্থিত হইযা তাবত কাগজাত	নকন= নকল
শ্র:বনে আঙ্গা হইন জে এ মকর্দ্দমার কাগজাত	হইযা= হইয়া
সেবেস্তায রাখা জায ইতি সন ১৮৪৯ সান	গেন= গেল
–২৮ জুন	প্রেবন= প্রেরণ
মোকাবিনা	হইন= হইল
শ্রী রামরত্ন ঘোষ	সেবেস্তায়= সেরেস্তায়
নকন নবিষ	হাওানা= হাওলা
শ্রী বঘুনাথ দত নকন	বোজ= রোজ
নবিষ	

সন ১৮৫৩ সানের ১ দিজম্বর তারিখে মান্দার বিশ্বাষর দরখাস্তের আঙ্গা ন্বজাই ৩ দিজম্বর তারিখে ৪ কেতা কাগজ দাখিন করিনে ৭ তারিখে নকন প্রস্তুত হইযা ঐ বোজ ছাএনের হাওানা করা গেন ইতি

নঁ ২০৯	দাং ১১ ফানগুন
সন ১৮৫৫ সান	সন ১৮৫৬ সান

নথি নং ১৪

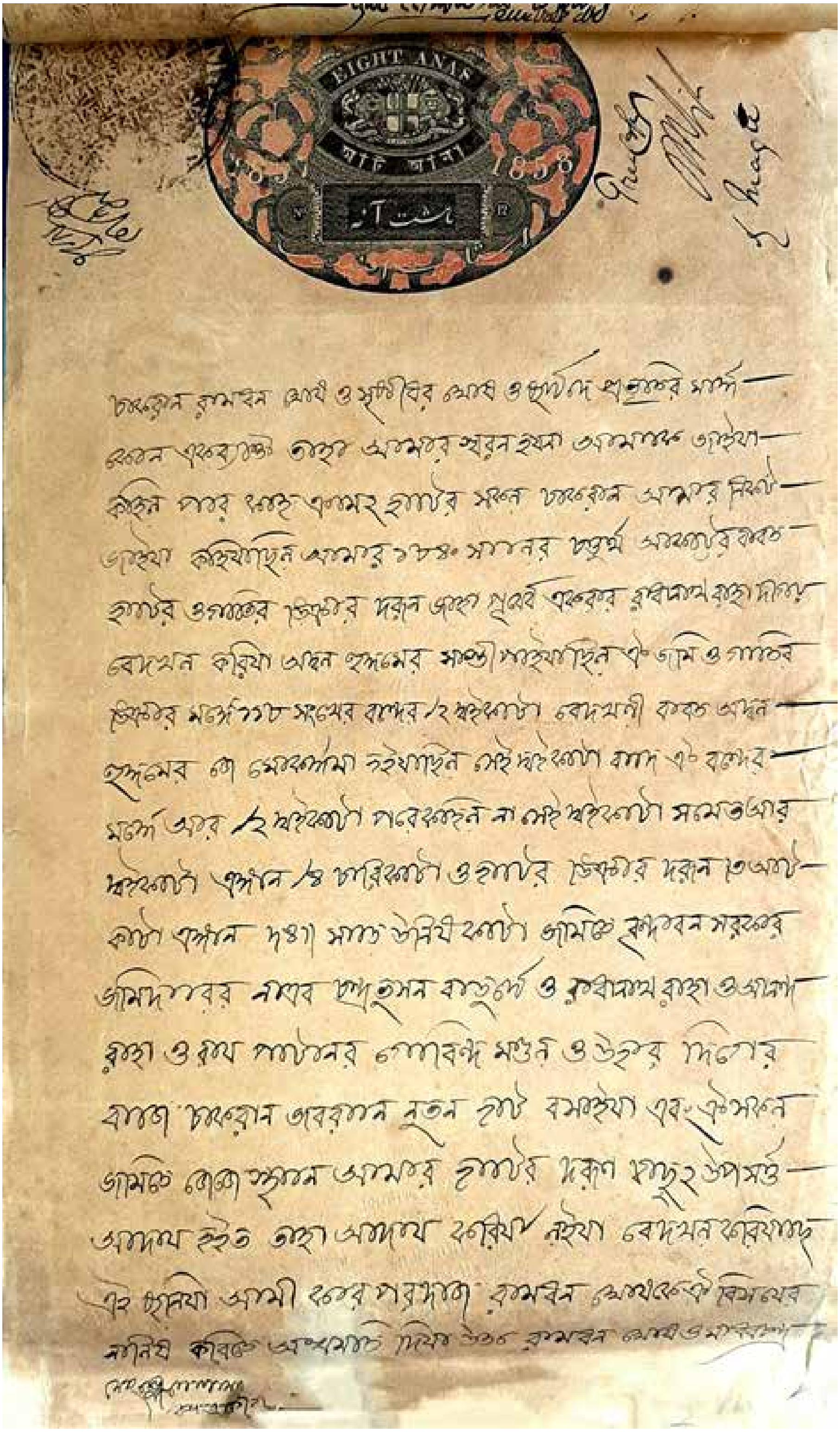


পাঠ

সন ১৮৫৭। ২৭ মার্চ
সন ১২৬৩। ১৫ চৈত্র
শ্রীচন্দ্রকান্ত চৌধুরি হুজুরে হাজির হইন পরে নাজিরের প্যাদা জানান স্বীয় দ্বারা ১৮৪০ সানের ৫ আকট্ট মত ধর্ম ও প্রতিঙ্গা করানে প্রবত্ত হইনে চন্দ্রকান্ত কহিন আমি প্রতিঙ্গা পড়িব না এবং প্রতিঙ্গা পড়িয়া জবানবন্দী দিবনা পার- হকুম হইন জে
নাজির এইক্ষ্যনে চন্দ্রকান্ত চৌধুরিকে হেফাজাত রাখে ইতি
তাহার পর নাজির কহিন চন্দ্রকান্ত চৌধুরি প্রতিঙ্গা করিয়া জোবানবন্দী দিতে সম্মত আছে তদপর চন্দ্রকান্তকে তনব করিযা জিঙ্গাসা করায কহিন আমি প্রতিঙ্গা করিযা জবানবন্দী দিব অতএব-
হুকুম হইন-
চন্দ্রকান্ত চৌধুরির জবানবন্দী নওা জায় ইতি সন ১৮৫৭। ২৭ মার্চ
তাহার পর চন্দ্রকান্ত চৌধুরিকে জানান পেযাদা ১৮৪০ সানের ৫ আকট্ট মত ধর্ম ও প্রতিঙ্গা পাট করাইবায জিঙ্গাসামতে কহিন আমার নাম চন্দ্রকান্ত চৌধুরি আমার পীতার নাম গুপীকান্ত চৌধুরি জাতি কাএস্ত পেসা জমিদারি সাং উজনপুর বয়ষ অন্বমান ৪৮/৪৯ বৎসর ইতি
সওান তোমার কী এজহার সরে হওার বয়ান করহ ইতি
জওাব তারিখ আমার শ্বরন নাই এবং কী মাষে তাহাও ঠিক কহিতে পারিনা অন্যমান হয় বর্ত্তমান ১২৬৩ সানের গত দ্বর্গাপূজার পর এক মাষের এক তারিখে আমার চাকরান অর্থাৎ বাকড়ার হাটের

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

হইন= হইল
প্যাদা= পেয়াদা
সানের= সালের
প্রতিঙ্গা= প্রতিজ্ঞা
কহিন= কহিল
তনব= তলব
জিঙ্গাসা= জিজ্ঞাসা
করায= করায়
করিযা= করিয়া
নওা= লওয়া
পেযাদা= পেয়াদা
কাএস্ত= কায়েস্ত
সওান= সওাল= সওয়াল
রামবন= রামবল

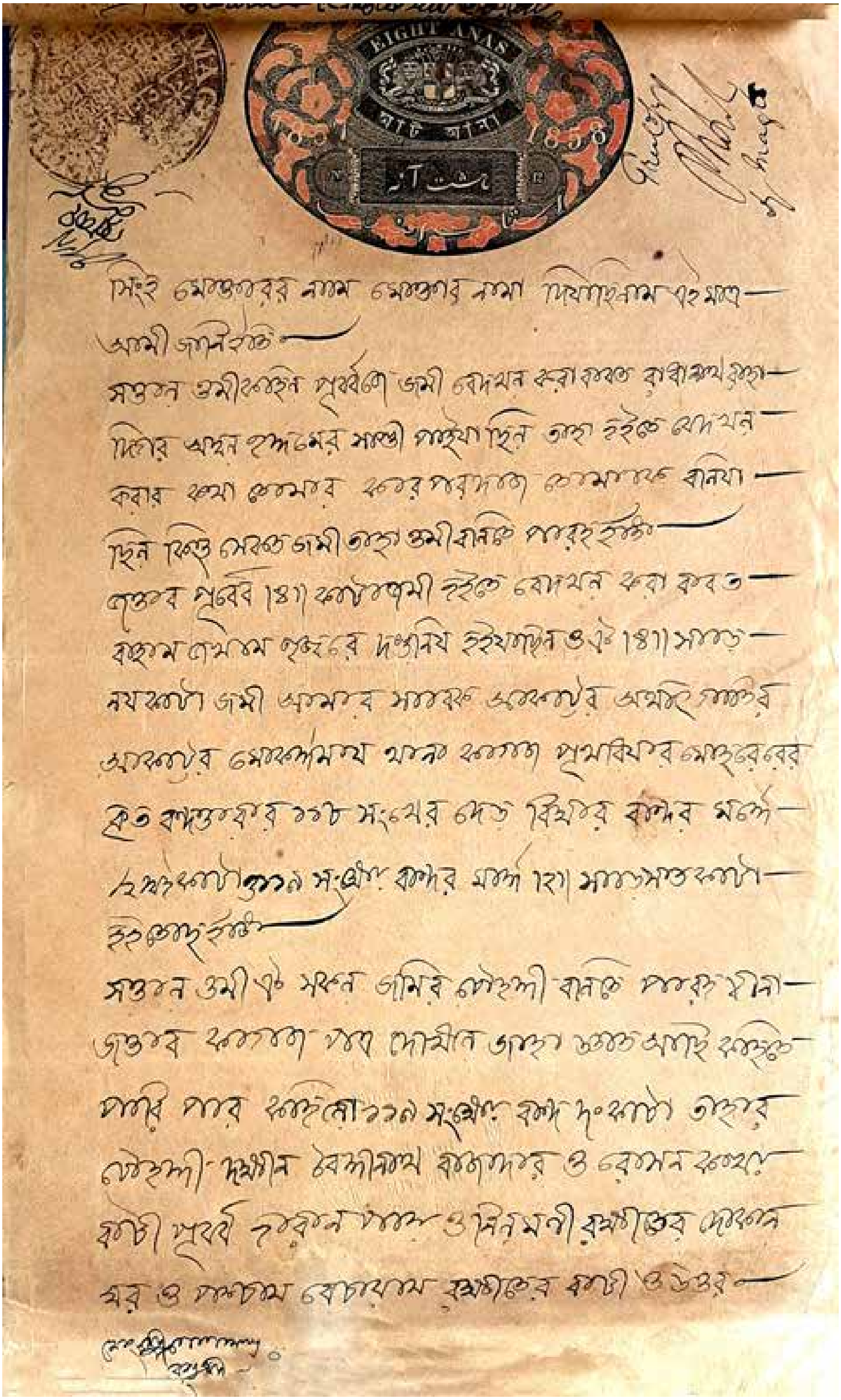

EIGHT ANAS
আট আনা
ہشت آنہ

পাঠ

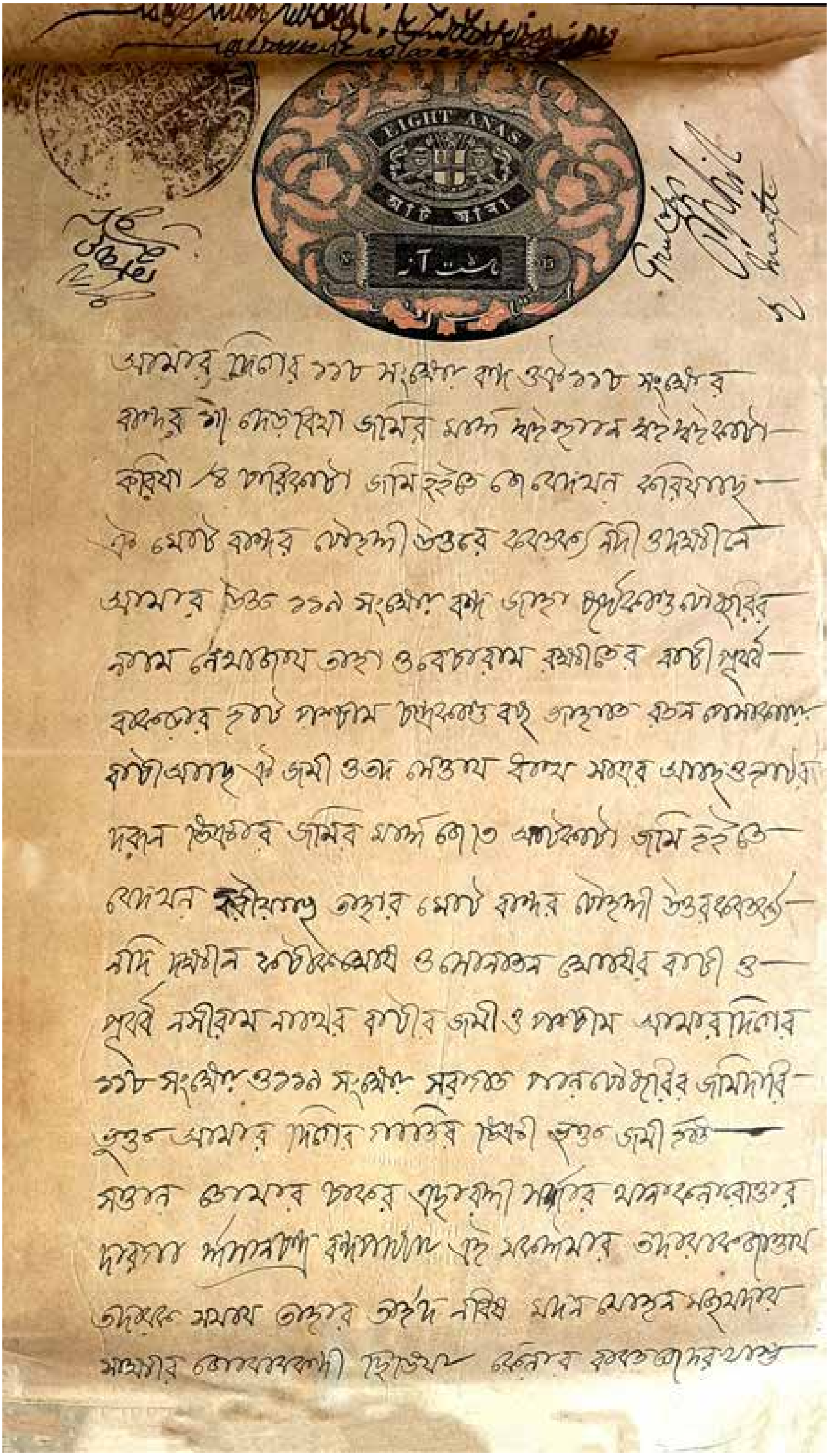
চাকরান রামবন ঘোষ ও সৃষ্টীধর ঘোষ ও ষুর্যদে প্রভৃতির মর্দ্দে কোন এক ব্যক্তি তাহা আমার স্বরন হযনা আমাকে জাইযা কহিন পরে কাহ ক্রমেহ হাটের সকল চাকরান আমার নিকট জাইযা কহিযাছিন আমার ১৮৪০ সানের চতুর্থ আকাউর বাবত হাটর ও গাতির ডিক্রীর দরূন জাহা পূর্ব্বে একবার রবীনাথ রাহা দীগর বেদখন করিযা অদ্বন হুকুমের সাস্তী পাইযাছিন ঐ জমি ও গাতির ডিক্রীর মর্দ্দে ১১৮ সংখের বন্দের /২ দ্বই কাটা বেদখনী বাবত অদ্বন হুকুমে জে মোকর্দ্দমা হইযাছিন সেই দ্বই কাটা বাদে ঐ বন্দের মর্দ্দে আর /২ দ্বই কাটা পরে কহিন না সেই দ্বই কাটা সমেত আর দ্বই কাটা একুনে /৪ চারিকাটা ও হাটের ডিক্রীর দরূন /৩ আট কাটা একুনে সাড়ে ৪৮।। সাড়ে উনিষ কাটা জমিতে বৃন্দাবন সরকার জমিদারের নাএব চন্দ্রভুসন বাডুর্যে ও রাধানাথ রাহা ও আনন্দ রাহা ও রায পাটানর গোবিন্দ মন্ডন ও উহার দিগের বাজে চাকরান জবরানে নুতন হাট বসাইযা এবং ঐ সকন জমিতে জে জে স্থানে আমার হাটের দরূন কীছুহ উপসর্ত্ত আদায হইত তাহা আদায করিযা নইযা বেদখন করিযাছে এই ষুনিযা আমী কার পরদাজ রামবন ঘোষকে ঐ বিসযের নানিষ করিতে অন্যমতি দিযা উক্ত রামবন ঘোষ ও মাধবচন্দ্র

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

কহিযাছিন= কহিয়াছিল
হযনা= হয়না
জাইযা= জাইয়া
কহিন= কহিল
সকন= সকল
বেদখন= বেদখল
করিযা= করিয়া
করিযাছিন= করিয়াছিল
পাইযাছিন= পাইয়াছিল
মর্দ্দে= মধ্যে
অদ্বন= অদুল (হতেপারে) অদুল অর্থ বিচ্যুতি/প্রত্যাবর্তন পরিবর্তিত
হইযাছিন= হইয়াছিল
দ্বই= দুই
রায= রায়
মন্ডন= মন্ডল
জবরানে= জবরদস্তিতে
বসাইযা= বসাইয়া
আদায= আদায়
নইযা= লইয়া
বেদখন= বেদখল
ষুনিযা= ষুনিয়া= শুনিয়া
কারপরদাজ= কর্মচারি/ভৃত্য
বিসযের= বিসয়ের
নানিষ= নালিষ= নালিশ
অন্যমতি= অনুমতি
দিযা= দিয়া
বন্দ= গৃহাদির দৈর্ঘ্য প্রস্থের সমষ্টির পারিমান; খন্ড
সংখের= গণনার
একুনে= মোট

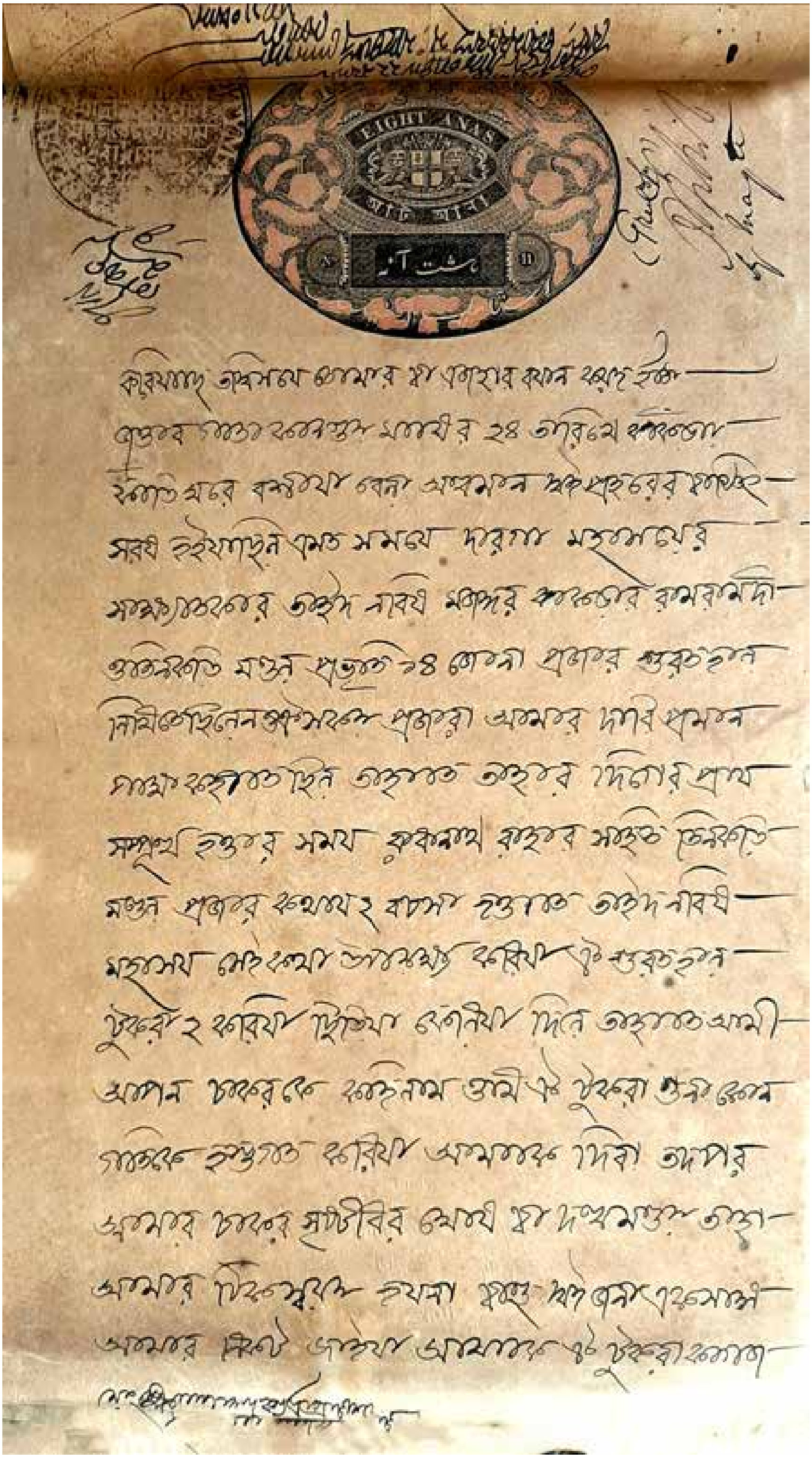

EIGHT ANAS
আট আনা
1858

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
সিংহ মোক্তারর নামে মোক্তার নামা দিযাছিনাম এই মাত্র	দিযাছিনাম= দিয়াছিলাম
আমী জানি ইতি-	সওান= সওাল= সওয়াল
সওান তুমী কহিন পূর্ব্ব জে জমী বেদখন করা বাবত রাধানাথ রাহা	কহিন= কহিল
দিগর অদ্বন হকুমের সাস্তী পাইযাছিন তাহা হইতে বেদখন	বেদখন= বেদখল
করার কথা তোমার কারপরদাজ তোমাকে বনিযা	পাইযাছিন= পাইয়াছিল
ছিন কিন্তু সে কত জমি তাহা তুমী বনিতে পারহ ইতি	বনিযা= বলিয়া
জওাব পূর্বের কাটা ।৪।। কাটা জমী হইতে বেদখন করা বাবত	ছিন= ছিল
বাহাম জখাম হুজ্বরে দন্ডনিয হইযাছিন ও ঐ ।৪।। সাড়ে	বনিতে= বলিতে
নয কাটা জমী আমার সাবেক আকাট্টর অর্থাৎ গাতির	বাহাম= ?
আকাট্টর মোকর্দ্দমায থানা কাগজ পূখরিযার মোহরেরের	জখাম=?
কৃত বন্দওারীর ১১৮ সংখের দেড় বিঘার বন্দের মর্দ্দে	দন্ডনিয= দন্ডনিয়
/২ দ্বই কাটা ও ১১৯ সংখের বান্দর মর্দ্দে।২১।সাড়ে সাত কাটা	হইযাছিন= হইয়াছিল
হইতেছে ইতি	নয= নয়
সওান তুমী ঐ সকন জমির চৌহদ্দী বনিতে পারহ কীনা	মোকর্দ্দমায= মোকর্দ্দমায়
জওাব কাগজপত্র দেখিনে জাহা জ্ঞাত আছি কহিতে	দ্বই= দুই
পারি পরে কহিনো ১১৯ ৮০ সংক্ষের বন্দে কাটা তাহার	সকন= সকল
চৌহদ্দী দক্ষীন বৈদ্দীনাথ বাজাদার ও রোসন কন্যর	দেখিনে= দেখিলে
বাটী পূর্ব্ব হারান পারা ও নিনমনী রক্ষীতের দোকান	কহিনো= কহিলো
ঘর ও পশ্চীম বেচারাম রক্ষীতের বাটী ও উত্তর	নিনমনী= নিলমনী



আমার পিতার ১১৮ সংখ্যার বাদ ওগয়রহ ১১৮ সংখ্যার
বান্দর [illegible] জমির মধ্যে [illegible]
করিয়া /৪ চারিকাঠা জমি হইতে বেদখল করিয়াছে
ঐ মোট বান্দর চৌহদ্দী উত্তরে [illegible] নদী ও দক্ষিণে
আমার [illegible] ১১৯ সংখ্যার বাদ [illegible] লোকের
নাম [illegible] ও [illegible] বাটী পূর্ব্ব
[illegible] পশ্চিম [illegible]
বাটী [illegible] ঐ জমী [illegible] সাহেব [illegible]
দরুন [illegible] জমির মধ্যে [illegible] জমি হইতে
বেদখল করিয়াছে তাহার মোট বান্দর চৌহদ্দী উত্তর [illegible]
নদি দক্ষিণ [illegible] ও [illegible] বাটী ও
পূর্ব্ব [illegible] বাটীর জমী ও পশ্চিম আমারদিগের
১১৮ সংখ্যার ও ১১৯ সংখ্যার [illegible] জমিদারি
[illegible] আমার পিতার [illegible] জমী [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
আমার দিগের ১১৮ সংক্ষের বন্দ ও ঐ ১১৮ সংক্ষের বন্দের ১৷৷ দেড় বিঘা জমির মর্দ্দে দ্বই বহানে দ্বই দ্বই কাটা করিয়া /৪ চারিকাটা জমি হইতে জে বেদখন করিযাছে ঐ মোট বান্দর চৌহদ্দী উত্তরে কবতক্য নদী ও দক্ষীনে আমার উক্ত ১১৯ সংক্ষের বন্দ জাহা ষুর্যকান্ত চৌধুরির নামে নেখা জায তাহাও বেচারাম রক্ষীতের বাটী পূর্ব্ব বাকড়ার হাট পশ্চীম চন্দ্রকান্ত বষু জাহাতে রতন পেসাকারের বাটী আছে ঐ জমী ও ৩৮ সেওয়ায় ধান্য সাত্রর আছে ও হাটের দরূন ডিক্রীর জমির মর্দ্দে জে ৷৩ আট কাটা জমি হইতে বেদখন করীযাছে তাহার মোট বন্দের চৌহদ্দী উত্তর কবতক্য নদি দক্ষীন ফটীক ঘোষ ও সোনাতন ঘোষের বাটী ও পূর্ব্ব নসীরাম নাথের বাটীর জমী ও পশ্চীম আমার দিগের ১১৮ সংক্ষের ও ১১৯ সংক্ষের সরাগত পান চৌধুরির জমিদারি ভুক্ত আমার দিগের গাতির ডিক্রী ভুক্ত জমী ইতি সওান তোমার চাকর এছারদ্দী সর্দ্দার থানা কনারোওার দারগা ঈসান চন্দ্র বন্দপাধ্যায় এই মকর্দ্দমার তদারক জাওায তদরাক সমায তাহার তাইদ নবিষ মদন মোহন মজুমদার সাক্ষীর জোবানবন্দী ছিড়িয়া ফেনার বাবত জে দরখাস্ত	বহানে= বহালে কবতক্য= কপোতাক্ষ জায= জায়= যায় পান= পাল জাওায= জাওায়= যাওয় সমায= সমায় ফেনার= ফেলার তাইদ নবিষ= তাইদনবিশ= তাইদ লেখক= প্রমাণপত্র লেখক নদি= নদী

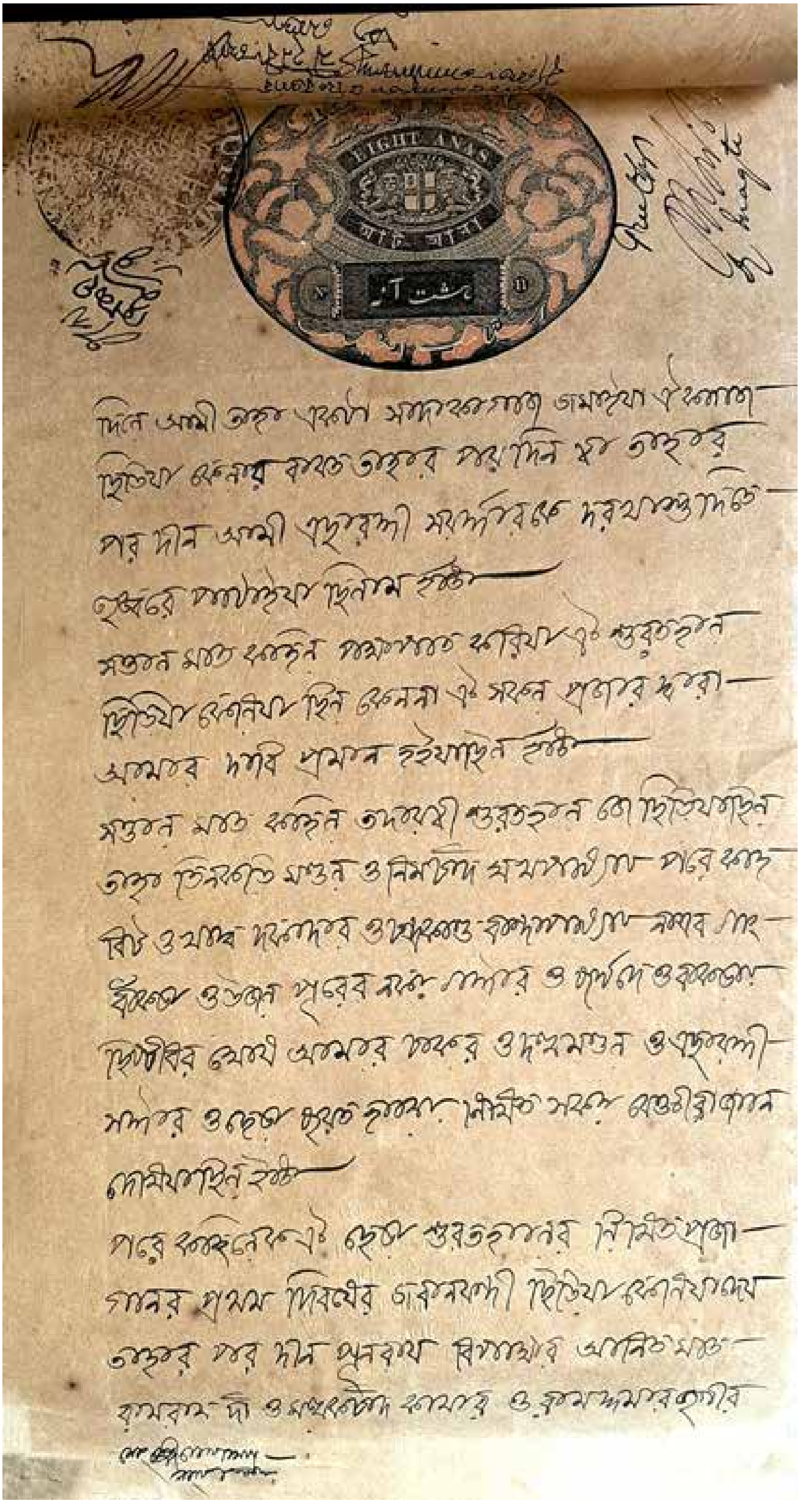

EIGHT ANNAS

পাঠ

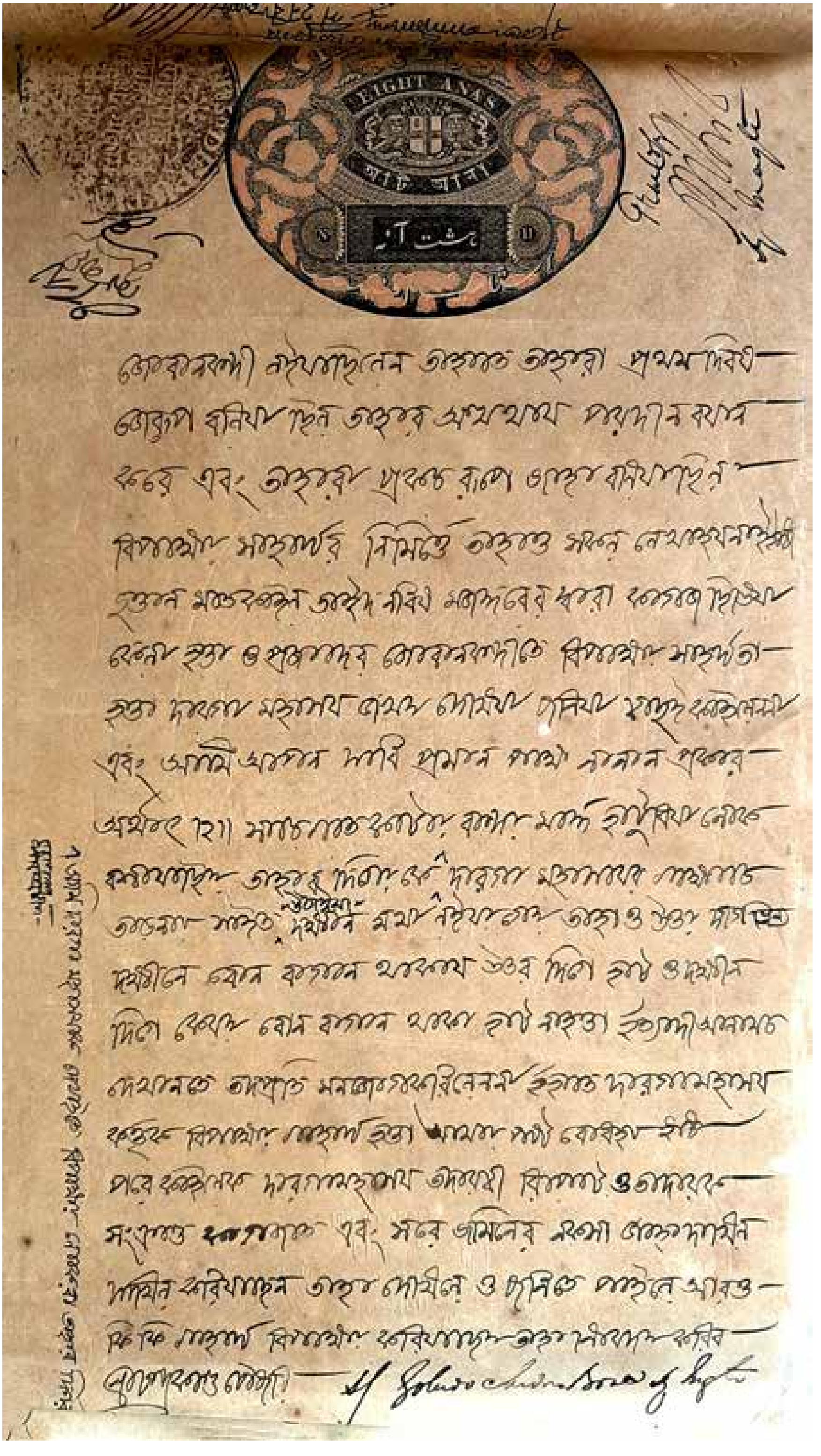
করিযাছে তদ্বিসয়ে তোমার কী এজহার বয়ান করহ ইতি
জওাব গতো ফানগুন মাষের ২৪ তারিখে বাঁকড়ায
ফাঁড়ি ঘরে বশীযা বেনা অন্বমান দ্বই প্রহরের কীঞ্চিৎ
সরষ হইযাছিন এমত সময়ে দারগা মহাসয়ের
সাক্ষ্যাতকার তাইদ নবিষ মজদ্দর কাকড়ার রামরামদী
ও তিনকড়ি মন্ডন প্রভৃতি ১৪ জোনা প্রজার শুরতহান
নিখিতেছিনেন ও ঐ সকন প্রজারা আমার দাবি প্রমান
পক্ষে কহীতে ছিন তাহাতে তাহার দিগের প্রায়
সম্পূন্য হওার সময রাধানাথ রাহার সহিত তিনকড়ি
মন্ডন প্রজার কথায হ বচসা হওাতে তাইদ নবিষ
মহাসয সেই কথা উপলক্ষ্য করিযা ঐ শুরতহান
টুকরাহ করিযা ছিড়িয়া ফেনিযা দিনে তাহাতে আমী
আপন চাকরকে কহিনাম তুমি ঐটুকরা গুনা কোন
গতিকে হস্তগত করিযা আমাকে দিবা তদপর
আমার চাকর সৃষ্টীধর ঘোষ কী দন্যমন্ডনা তাহা
আমার ঠিক স্বরন হযনা কীন্তু দ্বই জনা এক সঙ্গে
আমার নিকট জাইযা আমাকে ঐ টুকরা কাগজ

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

ফানগুন= ফাল্গুন
বশীযা= বশীয়া= বসিয়া
বেনা= বেলা
অন্বমান= অনুমান
মন্ডন= মন্ডল
শুরতহান= শুরতহাল
নিখিতেছিনেন= লিখিতেছিলেন
সকন= সকল
ছিন= ছিল
সময= সময়
কথায= কথায়
মহাসয= মহাসয়
করিযা= করিয়া
ফেনিযা= ফেলিয়া
দিনে= দিলে
কহিনাম= কহিলাম
গুনা= গুলা
জাইযা= জাইয়া= যাইয়া


EIGHT ANAS
আট আনা
দিনে আমী [illegible] [illegible] [illegible] জমাইয়া ঐ [illegible]
[illegible] কেনার বাবত তহর পর দিন ঐ তহর
পর দীন আমী [illegible] [illegible] দরখাস্ত দিতে
হুজুরে পাঠাইয়া ছিলাম ইতি
সওয়াল মতে বলেন [illegible] [illegible] শুরুতহান
[illegible] [illegible] ছিল কেনা ঐ সকল প্রকার দ্বারা
আমার দাবি প্রমান হইয়াছেন ইতি
সওয়াল মতে বলেন তদন্তরী শুরুতহান যে [illegible]
[illegible] [illegible] মণ্ডল ও নিমচাঁদ [illegible] পারে বলে
[illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]
[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] ও [illegible]
[illegible] [illegible] আমার [illegible] ও [illegible] মণ্ডল ও [illegible]
[illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ইতি
পরে বলিলেন [illegible] শুরুতহানের [illegible]
[illegible] প্রথম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
তহর পর দীন [illegible] [illegible] [illegible] মতে
[illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible]

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
দিনে আমী তাহা একটা সাদা কাগজে জমাইযা ঐ কাগজ	দিনে= দিলে
ছিড়িযা ফেনার বাবত তাহার পরদিন কী তাহার	জমাইযা= জমাইয়া
পরদীন আমী এছারদ্দী সর্দ্দারকে দরখাস্ত দিতে	ছিড়িযা= ছিড়িয়া
হুজুরে পাঠাইযা ছিনাম ইতি	ফেনার= ফেলার
সওান মতে কহিন পক্ষপাত করিযা ঐ শুরতহান	পাঠাইযা= পাঠাইয়া
ছিড়িযা ফেনিযা ছিন কেননা ঐ সকন প্রজার দ্বারা	ছিনাম= ছিলাম
আমার দাবি প্রমান হইযাছিন ইতি	কহিন= কহিল
সওান মাত কহিন তদারকী শুরতহান জে ছিড়িযাছিন	করিযা= করিয়া
তাহা তিনকড়ি মন্ডন ও নিমচাঁদ মখপাধ্যায় পরে কহে	শুরতহান= শুরতহাল
বিট ও খাদ্ব দফাদার ও চন্দ্রকান্ত বন্দোপাধ্যায় নাএব সাং	ছিড়িযা= ছিড়িয়া
বাঁকড়া ও উজানপুরের নফর সর্দ্দার ও ষুর্যদে ও বাকড়ায	ফেনিযা= ফেলিয়া
ছিষ্টীধর ঘোষ আমার চাকর ও দন্বমন্ডন ও এছারদ্দী	ছিন= ছিল
সর্দ্দারি ও ছোড়া ষুরতহানের নিখিত সকন বেক্তীরা জানে	সকন= সকল
দেখিযাছিন ইতি	হইযাছিন= হইয়াছিল
পরে কহিনেক ঐ ছেড়া শুরতহানের নিখিত প্রজা	সওান= সওাল= সওয়াল
গনের প্রথম দিবষের জবানবন্দী ছিড়িযা ফেনিযা দেয	ছিড়িযাছিন= ছিড়িয়াছিল
তাহার পর দীন পূনরায় বিপক্ষের আনিত মতে	মন্ডন= মন্ডল
রামরাম দাঁ ও মন্যক চাঁদ কামার ও রামকুমার জগীর	দন্বমন্ডল= দনুমন্ডল
	ষুরতহানের= ষুরতহালের
	নিখিত= লিখিত
	সকন= সকল
	দেয= দেয়
	দেখিযাছিন= দেখিয়াছিল
	পরদীন= পরদিন



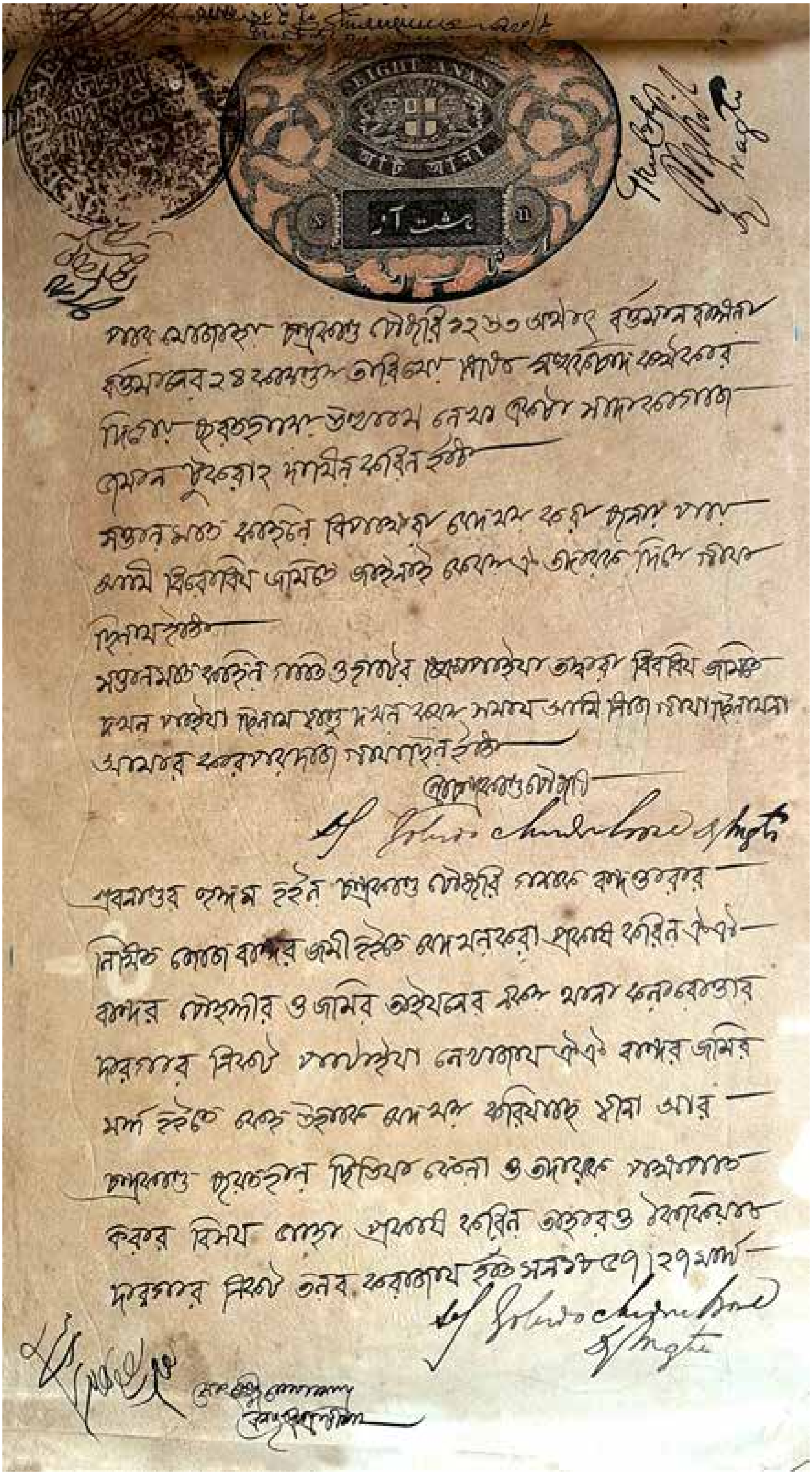
পাঠ

জোবানবন্দী নইযাছিনেন তাহাতে তাহরা প্রথম দিবষ জেরূপ
বনিযাছিন তাহার অন্যথায পরদীন বযান
করে এবং তাহারা প্রকড রূপে জাহা বনিযাছিন
বিপক্ষিয় সাহার্যর নিমির্ত্তে তাহাও সকন নেখা হয নাই ইতি
ছওান মাত কহিন তাইদ নবিষ মজকুরের দ্বারা কাগজ ছিড়িযা
ফেনা হওা ও প্রজাদের জোবানবন্দীতে বিপক্ষেয় সাহর্যতা
হওা দারগা মহাসয জখন দেখিযা ষুনিযা কীছুই কহিনেন না
এবং আমি আপন দাবি প্রমান পক্ষে নানান প্রকার
অর্থাৎ /২॥ সাড়ে সাত কাটার বন্দের মর্দ্দে হাটুবিযা নোক
বশীয়াছিন তাহার দিগের কে দারগা মহাসযের সাক্ষাতে
তাড়নার সহিত উঠাইযা দক্ষীন মখা নইযা গেন তাহাও উত্তর দীগ ভিন্য
দক্ষীনে বোন বাগান থাকায উত্তর দিগে হাট ও দক্ষীন
দিগে কেবন বোন বাগান থাকা হাট না হওা ইত্যাদী আনামত
দেখানতে তদপ্রতি মনজোগ করিনেন না ইহাতে দারগা মহাসয
কর্ত্তৃক বিপক্ষিয় সাহার্য হওা আমার পষ্ট বোধ হয ইতি
পরে কহিনেক দারগা মহাসয তদারকী রিপোট ও তাদারক
সংক্রান্ত কাগজাত এবং সরেজমিনের নকসা জবদা দাখিন
দাখিন করিযাছেন তাহা দেখিনে ও ষুনিতে পাইনে আরও
কি কি সাহার্য বিপক্ষিয় করিযাছিন তাহা নিবেদন করিব

আমি দারগা মহাসযকে দেখাইতে বিপক্ষিয় লোকেরা তাহার দিগর

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

নইযাছিনেন= লইয়াছিলেন
বনিযাছিন= বলিয়াছিল
অন্যথায= অন্যথায়
বাযান= বয়ান
প্রকড= প্রকট
সকন= সকল
নেখা= লেখা
হয= হয়
কহিন= কহিল
ফেনা= ফেলা
ছিড়িযা ছিড়িয়া
মজকুব= পূর্বোক্তো; উল্লিখিত
মহাসয= মহাসয়
দেখিযা= দেখিয়া
ষুনিযা= ষুনিয়া= শুনিয়া
ধেযা= ধেয়া
হাটুবিযা= হাটুরিয়া
নোক= লোক
বশীয়াছিন= বশীয়াছিল= বসিয়াছিল
মহাসযের= মহাসয়ের
উঠাইযা= উঠাইয়া
নইযা= লইয়া
গেন= গেল
থাকায= থাকায়
আনামত= আলামত
কারিনেন= করিলেন
দাখিন= দাখিল
কারিযাছেন= করিয়াছেন
দেখিনে= দেখিলে
পাইনে= পাইলে
ভিন্য= ভিন্ন



পরে [illegible] চন্দ্রকান্ত চৌধুরি ১২৬৩ সালের বর্ত্তমান [illegible]
বর্ত্তমানের ২৪ [illegible] তারিখে [illegible]
[illegible]
জমিন [illegible] হাজির করিবেন ইতি
সত্যনামা [illegible] বিপক্ষের [illegible]
আমি ত্রিবেণীর জমিতে [illegible] দিতে [illegible]
[illegible] ইতি
সত্যনামা [illegible] ও [illegible] বিবিধ জমিতে
দখল পাইয়া ছিলাম [illegible] আমি [illegible]
আমার [illegible] ইতি

চন্দ্রকান্ত চৌধুরি

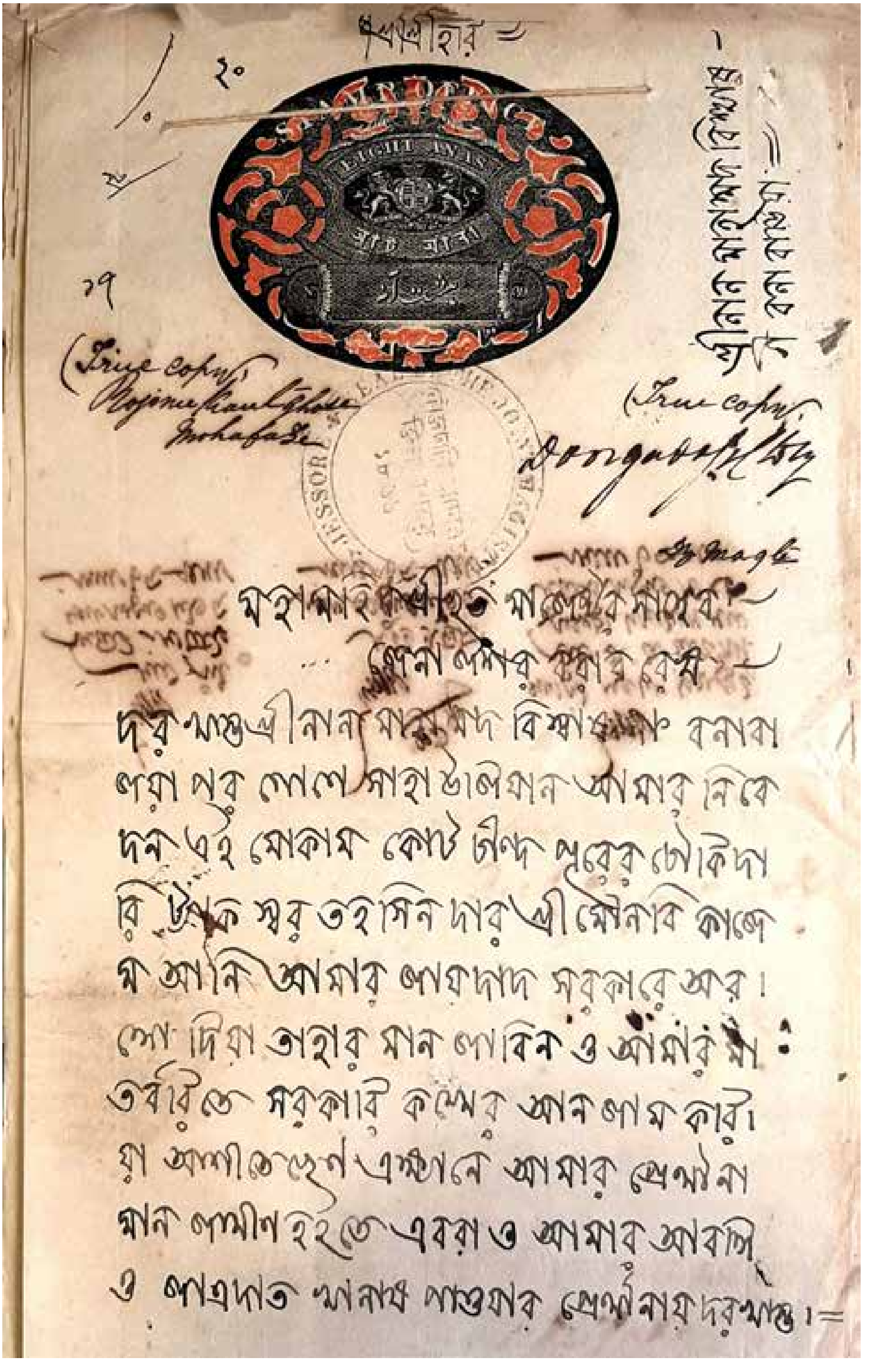
Sd/ [illegible] Mgte

পরওয়ানার [illegible] চন্দ্রকান্ত চৌধুরি [illegible]
নিষিদ্ধ [illegible] বন্দর জমী হইতে [illegible] হাজির করিবেন ইতি
বন্দর চৌকীর ও জমির [illegible]
দরখাস্তের নিকট [illegible] বন্দর জমির
মধ্য হইতে [illegible] করিয়াছে ইহা আর
চন্দ্রকান্ত [illegible] ও [illegible]
করার বিষয় [illegible] হাজির করিবেন [illegible]
দরখাস্তের নিকট [illegible] সন ১৮৫৭ | ২৭ মার্চ

Sd/ [illegible] Mgte

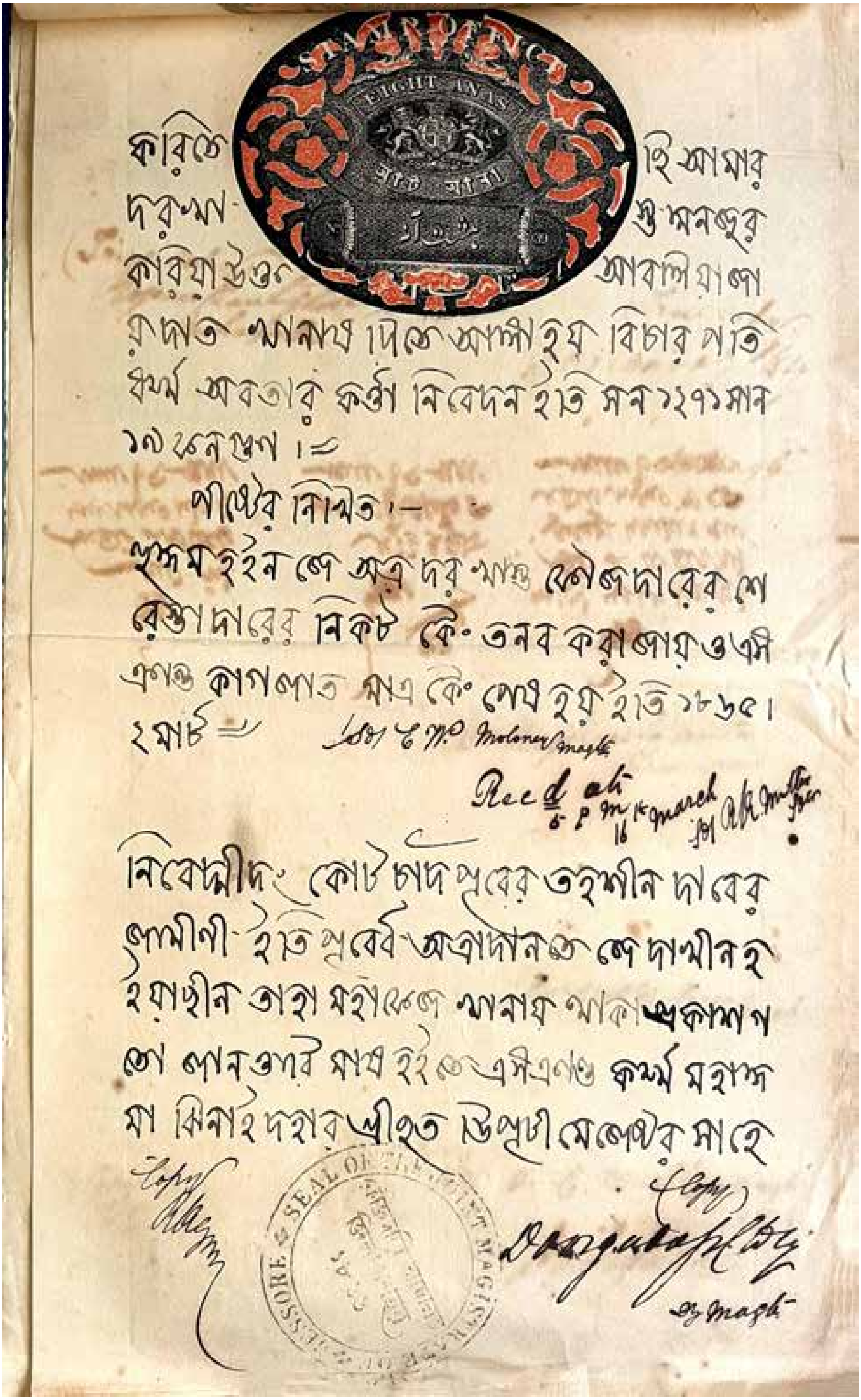
পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
পরে মোজাহর	বাঙ্গনা=বাঙ্গলা= বাংলা
চন্দ্রকান্ত চৌধুরি ১২৬৩ অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গনা	ফানগুন= ফালগুন
বর্ত্তমানের ২৪ ফানগুন তারিখের নিখিত মন্যক চাঁদ কর্মকার	নিখিত= লিখিত
দিগের ষুরতহানের উন্যাখে নেখা একটা সাদা কাগজে	নেখা= লেখা
জমান টুকরাহ দাখিন করিন ইতি	দাখিন= দাখিল
সওান মাত কহিনে বিপক্ষেরা বেদখন করা ষুনার পরে	উন্যাখে= উল্যাখে
আমি বিরোধিয জমিতে জাইনাই কেবন ঐ তদারক দিনে গীযা	কহিনে= কহিলে
ছিনাম ইতি	বিরোধিয= বিরোধিয়
সওানমাত কহিন গাতি ও হাটের ডিক্রী পাইযা তদ্বারা বিবধিয জমিতে	কেবন= কেবল
দখন পাইযাছিনাম কীন্তু দখন করন সময আমি নিজে গিযাছিনাম না	গীযা= গীয়া= গিয়া
আমার কারপরদাজ গীযাছিন ইতি	ছিনাম= ছিলাম
শ্রবনান্তর হুকুম হইন চন্দ্রকান্ত চৌধুরি গনকে বন্দওারার	পাইযা= পাইয়া
নিখিত জে জে বন্দের জমী হইতে বেদখন করা প্রকাষ করিন ঐ ঐ	বিবধিয= বিবধিয়
বন্দের চৌহদ্দীর ও জমির তাইযনের নকন থানা কনা রোওার	দখন= দখল
দারগার নিকট পাঠাইযা নেখা জায ঐ ঐ বন্দের জমির	পাইযাছিনাম= পাইয়াছিলাম
মর্দ্দ হইতে কেহ উহাকে বেদখন করিযাছে কীনা আর	সময= সময়
চন্দ্রকান্ত ষুরতহান ছিড়িযা ফেনা ও তদারকে পক্ষপাত	গিয়াছিনাম= গিয়াছিলাম
করার বিসয জাহা প্রকাষ করিন তাহার ও কৈফিয়াত দারগার	হইন= হইল
নিকট তনব করা জায় ইতি সন ১৮৫৭। ২৭ মার্চ	বেদখন= বেদখল
	করিন= করিল
	তাইযনের=?
	নকন= নকল
	কনা রোওা= কলারোওা= কলারোয়া
	পাঠাইযা= পাঠাইয়া
	নেখা= লেখা
	জায= জায়
	করিযাছে= করিয়াছে
	ষুরতহান= ষুরতহাল= সুরতহাল
	ছিড়িযা= ছিড়িয়া
	বিসয= বিসয়= বিষয়
	তনব= তলব
	বাঙ্গনা= বাংলা

নথি ১৫



দরখাস্ত শ্রী ... বিশ্বাস ... বনাম
জয়া দর জোশে সাহা উলিয়ান আমার নিকে
তন এই মোকাম কোর্ট চাঁদপুরের চৌকিদা
রি ... স্বরূপ তহসিলদার শ্রী মৌলবি কাজে
ম আলি আমার জায়দাদ সরকারে সর
শে দিয়া তাহার যান জাবিন ও আমার যা
তরবিতে সরকারি কম্মের আনজাম কারি
য়া আসীতেছেন এক্ষনে আমার প্রেণ্টনা
মান জামীন হইতে এবরাও আমার আবরু
ও জাএদাত আনাষ পাওযার প্রেণ্টনায় দরখাস্ত।=

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
মহামহিম শ্রীহত মাজেষ্টর সাহেব জেনা জশর বরাবরেষ দরখাস্ত শ্রী নান মাহামদ বিস্বাষ– বনাবা জয়াপর গোণে সাহা উজিযান আমার নিবে দন এই মোকাম কোট চান্দপুরের চৌকিদা রি ট্যাকস্বর তহসিনদার শ্রী মৌনবি কাজে ম আনি আমার জায়দাদ সরকারে অর দ্দো দিয়া তাহার মান জাবিন ও আমার মা তবরিতে সরকারি কম্মের আনজাম করি। য়া আশীতেছেন এক্ষ্যানে আমার প্রের্থানা মান জামীন হইতে এবরাও আমার আবদ্দি ও জাত্রদাত খানাষ পাওয়ার প্রের্থানায় দরখাস্ত।	জশর= যশোর তহসিনদার= তহসিলদার/জয়াপর মৌনবি= মৌলবি আনি= আলি আরদ্দো= বরাদ্দ


STAMP ... EIGHT ANNAS

কারিতে [illegible] হি আমার
দরখা[illegible]স্ত মঞ্জুর
করিয়া উত্তর [illegible] আকালিয়া দো
রখাস্ত মানায় দিতে আজ্ঞা হয় বিচার পতি
ধর্ম্ম অবতার কর্ত্তা নিবেদন ইতি সন ১২৭১ সাল
১৯ ফেব্রুয়ারি।=

পীঠের লিখিত।—

হুকুম হইল যে এই দরখাস্ত ফৌজদারের সে
রেস্তাদারের নিকট কেং তলব করা যায় ও এসি
এলাজ কাগজাত মাএ কেং পেশ হয় ইতি ১৮৬৫।
২ মার্চ = (Sd) E. W. Molony Magte

Recd at 5 P.M. 16 March (Sd) [illegible]

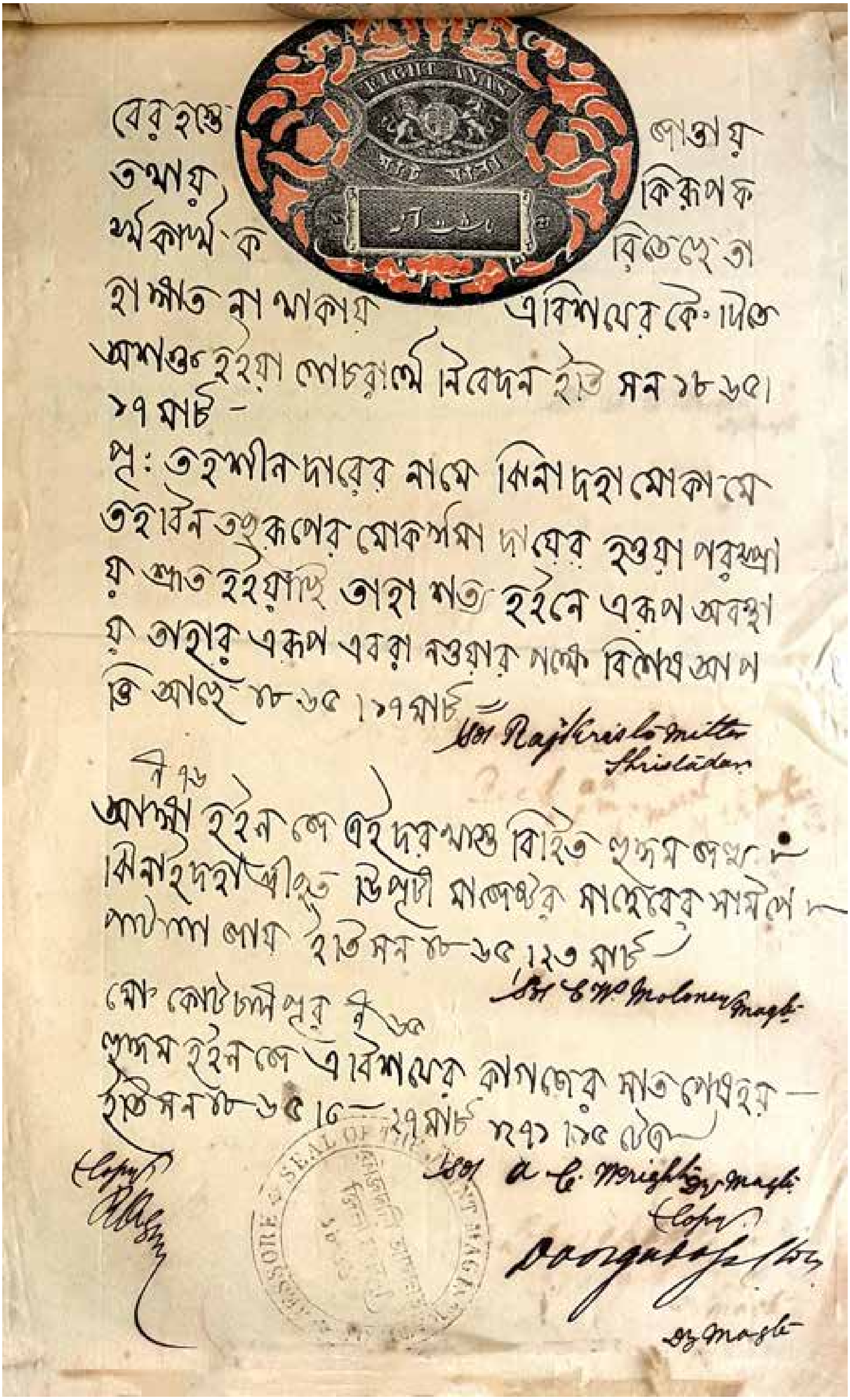
নিবেদনমিদং কোর্ট চাঁদপুরের তহশীলদারের
জামীনী ইতি পূর্ব্বে অত্রাদালতে যে দাখীল হ
ইয়াছীল তাহা মহাফেজখানায় আছে একারণ
সে সকল তাহার নাথ হইতে এসিএলাজ কর্ম্ম মহাশ
য় কিনাই দহার শ্রীহুত ডিপুটী মেজেষ্টর সাহে

Copy [illegible]

JESSORE SEAL OF THE [illegible] MAGISTRATE

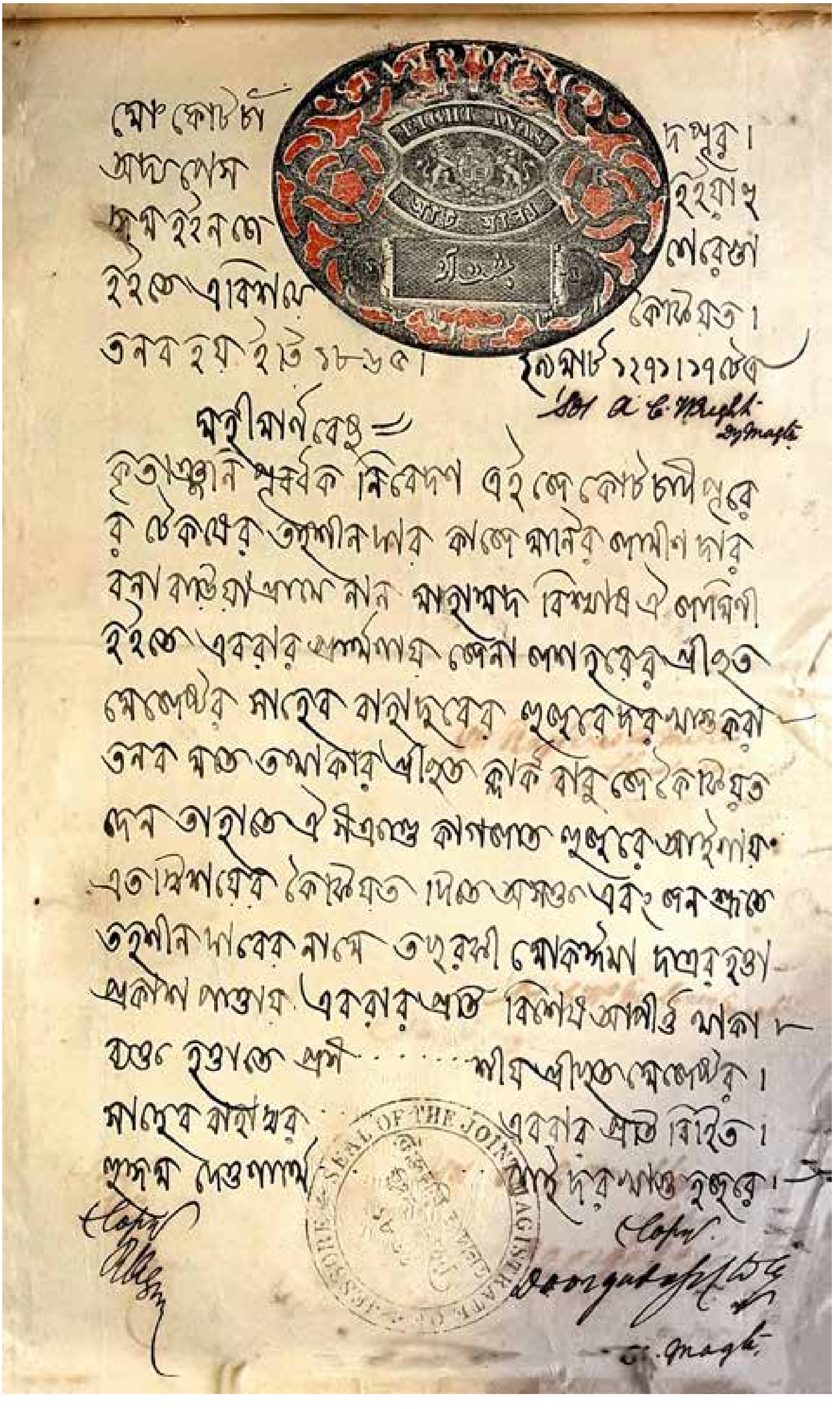
Copy [illegible]
Dy Magt

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
করিতেছি আমার দরখাস্ত মনজুর করিয়া উক্ত আবদ্দিয়া জা য়দাত খানাষ দিতে আঙ্গা হয় বিচারপতি ধর্ম্ম অবতার কর্ত্তা নিবেদন ইতি সন ১২৭১ সান ১৯ ফনগুন। পীষ্টের নিখিত হুকুম হইন জে অত্র দরখাস্ত ফৌজদারের শে রেস্তাদারের নিকট কৈঁ তনব করা জায় ও এস ক্রান্ত কাগজাত মাত্র কৈঁ পেষ হয় উতি ১৮৬৫। ২ মার্চ নিবেমীদং কোট চাদপুরের তহশীন দাবের জামীনী ইতিপূর্ব্ব অত্রাদানতে জে দাখীন হ ইয়াছীন তাহা মহাফেজ খানায় থাকা প্রকাশ গ তো জানওারি মাষ হইতে এসক্রান্ত কর্ম্ম মহাকু মা ঝিনাইদহার শ্রীহত ডিপুটী মেজেষ্টর সাহে	আঙ্গা= আজ্ঞা সান= মাল ফনগুন= ফলগুন=ফাল্গুন নিখিত= লিখিত কৈঁ = কৈফিয়ত তনব= তলব অত্রাদানতে= অত্রআদালতে হইয়াছীন= হইয়াছিল জানওারি= জানুয়ারি


বের হস্তে জোতায়
তখায় কিরূপক
র্ম্মকার্য্য ক রিতেছে তা
হা স্মাত না থাকায় এবিশয়ের কৈফিয়ত
অশক্ত হইয়া গোচরার্থে নিবেদন ইতি সন ১৮৬৫।
১৭ মার্চ —
পু: তহশীলদারের নামে জিন্মা দয়া মোকামে
তহাবিল তহরুপের মোকর্দ্দমা দায়ের হওয়া পরখ্যা
য় শ্রুত হইয়াছি তাহা সত্য হইলে এরূপ অবস্থা
য় তাহার এরূপ এবরা নওয়ার সম্বন্ধে বিশেষ আপ
ত্তি আছে ১৮৬৫। ১৭ মার্চ
Sd/ Rajkrishto Mitter
Sheristadar
নং ৭৬
আজ্ঞা হইল যে এই দরখাস্ত বাহিত হুকুম দেখ
জিন্মা দয়া বাবত ডিপুটী মাজেষ্টর সাহেবের সামনে —
পাঠান যায় ইতি সন ১৮৬৫। ২৩ মার্চ
Sd/ C. W. Molony Magt.
মো: কোটচাঁদপুর নং ৬৫
হুকুম হইল যে এবিশয়ের কাগজের সাত পেশ হয় —
ইতি সন ১৮৬৫। — ২৭ মার্চ সং ১২৭১ ১৪ চৈত্র
Sd/ A. C. Wrighte Dy Magt.
Copy
Copy
Dy Magt

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
বের হস্তে জাওয়ায়	জাওয়ায়= যাওয়ায়
তথায় কিরূপ ক	ঙ্গাত= জ্ঞাত
র্ম্ম কার্য করিতেছে তা	তহশীন= তহশীল
হাঙ্গাত না থাকায় এ বিশয়ের কৈঁ দিতে	হইনে= হইলে
অশক্ত হইয়া গোচরার্থে নিবেদন ইতি সন ১৮৬৫।	পরম্প্রায়= পরম্পরায়
১৭ মার্চ	পাটানো= পাঠানো
পূ: তহশীনদারের নামে ঝিনাদহা মোকামে	পেষ= পেশ
তহবিন তছরূপের মোকর্দ্দমা দায়ের হওয়া পরম্প্রা	
য় শ্রূত হইয়াছি তাহা শত্য হইনে এরূপ অবস্থা	
য় তাহার এরূপ এবরা নওয়ার পক্ষে বিশেষ আপ	
ত্তি আছে ১৮৬৫। ১৭ মার্চ	
নঁ ৭৬	

আঙ্গা হইন জে এই দরখাস্ত বিহিত হুকুম জন্য
ঝিনাইদহা শ্রীহত ডিপুটি মাজেষ্টর সাহেবের সমিপে
পাটানো জায় ইতি সন ১৮৬৫। ২৩ মার্চ
মো কোটচাদপুর নঁ ৬৫
হুকুম হইন জে এ বিশয়ের কাগজের সাত পেষ হয়
ইতি সন ১৮৬৫। ২৭ মার্চ ১২৭১। ১৫ চৈত্র

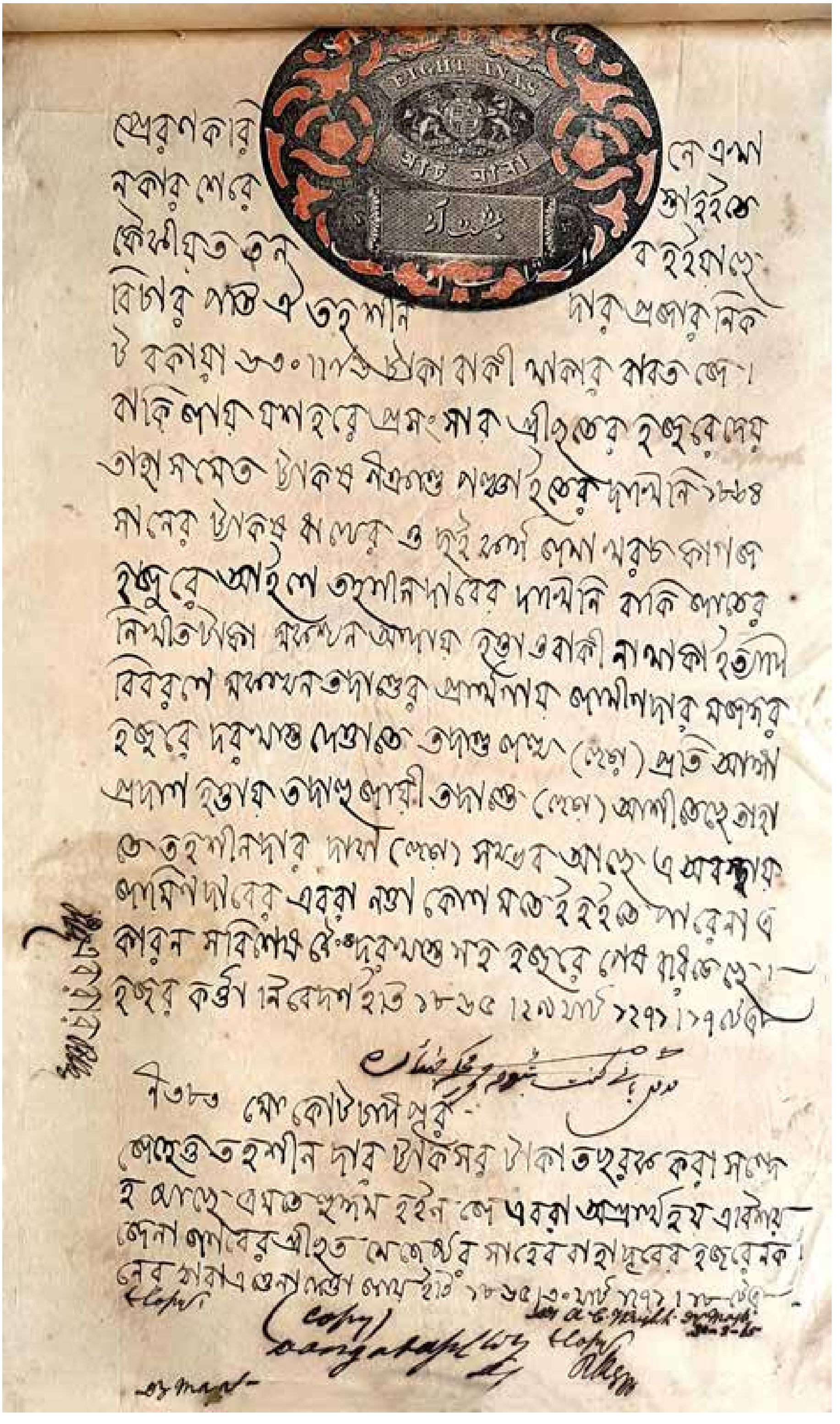

মোং কোটচাঁ দপুর।
আদালত পেশ ইংরাজী
সেরেস্তা
হইতে এবিষয় কৈফিয়ত।
তলব হয় ইতি ১৮৬৫।
১০ মার্চ ১২৭১।১৭ চৈত্র
Sd/ A. C. Magt.
Jt. Magt.
মহামান্য বরেষু—
কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন এই যে কোটচাঁদপুরে
র ঠেকের তহশীলদার কাজে মানের তসীলদার
বন্দা কাউরা গ্রামে নাম মাহাম্মদ বিশ্বাস এ পেয়াদা
হইতে একরার সম্মতে জেলা শ্রী হুজুরের শ্রী যুত
মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে দরখাস্ত করা
তলব মতে আমার শ্রীযুত ক্লার্ক বাবু কৈফিয়ত
দেন তাহাতে এ কাগজাত হুজুরে আইসায়
এতাদ্বিষয়ের কৈফিয়ত দিতে এবং তহশীলদারের নামে তহরির মোকদ্দমা দায়ের হওয়া
একরার প্রতি বিশেষ আপত্তি থাকা
হওয়াতে শ্রী শ্রী যুত মেজেষ্টর।
সাহেব বাহাদুর একরার প্রতি বিহিত।
হুকুম দেওয়ার দরখাস্ত হুজুরে।
Copy
Copy
Jt. Magt.
SEAL OF THE JOINT MAGISTRATE

পাঠ

মো কোট চাঁদপুর
অদ্য পেস হইয়া হু
কুম হইন জে শেরেস্তা
হইতে এ বিশয়ে কৈফিয়ত
তনব হয় ইতি ১৮৬৫। ২৯ মার্চ ১২৭১। ১৭ চৈত্র
মহার্মান বেষু
কৃতাঞ্জনি পূর্ব্বক নিবেদন এই জে কোট চাঁদপুরে
র টেকষের তহশীনদার কাজেমানের জমীনদার
বনাবাড়িয়া গ্রামে নান মাহাম্মদ বিশ্বাষ ঐ জামিনী
হইতে এবরার প্রার্থনায় জেনা জশহরের শ্রীহত
মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে দরখাস্ত করা
তনব মতে তথাকার শ্রীহত ক্লার্ক বাবু জে কৈফিয়ত
দেন তাহাতে ঐ সক্রান্ত কাগজাত হুজুরে আইণায়
এতদ্বিশয়ের কৈফিয়ত দিতে অসক্ত এবং জনশ্রূতে
তহশীনদারের নামে তছরফী মোকর্দ্দমা দাএর হওা
প্রকাশ পাওায় এবরার প্রতি বিশেষ আপীর্ত্ত থাকা
ব্যক্ত হওাতে প্রসী--- শীয শ্রীহত মেজেষ্টর।
সাহেব বাহাদুর এবরার প্রতি বিহিত।
হুকুম দেওনার্থে শেই দরখাস্ত হজুরে ।

শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

তনব= তলব
কৃতাঞ্জনি= কৃতাঞ্জলি
নান= লাল
জেনা= জেলা
জশহর= যশোর
মেজেষ্টর= মেজিষ্ট্রেট
তহশীনদার= তহশীলদার
দাএর= দায়ের
হওা= হওয়া
পাওায়= পাওয়ায়
আপীর্ত্ত= আপত্তি

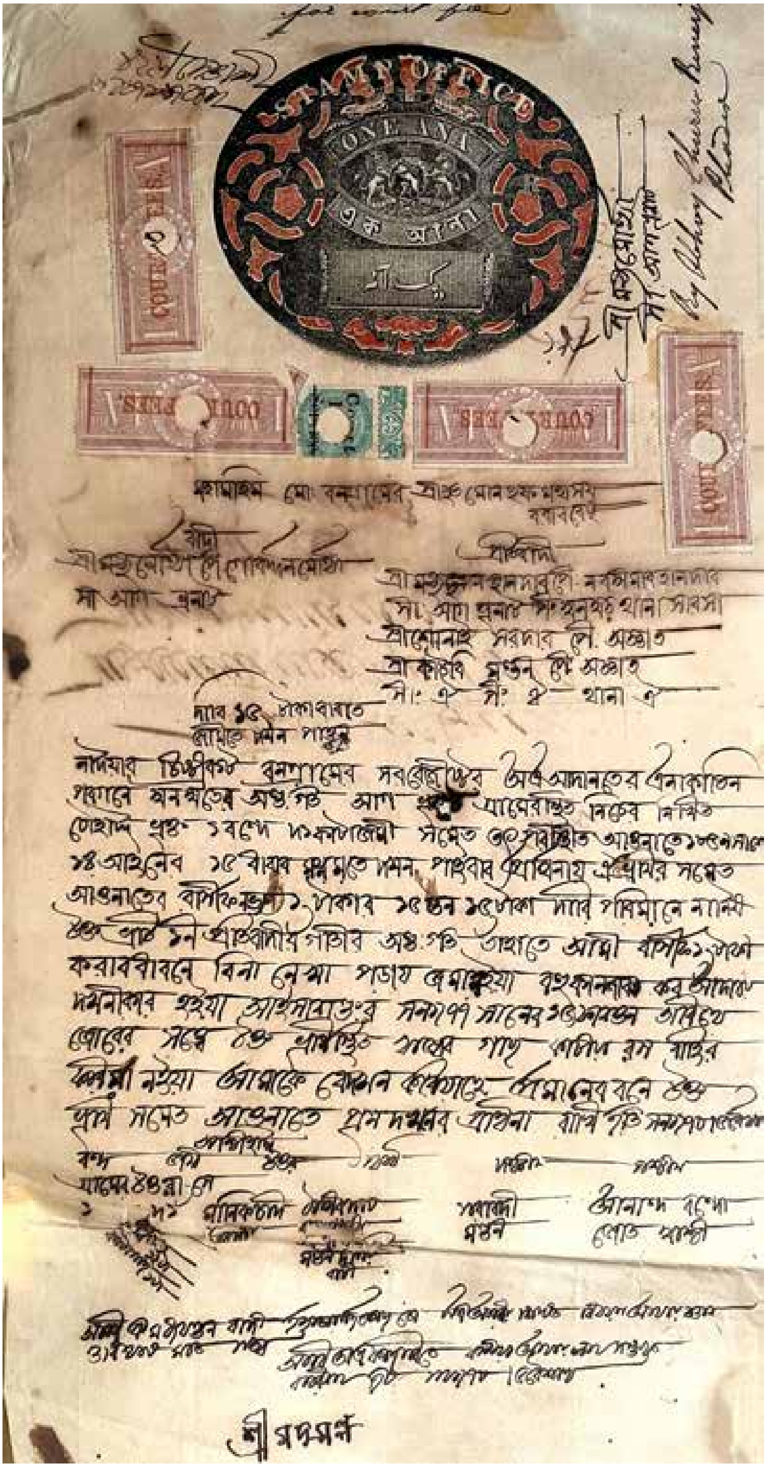

প্রেরণকারি ... কে এন্সা
নকার শেরে ... শাহইতে
কৈফীয়ত তন ... ক হইয়াছে
বিচার পাঠ এ তহশীল ... দার প্রজার নিক
ট বকায়া ৬৩০।।৮৩ টাকা বাকী থাকার বাবত জে।
বাকি লায় যশহরে প্রসংসার শ্রীহজুরের হজুরে দেয়
তাহা সমেত টাকা নীত্রাস্তে পঞ্চান হজুরে দাখীল নিং ১২৬৮
সালের টাকা মালের ও দুই বর্ষ লাগ খরচ কাগজ
হজুরে আইলে তহশীলদারের দাখীলি বাকি লায়ের
নিশ্চিত টাকা য়খনখন আদায় হওয়া ও বাকী না থাকা ইত্যাদি
বিবরণে মখখন তদাস্তের প্রার্থনায় জামীনদার মজকুর
হজুরে দরখাস্ত দেওয়াতে তদন্ত লেখা (লেখা) প্রতি আসা
প্রদান হওয়ায় তদাষ্টু জারী তদন্তে (লেখা) আসীতেছে তাহা
তে তহশীলদার দায়ী (লেখা) সম্ভব আছে এ অবস্থায়
জামিনদারের এবরা নতা কোন মতেই হইতে পারেনা এ
কারন সারিশিষ্ট ২০ দরখাস্ত সহ হজুরে পেশ করিতেছেন —
হজুর কর্তা নিবেদন ইতি ১৮৬৫ ।২৩ মার্চ ১২৭১ ।১১ চৈত্র

নং ৩৮৩ মো কোটচাঁদপুর
যেহেতু তহশীল দার টাকাসর টাকা তহরূপ করা সন্দে
হ আছে এমত হুকুম হইল যে এবরা অপ্রার্থ্য হয় এবিষয়
জেলা জজের শ্রীযুত মে জেন্টর সাহেব বাহাদুরের হজুরে নক
লের দ্বারা এওলা দেওয়া যায় ইতি ১৮৬৫ ।৩০ মার্চ ১২৭১ ।১৮ চৈত্র

Copy
Copy

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
প্রেরণ করিনে এখা নকার শেরেস্তা হইতে কৈফীয়ত তনব হইয়াছে বিচারপতি ঐ তহশীনদার প্রজার নিক ট বকায়া ৬৩০॥৵ ৬ টাকা বাকী থাকার বাবত জে বাকি জায় যশহরে প্রসংসার শ্রীহতের হজুরে দেয় তাহা সমেত ট্যাকষ শঁক্রান্ত পঞ্চাইতের দাখিনি ১৮৬৪ সানের ট্যাকষ বাখের ও ছই ফর্দ্দ জমা খরচ কাগজ হজুরে আইন তহসীনদারের দাখিনি বাকি জাতের নিখীত টাকা মফশ্বন আদায় হওা ও বাকী না থাকা ইত্যাদি বিবরণে মফশ্বন তদান্তের প্রার্থনায় জামীনদার মজকুর হজুরে দরখাস্ত দেওাতে তদান্ত জন্ম (ছেড়া) প্রতি আঙ্গা প্রদান হওায় তদানুজায়ী তদান্তে (ছেড়া) আশীতেছে তাহা তে তহশীনদার দায়ী (ছেড়া) সম্ভব আছে এ অবস্থায় জামিণদারের এবরা নওা কোন মতেই হইতে পারেনা এ কারন সবিশেষ বৈ দরখাস্ত সহ হজুরে পেষ করিতেছে। হজুর কর্ত্তা নিবেদণ ইতি ১৮৬৫। ২৯ মার্চ ১২৭১। ১৭ চৈত্র নং ৩৮৩ মো কোটচাদপুর জেহে ও তহশীনদার ট্যাকসর টাকা তছরফ করা সন্দে হ আছে এমতে হুকুম হইন জে এবরা অশ্রার্থ হয় এ বিশয় জেনা জশবের শ্রীহত মেজেষ্টর সাহেব বাহাদুরের হজরে নক নের দ্বারা এত্তেনা দেওা জায় ইতি ১৮৬৫। ৩০ মার্চ ১২৭১। ১৮ চৈত্র	করিনে= করিলে তনব= তলব বকায়া= বকেয়া ছই= ছয় নিখীত= লিখিত মফস্বন= মফস্বল আঙ্গা= আজ্ঞা নওা= নেওয়া পেষ= পেশ জশবের= যশোরের নকনের= নকলের শঁক্রান্ত= সংক্রান্ত

নথি ১৭



মহামহিম মোঃ বনগ্রামের শ্রীহত মোনছফ মহাসয বরাববেষু

বাদী
শ্রী মধু মোর্ল্যা পেঁ গোবর্দ্ধন মোর্ল্যা
সা আগ ভূনাট

প্রতিবাদী
শ্রী মধুষুদন হানদার পেঁঃ নবকুঁমার হানদার
সাঁঃ আগ ভূনাট পঁঃ থনখড় থানা সারসা
শ্রী শোনাই সরদার পেঁঃ অজ্ঞাত
শ্রী কাউরি মন্ডনঁ পেঁঃ অজ্ঞাত
সাঁঃ ঐ পঁঃ ঐ থানা ঐ

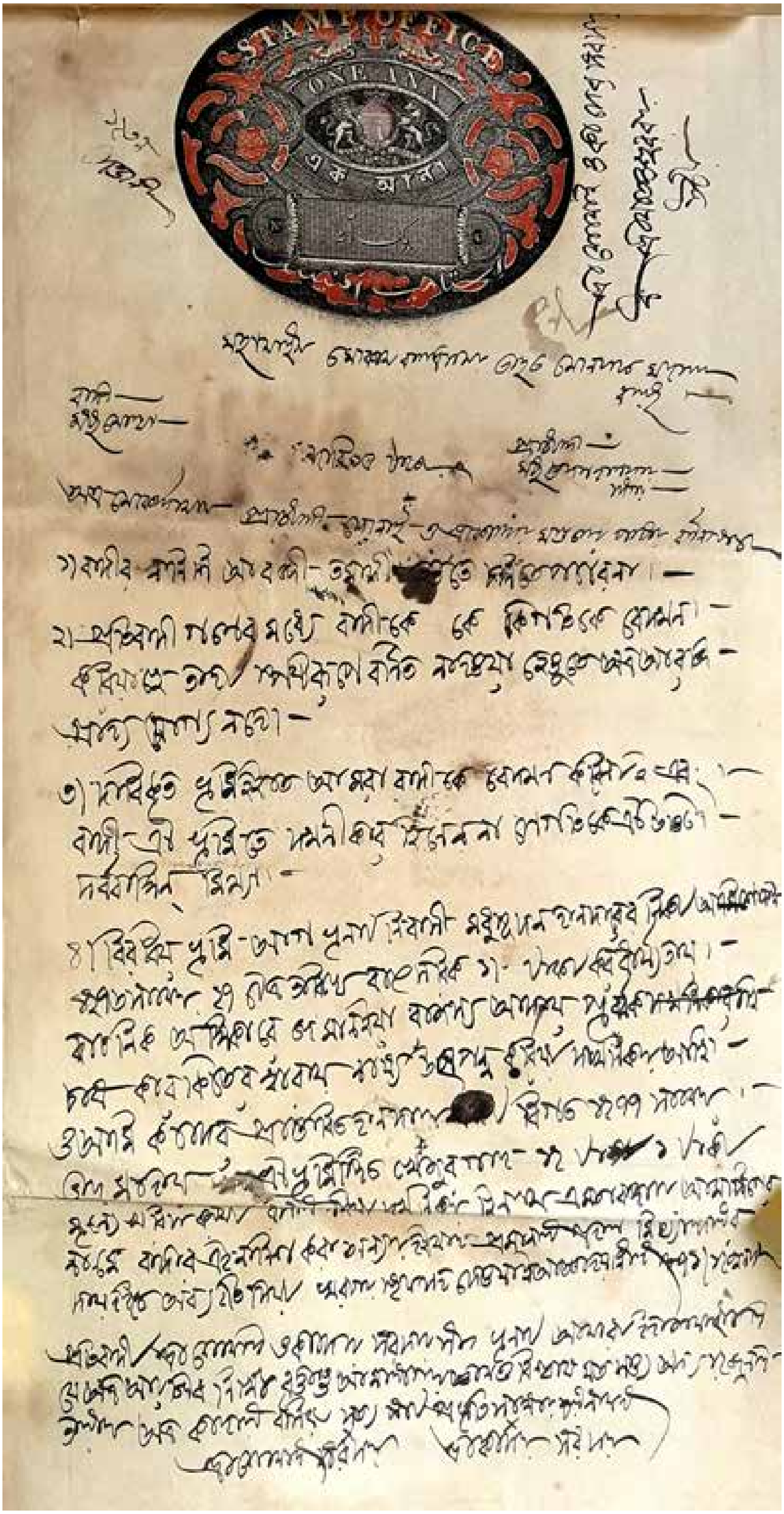
দাবি ১৫ টাকা বাবাত
জমিতে দখন পাওন

নদিয়ার ডিষ্ট্রীকট বনগ্রামের সববেজীষ্টর অত্র আদানতের এনাকাধিন পরগনে ----- অন্তঃর্গত আগভূনাট গ্রামের স্থিত নিচের নিখিত চৌহদ্দি ভূক্ত ১ বন্দে ১ কাটা জমী সমেত তৎপরিস্থিত আওনাতে ১৮৫৯ সানের ১৪ আইনের ১৫ ধারার মম্ম মতে দখন পাইবার প্রার্থনায় ঐ ভূমির সমেত আওনাতের বার্সীক লভ্যন্য ১ টাকার ১৫ গুন ১৫ টাকা দাবি পরিমানে নানিষ উক্ত ভূমি ১নঁ প্রতিবাদীর গাতীর অন্তঃর্গত তাহাতে আমী বার্সীক ১ টাকা করাবধাবনে বিনা নেখা পড়ায় জমান্নইয়া বহু কান জাবত কর আদায়ে দখনীকার হইয়া আইসা নান্তঃর সন ১৮৭৭ সানের ১৫ ফানগুন তারিখে জোরের সত্ত্বে উক্ত ভূমিস্থিত খাজুর গাছ কাটায়া রস বাহির করিয়া নইয়া আমাকে বেদখন করিয়াছে প্রমানের বনে উক্ত ভূমি সমেত আওনাতে (আপোতানে) পূণদখনের প্রার্থনা রাখি ইতি সন ১৮৭৮ ১৫ বৈষাখ
[চৌহদ্দি]
সা- ঐ মধ্য মন্ডন বাদী ইহা জানাইতেছে জে এ আরজির নিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্যাষ মতে সত্ব আমি অত্র কাছারিতে বসীযা আমার নাম দস্তখত করিনাম ইতি সন ১২৭৮/ ৫ বৈশাখ
[শ্রী মদুমল্ল এর স্বাক্ষর]

দখন= দখল
সববেজীষ্টর= সাবরেজিষ্ট্রার
ডিস্টিকট= ডিস্ট্রিক্ট
আদানত= আদালত
এনাকা= এলাকা
নানিষ=নালিষ= নালিশ
নেখা= লেখা
জমান্নইয়া= জমা লইয়া

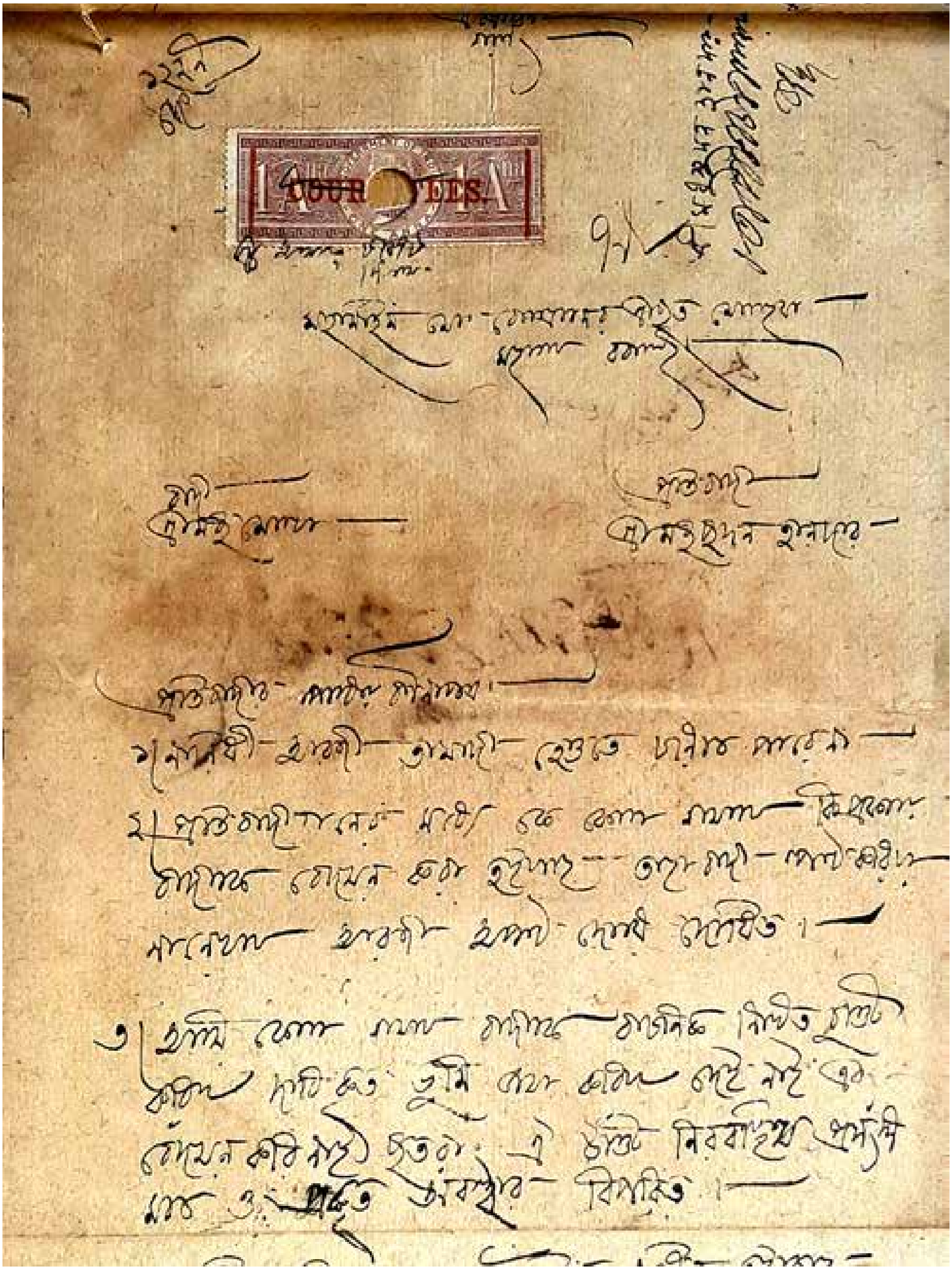
কান= কাল
ফানগুন= ফাল্গুন
নইয়া= লইয়া
বনে= বলে
বৈষাখ= বৈশাখ
নভ্যন্য= লভ্য
বিশ্যাষ= বিশ্বাস
সত্ব= সত্য
মধ্য= মধু

০


STAMP OFFICE
ONE ANA
এক আনা

পাঠ	শব্দার্থ/বর্তমান রূপ
মহামহিম মোকাম বনগ্রামের শ্রীহত মোনষফ মহাষয়	চনিতে= চলিতে
বরেষু	ছিনেন= ছিলেন
বাদী প্রদিবাদী	উত্তিতা= উক্তিটা
মধু মোল্যা মধুষুদন হানদার	কাবনিক= কাবুলিক
দিগর	নইয়া= লইয়া
দাবি ১৫ টাকা	সত্ত্য= সত্য
অত্র মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সেনাই —— পাঠায় বর্ণনা——	ষনাহ= সানাহ/ সন

১। বাদীর নানিশি আরজী তমাদী হেতুতে চনিতে পারেনা।
২। প্রতিবাদীগণের মধ্যে বাদী কে কি গতিকে বেদখন
করিয়াছে তাহা স্পষ্ট রূপে বর্ণিত না হওয়া হেতুতে অত্র আরজি
গ্রাহ্য যোগ্য নহে।
৩। দাবিকৃত ভূমি হইতে আমরা বাদীকে বেদখন করিয়াছি এবং
বাদী ঐ ভূমিতে দখনীকার ছিনেন না সেগতিকে এ উত্তি তা
সর্ব্বাঙ্গিন মিথ্যা।
৪। বিরধিয় ভূমি আগভূনাট নিবাসী মধুসূদন হানদারের নিকট আমি শোনাহ
১২৭৬ সানে ২৭ চৈত্র তারিখে বাৎসরিক ১ টাকা কর ধার্য্যতায়
কাবনিক অঙ্গিকার জমা নইয়া রাজস্য আদায় পূর্ব্বক দখনিকারাছি
চাষ কাবকিতের দ্বারায় শষ্য উৎপন্ন করিয়া দখনিকার আছি
ও আমি কাঁদর প্রস্তাবিত হানদার নিকট বিগত ১২৭৭ সানের
ভাদ্র মাহায় ঐ ভূমিস্থিত খেজুর গাছ ১২টা ১ টাকা
মূল্যে খরিদ করিয়া রসাদী নইয়া দখনিকার ছিনাম এমতাবস্থায় আমদিগের
নামে বাদীর এই নানিশ করা অন্যায় হইয়াছে প্রমানাদী গ্রহনে মিথ্যা সাক্ষীর
দায় হইতে অব্যহতি দিয়া খরচার সুদ সহ দেওয়াই আজ্ঞা হয় ষনাহ ১৮৭১/ ১২?
প্রতিবাদী শ্রী শোনাই ও কিঙ্গর সরদার, সাঁ ভূনাট আমারা ইহা ——
যে অত্র আরজির নিখিত বৃত্তান্ত অমাদিগর জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্ত্য আদ্য ১২
জুনাই
তারীখ অত্র কাছারী বসিয়া সত্য ষীয় প্রকৃত সাক্ষর করিনাম
স্বাক্ষর   স্বাক্ষর



পাঠ

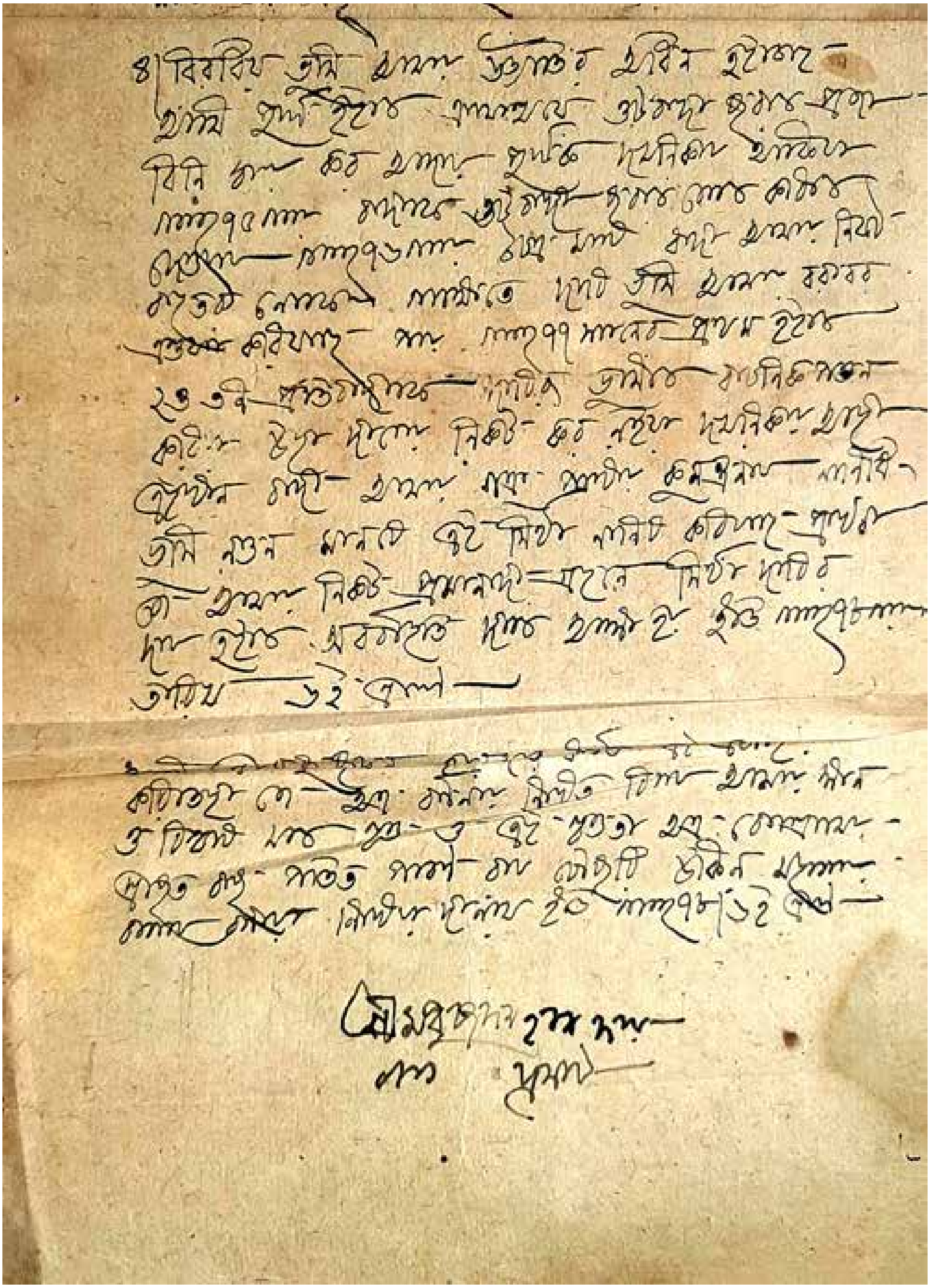
১২২ নঁ
দেং

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রী মধু মোল্যা	শ্রী মধুষুদন হানদার

প্রতিবাদীর পোক্ষের বর্ণনাপত্র
১। নানিষী আরজী তামাদী হেতুতে চনিতে পারেনা
২। প্রতিবাদীগনের মধ্যে কে কোন সমায কি প্রকারে
বাদীকে বেদখন করা হইয়াছে তাহা বাদী পোষ্ট করিয়া
না নেখায় আরজী অপাঠ দোষে দোষিত।
৩। আমি কোন সমায বাদীকে বাচনিক নিখিত চুক্তি করিয়া
দাবিকৃত ভূমি জমা করিয়া দেই নাই এবং
বেদখন করি নাই ষুতরাং ঐ উক্তি নিরবচ্ছিন্ন প্রসংঙ্গ
মাত ও প্রকৃত অবস্থার বিপরিত
মহামহিম মোং বোনগ্রামের শ্রীহত মোনছফ ৭ নঁমহাশয ববরেষু

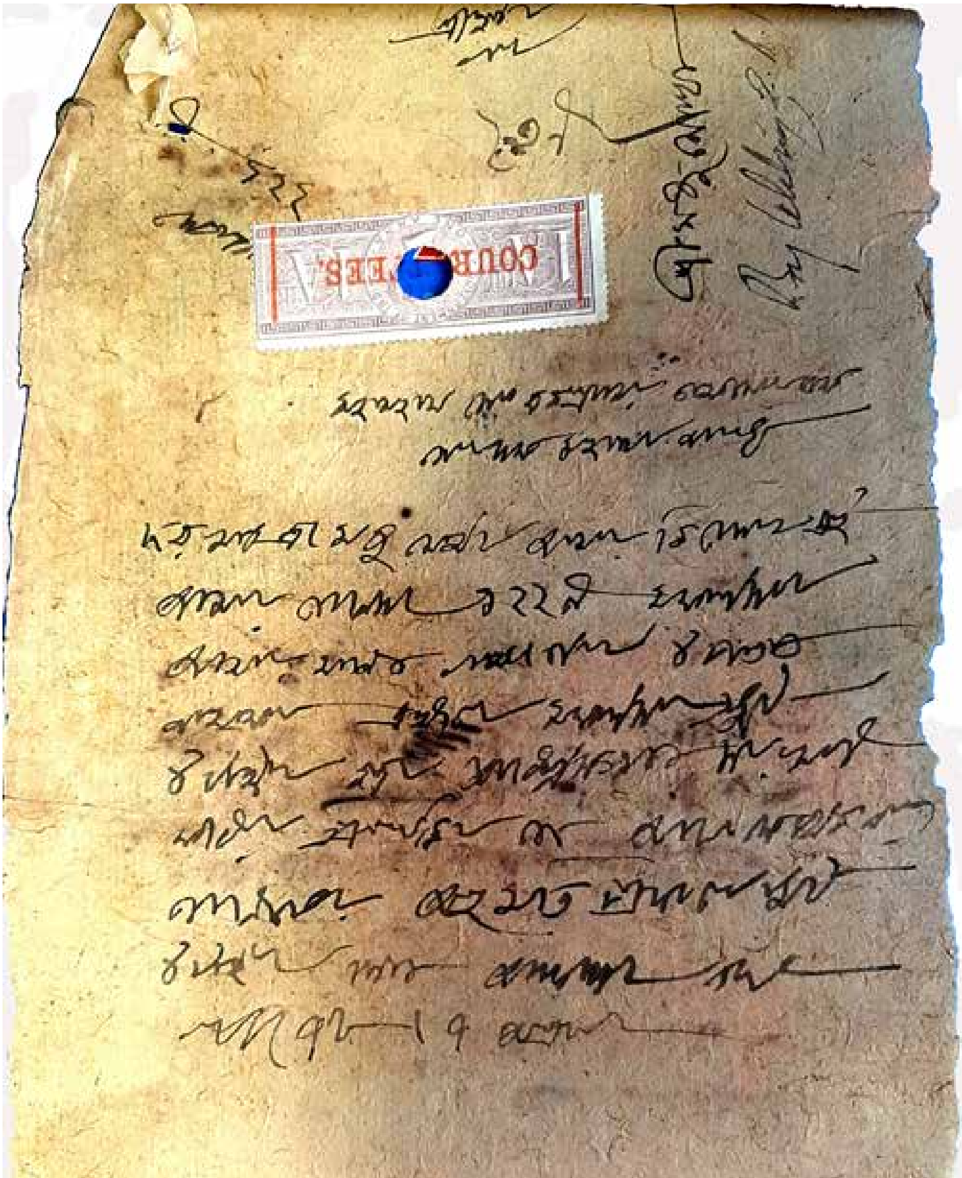
শব্দার্থ/বর্তমান রূপ

আঙ্গা= আজ্ঞা
চনিতে= চলিতে
পোষ্ট- স্পষ্ট
মাত= মাত্র
নোকের= লোকের
নইয়া= লইয়া
মির্থা= মিথ্যা
অববাহতি= অব্যহতি
সমায= সময়ে
ক্রমোন্যয়ে= ক্রমান্বয়ে
স্বত্ত= সত্য



পাঠ

৪। বিরধিয় ভুমি আমার গতির অধন হইয়াছ
আমি পূর্ব হইতে ক্রমোন্যয়ে ওট বাঙ্গী ষুরাত প্রজা
বিনি দ্বারা কর আদায় পূর্বক দখনিকার থাকিয়া
সনহ ৭৫ সানের বাদীকে ওটবাঙ্গী ষুরাত করিয়া
দেওয়া সনহ ৭৬ সানের চৈত্র মাসে বাদী আমার নিকট
বহুতর নোকের সাক্ষাতে দাবী ভুমি আমার বরাবর
এস্তেযাম করিয়াছে পরে সনহ ৭৭ সানের প্রথম হইতে
২ ও ৩ নং প্রতিবাদিকে দাবির ভূমির বাচনিক পত্তন
করিয়া উহাদিগের নিকট কর নইয়া দখনিকার আছি
এইখান বাদী আমার সত্রু পক্ষের কুমন্ত্রনায় নানিষি
ভূমি নওন মানষে এই মিথ্যা নানিষ করিয়াছে প্রার্থনা
জে আমার নিকট প্রমানাদী গ্রহনে মির্থা দাবির
দায় হইতে অববাহতি দীতে আঙ্গা হয় ইতি সনহ ৭৮ সান
তারিখ ৬ ই শ্রাবন
(লাইন হারানো গেছে)
করিতেছি জে অত্র বর্ণনায় বিসয় আমার জ্ঞান
ও বিশ্বাষ মতে স্বত্ত ও এই স্বত্ততা অত্র বোনগ্রামের
শ্রীহত বীষু পন্ডিত পরাণ রায় চৌধুরি উকিন মহাশয়
বাসায় বসীয়া নিখিয়া দিনাম ইতি সনহ ৭৮। ৬ই শ্রাবন
শ্রী মধুষুদন হানদার সাঁ ভূনাট



পাঠ

দরখাস্ত শ্রী মধু মেথা আমার নিবেদন এই
আমার —– ১২২ নঁ ––
আমার থানা –– ––
৪ পতা না থাকায় [অপাঠ যোগ্য লাইন] ৭৮/৭ শ্রাবন?

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Anand V. Swamy, Land and Law in Colonial India, Forthcoming in Debin Ma and Jan Luiten Van Zanden eds. Long-term Economic Change in Eurasian Perspective, Stanford University Press, 2010.

এটিএম মাসুদ রেজা, Study of the Development of Zamindar House, Dhaka Division, Master's Thesis, BUET, Dhaka, 2008.

Bose, Sugata. 1993. Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal since 1770. Cambridge: Cambridge University Press.

Guha, Ranajit. A Rule for Property in Bengal: An Essay on the Idea of the Permanent Settlement. Paris: Moulton and Co, 1963.

Iftekhar Iqbal, The Bengal Delta: Ecology, State and Social Change, 1840–1943, Palgrave Macmillan: New York, 2010.

John R. McLane, Land and Local Kingship in Eighteenth Century Bengal, Cambridge South Asian Studies, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Kalinath Choudhury, Rajshahir Shankshipta Itihas, Calcutta, 1901, p. 197; Moksudur Rahman, Notore Maharani Bhavani, Rajshahi, 1988, p. 147 in S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 2006.

Muzaffar Alam, Christopher Bayly, Philip Calkins, and Andre Wink, (cited in John R. McLane, 2002.

Ratnalekha Ray, The Bengal Zamindars: Local Magnates and the state before the Permanent Settlement, The Indian Economic & Social History Review, Volume: 12 issue: 3, 1975.

SM Blatt, AM Mollah and D Heppell, 'Indian Government Fiscal and Judicial Stamps and Stamp Papers: Including Provincial and Provisional Issues', Volume 1, AM Mollah, 2004.

S.M.Rabiul Karim, Raishahi Zamindars: A Historical Profile in the Colonial Period (1765-19471), PhD Thesis, Department of History, University of North Bengal, Darjeeling, 2006.

Shirin Akhter THE ROLE OF THE ZAMINDARS IN BENGAL (1707-1772), PhD Thesis, School of Oriental and African Studies, the University of London, 1973.

Review by: Suresh Chandra Ghosh, A Bengal Zamindar: Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and His Times (1808-1888) by Nilmani Mukherjee, Economic and Political Weekly, Vol. 10, No. 39 (Sep. 27, 1975)

Shirin Akhtar, THE ROLE OF THE. ZAMINDARS IN BENGAL (1707-1772), PhD Thesis, School of Oriental and Afr ican Studies, the University of London, 1973.

Tapan Kumar Raychaudhuri, Bengal under Akbar and Jahangir: An Introductory Study inSocial History, Calcutta, 1953.

খান শাহাব উদ্দিন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক), বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, বিভাগীয় কমিশনারের কার্য্যালয়, রাজশাহী বিভাগ।

ড. মোঃ মকসুদুর রহমান, নাটোরের মহারানী ভবানী, আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ২০০৮।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

ত্রিপুরা বসু, দুশো বছরের বাংলা নথিপত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০০৯।
শ্যামল বেরা, নথিপত্রে লোকজীবন, কোলাঘাট, ২০০০।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, শতাব্দীর সাক্ষী ১৮৮৬-১৯৮৬, চন্দ্রমল্লিকা প্রকাশনী, নড়াইল, ১৩৯৩ (বাংলা সন)।

বুদ্ধদেব আচার্য, সুরুল নথি সংকলন, ১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৮৫।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবধ প্রবন্ধ-বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬১।

মুহাম্মদ সাজাহান মিয়া, বাংলা পান্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা, ঢাকা, ১৯৮৪।

রাধা রমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস (১-৬ খন্ড একত্রে), পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, কমল চৌধুরী (সম্পাদনা), ২০০০।

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস (২য় খন্ড), প্রথম সংস্করণ, গুরদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯ (বাংলা সন)।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯০৫।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন- বঙ্গসমাজ (দ্বিতীয় সংস্করণ), এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, কোলকাতা, ১৯০৯।

শ্রী নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ), শ্রী গুরুদাস চট্টপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১০ (বাংলা সন)।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, চতুর্থ সংস্করণ, সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, ১৯৯৫।

নির্বাচিত নির্ঘন্ট

নীলকণ্ঠ,
বানীকণ্ঠ রায়,
রাজা বরদাকণ্ঠ রায়,
টি. টি. অ্যালেন,
জ্ঞাণদাকণ্ঠ,
মানদাকণ্ঠ,
হেমদাকণ্ঠ,
রানী দূর্গাসুন্দরী,
কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠ,
সতীশকণ্ঠ,
যতীশকণ্ঠ,
নৃপতীশকণ্ঠ,
সৈয়দ কেরামত আলী,
মতওয়ালি,
শ্যামসুন্দও,
সুখদেব রায়,
পলাশি,
সালাউদ্দিন খান,
মহেশ্বরপাশা,
মুন্নুজান খানম,
হুগলী,
ইমামবাড়া,
হাজী মোঃ মোহসীন,
কিসমৎ সৈয়দপুর,
ওয়াকফ,
সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী,
জৌনপুরী,
সাগড়দাঁড়ী,
কপোতাক্ষ,
রাজ নারায়ণ দত্ত,
জাহ্নবীদাসী,
মাইকেল মধুষুদন দত্ত,
গৌরীচরণ ঘোষ,
কালীশংকর,
কালীশংকর,
রামনারায়ণ,
গুরুদাস,
রামরতন রায়,
হরনাথ রায়,
রাধাচরণ রায়,

বাবু চন্দ্রকুমার রায়,
কালি প্রসন্ন রায়,
বাবু কালীদাস রায়,
বাবু উমেশচন্দ্র রায়,
বাবু যোগেন্দ্র নাথ,
পুলিন বিহারী,
বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র রায়,
বাবু কীরণ চন্দ্র রায়,
রানী ভবানী,
সিরাজুদ্দৌলা,
তারাসুন্দরি,
রাজা রামকৃষ্ণ,
বিশ্বনাথ রায়,
শিবনাথ রায়,
রানী কৃষ্ণমনি,
রানী গোবীন্দমনি,
রানী জয়মনি,
বড়নগর
রাজা গোবিন্দ চন্দ্র
রানী শিবেশ্বরী
গোবিন্দনাথ রায়
রানী ব্রজসুন্দরী
জগদিন্দ্রনাথ রায়
নাটোর রাজ
জয় দূর্গা
বলিহারি
রাজা রাজেন্দ্র নারায়ন
রাজা আনন্দ নাথ রায়
রাজশাহী
দিঘাপতিয়া স্টেট
রাজা প্রমথ নাথ রায়
রাজা প্রশন্ন নাথ রায়
প্রমদানাথ
বসন্তকুমার,
শরৎকুমার,
হেমেন্দ্রকুমার রায়
ঈাবনা
চাটমোহর
পার্শ্বডাঙ্গা
হরিনাথ

শম্ভূনাথ চৌধুরী
গোবিন্দনাথ চৌধুরী
কলকাতা,
জানবাজার
রানী রাষমনি
নদিয়া
খাজুরডিহি
ভগবানচন্দ্র
বঙ্গাধিকারী
রাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী
চন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী
রাজা যোগিন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী
ডাহাপাড়া
রাজা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
মুনসেফ আদালত
নড়াইল
নিলকুঠি
তেজারতি
সাবঅর্ডিনেট জজ কোট
কবুলিয়ত পত্র
পান্ডূয়া,
ঝিনাইদহ
সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী
শারদা সুন্দরী চৌধুরানী
বাবু পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায় রায় বাহাদুর
বাবু দ্বারিকানাথ রায় চৌধুরী
রায় হরনাথ রায়বাহাদুর
শ্রীমতি জগদম্বা দাসী
পদ্মমান দাস্য
কালিদাস দেব রায়
বাবু মথুরেশ চন্দ্র দেব রায়,
বাবু আনন্দ মোহন দেব রায়
গোবিন্দ চন্দ্র রায়,
বাবু গুরুদাস রায়
শ্রী বনহরি ঘোষ
শ্রীহত বাবু চন্দ্র কুমার রায়
শ্রিহত বাবু কালি প্রসন্ন রায়
রাজা সৌরেশ চন্দ্র দেব রায়
রাজা ওমেরষ চন্দ্র দেব রায়
রাধিকা চৌধুরানী

দূর্গা প্রসাদ রায় চৌধুরী,
রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
ভারতবর্ষের ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক,
রাজা প্রসন্ন নাথ রায়বাহাদুর,
বাবু পঞ্চানন বষু
বাবু ঈশ্বর চন্দ্র বষু
বনমালী বষু,
রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ
ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ
শ্রী যোগেশ চন্দ্র দত্ত
রাম মোহন দত্ত
রায় নারায়ন দত্ত
শ্রীযুক্ত বাবু রামাচরণ বসু
পরমেশ্বর পাল চৌধুরী
মুক্তকেশি চৌধুরানী,
রাজ রাজেশ্বর পাল চৌধুরী
গোপেশ্বর পাল চৌধুরী
শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্র সরকার চৌধুরী
শ্রী শ্রীচন্দ্র সরকার চৌধুরী
তারিনি চরণ মুখোপাধ্যায়
রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
শ্রী জগত চন্দ্র চৌধুরী
শ্রী গোপাল চন্দ্র চৌধুরী
শ্রী আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী
শ্রী নাথ দত্ত চৌধুরী
দয়াময়ী চৌধুরানী
জগদম্বা চৌধুরানী
বাবু কালিদাস রায়
শ্রী মুক্তকেশী চৌধুরানী
দারিকানাথ ঠাকুর
শ্রীহত দিনবন্ধু মুখোপাধ্যায়
ঠাকুরদাষ ন্যায়রত্ন মুখোপাধ্যায়
শ্রী গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
শ্রীমান মৃত্রঞ্চয় মিত্রস্য (শ্রীমান মৃত্যুঞ্জয় মিত্র?)
শ্রীযুক্ত শান্তনাথ মিত্রস্য
বাবু উমেচ চন্দ্র রায়
বাবু হরনাথ রায়
রাজা সত্য স্মরণ ঘোষাল বাহাদুর
কুমুদিনী দাসী
বাবু দারিকানাথ বিশ্বাস

বিষুচরণ চট্টপাধ্যায়
ভৈরবচন্দ্র চট্টপাধ্যায়
শ্রী চন্দ্রকান্ত চন্দ্র চৌধুরী
শ্রী সূয্যা (সূর্য) কান্ত চন্দ্র চৌধুরী
ব্রজনাাথ পাল চৌধুরী
দারকানাথ পাল চৌধুরী
শ্রী পদ্যবতি দেব্যা
যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

পরিচিতি

অধ্যাপক মোঃ শরিফুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনিস্টিটিউট এ কর্মরত আছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ইয়ংশপিং ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল, সুইডেন থেকে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর রচিত বাংলার সুলতানি আমলের মুদ্রা বিষয়ক “The Sultanate Period Coins of Bengal” বইটি ২০২০ সালে ঢাকার ব্ল্যাক এন অরেঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৯ সালে ভারতের দিল্লীস্থ মনোহর পাবলিশার এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস তাঁর রচিত আরো একটি বই “Understanding the Coins of Bengal: Ancient to Early Modern Period” প্রকাশ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা নিয়ে তথ্য উপাত্ত সহ তাঁর লেখা বই “A Lonely Walk in the Dhaka Stock Exchange” প্রকাশিত হয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন নিয়ে লেখালেখি ছাড়াও তাঁর মুদ্রা বিষয়ক লেখাগুলি বিশ্বের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রা গবেষণা নিয়ে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডন ভিত্তিক Council of the Oriental Numismatic Society ২০১৮ সালে তাঁকে ‘অশোকা পুরস্কার’ এ ভূষিত করে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন দেশের জাতীয় বার্তা সংস্থা, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এ সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি অধ্যাপক মোঃ শরিফুল ইসলামের সাথে “The Sultanate Period Coins of Bengal” এবং “Understanding the Coins of Bengal: Ancient to Early Modern Period” বইয়ের সহ-লেখক ছিলেন। তাঁর কিছু মুদ্রা বিষয়ক লেখা লন্ডন ভিত্তিক The Journal of the Oriental Numismatic Society -এ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি Bangladesh Numismatic Collectors’ Society এর আজীবন সদস্য।

ডা. মোঃ ফরহাদুর রহমান পেশায় চিকিৎসক (মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজিস্ট) এবং একজন সৌখিন সংগ্রাহক। ধাতব ও কাগজী মূদ্রা, দলিল-দস্তাবেজ ও অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনে বিশেষ আগ্রহী ডা. ফরহাদের সংগ্রহের বয়স ১৫ বছরের কিছু বেশী। কর্মসূত্রে ঢাকায় থাকেন, সংগ্রহ ও গবেষণার তাগিদে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন দেশের নানা প্রান্তে।